মাসুদ রানা

রক্তপিপাসা

তিনখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা
প্রকাশনী

মাসুদ রানা

রক্তপিপাসা

তিনখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বললেন, 'তোমার ওই ম্যাপ না কি যেন, ওটা নিয়ে সবাই খুব উত্তেজিত হয়ে আছি আমরা।'
হাসল মাসুদ রানা। 'কুইপু,' বলল ও। 'ইনকাদের একটা রেকর্ডিং ডিভাইস।' ব্রিফকেস থেকে
জেড-বক্সটা বের করে কনফারেন্স টেবিলের ওপর সাবধানে রাখল ও।
'বাঁক ও মোচড়গুলোয় শিল্পীর নিপুণ হাতের ছোঁয়া আছে,' ঢাকনির ওপর খোদাই করা মুখ দেখে মন্তব্য করলেন অ্যাডমিরাল। 'তবে, প্রশ্ন হলো, এই কুইপু কি সত্যি তোমাকে বিরাট এক গুপ্তধনের সন্ধান দেবে?'
'আমি অন্তত তাই আশা করছি।'
রানার আশা পূরণ হলো ঠিকই, কিন্তু কিভাবে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

রক্তপিপাসা

(তিনখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7231-6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

১ম প্রকাশ: ১৯৯৫, ২য় প্রকাশ ২০০৩

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
RAKTOPIPASHA
Part: I, II & III
By: Qazi Anwar Husain

সাতচল্লিশ টাকা

রক্তপিপাসা-১ ৫-১০২
রক্তপিপাসা-২ : ১০৩-১৯৩
রক্তপিপাসা-৩ ১৯৪-২৮৮

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

সস্তায় মাসুদ রানার বই: ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৪৫/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৪১/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	২৮/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৪১/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৩৮/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	২৮/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৩৭/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৪/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৩১/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩২/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	২৭/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	২৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	২৮/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৩৫/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৩০/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৪/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪০/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	২৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৩৫/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	২৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৪৪/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	২৯/-
৬১-৬২	আক্রমণ (একত্রে)	৪১/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৪৫/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪০/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা (একত্রে)	৪০/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	৫৮/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৩৬/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৪/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৫২/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৪/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ (একত্রে)	৩৯/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩০/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২	৫০/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৪৬/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২	৩৮/-
১৮২-১৮৩	যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৩৭/-
১৯৫-১৯৬	ব্ল্যাক ম্যাজিক-১, ২ (একত্রে)	৩৬/-
১৯৭-১৯৮	তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০	ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২	আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২০৩-২০৪	অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭	জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২০৮-২০৯	সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১	গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০	দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২৫-২২৬	নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২৩৪-২৩৫	অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৩৬-২৩৭	ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৩১/-
২৩৮-২৩৯	নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১	সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২৫৮-২৬৫	রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৭০-২৭১	অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৭/-
২৭২-২৭৩	মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৩৬/-
২৭৯-২৮২	মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৪৭/-
২৮১-২৭৭	আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪২/-
২৮৩-২৮৮	দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৩৮/-

রক্তপিপাসা-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

এক

১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ।

সকালের প্রথম সূর্যের সঙ্গে এল ওরা, রোদ ঝলমলে পানির ওপর মরীচিকার মত সোনালি দ্যুতি ছড়াতে ছড়াতে। শান্ত নীল আকাশের নিচে সুতি কাপড়ের তৈরি পালগুলো বাতাস না পেয়ে চুপসে আছে। মাথার ওপর নিঃসঙ্গ এক বাজপাখি বারবার গোত্তা খেয়ে নিচে নেমে এসে আবার উঠে যাচ্ছে ওপরে, যেন মাঝিদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে নির্জন দ্বীপটার দিকে। ইনল্যাণ্ড সী-র মাঝখানে মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে ওটা।

নৌকা বা ভেলা যাই বলা হোক, তৈরি করা হয়েছে নল-খাগড়ার গোছা এক করে বেঁধে, ভাঁজ করে ওপর দিকে তোলা হয়েছে দুই প্রান্ত। এরকম ছ'টা গোছার একটা বাণ্ডিল দিয়ে খোল বানানো হয়েছে, খোলের দুই পাশে সারি সারি বাঁশ। উঁচু দুই প্রান্ত সরীসৃপের আকৃতি পেয়েছে, মাথাগুলো কুকুরের, ওগুলোর চোয়াল কাত হয়ে রয়েছে আকাশের দিকে, যেন চাঁদকে লক্ষ করে ঘেউ ঘেউ করছে।

বহরের সামনের ভেলায় সিংহাসন আকৃতির একটা আসনে বসে রয়েছে ওদের নেতা, রো-র কাছে। পরনে নীলকান্ত মণি বসানো সুতির ফতুয়া, তার ওপর উলের কোট, বহুরঙা এমব্রয়ডারি করা। তার মাথায় পালক গোঁজা শিরস্ত্রাণ আর মুখে মুখোশ রয়েছে, দুটোই সোনার তৈরি। কানের দুল, গলার মোটা হার আর বাজুবন্ধগুলোও রোদ লাগায় হলুদ দ্যুতি ছড়াচ্ছে। এমনকি তার পায়ের জুতো জোড়াও সোনার তৈরি। দৃশ্যটাকে আরও বিস্ময়কর করে তুলেছে অন্যান্য মাঝিদের পোশাক-আশাক ও অলঙ্কার, নেতার মত তাদের শরীরও সোনা আর মূল্যবান পাথরে মোড়া।

সাগরকে ঘিরে থাকা উর্বরা জমির কিনারায় স্থানীয় আদিবাসীরা এসে জড়ো হয়েছে, ভয় মেশানো বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে বিদেশী নৌকার বহর অনুপ্রবেশ করছে তাদের পানিতে। নিজেদের এলাকা বেদখল হয়ে যাচ্ছে দেখেও হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হলো না। সাধারণ শিকারী তারা, ফাঁদ পেতে খরগোশ আর মাছ ধরে, গাছ থেকে নারকেল পেড়ে খায় আর মাঝে মধ্যে সামান্য কিছু ফসল ফলায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের বৈশিষ্ট্য এখনও তাদের সমাজে অটুট রয়েছে, যদিও তাদের পুব আর দক্ষিণ প্রতিবেশীরা নিজেদের জন্যে গড়ে তুলেছে বিশাল আকৃতির সাম্রাজ্য। এই আদিবাসীদের কোন দেবতা নেই, নেই কোন মন্দির। পানির ওপর এই মুহূর্তে ক্ষমতা আর সম্পদের প্রদর্শনী চলছে, মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তারা। ভেলার বহরটাকে তারা রহস্যময় আত্মাদের জগৎ

থেকে আসা বীর দেবতাদের জাদুকরী আবির্ভাব বলে মনে করল।

রহস্যময় আগন্তুকরা তীরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে ভুলেও একবার তাকাল না, একমনে বৈঠা চালিয়ে নিজেদের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। পবিত্র একটা অভিযানে বেরিয়েছে ওরা, আশপাশে কি ঘটছে না ঘটছে সেদিকে যেন কোন খেয়াল নেই।

সোজা দ্বীপটার দিকে যাচ্ছে ওরা। খাড়া একটা পাহাড়, পাথর ঢাকা ঢাল, চূড়াটা সাগরের পানি থেকে ছয়শো ছাপান্ন ফুট উঁচু। পাহাড়টায় কোন মানুষ বাস করে না, ঝোপ-ঝাড় বা গাছপালাও নেই বললেই চলে। মেইনল্যাণ্ডের আদিবাসীরা মনে করে ওটা একটা মৃত ডাইনী। এরকম মনে করার কারণ হলো, চূড়ার নিচে পাহাড়টার কাঁধ শুয়ে থাকা একটা নারীদেহের মত দেখতে। সূর্যের আলো অপার্থিব একটা আভা সৃষ্টি করে বলে তাদের ভ্রম বা কুসংস্কার আরও পোক্ত হয়েছে।

নুড়ি ছড়ানো ছোট্ট একটা সৈকতে ভিড়ল ভেলার বহর। সৈকতের মাথায় একটা গিরিখাদের প্রবেশপথ দেখা যাচ্ছে। সোনা মোড়া মাঝিরা তাদের পাল নামাল। পালগুলোর গায়ে বিকট চেহারার জন্তু-জানোয়ারের ছবি ও বিভিন্ন আকৃতির প্রতীক চিহ্ন আঁকা। এ-সব দেখে আদিবাসীরা আরও যেন ভয় পেয়ে গেল। বিদেশী মাঝিরা নল-খাগড়া দিয়ে তৈরি ঝুড়ি আর সিরামিক জার নামাতে শুরু করল সৈকতে।

সারাদিন ধরে চলল মাল খালাসের কাজ। পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে উঠল স্তূপগুলো। সন্ধের পর তীর থেকে দ্বীপটা আর দেখা গেল না, অন্ধকারের ভেতর শুধু অস্পষ্ট আলোর রেখা চোখে পড়ল। তবে পরদিন সকালে দেখা গেল ভেলার বহরটা সৈকত ত্যাগ করেনি, কার্গোর বিশাল স্তূপগুলোও নাড়াচাড়া করা হয়নি।

পাহাড়ী দ্বীপের মাথায় পাথর-শ্রমিকরা প্রচুর শ্রম ঢালল। বিশাল আকৃতির একটা পাথরকে ভেঙে বিশেষ একটা আকৃতি দিতে চেষ্টা করছে ওরা। ব্রোঞ্জের বাটালি ও শাবল ব্যবহার করা হলো, কাজটা শেষ করতে লেগে গেল ছয় দিন ছয় রাত। ধীরে ধীরে পেশীবহুল একটা চিতার আকৃতি ফুটে উঠল, ডানা বিশিষ্ট, সাপের মুখ সহ। কাজটা শেষ হবার পর মনে হলো কিম্ভূতকিমাকার প্রাণীটি যেন পাহাড়ের মাথা থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়তে চাইছে। পাথর কেটে মূর্তিটা তৈরি করার সময় অপর একদল শ্রমিক ঝুড়ি আর জারগুলো ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়েছে, সৈকতে সেগুলোর আর কোন চিহ্নই নেই।

তারপর এক সকালে দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে আদিবাসীরা দেখল কেউ নেই সেখানে। দক্ষিণ থেকে আসা দেবতারা রাতের অন্ধকারে তাদের ভেলা নিয়ে চলে গেছে। আছে শুধু চিতার শরীর নিয়ে সরীসৃপটা, মুখ ব্যাদান করে তাকিয়ে আছে ছোট্ট সাগরের সামনে অসংখ্য পাহাড়গুলোর দিকে।

তীব্র কৌতূহলের কাছে হার মানল ভয়। অন্তর্দেশীয় সাগর তীরের প্রধান গ্রাম থেকে চারজন লোক একটা ভেলা নিয়ে দ্বীপটার উদ্দেশে রওনা হলো। নিজেদের তৈরি চোলাই মদ খেয়ে বুকে সাহস পেয়েছে তারা। ছোট্ট সৈকতে ভেলা ভিড়ল, মেইনল্যাণ্ড থেকে দেখা গেল গিরিখাদের ভেতর ঢুকল চারজনের দলটা। সেদিন

ও তার পরদিন বন্ধু আর আত্মীয় স্বজনরা তীরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল। কিন্তু পাহাড়ের ভেতর থেকে লোকগুলো আর বেরিয়ে আসেনি। এমনকি তাদের ভেলাগুলোও অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এরপর ছোট সাগরের বুকে তুমুল একটা ঝড় উঠল। স্থানীয় আদিবাসীদের মনে ভয় আরও জাঁকিয়ে বসল। আকাশ এত কালো হয়ে যেতে আগে কখনও দেখেনি তারা, সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেল সূর্য। গাঢ় অন্ধকারের ভেতর ফুঁসে উঠল সাগর, জ্যান্ত প্রাণীর মত উঠে এল তীরবর্তী গ্রামগুলোয়, ভেঙেচুরে তছনছ করে দিল সব। আদিবাসীরা বিশ্বাস করল, পাথর কেটে তৈরি করা চিতা-সরীসৃপের মূর্তিটা আকাশ ও অন্ধকারের দেবতাদের ডেকে এনেছে তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্যে। এই দুর্যোগ আর অভিশাপের জন্যে দায়ী করল তারা সেই চারজন লোককে, যারা দ্বীপটার পবিত্রতা নষ্ট করেছে।

তারপর এক সময় শান্ত হলো প্রকৃতি, থেমে গেল ঝড়। আগের মতই সূর্য উঠল, রোদ লেগে ঝলমল করে উঠল সাগর। মাথার ওপর চক্কর দিতে দেখা গেল সী গালদের। জলোচ্ছ্বাস পুব সৈকতে বয়ে এনেছে কি যেন একটা জিনিস, সী-গালরা সেটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। আদিবাসীরা দূর থেকে দেখল সেটা। নড়াচড়া করছে না। কৌতূহলে সামনে বাড়ল তারা। তারপর দেখল, দক্ষিণ থেকে আসা দেবতাদের একজন সে। মারা গেছে। তার পরনে শুধু ফতুয়াটা রয়েছে। সোনার তৈরি মুকুট, মুখোশ, বাজুবন্ধ, কিছুই নেই।

অবাক বিস্ময়ে লাশটার দিকে তাকিয়ে থাকল তারা। আদিবাসীদের গায়ের রঙ কালো, চুলের রঙও কালো; লাশটার গায়ের রং ফর্সা, চুলের রঙ সোনালি। তার চোখে শূন্য দৃষ্টি, রঙটা নীল। আদিবাসীদের চেয়ে অনেক বেশি লম্বাও সে।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে লাশটা একটা ভেলায় তুলল তারা। অত্যন্ত সাহসী দু'জন লোককে দায়িত্ব দেয়া হলো, লাশটা দ্বীপে রেখে আসবে। সৈকতে পৌঁছে তাড়াতাড়ি মৃতদেহ নামিয়ে দ্রুত বৈঠা চালিয়ে তীরে ফিরে এল তারা। এই ঘটনা যারা চাক্ষুষ করল তারা মারা যাবার অনেক বছর পরও সৈকতের বালিতে আংশিক সেঁধিয়ে যাওয়া কঙ্কালটা দেখা গেছে, সবাইকে সাবধান করে দিয়েছে দ্বীপটা থেকে দূরে সরে থাকার জন্যে।

আদিবাসীরা নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে। চিতা-সরীসৃপটা আসলে স্বর্ণকেশী বীর দেবতাদের পাহারাদার, দ্বীপের পবিত্রতা বিনষ্টকারী চারজনকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছে। সেই ঘটনার পর থেকে সাহস করে কেউ আর যায়নি দ্বীপটায়।

সোনায় মোড়া স্বর্ণকেশী লোকগুলো কারা ছিল? কোত্থেকে এসেছিল ওরা? ভেলার বড় একটা বহর নিয়ে কেন তারা অন্তর্দেশীয় সাগরে ঢুকেছিল, দ্বীপটায় নেমে করেছিলই বা কি? প্রত্যক্ষদর্শীরা তেমন কিছু দেখেনি, কাজেই ঘটনাটার কোন ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় না। আর তথ্য ও ব্যাখ্যার অভাবে তৈরি হয় মিথ। এরপর একদিন প্রচণ্ড এক ভূমিকম্প গোটা এলাকাটাকে ঝাঁকি দিয়ে গেল, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তীরবর্তী গ্রামগুলো। একটানা পাঁচদিন কাঁপতে থাকল গোটা এলাকা, তারপর আবার শান্ত হলো প্রকৃতি। দেখা গেল ভূমিকম্পের ফলে অন্তর্দেশীয় সাগর

অদৃশ্য হয়ে গেছে, আগে যেখানে তীর ছিল সেখানে পড়ে আছে শামুকের তৈরি মোটা একটা রেখা। এই ঘটনার পর জন্ম নিল লোক-কাহিনী ও উপকথা। রহস্যময় আগন্তুকরা ধর্মীয় বিশ্বাসে স্থান করে নিল দেবতা হিসেবে। বংশ পরম্পরায় এই লোককাহিনী পদ্যের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ল দূর-দূরান্তে।

পয়লা মার্চ, ১৫৭৮। পেরুর পশ্চিম উপকূল।

ক্যাপ্টেন জুয়ান ডি অ্যান্টন বিষণ্ন প্রকৃতির মানুষ। মুখে নিখুঁতভাবে ছাঁটা দাড়ি, চোখ দুটো সবুজ। স্পাইগ্লাসে চোখ রেখে অদ্ভুত জাহাজটাকে দেখছেন। আজ কয়েক দিন হলো তাঁদেরকে অনুসরণ করছে জাহাজটা। সামান্য বিস্মিত হয়ে ভুরু জোড়া উঁচু করলেন তিনি। ভাবছেন। মাঝ সমুদ্রে হঠাৎ তাঁদেরকে দেখে ফেলেছে ওরা? নাকি পিছু নেয়াটা পূর্ব-পরিকল্পিত, অসৎ কোন উদ্দেশ্য আছে?

ক্যালাও ডি লিমা থেকে রওনা হয়ে অভিযানের শেষ পর্বে রয়েছেন তাঁরা, পানামা গামী অন্য কোন ট্রেজার গ্যালিয়ন-এর সঙ্গে দেখা হবে বলে আশা করেননি তিনি। পানামায় পৌঁছে রাজার ধন-সম্পদ এক পাল খচ্চরের পিঠে তোলা হবে, দুই বিশাল ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী যোজক ধরে রওনা হবে ওগুলো, পৌঁছে যাবে আটলান্টিকের কিনারায়, সেখান থেকে আবার জাহাজে তুলে পাঠিয়ে দেয়া হবে সেভিল-এ। দেড় লীগ পিছনে রয়েছে জাহাজটা, খোল আর রিগ-এ খানিকটা ফরাসী প্রভাব লক্ষ করা যায়। তিনি যদি ক্যারিবিয়ান ট্রেড রুট ধরে স্পেনে যেতেন, অন্যান্য জাহাজের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারতেন। তবে অনুসরণরত জাহাজটার পিছনে প্রকাণ্ড আকারের একটা পতাকা উড়তে দেখে তাঁর সন্দেহ খানিকটা দূর হলো। তাঁর জাহাজেও ওই একই পতাকা উড়ছে--সাদার ওপর লাল ক্রস, ষোলোশো শতাব্দীর স্পেনের পতাকা। তারপরও খানিকটা খুঁতখুঁতে ভাব থেকেই গেল তাঁর মনে।

সেকেণ্ড ইন-কমাণ্ড ও চীফ পাইলটের দিকে ফিরলেন ডি অ্যান্টন। 'তোমার কি মনে হচ্ছে, লুইস?'

দীর্ঘদেহী লুইস টরেস কাঁধ ঝাঁকাল। 'আকারে ছোট, সোনা-রূপা ভর্তি গ্যালিয়ন হতে পারে না। আমার ধারণা, মদ নিয়ে পানামায় যাচ্ছে, রওনা হয়েছে ভালপারাইসো থেকে।'

'স্পেনের শত্রু হতে পারে, এ-কথা তোমার মনে হচ্ছে না?'

'অসম্ভব! ম্যাগেলান স্ট্রেইট একটা গোলক ধাঁধা, এর ভেতরে ঢুকতে সাহস পায় না শত্রুরা।'

আশ্বস্ত হয়ে মাথা ঝাঁকালেন ডি অ্যান্টন। 'ফরাসী বা ইংরেজ হবার ভয় যখন নেই, এসো তাহলে শুভেচ্ছা জানাই ওদের।'

স্টিয়ারসম্যানকে নির্দেশ দিল লুইস টরেস। ওপরের ডেকে বাক্সের মত দেখতে একটা ঢাকনির নিচে বসে আছে সে, গান ডেকের ওপর দিয়ে দৃষ্টি মেলে ঠিক রাখছে কোর্স। খাড়া একটা পোল নাড়াচাড়া করল সে, লম্বা শ্যাফটের ভেতর পিভটে ভর দিয়ে ঘুরল সেটা। নুয়েস্ট্রা সিনোরা ডে লা কনসেপশন পোর্ট সাইডে কাত হলো, ঘুরে গিয়ে উল্টো কোর্স ধরে এগোল দক্ষিণ-পশ্চিমে। কনসেপশন

হলো প্যাসিফিক আর্মাডা ট্রেজার গ্যালিয়নগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়। শুধু আকারে নয়, ডিজাইনেও রাজকীয় একটা ভাব আছে। কোর্স বদলে যেতেই বাতাস লেগে ফুলে উঠল নয়টা পাল, ঢেউয়ের ওপর দিয়ে পাঁচ নট গতিতে টেনে নিয়ে চলল পাঁচশো সত্তর টন বোঝা।

রাজকীয় নকশা, বাঁক ও মোচড়গুলো অলঙ্কৃত, উঁচু স্টার্ন ও ফোক্যাসলে বহুরঙা ছবি আঁকা, তাসত্ত্বেও কনসেপশন অত্যন্ত শক্তিশালী গ্যালিয়ন। তার সময়ে সমুদ্রগামী জলযান হিসেবে সে-ই সেরা। শক্তিশালী নৌবহর আছে এমন যে-কোন দেশের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার সামর্থ্য রাখে সে। কার্গো হোল্ডে এই মুহূর্তে যে মূল্যবান সম্পদ রয়েছে তা ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষমতা কারও নেই।

স্বাভাবিক চোখে তাকালে ট্রেজার গ্যালিয়নটাকে অস্ত্রে ঠাসা একটা যুদ্ধজাহাজ বলে মনে হবে, তবে ভেতর দিক থেকে দেখলে ধরা পড়ে যাবে ওটা একটা সওদাগরী জাহাজ। গান ডেকে প্রায় পঞ্চাশটা চার পাউণ্ড কামান বসানোর জায়গা আছে। তবে স্প্যানিশরা বিশ্বাস করে দক্ষিণ সাগর তাদের বাড়ির পুকুর, তাছাড়া যেহেতু নিজেদের কোন জাহাজ বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়নি, তাই কনসেপশনে মাত্র একজোড়া কামান তোলা হয়েছে, যাতে আরও বেশি কার্গো নিতে পারা যায়।

কনসেপশন কোন বিপদে পড়তে যাচ্ছে না ভেবে ছোট একটা টুলে বসে চোখে স্পাইগ্লাস তুললেন ডি অ্যান্টন, অচেনা জাহাজটাকে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখছেন। সাবধানের মার নেই ভেবে ক্রুদের সতর্ক থাকতে বলা উচিত, এ-কথা তাঁর মনে হলো না।

তাঁর জানার কথা নয়, যে জাহাজটাকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্যে কোর্স বদল করেছেন সেটা আসলে গোল্ডেন হাইণ্ড। ওটার ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস ড্রেককে অপরাজেয় সীগড বলা হয়। এই মুহূর্তে তিনি তাঁর কোয়ার্টার ডেকে দাঁড়িয়ে শান্ত ভাবে তাকিয়ে আছেন ডি অ্যান্টনের দিকে, চোখে একটা দূরবীন।

'দারুণ বিবেচক বলতে হবে লোকটাকে, ঘুরে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছে,' বিড়বিড় করলেন ড্রেক। ছোট আকৃতির চকচকে উজ্জ্বল চোখ তাঁর, মাথায় গাঢ় লাল কোঁকড়ানো চুল। দাড়িতে সামান্য পাক ধরেছে। গোঁফ জোড়া সরু আর লম্বা।

'দু'হপ্তা হলো পিছু নিয়েছি, এছাড়া তার করারই বা কি আছে,' জবাব দিলেন টমাস কাটহিল, গোল্ডেন হাইণ্ডের সেইলিং মাস্টার।

'তা ঠিক, তবে কনসেপশন পিছু নেয়ার মতই একটা পুরস্কার বটে।'

গোল্ডেন হাইণ্ডের আগের নাম ছিল পেলিকান। এই প্রথম একটা ইংলিশ জলযান প্যাসিফিকে অভিযানে বেরিয়েছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো স্প্যানিশ জাহাজ লুঠ করেছেন ড্রেক, সোনা আর রূপায় ভর্তি হয়ে আছে কার্গো হোল্ড, আরও আছে ছোট একটা চেস্ট ভর্তি মূল্যবান রত্ন, বিপুল লিনেন ও সিল্ক। এই মুহূর্তে ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে গোল্ডেন হাইণ্ড কনসেপশনের দিকে, যেন শিকারী কুকুর ধাওয়া করছে একটা শিয়ালকে। একশো দুই ফুট লম্বা অত্যন্ত

মজবুত জাহাজ গোল্ডেন হাইণ্ড, ধারণ ক্ষমতা একশো চল্লিশ টন। তার খোল আর মাস্তুল নতুন বলা যাবে না, তবে প্লিমাউথ-এ প্রয়োজনীয় মেরামতের কাজ সারার পর পঁয়ত্রিশ মাসে চৌত্রিশ হাজার মাইল পাড়ি দেয়ার অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে।

'আপনি কি চান স্প্যানিশ শিয়ালটাকে সরাসরি একটা ঝাঁকি দেব?' জিজ্ঞেস করলেন কাটহিল।

লম্বা টেলিস্কোপটা চোখ থেকে নামালেন ড্রেক। মাথা নেড়ে হাসলেন তিনি। 'সৌজন্য দেখাতে কার্পণ্য করব কেন? পাল নামাও, ভদ্রলোকের মত অভ্যর্থনা জানাও ওদের।'

কমাণ্ডারের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন কাটহিল। 'কিন্তু ওরা যদি যুদ্ধ শুরু করে?'

'কেন যুদ্ধ শুরু করবে? আমরা কে সে-সম্পর্কে ওটার ক্যাপ্টেনের কোন ধারণাই নেই।'

'আকারে ওটা আমাদের দ্বিগুণ।

'ক্যালাও ডি লিমায় যে নাবিককে আমরা বন্দী করেছি তার ভাষ্য হলো, কনসেপশনে কামান আছে মাত্র দুটো। আর আমাদের আছে আঠারোটা।'

'স্প্যানিয়ার্ডস!' একদলা থুথু ফেললেন কাটহিল। 'আইরিশদের মতই মিথ্যেবাদী ওরা।'

কনসেপশনের দিকে একটা হাত তুলে ড্রেক বললেন, 'স্প্যানিশ জাহাজের ক্যাপ্টেনরা যুদ্ধ করার চেয়ে পালাতে বেশি পছন্দ করে।'

'তাহলে কামান দেগে আত্মসমর্পণ করালেই হয়।'

'বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, কার্গো সহ ডুবে যেতে পারে ওটা।' কাটহিলের কাঁধ চাপড়ালেন ড্রেক। 'ভয় পাবার কিছু নেই, টমাস। দেখো না কি ঘটে। ভেবেছ আমি জানি না ইংলিশ ক্রুরা যুদ্ধ করার জন্যে কেমন অস্থির হয়ে আছে?'

বিকেল তিনটের দিকে উত্তর-পশ্চিমে ঘুরে গিয়ে সমান্তরাল কোর্স ধরল আবার কনসেপশন, গোল্ডেন হাইণ্ডের পোর্ট কোয়ার্টারে চলে এল। মই বেয়ে জাহাজের ফোক্যাসলে উঠল টরেস, পানির ওপর দিয়ে তার চিৎকার ভেসে এল। 'আপনাদের এটা কি জাহাজ?'

নুমা ডি সিলভা একজন পর্তুগীজ পাইলট। ব্রাজিলের কাছাকাছি তার জাহাজ দখল করে নেয়ার পর ড্রেক তাকে বন্দী করেছেন। সে-ই স্প্যানিশ ভাষায় জবাব দিল, 'ভালপারাইসো থেকে সান পেড্রো ডি পাউলা।' এই নামের একটা জাহাজ তিন হপ্তা আগে দখল করেছেন ড্রেক।

স্প্যানিশ নাবিকদের কাপড় পরা কয়েকজন লোক ছাড়া বাকি সবাইকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ডেকের নিচে। লুকিয়ে থাকলেও সবাই তারা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। সবার পরনে বর্ম, হাতে গাদা বন্দুক অথবা পিস্তল, খঞ্জর অথবা ছুঁচাল রড। টপ ডেকের বুলওয়ার্ক বরাবর মোটা রশির কুণ্ডলী পড়ে আছে সারি সারি, রশির প্রান্তে গ্র্যাপলিং হুক লাগানো। মাস্তুলের আড়ালে তীর-ধনুক নিয়ে লুকিয়ে আছে তীরন্দাজরা। মেইনসেইল গুটিয়ে নেয়া হয়েছে, তীরন্দাজরা

যাতে বিনা বাধায় টার্গেট দেখতে পায়। ইংরেজরা সংখ্যায় মাত্র আটাশি, আর স্প্যানিশরা প্রায় দু'শো, তবু ড্রেক উদ্বিগ্ন নন। শত্রুর সংখ্যাধিক্যকে এই শেষ বা প্রথম তিনি অগ্রাহ্য করছেন না। স্প্যানিশ আর্মাডার বিরুদ্ধে ইংলিশ চ্যানেলে তাঁর বিখ্যাত লড়াই এখনও সংঘটিত হয়নি।

নিরীহ দর্শন বাণিজ্য-পোতের ডেকে অস্বাভাবিক কোন তৎপরতা ডি অ্যান্টনের চোখে ধরা পড়ল না। কনসেপশনের প্রতি সন্দেহজনক কোন কৌতূহল না দেখিয়ে ক্রুরা যে-যার কাজে চলে যাচ্ছে বা যাবে বলে মনে হলো। কোয়ার্টার ডেকের রেইলিং থেকে ঝুঁকে ডি অ্যান্টনকে স্যালুট করলেন ক্যাপ্টেন।

দুটো জাহাজের মাঝখানে এখন নব্বুই ফুটের মত ব্যবধান। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন ড্রেক। গান ডেকে লুকিয়ে থাকা তার একজন যোদ্ধা গাদা বন্দুক ফায়ার করল। কনসেপশনের স্টিয়ারসম্যান গুলি খেলো বুকে। একই সঙ্গে তীরন্দাজরাও আক্রমণ শুরু করেছে। পাল নিয়ে ব্যস্ত স্প্যানিয়ার্ডরা তাদের টার্গেট। নিজের হেলমসম্যানকে ড্রেক নির্দেশ দিলেন, কনসেপশনের গায়ে ঠেকাও গোল্ডেন হাইণ্ডকে।

দুটো জাহাজ এক হতে গর্জে উঠলেন তিনি, 'প্রিয় বৎসগণ, মহীয়সী রানী আর ইংল্যাণ্ডের নামে দখল করো ওটাকে!'

রেইলিঙের ওপর দিয়ে ছুটল গ্র্যাপলিং হুক, আটকে গেল কনসেপশনের রেইলিং আর রিগিং-এ, দুটো জাহাজকে এক করে বেঁধে ফেলা হলো। হুড়মুড় করে গ্যালিয়নের ডেকে গিয়ে পড়ল ড্রেকের ক্রুরা, প্রত্যেকে রণহুঙ্কার ছাড়ছে। ড্রেকের ব্যাণ্ডসম্যানরা ড্রাম পিটিয়ে পরিবেশটাকে আরও ভীতিকর করে তুলল। তীর আর গুলি ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে স্প্যানিশ ক্রুদের, বিস্ময়ের আঘাতে এখনও তারা পঙ্গু।

শুরু হবার কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে গেল ব্যাপারটা। গ্যালিয়নের তিন ভাগের এক ভাগ ক্রু পাল্টা কোন হামলা না করেই মারা পড়ল বা আহত হলো। বাকি সবাই ডেকে হাঁটু গেড়ে হাত উপরে তুলল ক্ষমা পাবার আশায়। তাদেরকে খেদিয়ে ডেকের নিচে নামিয়ে নিয়ে গেল ড্রেকের ক্রুরা। এক ছুটে ক্যাপ্টেন ডি অ্যান্টনের সামনে চলে এলেন ড্রেক, হাতে পিস্তল। 'ইংল্যাণ্ডের হার ম্যাজেস্টি কুইন এলিজাবেথের প্রতিনিধি আমি, আত্মসমর্পণ করুন!' শোরগোলকে ছাপিয়ে উঠল তাঁর গর্জন।

দিশেহারা ও হতভম্ব ডি অ্যান্টন পরাজয় স্বীকার করে নিলেন। 'আমি আত্মসমর্পণ করলাম,' পাল্টা উচ্চারণ করলেন তিনি। 'আমার ক্রুদের ওপর দয়া করুন।'

'নৃশংসতা আমার পছন্দ নয়,' তাঁকে জানালেন ড্রেক।

গ্যালিয়ন দখল করে নিল ইংরেজরা। লাশগুলো জাহাজ থেকে পানিতে ফেলে দেয়া হলো। বাকি ক্রুদের আটকে রাখা হলো একটা হোল্ডে। ক্যাপ্টেন ডি অ্যান্টন আর তাঁর অফিসারদের পথ দেখিয়ে গোল্ডেন হাইণ্ডে আনা হলো। বন্দীদের সঙ্গে সব সময় ভদ্র ব্যবহার করেন ড্রেক, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। ডি অ্যান্টনকে নিয়ে পুরো গোল্ডেন হাইণ্ড একবার ঘুরে এলেন তিনি। তারপর বন্দী

ক্যাপ্টেন ও অফিসারদের নিয়ে ডিনারে বসলেন। রূপার তৈজসপত্রে সুস্বাদু খাদ্যসম্ভার পরিবেশন করা হলো, সঙ্গে থাকল স্প্যানিশ ওয়াইন। মিউজিশিয়ানরা যন্ত্র সঙ্গীত পরিবেশন করল।

ইতিমধ্যে ড্রেকের ক্রুরা পশ্চিমে ঘুরিয়ে নিয়েছে জাহাজ দুটোকে। পরদিন সকালে পাল নামানো হলো। পরবর্তী চারদিন ধরে কনসেপশনের কার্গো হোল্ড থেকে বিপুল ধন-সম্পদ তুলে আনা হলো গোল্ডেন হাইণ্ডে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—তেরোটা চেস্ট ভর্তি রাজকীয় সিলভার প্লেট আর মুদ্রা, আশি পাউণ্ড সোনা, ছাব্বিশ টন রূপার বাট, কয়েকশো বাক্স মুক্তা ও অন্যান্য মূল্যবান রত্ন, বেশিরভাগই পান্না। আরও পাওয়া গেল বিপুল খাদ্য সামগ্রী, বিশেষ করে চিনি আর ফলমূল।

আরও পাওয়া গেল পুরো একটা হোল্ড ভর্তি মূল্যবান ইনকা হস্তশিল্প। এগুলো পাঠানো হচ্ছিল মাদ্রিদে, হিজ ক্যাথলিক ম্যাজেস্টি, দ্বিতীয় ফিলিপ, স্পেনের রাজার কাছে। অবাক বিস্ময়ে প্রাচীন শিল্পকর্মগুলো পরীক্ষা করলেন ড্রেক। হোল্ডের একটা অংশ ডেক থেকে সিলিং পর্যন্ত এমব্রয়ডারি করা আন্দিয়ান বস্ত্রে ভরাট হয়ে আছে। শত শত কাঠের বাক্স, কোনটায় সূক্ষ্মভাবে খোদাই করা পাথর অথবা সিরামিক মূর্তি, কোনটায় জেড পাথরের ভাস্কর্য, নীলকান্তমণি ও শামুক দিয়ে বানানো মোজাইক। এসবই আন্দিয়ান সভ্যতার পবিত্র মন্দির থেকে লুঠ করা, যে সভ্যতা গ্রাস করেছিলেন ফ্রান্সিসকো পিজারো, তারপর স্বর্ণলোভী ঝাঁক ঝাঁক অভিযাত্রী তছনছ করে ফেলেছিল। ড্রেকের ধারণা ছিল না এরকম অমূল্য শিল্পকর্মের অস্তিত্ব আছে। নেড়েচেড়ে দেখার সময় তাঁর কৌতূহল জাগিয়ে তুলল ছোট একটা জিনিস। সাধারণ একটা জেড পাথরের বাক্স, ঢাকনি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে মানুষের খুদে একটা মুখোশ। ঢাকনিটা এমন নিখুঁতভাবে বসানো, ভেতরটা প্রায় এয়ারটাইট-ই বলা যায়। ভেতরে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত অনেকগুলো কর্ড রয়েছে, একেকটার রঙ একেক রকম, কোনটা সরু আবার কোনটা মোটা, সব মিলিয়ে একশোর ওপর গিঁট দেয়া।

বাক্সটা নিজের কেবিনে নিয়ে গিয়ে দিনের বেশির ভাগ সময় ওটার পিছনে ব্যয় করলেন ড্রেক। কর্ডগুলো সাজানোর পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল বলে মনে হলো। মোটা কর্ডের সঙ্গে জোড়া লাগানো হয়েছে অপেক্ষাকৃত সরু কর্ড, একই রঙের দুটো কর্ড কোথাও জোড়া লাগানো হয়নি, প্রতিটি কর্ডে খানিক দূর পরপর গিঁট দেয়া হয়েছে। ড্রেক শুধু প্রতিভাবান নেভিগেটর নন, সৌখিন শিল্পীও বটেন, তাঁর ধারণা হলো জিনিসটা হয় কোন গাণিতিক ইন্সট্রুমেন্ট, নয়তো দিন-তারিখের হিসাব রাখার কোন পদ্ধতি অর্থাৎ ক্যালেণ্ডার। বিভিন্ন রঙ আর গিঁটের অবশ্যই অর্থ আছে, কিন্তু কি অর্থ তা বোঝা যাচ্ছে না। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বাক্সটা লিনেনে জড়িয়ে রাখলেন তিনি। তারপর কাটহিলকে ডাকলেন।

ক্যাপ্টেনের কেবিনে ঢুকে কাটহিল হাসিমুখে ঘোষণা করলেন, 'কার্গো নামিয়ে নেয়ায় কনসেপশন পানির অনেক ওপরে ভাসছে।'

'তুমি শিল্পকর্মগুলোয় হাত দাওনি তো?'

'আপনি যেমন নির্দেশ দিয়েছেন, ওগুলো গ্যালিয়নের হোল্ডেই আছে।'

জানালার সামনে চলে এসে কনসেপশনের দিকে তাকালেন ড্রেক। 'আর্ট ট্রেজার রাজা ফিলিপের কাছে পাঠানো হচ্ছিল। ভাল হয় ওগুলো ইংল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়ে রানীকে উপহার দিলে।'

'হাইণ্ডে আর কোন জায়গা নেই,' আপত্তি তুললেন কাটহিল। 'আর মাত্র পাঁচ টন কার্গোও যদি তোলা হয়, সাগর আমাদের লোয়ার গানপোর্টে উঠে আসবে। ম্যাগেলান স্ট্রেইটের যা অবস্থা, নির্ঘাত ডুবে যাব।'

'স্ট্রেইটে ফিরে যাবার কোন ইচ্ছে নেই আমার,' বললেন ড্রেক। 'উত্তরে যাব, উত্তর-পশ্চিম মুখী একটা প্যাসেজ খুঁজে নিয়ে ইংল্যাণ্ডে ফিরতে চাই। তা যদি সম্ভব না হয়, ম্যাগেলানকে পাশ কাটিয়ে আফ্রিকা ঘুরে ইংল্যাণ্ডে ফিরব।'

'হাইণ্ড কোন দিনই ইংল্যাণ্ডের মুখ দেখতে পাবে না, তার কার্গো হোল্ড যদি এরকম ভরাট থাকে।'

'ইকুয়াডরের কাছে কোন আইল্যাণ্ডে সমস্ত রূপো নামিয়ে রেখে যাব, উদ্ধার করা হবে পরবর্তী কোন এক অভিযানে। শিল্পকর্মগুলো কনসেপশনেই থাকবে।'

'তাহলে ওগুলো রানীকে উপহার দেয়ার কি হবে?'

'এভাবেও সম্ভব,' কাটহিলকে আশ্বস্ত করলেন ড্রেক। 'হাইণ্ড থেকে দশজন লোক নেবে তুমি, টমাস। গ্যালিয়ন নিয়ে প্লিমাউথ-এ চলে যাবে।'

নিজের অসহায়ত্ব বোঝাবার জন্যে হাত দুটো দু'দিকে মেলে ধরলেন কাটহিল। 'ওই আকারের একটা জাহাজ মাত্র দশজন লোককে দিয়ে চালানো সম্ভব নয়, বিশেষ করে উন্মত্ত সাগরে।'

ওঅর্কটেবিলে ফিরে এসে একটা চার্টে আঙুল রাখলেন ড্রেক, এটা ডি অ্যান্টনের কেবিন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। 'এখান থেকে খানিক উত্তর উপকূলে ছোট্ট একটা বে আছে, ওদিকে স্প্যানিয়ার্ডদের না থাকারই কথা। ওখানে পৌঁছে স্প্যানিশ অফিসার আর আহত লোকদের নামিয়ে দেবে তুমি। বাকি বিশজন সুস্থ নাবিককে জাহাজ চালাবার কাজে লাগাবে। যথেষ্ট অস্ত্র থাকবে তোমার সঙ্গে, কাজেই জাহাজের নিয়ন্ত্রণ ওরা তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।'

কাটহিল বুঝলেন, প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলেন তিনি। 'ঠিক আছে, আপনি যা বলেন।'

ড্রেকের চেহারায় দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। 'এই অভিযান একমাত্র তোমার দ্বারা সম্ভব, টমাস। আমি নিশ্চিত, তোমার উপহার দেখে কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে রানীর চোখ।'

'আমি বরং আপনার জন্যে অপেক্ষা করব, ক্যাপ্টেন।'

'হাইণ্ড যখন বাড়ি ফিরবে, ডকসাইটে তোমাকে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি।'

পরদিন সকালে রওনা হবার আগে কাটহিলকে জেড-বাক্সটা দিয়ে ড্রেক বললেন, ওটা যেন তিনি নিজের হাতে রানীকে উপহার দেন। ক্যাপ্টেনের কেবিনে, একটা কেবিনেটের ভেতর তালা দিয়ে রাখলেন সেটা কাটহিল। কনসেপশনকে নিয়ে পুব দিকে রওনা হলেন তিনি, পরদিন সন্ধ্যায় স্প্যানিশ চার্টে পাওয়া বে-তে ঢুকে

নোঙর ফেললেন।

সকাল হতে রোদ ঝলমলে আন্দেজ দেখা গেল। বে-র চারদিকে স্থানীয় লোকদের বেশ বড় একটা গ্রাম রয়েছে, লোক সংখ্যা এক হাজারের কম হবে না। সময় নষ্ট না করে কাটহিল তাঁর লোকদের নির্দেশ দিলেন, 'স্প্যানিশ অফিসার ও আহত লোকজনকে তীরে পাঠাও।' বাকি সুস্থ-সমর্থ বিশজনকে প্রস্তাব দেয়া হলো, দ্বিগুণ বেতন পাবে তারা, ইংল্যাণ্ডে পৌঁছুবার পর তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া হবে, বিনিময়ে আন্তরিকভাবে গ্যালিয়ন চালাবার কাজে সাহায্য করতে হবে। খুশি মনেই রাজি হলো তারা।

দুপুরবেলা গান ডেকে দাঁড়িয়ে ল্যাণ্ডিং অপারেশন চাক্ষুষ করছিলেন কাটহিল, এই সময় কাঁপতে শুরু করল জাহাজ, যেন অদৃশ্য কোন অতিকায় হাত ওটাকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে। হাতের কাজ ফেলে সবাই পতাকার দিকে তাকাল। কিন্তু পতাকার শেষ প্রান্ত শুধু সামান্য নড়াচড়া করছে অল্প বাতাসে। তারপর প্রতি জোড়া চোখের দৃষ্টি ছুটে গেল তীরের দিকে। ধুলোর বিশাল এক মেঘ আন্দেজ পর্বতমালার গোড়া থেকে আকাশে উঠছে, ছুটে আসছে সাগরের দিকে। মাটি কাঁপছে, সেই সঙ্গে বজ্রপাতের মত গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুরু হলো। নাবিকরা হতভম্ব হয়ে দেখল গ্রামটার পুব দিকের পাহাড় আকাশের আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে, তারপর মন্থর বেগে ভেঙে পড়তে শুরু করল।

ধুলোর মেঘ গ্রাস করল গ্রামটাকে। বজ্রপাতের মত শব্দের সঙ্গে ভেসে এল আতঙ্কিত মানুষের আর্তচিৎকার। প্রটেস্ট্যান্ট ইংরেজ আর ক্যাথলিক স্প্যানিয়ার্ডরা ডেকে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা শুরু করল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে জাহাজের ওপর দিয়ে সাগরে ছড়িয়ে পড়ল ধুলোর মেঘ। গ্রামটার দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে উঠল সবার চোখ। মাটির সঙ্গে মিশে গেছে সব, ঘর-বাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। পরে জানা যাবে, গ্রামবাসীদের শতকরা পঞ্চাশজনও বাঁচেনি। ইতিমধ্যে যে-সব স্প্যানিয়ার্ড তীরে পৌঁচেছে তারা তো বটেই, তাদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের অনেকেও, চিৎকার-চেঁচামেচি করে সাহায্য চাইছে। কিন্তু কাটহিল তাদের সে আবেদনে সাড়া দিলেন না, নাবিকদের নির্দেশ দিলেন, 'নোঙর তুলে জাহাজ ছাড়ো।' কিন্তু তার সময় পাওয়া গেল না।

হঠাৎ করেই শুরু হলো দ্বিতীয় দফা ভূমিকম্প। প্রকৃতি এবার আরও প্রচণ্ড আক্রোশে গর্জে উঠল। চারদিক এমন প্রবলভাবে কাঁপতে শুরু করল যেন কোন দৈত্য বিশাল একটা কার্পেট ধরে ঝাঁকাচ্ছে। এবার ধীরে ধীরে পিছিয়ে গেল সাগর, উন্মোচিত হয়ে পড়ল সাগরের মেঝে। কনসেপশনের নিচে পানি নেই, চারপাশের পাথর আর প্রবালের ওপর হাঙর, স্কুইড, বিভিন্ন প্রজাতির রঙ-বেরঙের অসংখ্য মাছ মৃত্যু যন্ত্রণায় লাফাচ্ছে।

অবিরত কাঁপুনির ফলে সাগরের মেঝেতে ফাটল সৃষ্টি হলো, তারপর সাগরতলের বিশাল একটা অংশ ধসে পড়ল, তৈরি হলো প্রকাণ্ড একটা ডিপ্রেশন। এবার সাগরের উন্মত্ত হবার পালা। প্রকাণ্ড গর্তটা ভরাট করার জন্যে চারদিক থেকে ছুটে এল বিপুল জলরাশি। অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটে এল অসংখ্য স্রোত, কয়েকশো মিলিয়ন টন পানি ক্রমশ উঁচু, আরও উঁচু হতে শুরু করল, এক পর্যায়ে

পানির সেই চূড়া একশো ষাট ফুট উচ্চতায় পৌছে গেল—প্রকৃতির এ এক অদ্ভুত লীলাখেলা, পরে যার নামকরণ করা হয় ৎসুনামি।

অসহায় মানুষরা যে নিরেট কিছু ধরে প্রাণে বাঁচার চেষ্টা করবে তারও সময় পাওয়া গেল না। ভয়াবহ দৃশ্যটা পঙ্গু করে ফেলেছে সবাইকে। একা শুধু কাটহিল হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে না থেকে টিলারের ওপর ডেকের নিচে ছুটে এলেন, তারপর কাঠের লম্বা শ্যাফটের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেললেন নিজেকে।

জলরাশির নিরেট পাঁচিল আঘাত করল কনসেপশনের বো-তে। পানির আলোড়িত চূড়ায় উঠে গেল জাহাজ, খাড়াভাবে। পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল জলরাশির ভেতরে।

জলরাশির চূড়া অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটে চলেছে তীরের দিকে। কনসেপশনের খোলা ডেক থেকে নাবিকরা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে কে জানে। গ্রামে যারা বেঁচে ছিল জলোচ্ছ্বাসের আকস্মিক তোড়ে তারাও এবার মারা পড়ল। পানির নিচে দম বন্ধ হয়ে মারা পড়ার অবস্থা হলো কাটহিলের, ফুসফুসে যেন আগুন ধরে গেছে। তারপর এক সময় পানি থেকে বেরিয়ে এল কনসেপশন। এরপর তীব্রগতি জলরাশির সঙ্গে কতক্ষণ ধরে ছুটল জাহাজ, বলতে পারবেন না কাটহিল। জাহাজের চারপাশে প্রাচীন ইনকাদের (কয়েকশো বছর আগে মৃত) মমি ভেসে থাকতে দেখলেন তিনি। বহু যুগ আগে হারিয়ে যাওয়া সমাধি থেকে উঠে এসেছে। প্রাচীন লাশ হওয়া সত্ত্বেও দেখে মনে হলো একদম তাজা।

জলরাশির সঙ্গে নাচতে নাচতে ছুটছে গ্যালিয়ন, ইতিমধ্যে তার মাস্তুলগুলো ভেঙে গেছে, ডেক থেকে অদৃশ্য হয়েছে কামান দুটো। গোটা জাহাজে বেঁচে আছেন একমাত্র কাটহিল। তীর থেকে পাঁচ মাইলের মধ্যে সমস্ত কিছু ধ্বংস করে দিল উন্মত্ত জলোচ্ছ্বাস, ছত্রিশ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে গাছপালা যা পেয়েছে সব মিশিয়ে দিয়েছে মাটির সঙ্গে। স্রোতের মুখে রয়েছে বিশাল আকারের অসংখ্য বোল্ডার। তারপর এক সময় আন্দেজের ঢালে এসে বাধা পেল, ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ল প্রবল স্রোত। আরও খানিক পরে ফিরে যেতে শুরু করল পানি।

কাটহিল অনুভব করলেন গ্যালিয়ন স্থির হয়ে গেছে। জলোচ্ছ্বাস ফিরে আসবে, এই ভয়ে আরও এক ঘণ্টা টিলার ছেড়ে নড়লেন না তিনি। তারপর এক সময় কোয়ার্টার ডেকের ওপরে উঠে এলেন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, একটা জঙ্গলের ভেতর, মাটিতে শুয়ে থাকা গাছপালার ওপর সিধে অবস্থায় রয়েছে কনসেপশন। কাছাকাছি পানির দূরত্ব তিন লীগ হবে বলে ধারণা করলেন তিনি। দূরে তাকিয়ে দেখলেন গ্রামটা অদৃশ্য হয়ে গেছে, আছে শুধু বালিময় চওড়া একটা সৈকত। সমতল জঙ্গলের এখানে সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে মানুষ ও পশুর লাশ। বিশ্বাস করা কঠিন যে একমাত্র তিনিই বেঁচে আছেন, তবে চারদিকে কোথাও প্রাণের কোন চিহ্ন দেখতে পেলেন না। ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন তিনি, তারপর পরিস্থিতি নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলেন। ইংল্যাণ্ড থেকে চোদ্দ হাজার নটিক্যাল মাইল দূরে রয়েছেন তিনি, রয়েছেন স্প্যানিয়ার্ডদের নিয়ন্ত্রিত একটা এলাকায়। ঘৃণিত একজন ইংরেজ জলদস্যুকে হাতে পেলে নৃশংসভাবে খুন করবে তারা। নৌ-পথে দেশে ফেরার কোন সম্ভাবনা নেই।

সিদ্ধান্ত নিলেন আন্দেজ পেরিয়ে পুব দিকে যাবেন তিনি। ভাগ্য ভাল হলে পর্তুগীজ জাহাজ লুঠ করছে এমন কোন ইংরেজ অভিযাত্রীর চোখে পড়ে যেতে পারেন।

পরদিন সকালে গ্যালিয়নের গ্যালি থেকে পানি, বেডিং, দুটো পিস্তল, এক পাউণ্ড গানপাউডার, গুলি, তামাক, ছুরি ও একটা স্প্যানিশ বাইবেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন কাটহিল। প্রাকৃতিক যে বিপর্যয় ঘটে গেছে তার জন্যে তিনি ইনকা দেবতাদের দায়ী করলেন। দেবতাদের পবিত্র সম্পদ আবার সেই দেবতারাই ফিরে পেলেন। ইচ্ছে করেই ইনকাদের শিল্পকর্মে হাত দিলেন না তিনি। অ্যান্টিক জেড-বক্সটার কথা তাঁর মনে পড়ল, কিন্তু ক্যাপ্টেনের কেবিনেট থেকে সেটা নিলেন না।

১৫৮০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন, বিজয়ীর বেশে গোল্ডন হাইণ্ড নিয়ে প্লিমাউথে ফিরে এলেন ড্রেক। কিন্তু ফিরে এসে কাটহিল বা কনসেপশনের কোন খবর পেলেন না। তাঁর পৃষ্ঠপোষকরা বিনিয়োগের চার হাজার সাতশো গুণ লভ্যাংশ পেল, আর রানী যে উপহার পেলেন তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে বড় ধরনের অবদান রাখল। বিরাট এক অনুষ্ঠানে ড্রেককে নাইট খেতাবে ভূষিত করলেন কুইন এলিজাবেথ।

স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক আরও ষোলো বছর সমুদ্র-অভিযানে ব্যস্ত থেকেছেন। প্লিমাউথের মেয়র হয়েছিলেন তিনি, তারপর পার্লামেন্টের সদস্যও নির্বাচিত হন। ১৫৮৮ সালে তিনি স্প্যানিশ আর্মাডার ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানেন। ১৫৯৬ সালে স্প্যানিশ মেইন-এ মারা যান তিনি, ডিসেনট্রিতে আক্রান্ত হয়ে। সীসার একটা কফিনে ভরে পানামার কাছাকাছি সাগরে নামিয়ে দেয়া হয় তাঁকে। মারা যাবার আগে এমন একটা দিনও পেরোয়নি যেদিন কনসেপশন ও রহস্যময় জেড-বক্স বা গিঁটবহুল কর্ডগুলোর কথা ভাবেননি তিনি।

দুই

১০ অক্টোবর, ১৯৯২। পেরুর আন্দেজ পর্বতমালা।

গভীর কুয়ার নরম তলায় পড়ে আছে কঙ্কালটা, ঠাণ্ডা নিষ্পলক অক্ষিকোটর তরল অস্পষ্টতার ভেতর দিয়ে একশো বিশ ফুট দূরে সারফেস-এর দিকে তাকিয়ে আছে। ছোট একটা সাপ পাঁজরের খাঁচা থেকে কুৎসিত মাথা বের করল। রোমহর্ষক, নিঃশব্দ হাসি লেগে রয়েছে লাশের উন্মুক্ত দাঁতে। একটা হাত খাড়া, কনুইটা কাদায় গাঁথা। হাড়সর্বস্ব আঙুলগুলো যেন অশুভ কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করছে।

কুয়ার তলা থেকে সারফেস পর্যন্ত পানির রঙ ধীরে ধীরে হালকা হয়ে গেছে– নিচের দিকে খয়েরি-কালচে, ওপর দিকে সবুজাভ। কুয়াটা গোল, বৃত্তের এক বিন্দু থেকে উল্টোদিকের অপর বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব আটানব্বই ফুট। খাড়া পাঁচিল ঊনপঞ্চাশ ফুট নেমে এসে পানি ছুঁয়েছে। একবার কেউ এই কুয়ার ভেতর নামলে উদ্ধার পাবার কোন উপায় নেই যদি না ওপর থেকে কেউ সাহায্য করে।

এটা একটা গভীর লাইমস্টোন সিঙ্ক-হোল, এটাকে ঘিরে ভীতিকর এমন কিছু একটা আছে যে বন্য প্রাণীরাও ধারেকাছে ঘেঁষে না। প্রাচীন যুগে খরা বা অন্য কিছু প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিলে নরবলি দেয়া হত এখানে, কুয়ার গাঢ় পানিতে জ্যান্ত ছুঁড়ে ফেলা হত এমনকি নারী ও শিশুদেরও। লোকমুখে শোনা যায়, জায়গাটা শয়তানের আস্তানা, ব্যাখ্যার অতীত অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটে এখানে। দুষ্ট দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্যে এই কুয়ায় নাকি দুর্লভ পুরাকীর্তি, হস্তশিল্প, ভাস্কর্য-শিল্প, জেড পাথরের মূর্তি, সোনার অলঙ্কার, মূল্যবান রত্ন ইত্যাদি ফেলা হত। ১৯৬৪ সালে দু'জন ডাইভার সিঙ্ক-হোলে নেমেছিল, কিন্তু ফিরে আসেনি। তাদের লাশ উদ্ধারেরও কোন চেষ্টা করা হয়নি।

কুয়াটার আদি ইতিহাস শুরু হয় ক্যামব্রিয়ান যুগে, এই এলাকা যখন প্রাচীন একটা সাগরের অংশ ছিল। পরবর্তী হাজার হাজার প্রজন্ম ধরে সেলফিশ ও প্রবাল জন্মেছে ও মারা গেছে, তাদের মৃতদেহ থেকে তৈরি হয়েছে চুন আর বালির বিশাল বিস্তার। চুন আর বালি জমাট বেঁধে তৈরি হয় লাইমস্টোন ও ডলামাইট-এর স্তর, দুই কিলোমিটার পুরু। তারপর, পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বছর আগে, জমিনের প্রবল এক উত্থানে বর্তমানের উচ্চতায় পৌঁছে যায় আন্দেজ পর্বতমালা। পাহাড় থেকে নেমে আসা বৃষ্টির পানি পাতালে বিশাল এক ওয়াটার টেবিল তৈরি করে, ফলে ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকে লাইমস্টোন। জমে থাকা পানি লাইমস্টোন খসাতে খসাতে ওপর দিকে উঠতে শুরু করে। এক সময় জমিনের সারফেস ধসে যায়, ফলে সৃষ্টি হয় সিঙ্ক-হোল।

পবিত্র কুয়াটাকে ঘিরে পরস্পরবিরোধী ও অমীমাংসিত অনেক রহস্য রয়েছে। এতদিন পর আর্কিওলজিস্টরা জড়ো হয়েছে ওটার কাছে, পানির গভীরে ডাইভ দিয়ে মূল্যবান শিল্পকর্ম উদ্ধার করবে তারা। প্রাচীন এই নিদর্শন ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশাল এক শহরের কাছাকাছি পেরুভিয়ান আন্দেজের উঁচু রিজ-এর নিচে পশ্চিম ঢালে পাওয়া গেছে। কাছাকাছি পাথুরে কাঠামোগুলো এক কালে ছিল বিশাল এক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটা শহর, সেই সাম্রাজ্যের নাম ছিল চাচাপয়াস। ১৪৮০ সালের দিকে বিখ্যাত ইনকা সম্রাট এই সাম্রাজ্য দখল করে নেন।

চাচাপয়ান সাম্রাজ্যের পরিধি ছিল প্রায় আড়াইশো বর্গমাইল। প্রাচীন সেই সাম্রাজ্যের ফার্ম, মন্দির, দুর্গ ইত্যাদি বেশিরভাগই ঘন বন ঢাকা পাহাড়ী এলাকায় অনাবিষ্কৃত অবস্থায় পড়ে আছে। বিশাল এই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ অবিশ্বাস্য ও রহস্যময় সংস্কৃতির ইঙ্গিত দেয়, অথচ বর্তমান যুগের মানুষ সে-সম্পর্কে অল্পই জানতে পেরেছে। চাচাপয়ান শাসক বা সাম্রাজ্যের বয়স্ক অভিভাবক, আর্কিটেক্ট, ধর্মীয় শিক্ষক, যোদ্ধা, কিংবা সাধারণ মানুষ তাদের জীবনযাত্রার ধরন-ধারণ সম্পর্কে কোন নথি-পত্র বা রেকর্ড রেখে যায়নি। তাদের সম্পর্কে বা তাদের সভ্যতা সম্পর্কে জানার দায়িত্ব এখন বর্তেছে আধুনিক যুগের আর্কিলওজিস্টদের ওপর।

ড. মার্টিন জুলিয়া খুবই সুন্দরী, তাকে দেখে বিজ্ঞানী বা আর্কিওলজিস্ট বলে মনেই হয় না। আটাশ বছর বয়েস, ছয়-সাত বছর ধরে চাচাপয়ান কালচার নিয়ে গবেষণা করছে সে। এর আগে পাঁচটা অভিযানে অংশগ্রহণ করে গুরুত্ব

আর্কিওলজিক্যাল সাইট সার্ভে করেছে, ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কার করে এলাকার প্রাচীন শহরগুলোর অনেক বিল্ডিং আর মন্দির আবিষ্কার করেছে। প্রাচীন সভ্যতার রহস্য উন্মোচনে তার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হবার সুযোগ পায় আরিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টের বদান্যতায়, এই অভিযানের সমস্ত খরচ তারাই বহন করছে।

'পানির নিচে যদি কিছু দেখা না যায় তাহলে ভিডিও ক্যামেরা বয়ে নিয়ে যাবার কোন মানে হয় না,' স্যাম হপকিন্স বলল। গোটা প্রজেক্টের ছবি তোলার দায়িত্বে রয়েছে সে।

'সেক্ষেত্রে স্টিল ফটো তুলুন,' জোর দিয়ে বলল জুলিয়া। 'আমি চাই প্রতিটি ডাইভের ছবি তোলা হোক।'

ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স, আণ্ডারওয়াটার ফটোগ্রাফিতে একজন প্রফেশনাল হপকিন্স।

লম্বা ও রোগা এক ভদ্রলোক, বয়েস হবে প্রায় ষাট, জুলিয়ার এয়ার ট্যাংক উঁচু করে ধরে আছেন, সে যাতে ব্যাকপ্যাকের স্ট্র্যাপের ভেতর হাত দুটো ঢোকাতে পারে। বললেন, 'আমি চেয়েছিলাম ডাইভ র‍্যাফট তৈরি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তোমরা।'

'তাহলে আরও দু'দিন অপেক্ষা করতে হবে।'

'অন্তত ইউনিভার্সিটি থেকে বাকি ডাইভ টিম না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। তুমি আর হপকিন্স যদি বিপদে পড়ো, আমাদের কোন ব্যাকআপ নেই।'

'চিন্তা করবেন না,' হাসিমুখে বলল জুলিয়া। 'আমরা শুধু ডেপথ টেস্ট করার জন্যে নামছি। আর দেখব পানির কি অবস্থা। ডাইভ টাইম ত্রিশ মিনিট, তার বেশি নিচে থাকব না।'

'পঁয়তাল্লিশ ফুটের বেশি নামবে না, মনে থাকে যেন,' সাবধান করে দিলেন বৃদ্ধ।

বৃদ্ধ অর্থাৎ ড. গ্যারি রুবিনের দিকে ফিরে হাসল জুলিয়া। পেনসিলভানিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছেন ভদ্রলোক। 'কিন্তু আমরা যদি পঁয়তাল্লিশ ফুট নেমে তল ছুঁতে না পারি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হাতে সময় আছে পাঁচ হপ্তা,' বললেন ড. রুবিন। 'ব্যস্ত হয়ে দুর্ঘটনার ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না।' বর্তমান যুগের সেরা নৃবিজ্ঞানীদের অন্যতম তিনি, আন্দেজ আর আমাজনের জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া সভ্যতার রহস্য [illegible] নে গবেষণা করছেন গত ত্রিশ বছর ধরে। 'ওয়াটার কণ্ডিশন আর কুয়ার পাঁচিলের জিওলজি স্টাডি করেই ফিরে আসবে, অযথা দেরি করবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো জুলিয়া। বয়্যান্সি কমপেনসেটর অ্যাডজাস্ট করল সে, তারপর ওয়েট বেল্ট চেক করল। সে এবং হপকিন্স শেষবারের মত পরীক্ষা করে নিল পরস্পরের ইকুইপমেন্ট। ড. রুবিন চওড়া স্ট্র্যাপ দিয়ে তৈরি একটা লুপ ওদের দু'জনের বাহুর নিচে গলিয়ে দিলেন, লুপটা লম্বা নাইলন লাইনের সঙ্গে সংযুক্ত, লাইনটা ধরে আছে দশজন পেরুভিয়ান গ্র্যাজুয়েট ছাত্র। ইউনিভার্সিটির আর্কিওলজি প্রোগ্রামে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশগ্রহণ করছে তারা। 'নামাও

ওদের, বাছারা!' ড. রুবিন নির্দেশ দিলেন। ছাত্রদের মধ্যে ছয়জন ছেলে, চারজন মেয়ে।

ধীরে ধীরে ছাড়া হলো লাইন। নিচে নেমে যাচ্ছে জুলিয়া আর হপকিন্স। পানির ওপর পুরু সর জমেছে, ওপর থেকেই দেখতে পাচ্ছে তারা। পচা একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ উঠে আসছে নাকে। পানির সারফেস থেকে আর যখন মাত্র তিন ফুট ওপরে তারা, দু'জনেই যে যার এয়ার রেগুলেটর মাউথপীস দাঁতের ফাঁকে আটকে নিল, তারপর ওপর দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন মুখগুলোর উদ্দেশে হাত নাড়ল। এরপর হারনেস থেকে মুক্ত হয়ে গাঢ়, ঘন পানির নিচে অদৃশ্য হলো তারা।

ড. রুবিন এক মিনিট পর পর হাতঘড়ি দেখছেন, নার্ভাস ভঙ্গিতে পায়চারি করছেন কুয়ার পাশে। ছাত্ররা কুয়ার নিচে তাকিয়ে আছে অধীর আগ্রহে। পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে অথচ ডাইভারদের ফেরার নাম নেই। হঠাৎ করে এয়ার রেগুলেটর থেকে বেরিয়ে আসা বুদ্বুদ অদৃশ্য হলো। কুয়ার কিনারায় ছুটে এলেন ড. রুবিন। ওরা কি তাহলে কোন গুহা দেখতে পেয়ে ভেতরে ঢুকেছে? আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করলেন তিনি, তারপর ছুটে তাঁবুতে ফিরে এলেন। পোর্টেবল রেডিওটা তুলে নিয়ে প্রজেক্ট হেডকোয়ার্টার আর সাপ্লাই ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ছোট শহর চাচাপয়াস-এ, এখান থেকে ছাপান্ন মাইল দক্ষিণে। জুয়ান রুফিনাস, পেরুভিয়ান আর্কিওলজির ইন্সপেক্টর জেনারেল, সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন। ড. রুবিন তাঁকে বললেন, 'ড. জুলিয়া আর স্যাম হপকিন্স কুয়ায় নেমেছেন। ওঁরা সম্ভবত বিপদে পড়েছেন। ত্রিশ মিনিট থাকার কথা, সাতাশ মিনিট পেরিয়ে গেছে...।'

'কি আশ্চর্য! ইউনিভার্সিটি থেকে টিম না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলেন না! এখনও তো সময় আছে, ভয় পাচ্ছেন কেন?' জুয়ান রুফিনাসের গলা শুনে মনে হতে পারে কৌতুক করছেন তিনি।

'গত দশ মিনিট ধরে কোন বুদ্বুদ দেখা যাচ্ছে না।'

দম আটকে চোখ বন্ধ করলেন রুফিনাস। 'লক্ষণ ভাল নয়, মাই ফ্রেণ্ড। অন্য রকম প্ল্যান ছিল আমাদের।'

'ডাইভ টিমটাকে হেলিকপ্টারে করে পাঠানো সম্ভব?' জিজ্ঞেস করলেন ড. রুবিন।

'না, সম্ভব নয়। আরও চার ঘণ্টার পর ওদের প্লেন ল্যাণ্ড করবে লিমায়।'

'আমরা চাই না সরকার নাক গলাক। এখন তো অবশ্যই নয়। সিঙ্ক হোলে একটা ডাইভ রেসকিউ টিম পাঠাতে পারেন না?'

'কাছাকাছি ন্যাভাল ফ্যাসিলিটি ট্রুজিলো-তে। বেস কমাণ্ডারকে সতর্ক করছি আমি। রেডিওর কাছাকাছি থাকুন আপনি। কি হয় না হয় জানাবেন আমাকে।'

'ঠিক আছে,' গম্ভীর সুরে বললেন ড. রুবিন।

'মাই ফ্রেণ্ড?'

'ইয়েস?'

'ওরা উঠে আসবে,' ফাঁপা সুরে বললেন জুয়ান রুফিনাস। 'হপকিন্স ওস্তাদ ডাইভার। তার ভুল করার কথা নয়।'

ড. রুবিন কিছু বললেন না। আর কিছু বলার নেইও। যোগাযোগ কেটে দিয়ে হতভম্ব ছাত্রদের কাছে ফিরে এলেন তিনি।

চাচাপয়াসে এই মুহূর্তে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন জুয়ান রুফিনাস। গুছানো স্বভাব তাঁর, শৃঙ্খলার ভক্ত, অপ্রত্যাশিত বাধা বা সমস্যা তাঁকে অত্যন্ত বিরক্ত করে তোলে। বোকা দুই আমেরিকান যদি ডুবে মরে, সরকারী তদন্ত হবে। তাঁর প্রভাব যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পেরুভিয়ান নিউজ মিডিয়াকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়, ঘটনাটাকে মূলধন করে হৈ-চৈ বাধিয়ে দেবে তারা। তার পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। 'এখন শুধু ওই কুয়ায় দু'জন আর্কিওলজিস্টের লাশ দরকার আমাদের!' আপন মনে বিড়বিড় করলেন তিনি। তারপর কাঁপা হাতে রেডিও ট্রান্সমিটারটা অন করে জরুরী মেসেজ পাঠাতে শুরু করলেন।

ওরা কুয়ায় নামার পর এক ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। বেঁচে থাকার কোন আশাই নেই ওদের।

হতাশ সুরে জুয়ান রুফিনাস ড. রুবিনকে জানিয়েছেন, পেরুভিয়ান নেভী জরুরী কোন অপারেশনের জন্যে প্রস্তুত নয়, তাদের ওয়াটার এস্কেপ ও রিকভারি টিম চিলি সীমান্তের কাছে একটা ট্রেনিং মিশনে রয়েছে।

হঠাৎ একজন ছাত্রী চিৎকার করে উঠল, 'হেলিকপ্টার!'

কুয়ার কিনারায় উপস্থিত সবাই মুখ তুলে পশ্চিম আকাশে তাকাল। এক মিনিট পর গাছপালার মাথায় দেখা গেল যান্ত্রিক ফড়িংটাকে, গায়ে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে 'বাংলাদেশ ন্যাভাল ফোর্স'। সিঙ্ক-হোলের পাশে ফাঁকা একটা জায়গায় নামল হেলিকপ্টার। ল্যাণ্ডিং স্কিড তখনও শূন্যে, দরজা খুলে নিচে লাফ দিল দীর্ঘদেহী এক যুবক। তার পরনে ওয়েট সুট। ছাত্রদের এড়িয়ে সরাসরি বৃদ্ধ নৃবিজ্ঞানীর দিকে এগিয়ে এল সে। 'ড. রুবিন?'

'হ্যাঁ, আমি গ্যারি রুবিন।'

দীর্ঘদেহী তরুণ হাসিমুখে ডান হাত বাড়াল। 'আরও আগে পৌঁছুতে পারিনি বলে দুঃখিত।'

'কে আপনি?'

'আমার নাম মাসুদ রানা,' বলল রানা। 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন এক্স-মেজর। পানির নিচে আপনাদের দু'জন লোক···।'

'সিঙ্ক-হোলে,' বললেন ড. রুবিন। 'ড. মার্টিন জুলিয়া আর স্যাম হপকিন্স প্রায় দু'ঘণ্টা হলো পানিতে নেমেছেন···।'

তাড়াতাড়ি কুয়ার কিনারায় এসে উঁকি দিল রানা। পরিবেশটা ভীতিকর লাগল ওর। বুঝল, কাজটা আসলে লাশ উদ্ধারের।

'আপনারা এলেন কোত্থেকে?' কৌতূহল প্রকাশ করলেন ড. রুবিন।

'বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর একটা ইউনিট এখান থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে একটা ট্রেনিং কোর্স কমপ্লিট করছে। পেরুভিয়ান ন্যাভাল হেডকোয়ার্টার থেকে রেডিওতে আমাদেরকে অনুরোধ করা হলো এখানে দু'জন ডাইভার পাঠাতে।' ইতিমধ্যে হেলিকপ্টারের রোটর থেমে গেছে, আরেকজন দীর্ঘদেহী তরুণ নিচে

নামল। 'আমার সহকর্মী, মেজর শামিম।'

হেলিকপ্টারে আর কেউ নেই দেখে হতাশা ব্যক্ত করলেন ড. রুবিন। 'আপনারা মাত্র দু'জন! কিন্তু ওদের তুলে আনতে অন্তত দশ-বারোজন লোক লাগবে!'

'আমাদের ওপর আস্থা রাখুন, ড. রুবিন,' বলল রানা। 'দু'জনই যথেষ্ট।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিল ওরা। ফেস মাস্ক আর এয়ার রেগুলেটর জায়গামত বসিয়ে নিল। এয়ারফোন সকেটে ডাইভার রেডিও লাগানো আছে। পিঠে থাকল একজোড়া একশো-কিউবিক-ফুট এয়ার ট্যাংক। ডেপথ গজ, এয়ার প্রেশার ও কম্পাস ডাইরেকশন ইন্সট্রুমেন্টসহ একটা বয়্যান্সি কমপেনসেটর-ও পরে নিল। রানা তৈরি হচ্ছে, ওর ইয়ারফোনের সঙ্গে মোটা একটা কমিউনিকেশন আর সেফটি লাইন জোড়া লাগাল মেজর শামিম। ওর কোমরের স্ট্র্যাপে একটা ইমার্জেন্সী রিলিজ বাকল্-ও আটকাল সে। সেফটি লাইনের বাকি অংশ হেলিকপ্টারের ভেতর বসানো বড় একটা রীল-এ পেঁচানো রয়েছে। রানার কাঁধে একটা চাপড় দিয়ে কমিউনিকেশন সিস্টেম-এর মাইক্রোফোনে কথা বলল সে। 'কেমন শোনাচ্ছে?'

'মনে হচ্ছে তুমি আমার মাথার ভেতর রয়েছ,' জবাব দিল রানা।

'এখান থেকে আমি তোমার ডিকমপ্রেশন আর ডাইভ টাইম মনিটর করব।'

'ঠিক আছে।'

'নিচ থেকে তুমি পরিস্থিতির বর্ণনা দেবে, ডেপথ জানাবে।' ড. রুবিনের চারজন ছাত্রের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল শামিম, দেরি না করে রীলটা ঘোরাতে শুরু করল তারা। কুয়ার কিনারা থেকে সামান্য একটু দূরে একটা গাছ রয়েছে, সেটার মাথায় নাইলন লাইন আটকানো হয়েছে, ফলে কুয়ার লাইমস্টোন পাঁচিলে আঁচড় না কেটে নিচে নেমে যেতে পারছে রানা। তরতর করে নেমে গেল ও, ডুব দিল গাঢ় পানিতে।

'কেমন দেখছ?' ফোনে জিজ্ঞেস করল শামিম।

'ঘন সুপের ভেতর রয়েছি।'

'চেখো না।' সেফটি লাইন ছাড়তে শুরু করল শামিম।

রেগুলেটরে নিঃশ্বাস ফেলল রানা, ফিন নেড়ে পানির গভীরে ডাইভ দিল। ওয়াটার প্রেশার ক্রমশ বাড়ছে। একটা ওশেনোগ্রাফিকস সুপার লাইট অন করল ও, তবু পানির নিচে অন্ধকার তাতে খুব কমই দূর হলো। পানিতে আঠালো শ্যাওলা এত বেশি যে মনে হলো কাদার ভেতর রয়েছে ও।

তারপর অকস্মাৎ স্ফটিক-স্বচ্ছ পানিতে বেরিয়ে এল রানা। বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে ফোনে বলল, 'বারো ফুট নিচে এসে পানি একেবারে পরিষ্কার দেখছি।' ধীরে ধীরে তিনশো ষাট ডিগ্রী ঘুরল ও। 'ডাইভারদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।'

'তলা দেখতে পাচ্ছ?'

'প্রায় পরিষ্কার। পানি কাঁচের মত স্বচ্ছ, তবে তলা আর পাঁচিলের দিকটা অন্ধকার। একটা সার্চ প্যাটার্ন ধরে সাঁতার দিতে হবে আমাকে, লাশগুলো যাতে ফাঁকি দিতে না পারে।'

পরবর্তী বারো মিনিট কুয়ার খাড়া পাঁচিল ঘেঁষে চক্কর দিল রানা, ক্রমশ নিচে নামতে নামতে প্রতিটি গর্ত ও গুহামুখ সার্চ করল। কয়েকশো মিলিয়ন বছরের পুরানো লাইমস্টোন, অদ্ভুত সব দাগ ফুটে রয়েছে গায়ে। এক সময় কুয়ার মেঝেতে স্থির হলো ও। নিরেট বালি বা উদ্ভিদ জাতীয় কিছুই নেই, অসমতল ও কদর্য চেহারার খয়েরি-কাদা শুধু, এখানে সেখানে মাথা তুলে আছে কালচে রঙের পাথর। 'তলায় পৌঁছে গেছি, একশো আট ফুটের মত নিচে। এখনও ওদেরকে দেখতে পাচ্ছি না।'

কুয়ার বাইরে শামিমের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন ড. রুবিন। 'নেই মানে? অবশ্যই আছে ওরা ওখানে!'

কুয়ার নিচে, কাদা থেকে তিন ফুট ওপরে রয়েছে রানা। কাদায় যদি আলোড়ন ওঠে, চারদিক ঝাপসা হয়ে যাবে। সাবধানে, ধীরে ধীরে পা ছুঁড়ে এগোল ও। এদিকের পানি অসম্ভব ঠাণ্ডা। তারপর হাত বাড়িয়ে আলতোভাবে কাদার স্তর স্পর্শ করল। কাদার তলায় পাথুরে মেঝে ছুঁলো হাত, কাদায় কব্জি পর্যন্ত ডুবে যাবার আগেই। কাদার স্তর এত পাতলা দেখে বিস্মিত হলো ও। কাদার ওপর কি যেন একটা মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে দেখে এগোল সেদিকে। সাদা একটা গাছের ডাল বলে মনে হলো। তোলার পর দেখল মানুষের মেরুদণ্ড। বহুকাল আগে যাদেরকে বলি দেয়া হয়েছিল এই কুয়ায়, তাদের কারও হবে। খানিক পর রিপোর্ট করল রানা। 'একশো এগারো ফুট নিচে রয়েছি। তলায় ছড়িয়ে রয়েছে কঙ্কাল। দু'শোর কম নয়।'

'লাশগুলো দেখতে পাচ্ছ না?'

'না।' আরেকটা কঙ্কাল দেখতে পেল রানা, হাড়সর্বস্ব হাত উঁচু করা, যেন অন্ধকার দিকটা নির্দেশ করছে। পাঁজরগুলোর পাশে একটা মরচে ধরা ব্রেস্টপ্লেট দেখা যাচ্ছে, খুলিটা এখনও হেলমেটে ঢাকা। দেখে মনে হলো ষোলোশো শতাব্দীর স্প্যানিশ হেলমেট। পরবর্তী রিপোর্টে তথ্যটা শামিমকে দিল রানা। তারপর কঙ্কালের বাড়ানো হাত অনুসরণ করে অন্ধকারের দিকে তাকাল।

ওদিকে আরও একটা কঙ্কাল রয়েছে। এই লোকটা আরও অনেক পরে মারা গেছে। দেখে মনে হলো পুরুষ। পা দুটো ভাঁজ করা, মাথাটা পিছন দিকে কাত হয়ে আছে। পচা মাংস এখনও হাড় থেকে খসে পড়েনি সব, সাবানের মত নরম হয়ে লেগে আছে। পায়ে দামী হাইকিং বুট, গলায় জড়ানো লাল স্কার্ফ। সিলভার বেল্ট বাক্‌ল্, গায়ে পাথর বসানো–তারমানে স্থানীয় লোক নয়। ঘাড়ের ওপর চওড়া ক্ষত দেখে তার মৃত্যুর কারণটাও বোঝা গেল। ডাইভ লাইটে চকচক করে উঠল হলুদ পাথর বসানো সোনার আংটি। লোকটার দাড়ি আছে, তারমানে তরুণ নয়। লাশ সনাক্তকরণে কাজে লাগবে ভেবে আঙুল থেকে আংটিটা খুলে নিল রানা। আংটির সঙ্গে বেরিয়ে এল পচা মাংস, গা ঘিন ঘিন করে উঠল ওর।

'আরও একটা পেয়েছি,' রিপোর্ট করল ও। 'কয়েক মাস আগের লাশ, খুব বেশি হলে এক বছরের পুরানো।'

'তুলে আনতে চাও?' কুয়ার বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করল শামিম।

'এখুনি না। আগে ড. রুবিনের লোকগুলোকে খুঁজে বের করি...।' অকস্মাৎ

উল্টোদিকের পাঁচিল থেকে, সম্ভবত অদৃশ্য কোন প্যাসেজ দিয়ে প্রচণ্ড একটা স্রোত ছুটে এসে ধাক্কা দিল রানাকে, প্রবল বেগে আলোড়িত হলো কাদা। সেফটি লাইন না থাকলে খড়কুটোর মত ভেসে যেত ও।

'কি ঘটছে?' উদ্বিগ্নসুরে জিজ্ঞেস করল শামিম। 'লাইনে ঝাঁকি লাগল কেন?'

'হঠাৎ কোত্থেকে একটা স্রোত এসে ধাক্কা দিল,' স্রোতের সঙ্গে গা এলিয়ে দিল রানা। 'কাদার স্তর কেন এত পাতলা তার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। নির্দিষ্ট বিরতির পর স্রোতটা সম্ভবত নিয়মিত আসে। দায়ী বোধহয় একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড ওয়াটার সিস্টেম, প্রেশার বেড়ে গেলে রিলিজ হয়, স্রোতের মত কুয়ার মেঝের ওপর দিয়ে ছুটে আসে।'

'তোমাকে আমরা তুলে আনব?'

'না, আমি কোন বিপদ দেখছি না। লাইনে ধীরে ধীরে ঢিল দাও, দেখা যাক স্রোতটা আমাকে কোথায় নিয়ে যায়। কোথাও একটা আউটলেট নিশ্চয়ই আছে। চিন্তা কোরো না, হাতে এখনও বিশ মিনিট সময় আছে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো শামিম।

খানিক পর রানা রিপোর্ট করল, 'সরু একটা টানেলে ঢুকছি বলে মনে হচ্ছে, পা দুটো আগে। কাদায় কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তবে দু'পাশের পাঁচিল কাছে চলে আসছে, ছুঁতে পারছি। ভাগ্য ভাল যে সেফটি লাইন আছে। এই স্রোতে সাঁতার কাটা সম্ভব নয়।'

রানার মনে হলো, সরু একটা টানেল ওকে গিলে নিচ্ছে এক ঘণ্টা ধরে, অথচ মাত্র বিশ সেকেণ্ড পেরিয়েছে। ঘোলা পানি খানিকটা স্বচ্ছ হলো, বেশিরভাগ রয়ে গেছে পিছনের গভীর কুয়ায়। আশপাশের দৃশ্য ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে শুরু করল। কম্পাস বলছে, দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে ও। তারপর অকস্মাৎ প্রকাণ্ড এক কামরার ভেতর ঢুকে পড়ল। ওর ডান দিকে এবং নিচে অস্পষ্টতার ভেতর কি যেন চকচক করে উঠল। একটু পর চিনতে পারল—পরিত্যক্ত একটা এয়ার ট্যাংক। কাছাকাছি আরেকটা পাওয়া গেল। চারদিকে ডাইভ লাইটের আলো ফেলল ও। দ্রুত সার্চ করে একজোড়া পরিত্যক্ত সুইম ফিন পেল শুধু। এরপর আলো ফেলল ওপর দিকে। ডুবন্ত চেম্বারের ওপরে বাতাস আটকে আছে। সেই বাতাস থেকে নিচের পানিতে ঝুলে রয়েছে একজোড়া সাদা পা।

শব্দহীন একটা জগতে ঘন অন্ধকারের ভেতর আটকা পড়া, ক্ষুদ্র এয়ার পকেটের সহস্র বছরের পুরনো বাতাসে বেঁচে থাকা রোমহর্ষক অভিজ্ঞতাই বটে। ট্যাংকের বাতাস শেষ হয়ে আসছে, ডাইভ লাইটের ব্যাটারিও ফুরিয়ে যাচ্ছে, জুলিয়া ও হপকিন্স বুঝতে পারছে তাদের আর বেঁচে থাকার কোন আশা নেই। কুয়ার তলায় ছড়িয়ে থাকা কঙ্কাল আর হাড়গুলো পরীক্ষা করছিল জুলিয়া, এই সময় আণ্ডারগ্রাউণ্ড কারেন্ট সবেগে টেনে নিয়েছে ওকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাকে অনুসরণ করছিল হপকিন্স, ফলে সে-ও রক্ষা পায়নি। এয়ার পকেটে মাথা তোলার পর দু'জনেই বুঝতে পারছে, মৃত্যু এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এই বিপদ থেকে বাঁচার কোন উপায়ই আসলে নেই।

হপকিন্সের অবস্থা প্রায় জ্ঞান হারাবার মত। জুলিয়াও অসুস্থ হয়ে পড়ছে দ্রুত, এই সময় পানির নিচে ক্ষীণ একটা আলোর আভাস দেখতে পেল সে। ক্রমশ আরও বড়, হলুদ, ও উজ্জ্বল হচ্ছে আলোটা; তার দিকেই এগিয়ে আসছে দেখে আশা জাগল বুকে। 'ওরা খুঁজে পেয়েছে আমাদের!'

আলোটার দিকে তাকাল বটে হপকিন্স, তবে তার চেহারায় কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

জুলিয়া অনুভব করল, কে যেন তার একটা পা চেপে ধরল। পরমুহূর্তে তার পাশে পানি থেকে মাথা তুলল একজন লোক। লোকটার ডাইভ লাইটের আলো তার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। তারপর আলোটা হপকিন্সের মুখে পড়ল। কার অবস্থা বেশি খারাপ বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। বগলের তলায় হাত দিয়ে একটা অক্সিলারি এয়ার রেগুলেটর ধরল ও, ওর এয়ার ট্যাংকের ডুয়েল ভালব-এর সঙ্গে জোড়া লাগানো সেটা। রেগুলেটরের মাউথপীসটা তাড়াতাড়ি হপকিন্সের ঠোঁটে গুঁজে দিল ও। তারপর ওর বেল্টের সঙ্গে জোড়া লাগানো রিজার্ভ পনি বটল ও এয়ার রেগুলেটরটা বাড়িয়ে দিল জুলিয়ার দিকে। কয়েকবার শ্বাস টানতেই সুস্থতা ফিরে পেল ওরা। সব ভুলে রানাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল জুলিয়া। আর নতুন জীবন ফিরে পেয়ে রানার সঙ্গে করমর্দন করল হপকিন্স।

শামিমকে রিপোর্ট করল রানা, 'ড. রুবিনকে বলো, ওঁদেরকে আমি পেয়েছি। দু'জনেই বহাল তবিয়তে আছেন।'

খবরটা শুনে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলেন ড. রুবিন। 'কি করে তা সম্ভব! কি বলছেন!'

প্রশ্ন শুনে এয়ার পকেটের বর্ণনা দিল রানা। এবার প্যাসেজ থেকে কুয়ায় ফিরে যাবার পালা। ফেস মাস্ক খুলতে পারছে না রানা, ইশারায় ভাব বিনিময় শুরু করল। ফেস মাস্ক আর বয়্যান্সি কমপেনসেটর ছাড়া অপ্রয়োজনীয় ডাইভ ইকুইপমেন্ট ওরা দু'জন ফেলে দিয়েছে। জুলিয়াকে ইঙ্গিতে নির্দেশ দিল ও—একটা পা আর একটা হাত সেফটি লাইনে জড়াতে হবে, সবার আগে থাকতে হবে তাকে, শ্বাস নেবে পনি বটল থেকে। অনুসরণ করবে হপকিন্স। তার ঠিক পিছনেই থাকবে রানা, যাতে স্পেয়ার রেগুলেটর হপকিন্সের মুখের কাছাকাছি থাকে। তিনজনই তৈরি হলো। রানা রিপোর্ট পাঠাল, 'আমরা তৈরি।'

কুয়ার বাইরে ছাত্রদের দিকে তাকাল শামিম। লাইন ধরে তারাও তৈরি শামিম প্রশ্ন করল, 'তোমাদের ডেপথ জানাও।'

'একান্ন ফুটের কিছু বেশি। কুয়ার তলা থেকে অনেক উঁচু জায়গায় রয়েছি। প্যাসেজটা ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে এসেছে।'

'তোমাকে নিয়ে কোন সমস্যা হবে না,' জানাল শামিম। 'কিন্তু ওরা দু'জন নির্দিষ্ট সময় আর প্রেশার লিমিট ছাড়িয়ে গেছে। কমপিউটর কি বলে দেখি, তারপর ডিকমপ্রেশন স্টপ সম্পর্কে জানাচ্ছি।'

খানিক পর টান টান হলো সেফটি লাইন। স্রোতের বিরুদ্ধে এগোচ্ছে ওরা। শামিম জানতে চাইল, 'স্রোতের গতি কি বলো।'

'প্রায় আট নট,' বলল রানা। 'আর আঠারো ফুট টানো, তাহলেই প্যাসেজ

থেকে বেরিয়ে যাব আমরা।'

খুব বেশি হলে আর এক কি দেড় মিনিট লাগবে, ভাবল রানা। আরও এক মিনিট লাগবে কুয়ার তলার ঘোলা পানি থেকে স্বচ্ছ পানিতে উঠতে। মুখ তুলে তাকাল রানা। সবুজ অস্পষ্টতার ভেতর আলোর আভাস দেখতে পাচ্ছে। স্বস্তি বোধ করল ও।

সেফটি লাইনে ঢিল পড়তে শামিম বুঝতে পারল স্রোত থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা। ছাত্রদেরকে লাইন টানতে নিষেধ করল সে। ডিকমপ্রেশন ডাটা চেক করার জন্যে তাকাল ল্যাপটপ কমপিউটারে। আট মিনিট করে থামলে ডিকমপ্রেশনজনিত অসুস্থতা থেকে রক্ষা পাবে রানা, কিন্তু বাকি দু'জন ডাইভারকে আরও বেশি সময়ের জন্যে বিরতি নিতে হবে। সাতষট্টি থেকে একশো বাইশ ফুট গভীরতায় দু'ঘণ্টার বেশি সময় ধরে অবস্থান করছে ওরা। অন্তত দু'বার বিরতি নিতে হবে ওদেরকে, সব মিলিয়ে এক ঘণ্টারও বেশি। প্রশ্ন হলো, রানার ট্যাংকে কতটুকু বাতাস আছে? এটা আসলে জীবন-মরণ সমস্যা। ওর ট্যাংকের বাতাসে কি দশ মিনিট টিকে থাকতে পারবে ওরা? পনেরো মিনিট? বিশ মিনিট? 'রানা?'

'শুনতে পাচ্ছি।'

'দুঃসংবাদ হে। ওদের ডিকমপ্রেশন স্টপ-এর জন্যে তোমার ট্যাংকে যথেষ্ট বাতাস নেই।'

'জানি। হেলিকপ্টারে ব্যাকআপ ট্যাংক নেই?'

'তাড়াহুড়োর মধ্যে ক্রুরা এয়ার কমপ্রেসর দিলেও, এক্সট্রা এয়ার ট্যাংক তুলতে ভুলে গেছে।'

হপকিন্সের দিকে তাকাল রানা। ব্যস্তভাবে ছবি তুলছে সে। বিপদ সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই তার। এরপর রানা জুলিয়ার দিকে ফিরল। এবারই প্রথম লক্ষ করল, মেয়েটা ভারি সুন্দরী। 'শামিম, টুল কিট পাঠাও,' বলল ও। তারপর ব্যাখ্যা করল কি করতে চায়, 'আমার এয়ার ট্যাংকের ম্যানিফোল্ড ভালব। ওগুলো নতুন প্রোটোটাইপ, টেস্ট করছে নুমা। মাত্র দু'দিন আগে পরীক্ষা করার জন্যে ওদের কাছ থেকে ধার করেছি আমি। প্রথমটাকে প্রভাবিত না করে দ্বিতীয়টা বন্ধ করে দেয়া যায়, তারপর অপোজিট ট্যাংক থেকে বাতাস বেরুতে না দিয়ে ম্যানিফোল্ড থেকে খুলে নেয়া সম্ভব। কি বলছি বুঝতে পারছ?'

'বোধহয়,' জবাব দিল শামিম। 'জোড়া ট্যাংকের একটা খুলে নেবে তুমি, অপরটার বাতাস ব্যবহার করবে। খালিটা তুলে নিয়ে বাতাস ভরব আমি, কমপ্রেসরের সাহায্যে। প্রসেসটা এভাবে রিপিট করা হবে, যতক্ষণ না...।'

'হ্যাঁ।'

'বিশ ফুটে সতেরো মিনিট অপেক্ষা করো, সেফটি লাইনে বেঁধে টুল কিট পাঠাচ্ছি।'

সেফটি লাইনের সঙ্গে অতিরিক্ত একটা কর্ড বেঁধে টুল কিট নামিয়ে দিল শামিম। একটা এয়ার ট্যাংক খুলে কর্ডের সঙ্গে বাঁধল রানা। বলল, 'কার্গো তোলো।'

সাড়ে তিন মিনিট পর কুয়ার কিনারা থেকে উঠে এল কর্ডটা, দেরি না করে

ট্যাংকটা গ্যাস-এঞ্জিন কমপ্রেসরের সঙ্গে জোড়া লাগানো হলো, ভেতরে ভরা হলো বিশুদ্ধ বাতাস। কাজটা শেষ হতেই আবার ট্যাংকটা কুয়ার তলায় নামিয়ে দেয়া হলো। এভাবে তিনবার শেষবার সারফেস থেকে বারো ফুট নিচে বিরতি নিল ওরা। তারপর রানা সেফটি ও কমিউনিকেশন লাইন জড়াল জুলিয়ার কোমরে। লাইন টেনে ওপরে তোলা হলো তাকে।

এরপর হপকিন্স। কুয়ার কিনারা হয়ে ওপরে উঠতেই সবাইকে দেখতে পেল সে, কিন্তু কেউ হাসছে না দেখে বিস্মিত হলো। পরমুহূর্তে অপ্রত্যাশিত দৃশ্যটা দেখতে পেল সে।

কুয়ার কিনারা থেকে শক্ত মাটিতে হপকিন্স পা রাখতেই ড. রুবিন, ড. জুলিয়া আর পেরুভিয়ান ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীরা পিছিয়ে গেল তাদের সবার হাত মাথার ওপর তোলা। কারও মুখে কোন শব্দ নেই।

সব মিলিয়ে ছয়জন অচেনা লোককে দেখতে পেল হপকিন্স। প্রত্যেকের হাতে চাইনীজ টাইপ ফিফটিসিক্স-ওয়ান অ্যাসল্ট রাইফেল। অর্ধবৃত্ত রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে তারা, পরনে জিনস আর ফেল্ট হ্যাট।

জুলিয়া বুঝতে পারছে, লোকগুলো পাহাড়ী ডাকাত নয়। মাওবাদী বিপ্লবী গ্রুপের সদস্য বলে সন্দেহ হলো তার। ১৯৮১ সাল থেকে পেরুতে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে গ্রুপটা। রাজনৈতিক নেতা, পুলিস, সেনাবাহিনীর সদস্য ও সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে খুন করাই তাদের কাজ।

সন্ত্রাসীদের একজন রাইফেল নেড়ে হপকিন্সকে বাকি সবার পাশে দাঁড়াতে বলল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কুয়ার ভেতর আর কেউ আছে?' স্প্যানিশ বাচন ভঙ্গি, তবে ইংরেজিতে কথা বলছে।

ইতস্তত করে শামিমের দিকে তাকালেন ড. রুবিন শামিম ইঙ্গিতে হপকিন্সকে দেখিয়ে বলল, 'উনিই শেষ ব্যক্তি।'

নির্লিপ্ত, ঠাণ্ডা চোখে শামিমের দিকে তাকাল বিদ্রোহী গেরিলা নেতা। তারপর এগিয়ে এসে কুয়ার ভেতর উঁকি দিয়ে তাকাল সে। সবুজ শ্যাওলার মাঝখানে একটা মাথা ভাসতে দেখে হাসল লোকটা। পানিতে নেমে যাওয়া সেফটি লাইনটা ধরল সে, বেল্ট থেকে বড় একটা ছোরা বের করে কেটে ফেলল সেটা, কুয়ার ভেতর ফেলে দিল সদ্য কাটা লাইনের একটা প্রান্ত। তারপর আবার হাসল সে, রাইফেল তাক করে গুলি করল নিচের দিকে।

তিন

সেফটি আর কমিউনিকেশন লাইনের ছেঁড়া প্রান্তটা হাতে নিয়ে বোকার মত তাকিয়ে থাকল রানা, নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছে না। লাইনটা ছিঁড়ে যাওয়ায় শুধু যে কুয়া থেকে উঠতে পারবে না তা নয়, শামিমের সঙ্গে ওর সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। পুরু শ্যাওলার ওপর ভেসে থাকল ও, কুয়ার বাইরে কি ঘটছে সে-সম্পর্কে কিছুই জানে না। স্ট্র্যাপ খুলে মুখ থেকে ফেস

মাস্কটা নামাল, তাকাল কুয়ার কিনারায়। না, ওপর থেকে কেউ উঁকি দিচ্ছে না।

চিৎকার করতে যাবে রানা, এই সময় গুলির শব্দ হলো। একনাগাড়ে ষাট সেকেণ্ড কুয়ার পাঁচিলে লেগে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো বিস্ফোরণের আওয়াজ। তারপর আবার আগের মত নিস্তব্ধতা নেমে এল। কি ঘটছে ওপরে? কে গুলি করল? কেন?

প্রথমেই শামিমের নিরাপত্তার কথা ভাবল রানা। সে কি বেঁচে আছে?

তারপর ভাবল, এই মৃত্যুফাঁদ থেকে বেরুতে হবে ওকে। কিন্তু কিভাবে? নব্বুই ডিগ্রী খাড়া পাঁচিল বেয়ে কিভাবে ওপরে উঠবে ও? প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট থাকলে নাহয় কথা ছিল।

কোন সন্দেহ নেই শামিম হয় মারা গেছে নয়তো গুরুতর আহত হয়েছে। অসহায় রাগে অস্থির হয়ে উঠল ও। মুখ তুলে শামিমের নাম ধরে ডাকল বার কয়েক। প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল গলার আওয়াজ, কেউ সাড়া দিল না। কেন কি ঘটছে কিছুই ওর জানা নেই, তবে বুঝতে পারছে নিজের চেষ্টায় এখান থেকে উদ্ধার পেতে হবে ওকে। সাঁতার কেটে পাঁচিলের কাছে চলে এল, লাইমস্টোন পরীক্ষা করল। ভাগ্য ভাল যে পাঁচিলটা গ্র্যানিট বা ব্যাসাল্ট পাথরে তৈরি নয়। পাঁচিলের গায়ে অসংখ্য খুদে গর্ত আছে, আধ ইঞ্চি সরু কার্নিশও রয়েছে সারি সারি।

সময় নষ্ট না করে কাজে লেগে গেল রানা। এয়ার ট্যাংক প্যাক আর বাকি ডাইভিং গিয়ার খুলে ফেলে দিল, শুধু অ্যাকসেসরি বেল্টটা ছাড়া। টুল কিট থেকে রাখল শুধু প্লায়ার্স আর জিওলজিস্ট-এর পিক হ্যামার। প্রথমে পায়ের সঙ্গে বাঁধা খাপ থেকে একটা ডাইভ নাইফ বের করে দুই প্রস্থ সেফটি লাইন কাটল। একটা প্রস্থ বাঁধল পিক হ্যামারের সরু অংশে, মাথার কাছে। তারপর অপর প্রান্ত দিয়ে তৈরি করল একটা লূপ।

এরপর বেল্ট বাকল দিয়ে একটা হুক বানাল, সেটা দেখতে হলো ইংরেজি সি হরফের মত। দ্বিতীয় প্রস্থ লাইনটা এই হুকের সঙ্গে আটকাল, অপর প্রান্ত দিয়ে তৈরি করল আরেকটা লূপ।

এবার আসল কাজ শুরু হবে। লাইমস্টোনের একটা জায়গা সামান্য ফুলে আছে, হাত উঁচু করে বেল্ট হুকটা সেখানে আটকাল রানা। এরপর পা দিল লূপে, লাইনের ওপরের প্রান্ত মুঠোর ভেতর ধরল, নিজেকে তুলে নিল পানির ওপর।

এবার হ্যামারটা যতটা সম্ভব উঁচু করল, সরাসরি ওপরে নয়, সামান্য এক পাশে, তারপর হ্যামারের পিক প্রান্তটা ঢুকিয়ে দিল লাইমস্টোনের একটা পকেটে। মুক্ত পা দ্বিতীয় লূপে আটকে পাঁচিলের আরও খানিক ওপরে উঠে এল।

সরঞ্জাম বা আয়োজন, কোনটাই মানসম্মত নয়, তবে কাজ চলবে। পদ্ধতিটা পুনরাবৃত্তি করল রানা, বারবার—প্রথমে সি হুক আটকাল পাঁচিলে, তারপর পিক হ্যামার, মাকড়সার মত পাঁচিল বেয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে।

অমানুষিক পরিশ্রম হচ্ছে, সময় লাগছে প্রচুর, অথচ ওঠার গতি খুবই মন্থর। পা আর হাতের পেশী টন টন করছে ব্যথায়। কিছুক্ষণ পরপর বিশ্রাম নিতে বাধ্য হচ্ছে রানা। এদিকে দ্রুত ফুরিয়ে আসছে দিনের আলো।

অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়েছে রানা, কুয়ার ভেতরটা অন্ধকার হয়ে গেল। মাথার ওপর তারা জ্বলতে দেখল ও। সিদ্ধান্ত নিল, এখন থেকে আর কোন বিশ্রাম নেবে না।

পাঁচিলের মাথা আর যখন মাত্র তিন ফুট দূরে, মনে হলো শরীরে আর কোন শক্তি নেই। বিশ্রাম নিতে বাধ্য হলো ও, পেশীগুলো সাড়া দিচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর লাইনটা দু'হাতে ধরে একটু একটু করে উঠে এল। সমতল জমিনে পড়ে থাকল, চোখ বুলাল চারদিকের অন্ধকারে। গাঢ় রেইন ফরেস্ট ঘিরে রেখেছে ওকে। আকাশে মেঘ, তারই ফাঁক দিয়ে শুধু দু'একটা তারার আলো দেখা যাচ্ছে। ভৌতিক নিস্তব্ধতা ভয় পাইয়ে দিল ওকে। তারপর শুরু হলো বৃষ্টি।

কোথায় গেল শামিম? কোথায় গেল বাকি সবাই? ওরা বেঁচে আছে, নাকি মারা গেছে? ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা। ক্যাম্পটা খালি পড়ে আছে। তাঁবুগুলো আছে, তবে মানুষজনের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। কিছুই তছনছ করা হয়নি, কোন লাশও পড়ে নেই। ফাঁকা জায়গাটায় এসে দেখল হেলিকপ্টারের গায়ে অসংখ্য বুলেটের দাগ, প্রায় ঝাঁঝরা করে ফেলা হয়েছে। এটা নিয়ে আকাশে ওঠা সম্ভব নয়। রোটর ব্লেডগুলো মুচড়ে বাঁকা করা হয়েছে। বাতাসে ফুয়েলের গন্ধ পেল রানা। আশ্চর্যই বলতে হবে যে ফুয়েল ট্যাংক বিস্ফোরিত হয়নি।

অদৃশ্য ও অচেনা শত্রুর ওপর রাগ হচ্ছে রানার। বিপদে সাহায্য করতে এসে এ আবার কাদের পাল্লায় পড়ল! বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর যে ইউনিটটা পেরুতে বিশেষ ট্রেনিং কোর্স করতে এসেছে তার ইন্সট্রাক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে ও। ইউনিটের জানমালের কোন ক্ষতি হলে কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি করতে হবে ওকে। এভাবে সাহায্য করতে আসাটা কি ভুল হয়ে গেছে ওর? রওনা হবার আগে নুমার ঘাড়ে কাজটা চাপিয়ে দিতে পারত ও। ঘটনাচক্রে নুমাও আণ্ডারওয়াটার গবেষণার কাজে পেরুর উপকূলের ঠিক বাইরে রয়েছে। কিন্তু ওদের একমাত্র 'কপ্টারটা নষ্ট বলে সরাসরি নিজেদের ঘাঁটি থেকে শামিমকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল ও।

বোঝাই যাচ্ছে শামিম আর আর্কিওলজি প্রজেক্টের লোকজনকে অচেনা একদল সন্ত্রাসী বন্দী করে নিয়ে গেছে। ককপিটের দরজা ভাঙা, সেটাকে একপাশে সরিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা। হাত গলিয়ে পাইলটের সীটের তলা থেকে একটা টর্চ বের করল। আলো জ্বেলে কার্গো কম্পার্টমেন্টে চলে এল ও। ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছোঁড়া হলেও কিছুই নিয়ে যাওয়া হয়নি। ওর নাইলনের ক্যারি ব্যাগটা টেনে নিয়ে ভেতরের জিনিসগুলো বের করল। শার্ট আর স্নিকার-এ গুলি লাগেনি, তবে প্যান্টের হাঁটু ফুটো হয়ে গেছে। ক্ষতি হয়েছে ব্রিফ বক্সার শর্টস-এরও। ওয়েট সুট খুলে তোয়ালে দিয়ে গা থেকে শ্যাওলা আর কাদা মুছল ও, তারপর কাপড়চোপড় আর স্নিকার পরে নিল। ওদের বাবুর্চির তৈরি করা একটা লাঞ্চ প্যাকেট পেয়ে খুলে দেখল ভেতরে একজোড়া স্যাণ্ডউইচ রয়েছে। ক্ষুধা নিবৃত্তির পর সুস্থ আর তাজা লাগল আবার।

ককপিটে ফিরে এসে একটা প্যানেলের দরজা খুলে ভেতর থেকে .৪৫-ক্যালিবার অটোমেটিক কোল্ট পিস্তল বের করল রানা। কোমরে হোলস্টার ঝুলিয়ে

পিস্তলটা তাতে ভরে নিল, ওটার কাছাকাছি খাপে ভরা ডাইভ নাইফটাও থাকল।
এরপর তাঁবুগুলো পরীক্ষা করল রানা। বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব এমন অনেক জিনিসই দেখল নেই। মাটিতে পায়ের দাগ দেখে বোঝা গেল কোনদিকে গেছে লোকগুলো।
জঙ্গলে ঢুকতে ভয় লাগলেও কোন ইতস্তত করল না রানা। এদিকের অ্যানাকোণ্ডাগুলো নাকি আশি ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। ম্যাশেটি দিয়ে গাছপালা কেটে পথ তৈরি করা হয়েছে, লোকগুলোকে অনুসরণ করা কোন সমস্যা নয়। প্রাচীন বিধ্বস্ত শহরের পাঁচিল থেকে পাথুরে অবয়বগুলো নীরবে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে, টর্চের আলোয় পথ দেখে দ্রুত এগোল ও।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বনভূমির ভেতর দিয়ে হাঁটছে বন্দীরা। তারপর এক সময় পথটা এসে শেষ হলো গভীর, সরু একটা গিরিখাদের সামনে। সেতু হিসেবে খাদের ওপর পড়ে রয়েছে গাছের মোটা একটা কাণ্ড। গিরিখাদ পেরিয়ে প্রাচীন একটা পাথুরে রাস্তা ধরে এগোল তারা, রাস্তাটা একটা পাহাড়কে পেঁচিয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে। সন্ত্রাসীদের লীডার খুব জোরে পা চালিয়ে হাঁটছে, অনুসরণ করতে কষ্ট হচ্ছে ড. গ্যারি রুবিনের। গার্ডরা পিছন থেকে মাঝে মধ্যেই রাইফেলের নল দিয়ে খোঁচা মারছে তাঁর পিঠে। এগিয়ে এসে তাঁকে সাহায্য করল শামিম, তাঁর একটা হাত তুলে নিল নিজের কাঁধে। গার্ডদের উদ্দেশে ইতিমধ্যে একবার ধমক দিয়েছে সে, 'বুড়ো মানুষকে এভাবে মারতে তোমাদের বাধে না?' পাল্টা ধমক দিয়ে তাকে চুপ করে থাকতে বলা হয়েছে।
আর কোন কথা না বললেও ড. জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে উৎসাহ দেয়ার জন্যে মাঝে-মধ্যে হাসছে শামিম। জুলিয়ার পরনে এখনও সেই সুইম সুট, ওপরে হাতকাটা সুতি ব্লাউজ। সন্ত্রাসীরা তাকে তাঁবু থেকে ব্লাউজটাই শুধু নিতে দিয়েছে। হাসলেও, মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে শামিম। রানা তার ইন্সট্রাক্টর হলেও, দু'জনের সম্পর্কটা বন্ধুর মত। সেই বন্ধুকে কুয়ার ভেতর একা ফেলে চলে আসতে হয়েছে তাকে। নিজেকে কাপুরুষ বলে গাল দিচ্ছে সে।
ঘণ্টার পর ঘণ্টা আন্দেজের হালকা বাতাসে শ্বাস নিতে হওয়ায় শ্বাসকষ্টে ভুগছে ওরা। সাগরের সারফেস থেকে এগারো হাজার ফুট ওপরে রয়েছে ওরা এই মুহূর্তে। শুধু শ্বাসকষ্ট নয়, শীতেও ভুগছে। ভোরের দিকে তাপমাত্রা প্রায় হিমাঙ্কের নিচে নেমে গেল। ভোর হলো প্রাচীন বিধ্বস্ত নগরীর চওড়া রাস্তায়। চারদিকে লাইমস্টোনের সাদা ভবন, উঁচু পাঁচিল, পাহাড় কেটে তৈরি করা সিঁড়ির ধাপের মত ফসলী জমি। এত কষ্টের মধ্যেও এ-সব দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারল না জুলিয়া। এগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে তার কোন ধারণা ছিল না। কাঠামোগুলো দেখে মনে হলো না যে একই ধাঁচে তৈরি। কোনটা গোল, কোনটা চৌকো। এর আগে প্রাচীন যে-সব ধ্বংসাবশেষ সে দেখেছে তার সঙ্গে কোন মিলই নেই। এগুলো কি চাচাপয়ান সাম্রাজ্যের অংশ, নাকি অন্য কোন সভ্যতা বা সমাজের? পেঁচানো রাস্তাটা উঁচু হতে হতে দূরে, কুয়াশার ভেতর হারিয়ে গেছে। পাথুরে কাঠামো আর মূর্তিগুলো দেখে জুলিয়ার বিস্ময়ের সীমা রইল না। ড্রাগন-সদৃশ বিশাল

আকৃতির পাখির সঙ্গে সরীসৃপ জাতীয় মাছ দেখা যাচ্ছে, আরও রয়েছে দৈত্যাকার বানর আর সাপ। খোদাই করা কাজগুলো ইজিপশিয়ান হাইয়্যারোগ্লিফস-এর সঙ্গে মেলে, পার্থক্য এইটুকু যে এগুলো অনেক বেশি বিমূর্ত বলে মনে হয়।

সূর্য উঠল। সরু এক গিরিখাদ থেকে ছোট একটা উপত্যকায় বেরিয়ে এল ক্লান্ত দলটা। উপত্যকার চারদিকের আকাশ ঢেকে রেখেছে উঁচু পাহাড়। বৃষ্টি বেশ কিছুক্ষণ হলো থেমে গেছে, তবে ওদের কাপড়চোপড় ভিজে আছে ঘামে। সামনে পাথর দিয়ে তৈরি একটা ভবন দেখল ওরা, বারো তলার মত উঁচু। মেক্সিকোর মায়ান পিরামিডের মত নয়, এই কাঠামোটার আকৃতি আরও বেশি গোলাকার, প্রায় মোচার মত। তবে মাথার দিকটা সমতল। দেয়ালে পশু-পাখির অলঙ্কৃত মাথা দেখা যাচ্ছে, খোদাই করা। মৃতদের মন্দির, চিনতে পারল জুলিয়া। কাঠামোটার পিছনে রয়েছে স্যাণ্ড-স্টোন-এর ঢাল, ঢালে হাজার হাজার গুহা–ওগুলো কবর, খাড়া খাদের দিকে মুখ করা প্রতিটি দরজা অলঙ্কৃত। কাঠামোর মাথায় ছোট একটা ভবন, দু'পাশে বিশাল আকৃতির আঁশ বিশিষ্ট দুই চিতার খোদাই করা মূর্তি, ডানা আছে। জুলিয়া জানে, ওটা হলো মৃত্যু-দেবতার প্রাসাদ। ওটাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে ছোট একটা শহর, সব মিলিয়ে একশোর মত ভবন। স্থাপত্য রীতির বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। কোন কোন ভবন তৈরি করা হয়েছে উঁচু টাওয়ারের মাথায়, সুদৃশ্য ঝুল-বারান্দাসহ। বেশিরভাগই পুরোপুরি গোলাকার, কোন কোনটার ভিত চারকোনা।

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেছে জুলিয়া। সে বুঝতে পারছে, মাওবাদী সন্ত্রাসীরা হারানো একটা শহর খুঁজে পেয়েছে। এই শহরের অস্তিত্ব আছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ ছিল আর্কিওলজিস্টদের মধ্যে। গুপ্তধন-লোভী অভিযাত্রীরা চার শতাব্দী ধরে হন্যে হয়ে খুঁজেও এর হদিস পায়নি। এর নাম মৃতদের শহর। যে শহরের ধন-সম্পদ সম্পর্কে অবিশ্বাস্য সব গল্প প্রচলিত আছে।

হপকিন্সের একটা হাত আঁকড়ে ধরল জুলিয়া। 'চিনতে পারছ? পুয়েবলো ডে লস মুয়েরটস,' ফিসফিস করল সে।

'কি?' বুঝতে না পেরে ভুরু কোঁচকাল হপকিন্স।

'কোন কথা নয়!' হপকিন্সের পাঁজরে রাইফেলের নল দিয়ে গুঁতো মারল একজন টেরোরিস্ট।

ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল হপকিন্স। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, ধরে ফেলল জুলিয়া চওড়া পাথুরে পথ ধরে আরও কিছুটা হাঁটার পর সামনে বৃত্তাকার একটা কাঠামো দেখল ওরা, বিভিন্ন অংশে বিভক্ত বিশাল এক ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্সের মাঝখানে আকাশ ছুঁয়ে আছে, যেন মধ্যযুগীয় কোন শহরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা গথিক ক্যাথেড্রাল। কয়েক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে উঠল ওরা, দু'পাশে ডানা বিশিষ্ট মানুষের মূর্তি, মোজাইক করা। এ-ধরনের ডিজাইন আগে কখনও দেখেনি জুলিয়া। খিলান আকৃতির প্রবেশপথের ভেতর থেকে শুরু হয়েছে আরেক প্রস্থ সিঁড়ি। ধাপগুলো পেরিয়ে একটা কামরায় ঢুকল ওরা, উঁচু সিলিং ও দেয়ালে পাথর খোদাই করে বিচিত্র জ্যামিতিক নকশা তৈরি করা হয়েছে। মেঝের মাঝখানে জটিল সব ভাস্কর্য-শিল্পের সমাহার। প্রধান কামরা থেকে অন্যান্য

কামরায় যাওয়া যায়, সেগুলোতে রয়েছে সিরামিক জার ও রঙ করা তৈজস-পত্র। এরকম একটা কামরার মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত উঁচু হয়ে আছে ভাঁজ করা রঙিন বস্ত্রসম্ভার।

বিপুল শিল্পকর্ম দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছে আর্কিওলজিস্টরা। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পাওয়া গেল না, সন্ত্রাসীরা তাদেরকে ভেতর দিকের একটা সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরের নিচে নামিয়ে আনল, আটকে রাখল একটা সেলে। পাহারায় থাকল সশস্ত্র দু'জন লোক।

সন্ত্রাসীরা দেখে ফেলতে পারে, এই ভয়ে টর্চে একটা হুড পরিয়ে নিয়েছে রানা, ফলে আলো পড়ছে শুধু ওর পায়ের সামনে। দৃঢ় আত্মবিশ্বাস সম্বল করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিরতিহীন হেঁটে চলেছে ও, হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালের দিকে একবারও না তাকিয়ে। সময়ের আন্দাজ পেল আকাশে ভোরের আলো ফুটতে দেখে।

রওনা হবার সময় টেরোরিস্টদের চেয়ে তিন ঘণ্টা পিছিয়ে ছিল রানা। দ্রুত গতিতে হেঁটেছে ও, বিশ্রাম নেয়ার জন্যে কোথাও থামেনি, ফাঁকা বা সমতল জায়গা পেলে দৌড়ে পার হয়েছে, ফলে মাঝখানের দূরত্ব অনেক কমে গেছে। প্রাচীন পাথুরে পথটায় পৌঁছুনোর পর ওর হাঁটার গতি আরও বেড়ে গেল। চওড়া এভিনিউ ধরে এগোবার সময় বিশাল আকৃতির পাথুরে মূর্তিগুলোর ওপর শুধু একবার চোখ বুলাল ও। হাঁটার গতি কমল গিরিখাদ থেকে উপত্যকায় বেরিয়ে আসার পর। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, তাকিয়ে আছে সামনে। পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে, প্রায় পৌনে এক মাইল দূরে। লম্বা সিঁড়ির মাথায় খুদে একটা মূর্তি দেখা গেল, খিলানের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে। রানা আন্দাজ করল, টেরোরিস্টরা ওখানেই নিয়ে গেছে জিম্মিদের। উঁচু পাহাড়-প্রাচীর দিয়ে ঘেরা উপত্যকায় ঢোকার একটাই পথ, সরু গিরিখাদটা।

মন্দিরের চারধারে বাড়ি-ঘরের ভেঙে পড়া দেয়ালগুলোর আড়াল নিয়ে আরও সামনে চলে এল রানা। তারপর পাথুরে একটা মূর্তির আড়ালে দাঁড়িয়ে মন্দিরের প্রবেশপথের দিকে তাকাল। প্রবেশপথের সামনে লম্বা সিঁড়ি একটা বাধা। অর্ধেক দূরত্ব পেরুবার আগেই গুলি করে ফেলে দেয়া হবে ওকে। কি করা যায় ভাবছে রানা, এই সময় লক্ষ করল প্রবেশপথের মুখে পাহারাদার লোকটা কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। তার মানে ক্লান্তিতে ঘুম এসে গেছে তার। বড় একটা শ্বাস নিয়ে সাবধানে এগোল ও।

মোপাক ডেলগাডো দেখতে অতি ভদ্র হলেও অত্যন্ত বিপজ্জনক চরিত্র। একটু খাটো সে, কাঁধ দুটো সরু, মুখে হাসি হাসি ভাব থাকলেও চোখ দুটোয় ফাঁকা ও নির্লিপ্ত দৃষ্টি। উত্তর-পুব পেরুর বনভূমি ঢাকা পাহাড়ী শহরগুলোয় মৃত্যু ও ধ্বংসের প্রতিনিধিত্ব করে সে এ-সব এলাকায় দারিদ্র্য, সন্ত্রাস, রোগ-ব্যাধি আর আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি স্থায়ী আসন গেড়ে থাকায় সহজেই সে তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে। তার গলাকাটা বাহিনী বহু অভিযাত্রী, সরকারি আর্কিওলজিস্ট, আর্মি

পেট্রল, ও ট্যুরিস্টকে খুন করে গুম করে ফেলেছে। বিপ্লবী সে নয়, শোষিত বঞ্চিত পেরুবাসীদের জন্যে তার কোন দরদও নেই। এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্থানীয় লোকদের দমিয়ে রাখার পিছনে বিশেষ কারণ আছে তার।

চেম্বারের দোরগোড়া থেকে বন্দীদের দিকে তাকাল সে। হাসি হাসি ভাব মুখে। 'কষ্ট হচ্ছে জানি, সেজন্যে আমি দুঃখিত,' বলল সে। 'আপনারা বাধা দেননি বলে ধন্যবাদ জানাই, আমাদের কোন গুলি খরচ করতে হয়নি।'

'হাইল্যাণ্ডের একজন গেরিলা, এত ভাল ইংরেজি শিখলেন কিভাবে, মি.…?' জিজ্ঞেস করল হপকিন্স।

'মোপাক ডেলগাডো টেক্সাস ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলাম আমি।'

'আপনি আমাদেরকে কিডন্যাপ করেছেন কেন?' ক্লান্ত জুলিয়ার গলায় জোর নেই।

'মুক্তিপণ আদায় করব বলে। আপনি একজন নামকরা বিজ্ঞানী, আপনাকে ফিরে পাবার বিনিময়ে পেরুভিয়ান সরকার মোটা টাকা দেবে। ছাত্র-ছাত্রীদের কথা না হয় বাদই দিলাম। আমি জানি, ওদের অনেকের বাবা বিরাট ধনী। মুক্তিপণের ওই টাকা সর্বহারাদের পক্ষে লড়ার জন্যে আমাদেরকে সাহায্য করবে।'

'ইউনিভার্সিটি থেকে তাহলে কি শিখলেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল শামিম। কমিউনিজম ব্যর্থ হয়েছে, জানেন না?'

'কমিউনিজমের রুশ সংস্করণ ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু মাও সে তুঙ-এর দর্শন টিকে আছে ও থাকবে।'

'কিন্তু সর্বহারাদের নামে আপনারা আন্দোলন করলেও গত বছর যে ছাব্বিশ হাজার লোক মারা গেছে তারা সবাই শোষিত জনগণের অংশ…,' ড. রুবিনের পাঁজরে রাইফেলের গুঁতো মারল একজন গার্ড, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলেন তিনি।

মোপাক ডেলগাডো হাসছে। 'আপনি আমাদের আদর্শ বা কর্মসূচী নিয়ে কথা বলার অধিকার রাখেন না।'

হাঁটু মুড়ে বসল শামিম, বৃদ্ধ ড. রুবিনের মাথাটা হাঁটুর ওপর তুলে নিল। এবার তার দিকে রাইফেল তুলল গার্ড। দু'জনের মাঝখানে সিধে হয়ে দাঁড়াল জুলিয়া, রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে আছে ডেলগাডোর দিকে, হিসহিস করে বলল, 'আপনি বিপ্লবী নন, একটা ভণ্ড!'

ডেলগাডোর হাসিতে কৌতুক ও কৌতূহল ফুটে উঠল। 'এ-কথা কেন মনে হলো, মিস জুলিয়া?'

'আপনি আমার নাম জানেন?'

'আমেরিকায় আমার এজেন্ট আছে। ফিনিক্স, অ্যারিজোনা থেকে আপনারা রওনা হবার আগেই আপনাদের এই সর্বশেষ প্রজেক্ট সম্পর্কে আমাকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।'

'ভণ্ড এবং প্রতারক,' আবার হিসহিস করে উঠল জুলিয়া। 'আপনি বা আপনার লোকজন বিপ্লবী হতে পারেন না। আপনারা আসলে হুয়াকোয়েরস।' সমাধি বা মন্দির থেকে যারা মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি করে তাদেরকে

হুয়াকোয়েরস বলা হয়।

'ঠিক,' জুলিয়াকে সমর্থন করল হপকিন্স। 'যারা বোমা মেরে পাওয়ার লাইন আর পুলিস স্টেশন ধ্বংস করার কাজে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে তাদের পক্ষে এই মন্দিরের ভেতর এত বিপুল পরিমাণ প্রাচীন শিল্পকর্ম জড়ো করা সম্ভব নয়। বোঝাই যাচ্ছে, বিরাট একটা সংগঠন আছে আপনাদের, প্রাচীন শিল্পকর্ম চুরি করা আপনাদের ফুল-টাইম ব্যবসা।'

'আপনারা যখন এত জোর দিয়ে বলছেন, আমি অস্বীকার করব না।' হাসছে ডেলগাডো।

কয়েক সেকেণ্ড কারও মুখে কথা নেই। তারপর টলতে টলতে সিধে হলেন ড. রুবিন, চিৎকার করে বললেন, 'ওরে শয়তান! প্রাচীন নিদর্শনের মূল্য তুই কি বুঝবি? তোকে আসলে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত···।' রাগে কাঁপছেন তিনি।

হিপ হোলস্টার থেকে বিশাল একটা হেকলার অ্যাণ্ড কোচ নাইন-মিলিমিটার অটোমেটিক বের করল ডেলগাডো, হাসিমুখে সরাসরি গুলি করল ড. রুবিনের বুকে। গুলির শব্দ মন্দিরের দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে লাগল, তালা লেগে গেল সবার কানে। ঝাঁকি খেয়ে পিছনের দেয়ালে পড়লেন ড. রুবিন, সেখান থেকে খসে পড়লেন পাথুরে মেঝেতে। চিৎ হয়ে পড়েছেন তিনি, হাত ও পা বুকের নিচে অদ্ভুত ভঙ্গিতে মুচড়ে রয়েছে। মেঝেতে রক্ত গড়াতে শুরু করল।

স্থির পাথর হয়ে গেছে হপকিন্স, বিস্ময়ে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ জোড়া। আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল জুলিয়ার চোখ, আর্তনাদ করে উঠল সে। শামিমের শরীরের দু'পাশে হাত দুটো শক্ত মুঠো হয়ে গেল। কারও আর বুঝতে বাকি থাকল না যে ডেলগাডো ওদের সবাইকে খুন করবে। হারাবার কিছুই নেই ভেবে লাফ দেয়ার জন্যে শরীরটা শক্ত করল শামিম।

'ভুলে যান,' তার দিকে অটোমেটিক তাক করে বলল ডেলগাডো। তারপর গার্ডদের নির্দেশ দিল সে। তাদের একজন ড. রুবিনের লাশটা টেনে-হিঁচড়ে চেম্বার থেকে বের করে নিয়ে গেল। পিছনে রক্তের একটা ধারা তৈরি হলো।

এখনও ফোঁপাচ্ছে জুলিয়া। খানিক পর ফিরে এল গার্ড, যদিও শামিম ছাড়া তার ফিরে আসাটা কেউ লক্ষ করল না। লোকটার চোখ-মুখ হ্যাটে ঢাকা, হাত দুটো কম্বলের মত গায়ে জড়ানো আলখেল্লার ভেতরে। দ্বিতীয় গার্ডটার দিকে তাকাল শামিম, রাইফেলটা কাঁধে ফেলে অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। মাত্র ছয় ফুট দূরে সে। লাফ দেবে কিনা ভাবছে শামিম। কিন্তু ডেলগাডোর হাতে অটোমেটিক থাকায় সাহস পাচ্ছে না। 'তোমাকে মরতে হবে, ডেলগাডো। নিরীহ মানুষকে এভাবে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে কেউ কোনদিন রেহাই পায় না।'

'কে মারবে আমাকে? আপনি? নাকি এই সুন্দরী মেয়েটা?' হঠাৎ এক পা এগিয়ে জুলিয়ার চুল মুঠোর ভেতর ধরে হ্যাঁচকা টান দিল সে। জুলিয়ার মুখ নিজের মুখের কাছে সরিয়ে এনে হাসতে হাসতে বলল, 'আসুন, একটা বাজি ধরি। এই সুন্দরী মেয়েটা আমার বিছানায় ঘণ্টা কয়েক থাকার পর স্রেফ আমার ক্রীতদাসী হয়ে যাবে। আপনি স্বীকার করেন?'

ব্যথায় ও ভয়ে চিৎকার করে উঠল জুলিয়া।

'মেয়েদেরকে ধর্ষণ করে আনন্দ পাই আমি। ওরা চিৎকার করলে আমার খুব উত্তেজনা হয়। আরও ভাল লাগে কাজটা করার সময় যদি কিছু দর্শক উপস্থিত থাকে....।'

তামাটে একটা পেশীবহুল হাত তার গলা চেপে ধরল, ফলে মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল তার কথা। 'আর আমার আনন্দ হয় মেয়েদেরকে যারা অপমান করে তাদের শাস্তি দিতে পারলে,' বলল রানা, কোল্টটা ডেলগাডোর নাভির নিচে প্যান্টে চেপে ধরে ট্রিগার টেনে দিল।

চার

গুলির শব্দ থামার আগেই দ্বিতীয় গার্ডকে লক্ষ্য করে লাফ দিল শামিম, লোকটাকে নিয়ে মেঝের ওপর পড়ল। আতঙ্ক আর ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠেছে ডেলগাডোর চেহারা, চোখ দুটো বিস্ফারিত, হাত থেকে খসে পড়েছে অস্ত্রটা। দুই হাতে উরুসন্ধি চেপে ধরেছে, আঙুলের ফাঁক বেয়ে ঝর ঝর করে গড়িয়ে পড়ছে তাজা রক্ত। দ্বিতীয় গার্ডের মুখে গোটা দুই ঘুসি মেরে হাতের রাইফেলটা ছিনিয়ে নিল শামিম, সেটা বাগিয়ে ধরে তাক করল দরজার দিকে।

জুলিয়া এবার কোন চিৎকার করেনি, ক্রল করে কামরার এক কোণে সরে গিয়ে নিষ্প্রাণ পুতুলের মত বসে আছে, তাকিয়ে আছে ডেলগাডোর রক্তে ভেজা নিজের হাত ও পায়ের দিকে। তারপর মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল সে।

রানার দিকে তাকিয়ে রয়েছে হপকিন্সও, চেহারায় বিস্ময়। 'আ-আপনি সেই ডাইভার, কুয়ায় নেমেছিলেন...?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ওই কুয়া থেকে আপনি উঠলেন কিভাবে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল জুলিয়া, তার গলা কাঁপছে।

'উঠলাম,' বলে শামিমের দিকে তাকাল রানা, দরজার দিকে রাইফেল তুলে রেখেছে। 'রিল্যাক্স, শামিম। গার্ডরা কেউ আসবে না।'

রাইফেল নামিয়ে রেখে রানাকে আলিঙ্গন করল শামিম। 'গড, তোমার জন্যে দুশ্চিন্তায় মারা যাচ্ছিলাম আমি। এত দেরি করলে কেন? আমার হিসেবে এখানে তোমার আরও আগে পৌঁছুনোর কথা।'

'ট্রেন মিস করেছি।'

'ঠাট্টা নয়, কুয়া থেকে উঠলে কিভাবে?'

'কষ্ট করে উঠেছি, পরে একদিন শোনাব সে-গল্প।'

'গার্ডদের কি অবস্থা? বাকি চারজনের?'

'অন্যমনস্ক থাকলে যা হয়, দুর্ঘটনা এড়াতে পারেনি। মারাত্মক কিছু নয়, শুধু খুলি ফেটেছে।' রানার চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল। 'মেইন এন্ট্রান্স দিয়ে ড. রুবিনের লাশ টেনে নিয়ে যাচ্ছিল একজন গার্ড, আমার সামনে পড়ে যায় সে। খুনটা কে করল?'

ইঙ্গিতে ডেলগাডোকে দেখাল শামিম। 'তোমার সেফটি লাইনও ও-ই কেটে ফেলে।'

'আমার তাহলে অনুতাপ না করলেও চলে,' বলল রানা, তাকিয়ে আছে ডেলগাডোর দিকে। উরুসন্ধি চেপে ধরে যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে সে, ক্ষতস্থানের দিকে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'ওর সেক্সলাইফ বোধহয় ধ্বংস হয়ে গেছে। নাম কি ব্যাটার?'

'মোপাক ডেলগাডো,' জবাব দিল জুলিয়া।

'পেরুভিয়ান স্টুডেন্ট,' মনে পড়ে যাওয়ায় বলল শামিম। 'ওদেরকে মন্দিরের নিচের একটা সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'আগেই ওদেরকে মুক্ত করেছি। সবাই খুব সাহসী। ইতিমধ্যে নিশ্চয় ওরা গেরিলাদের বেঁধে ফেলেছে। বলে এসেছি পুলিস বা সরকারী লোকজন না আসা পর্যন্ত ওখানেই যেন অপেক্ষা করে।'

'কাদের তুমি গেরিলা বলছ? এরা গেরিলাও নয়, বিপ্লবীও নয়, চোর। পেশাদার চোর। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আণ্ডারগ্রাউণ্ড মার্কেটে বিক্রি করে। খুব বড় একটা সিণ্ডিকেটের অংশ ওরা।'

'ডেলগাডোকে একটা টোটেম পোলের শুধু গোড়া বলা যেতে পারে,' মন্তব্য করল হপকিন্স। 'ডিসট্রিবিউটররা হলো তার মক্কেল, লাভের বেশিরভাগ টাকা যায় তাদের পকেটেই।'

'আমি শুধু কয়েকটা চেম্বারে চোখ বুলিয়েছি,' বলল রানা। 'তাতেই যা দেখলাম, দুনিয়ার অর্ধেক মিউজিয়ামকে সন্তুষ্ট করা যাবে।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল জুলিয়া, তারপর রানার সামনে চলে এল, দু'হাতে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে হালকাভাবে চুমো খেলো ঠোঁটে। 'আপনি আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন, ধন্যবাদ।'

সুন্দরী একটা মেয়ে হঠাৎ এরকম একটা কাজ করে বসতে পারে? মেয়েদের আদর পেতে অনভ্যস্ত না হওয়া সত্ত্বেও লজ্জা পেল রানা। কৃতজ্ঞতা প্রকাশে জুলিয়ার আন্তরিকতাও স্পর্শ করল ওকে।

'একবার নয়, দু'বার,' মন্তব্য করল হপকিন্স, রানার সঙ্গে করমর্দন করছে সে।

'কৃতিত্বটা একা আমার নয়, ভাগ্যেরও বিরাট ভূমিকা আছে।' বিব্রত ভাবটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারছে না রানা। জুলিয়ার মুখে মেকআপ নেই, ব্লাউজটা এখানে-সেখানে ছেঁড়া, কালো সুইম স্যুটটা এখনও ভেজা ভেজা, পায়ে হাইকিং বুট, তাসত্ত্বেও মেয়েটার যৌনাবেদন এতটুকু ম্লান হয়নি। নিজের অজান্তেই একটা ঢোক গিলল ও। 'দুঃখ হচ্ছে আরও আগে পৌঁছুতে পারিনি বলে। তাহলে হয়তো ড. রুবিনকে বাঁচাতে পারতাম।'

'লাশটা ওরা কোথায় নিয়ে গেল?' জানতে চাইল হপকিন্স।

'মন্দিরের প্রবেশ মুখের ঠিক বাইরে গার্ডকে আমি বাধা দিই। ধাপগুলোর ওপর ল্যাণ্ডিঙে পড়ে আছে লাশ।'

রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাল শামিম। ওর মুখে আর হাতে

অসংখ্য আঁচড় আর কাটাকুটির দাগ। 'তোমার আসলে ঘণ্টা কয়েক বিশ্রাম নেয়া দরকার, রানা। আগে তুমি বিশ্রাম নাও, তারপর আমরা সিঙ্ক-হোল ক্যাম্পসাইটে ফিরে যাব।'

'রাখো তোমার বিশ্রাম। কপ্টারে চড়ে এখুনি আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।'

'হেলিকপ্টার? কিন্তু এখানে তো…।'

হপকিন্সকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'এত সব চুরি করা জিনিস ডেলগাডো সরায় কিভাবে? প্রথমে নিশ্চয়ই কোন বন্দর শহরে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে পেরুর বাইরে। তারমানে এখানে একটা কমিউনিকেশন সিস্টেমের অস্তিত্ব আছে। রেডিওটা খুঁজে বের করলেই হবে, তারপর সাহায্য চাইব।'

মাথা ঝাঁকাল শামিম। 'তোমার কথায় যুক্তি আছে। রেডিওটা কি খুঁজে পাওয়া সম্ভব? সেটা যদি পোর্টেবল হয়, কোথায় লুকিয়ে রেখেছে কে জানে।'

ডেলগাডোর দিকে তাকাল রানা। 'ওকে জিজ্ঞেস করো।'

ব্যথায় গোঙাতে গোঙাতে দু'সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে উঠল ডেলগাডো, 'আমাদের কোন রেডিও নেই।'

'বিশ্বাস করলাম না। ভাল চাও তো বলো কোথায় সেটা।'

'ভুল করছেন। মুখ খোলার লোক আমি নই।'

'তারমানে তুমি মরতে চাও?'

'মেরে ফেললে আমার উপকার করা হবে।'

রানার চোখ দুটো যেন জ্বলছে। 'সব মিলিয়ে কত মেয়েকে রেপ করেছ তুমি? ক'জনকে খুন করেছ?'

ডেলগাডোর চোখে ঘৃণা উথলে উঠল। 'এত বেশি যে সংখ্যাটা আমি ভুলে গেছি।'

'তুমি চাইছ আমি রেগে গিয়ে গুলি করি, তাই না?'

'কত শিশুকে মেরেছি জিজ্ঞেস করছেন না কেন?'

'নিজেকে খুব চালাক মনে করো, তাই না?' রানার হাতে কোল্ট পিস্তলটা বেরিয়ে এল আবার। ডেলগাডোর মুখের পাশে মাজল চেপে ধরল ও। 'তোমাকে খুন করলে কোন লাভ নেই। তারচেয়ে ভাল হবে যদি দু'চোখে একটা করে গুলি করি। তুমি বেঁচে থাকবে, তবে পুরুষত্বহীন একজন অন্ধ হয়ে।'

চেহারায় গোয়ার্তুমির ভাব ধরে রাখলেও, ডেলগাডোর চোখে ভয় ফুটে উঠল। 'মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছেন। এ আপনি করতে পারেন না।'

'চোখে গুলি করার পর হাঁটুতে,' বলল রানা। 'তারপর কানে, কিংবা নাকে। তোমার জায়গায় আমি হলে ঝুঁকি না নিয়ে এখুনি গান গাইতে শুরু করতাম।'

রানার ঠাণ্ডা হাবভাব লক্ষ করে এরপর আর দেরি করল না ডেলগাডো। 'মন্দির থেকে দেড়শো ফুট পশ্চিমে গোল একটা বিল্ডিং আছে, তার ভেতর পাবেন। দরজার ওপরে পাথরে খোদাই করা একটা বানরের মূর্তি আছে।'

শামিমের দিকে ফিরল রানা। 'ছাত্রদের একজনকে নিয়ে যাও, দোভাষীর কাজে লাগবে। কাছাকাছি পেরুভিয়ান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করো।

আমাদের লোকেশন আর সিচুয়েশন জানিয়ে অনুরোধ করবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা আর্মি ইউনিট পাঠাতে। কমপ্লেক্সটা অনেক বড়, এদের আরও লোকজন লুকিয়ে থাকতে পারে।'

শামিম চিন্তিত, তাকিয়ে আছে ডেলগাডোর দিকে। 'ওপেন ফ্রিকোয়েন্সিতে সাহায্য চাইলে লিমা থেকে এই শয়তানের বন্ধুরা শুনে ফেলতে পারে। আর্মির আগে তারা যদি চলে আসে?'

'আর্মিকে বিশ্বাস করাও বোধহয় উচিত হবে না,' বলল জুলিয়া। 'আর্মির হাই র‍্যাঙ্কিং অফিসারদের কেউ কেউ এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে।'

হপকিন্স বলল, 'আমিও শুনেছি যে এখানকার সেনাবাহিনীর কিছু অফিসার এই চুরির সঙ্গে জড়িত। প্রাচীন প্রতিটি কবরে মূল্যবান সব জিনিস পাওয়া যায়। কবরের সংখ্যাও এত বেশি যে গুণে শেষ করা যাবে না। কবর চোরাদের এই ব্যবসাটা আসলে বিশাল। বলা হয় ড্রাগ স্মাগলিঙে যে লাভ হয় তারচেয়ে বেশি লাভ হয় প্রাচীন নিদর্শন বেচা-কেনায়। পালের গোদা যে-ই হোক, সরকারী কর্মকর্তাদের সন্তুষ্ট না করে ব্যবসা চালানো তার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আমরা নিজেদের ফ্রিকোয়েন্সী ব্যবহার করে জুয়ান রুফিনাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি,' প্রস্তাব দিল জুলিয়া।

'জুয়ান রুফিনাস?'

'আমাদের প্রজেক্টের জন্যে পেরু সরকারের তরফ থেকে একজন কো-অর্ডিনেটর,' বলল জুলিয়া। 'কাছাকাছি শহরে তিনি আমাদের সাপ্লাই হেডকোয়ার্টারের চার্জে আছেন।'

'তাঁকে বিশ্বাস করা যায়?'

'যায়,' নির্দ্বিধায় বলল জুলিয়া। 'দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে সম্মানী আর্কিওলজিস্ট তিনি, আন্দিয়ান কালচার সম্পর্কে একজন বিখ্যাত স্কলার। পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাচার ঠেকাবার জন্যে যে কমিটি আছে তাতে তিনি সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন।'

শামিমের দিকে ফিরল রানা। 'তাহলে তাঁর সঙ্গেই যোগাযোগ করো। একটা হেলিকপ্টার চেয়ে পাঠাও, আমাদেরকে নিয়ে যাবে।'

'আমিও সঙ্গে যাই,' প্রস্তাব দিল জুলিয়া। 'মি. রুফিনাসকে রিপোর্ট করা দরকার ড. রুবিন খুন হয়েছেন। মন্দিরের চারপাশটা ঘুরে একবার দেখে আসাও হবে।'

'সাথে অস্ত্র রাখো,' শামিমকে নির্দেশ দিল রানা। 'চোখ খোলা রাখবে।'

'লাশটার কি হবে?' জানতে চাইল হপকিন্স। 'ওখানে ওভাবে তাঁকে আমরা ফেলে রাখতে পারি না।'

'রোদ থেকে তুলে এনে একটা কম্বলে জড়িয়ে রাখুন। সময় হলে কাছাকাছি পুলিস স্টেশনে পাঠিয়ে দেয়া যাবে।'

ব্যথায় গোঙাচ্ছিল, হঠাৎ কর্কশ শব্দ করে হেসে উঠল ডেলগাডো। 'সবাই আপনারা পাগল! ভেবেছেন পুয়েবলো ডে লস মুয়েরটস থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবেন?'

'পুয়েবলো ডে লস মুয়েরটস মানে হলো সিটি অব ডেথ,' অনুবাদ করল জুলিয়া।

'ওর কথায় কান দেয়ার দরকার নেই।' রানার কথা শুনে চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেল শামিম আর হপকিন্স। কামরা খালি হয়ে যেতে ডেলগাডোর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ও। 'এই অবস্থায় তুমি এত সাহস পাচ্ছ কোত্থেকে?'

চোখ-মুখ বিকৃত করে হিসহিস শব্দে ডেলগাডো বলল, 'শেষ হাসিটা আমি হাসব। অত্যন্ত প্রভাবশালী একদল লোকের লেজে পা দিয়ে ফেলেছেন আপনি। আপনাদের পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর।'

রানার মুখে নির্লিপ্ত হাসি। 'এর আগেও প্রভাবশালী লোকের লেজে পা দিয়েছি আমি।'

'ছোট্ট একটা পর্দা সরিয়ে সল্পেমাচাকো-দের বিপদে ফেলে দিয়েছেন আপনারা। পরিচয় ফাঁস হওয়া ঠেকাবার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করবেন তাঁরা এখন, এমনকি সেজন্যে যদি গোটা একটা প্রদেশকে ধ্বংস করে ফেলতে হয় তাতেও তাঁরা পিছপা হবেন না।'

'দেখা যাচ্ছে তুমি যাদের সঙ্গে মেলামেশা করো তাদের মেজাজ মিষ্টি নয়। কি যেন নাম বললে তাদের?'

চুপ করে থাকল ডেলগাডো। রক্তক্ষরণে ইতোমধ্যে দুর্বল হয়ে পড়েছে সে। ধীরে ধীরে হাত তুলে রানার দিকে একটা আঙুল তাক করল। 'আপনার ওপর অভিশাপ নেমে আসছে। আপনার হাড় চিরকাল চাচাপয়ানদের সঙ্গে থেকে যাবে।' এরপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে।

'চাচাপয়ান কারা?'

'ইংরেজিতে ওদেরকে ক্লাউড পীপল বলা হয়,' জবাব দিল জুলিয়া। 'আটশো থেকে চোদ্দশো আশি খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, অর্থাৎ ইনকাদের আগে আন্দেজের উঁচু এলাকায় তাদের সভ্যতা বিকাশ লাভ করে। তারপর ইনকাদের কাছে হেরে যায় তারা। এই বিশাল কবরস্থান চাচাপয়ানদেরই সৃষ্টি।'

সিধে হলো রানা, গার্ডের ফেল্ট হ্যাটটা মাথা থেকে নামিয়ে ডেলগাডোর বুকে রাখল। কামরা থেকে বেরিয়ে মন্দিরের প্রধান চেম্বারে চলে এল ও। জুলিয়া গেল শামিমের খোঁজে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চাচাপয়ান শিল্পকর্মের বিপুল সম্ভার পরীক্ষা করল রানা। মাটির তৈরি বড় একটা মমি কেস পরীক্ষা করছে, এই সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ভেতরে ঢুকল হপকিন্স। 'ড. রুবিনের লাশটা আপনি কোথায় দেখেছিলেন?' উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

'ভেতর দিকের সিঁড়ির ল্যাণ্ডিঙে।'

'আমার সঙ্গে আসুন, প্লীজ।' হপকিন্সের পিছু পিছু খিলান আকৃতির প্রবেশপথ পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল রানা। পাথুরে ল্যাণ্ডিঙে রক্ত লেগে রয়েছে, কিন্তু লাশটা নেই।

'মন্দিরের গোড়াটা দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'সিঁড়ি থেকে পড়ে যেতে পারে...।'

'চারজন ছাত্রকে খুঁজতে পাঠিয়েছিলাম, পায়নি তারা।'

'কি আশ্চর্য! মরা মানুষ হাঁটতে পারে নাকি!'
কাঁধ ঝাঁকিয়ে হপকিন্স বলল, 'এটা বোধহয় পারে।'

লম্বা মোটর লঞ্চের সেলুনে রয়েছে জুয়ান রুফিনাস, সোফায় বসে জিন খাচ্ছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই লঞ্চটাই চাচাপয়ায় আর্কিওলজি প্রজেক্টের হেডকোয়ার্টার। রেডিওর স্পীকার থেকে পরিচিত গলা ভেসে আসছে শুনে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তার। তিনি সাড়া দিতেই অপরপ্রান্ত থেকে বলা হলো, 'রেকর্ডার অন করুন। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করছি, দু'বার বলতে পারব না।'

ক্যাসেট রেকর্ডারের বোতামে চাপ দিয়ে রুফিনাস বলল, 'রেডি টু রিসিভ।'

'ডেলগাডো আর তার লোকজন বন্দী হয়েছে আর্কিওলজিস্টদের হাতে। ডেলগাডো গুলি খেয়েছে।'

থমথমে হয়ে উঠল রুফিনাসের চেহারা। 'তা কি করে সম্ভব!'

'বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর একটা ইউনিট এলাকায় ট্রেনিং নিচ্ছে, তাদেরই এক লোক ডিসট্রেস কল পেয়ে সাড়া দেয়। যেভাবে হোক সিঙ্ক-হোল থেকে উঠে এসে ডেলগাডো আর তার বন্দীদের পিছু নিয়ে মন্দিরে পৌঁছে যায়, একে একে কাবু করে ফেলে গার্ডদের।'

'কে লোকটা?'

'অত্যন্ত বিপজ্জনক, মনে হচ্ছে একাই একশো।'

'আপনি নিরাপদ?'

'আপাতত।'

'তারমানে ভয় দেখিয়ে আমাদের কালেকশন গ্রাউণ্ড থেকে আর্কিওলজিস্টদের ভাগিয়ে দেয়ার প্ল্যানটা ভেস্তে গেছে।'

'শুধু তাই নয়। ড. জুলিয়া মন্দিরে জড়ো করা জিনিসগুলো দেখে আমাদের সেটআপ সম্পর্কে একটা ধারণাও পেয়ে গেছে।'

'ড. রুবিনের ব্যাপারটা?'

'ওরা কেউ কিছু সন্দেহ করেনি।'

রুফিনাস বলল, 'যাক, অন্তত একটা কাজে কোন ত্রুটি হয়নি।'

'ওরা উপত্যকা ছেড়ে যাবার আগে আপনি যদি একটা ফোর্স পাঠাতে পারেন,' অপরপ্রান্ত থেকে পরিচিত গলা ভেসে এল, 'তাহলে এখনও বিপদটা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব।'

'পেরুভিয়ান ছাত্রদের কোন ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়,' রুফিনাস বলল। 'আমার দেশের লোকেরা খুব খারাপ ভাবে নেবে ব্যাপারটাকে।'

'কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই, মাই ফ্রেণ্ড। মাওবাদী টেরোরিস্টদের বদলে একটা ক্রাইম সিণ্ডিকেট রয়েছে এর পিছনে, এটা ওরা জেনে ফেলেছে। যা দেখেছে তা ওরা প্রচার করবে। ওদেরকে মেরে না ফেলে আমাদের কোন উপায় নেই।'

'এ-সব কিছুই ঘটত না আপনি যদি ড. জুলিয়া আর হপকিন্সকে কুয়ায় নামতে বাধা দিতেন।'

'বাধা দেয়ার একটাই উপায় ছিল, ছাত্রদের সামনে ওদেরকে খুন করা।'

'সাহায্য চেয়ে রেডিও মেসেজ প্রচার করাটাও মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে।'

'কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে সরকারী তদন্ত এড়িয়ে যেতে চাই আমরা। উদ্ধারের উপযুক্ত আয়োজন করা না হলে ওদের ডুবে মরাটাকে সন্দেহের চোখে দেখা হত। আমরা সল্‌পেমাচাকো রহস্য প্রকাশ হতে দিতে পারি না। তাছাড়া, কে জানত বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী এই এলাকায় ট্রেনিঙে রয়েছে?'

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করার পর জুয়ান রুফিনাস বলল, 'ঠিক আছে। পেরুভিয়ান আর্মিতে আমাদের লোক আছে, ভাড়াটে সৈনিক। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পুয়েবলো ডে লস মুয়েরটসে হেলিকপ্টার নিয়ে পৌঁছে যাবে ওরা।'

'ঠিক জানেন তো কমাণ্ডিং অফিসার এ-ধরনের একটা কাজ করতে রাজি হবে?'

আপনমনে হাসল রুফিনাস। 'নিজের ভাইকে যদি বিশ্বাস করতে না পারি তাহলে আর কাকে বিশ্বাস করব!'

সিঁড়ির ল্যাণ্ডিঙে জমে থাকা রক্তের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা, ল্যাণ্ডিং থেকে প্রায় খাড়া হয়ে উপত্যকায় নেমে গেছে ধাপগুলো।

'ডেলগাডো সরাসরি তাঁর বুকে গুলি করে,' বলল হপকিন্স। 'অবশ্যই তিনি মারা গেছেন। সব জায়গায় তাঁর রক্ত রয়েছে। আপনিও এখানে তাঁকে পড়ে থাকতে দেখেছেন।'

'তবে লাশটা আমি পরীক্ষা করিনি,' বলল রানা।

'কিন্তু ভেতরের চেম্বারে রক্তের কি ব্যাখ্যা, বলুন? যেখানে গুলি করা হয় ড. রুবিনকে? অন্তত এক গ্যালন রক্ত...।'

'এক গ্যালন নয়, বরং বলুন এক পাইন্ট।'

'আপনি বলছেন গার্ডকে কাবু করার পর ছাত্রদেরকে মুক্ত করেছেন, তারা এসে গার্ডকে বেঁধেছে, তাই না? তারমানে লাশটা এখানে পড়ে ছিল খুব বেশি হলে চার কি পাঁচ মিনিট?'

'হ্যাঁ।'

'এই সময়ের ভেতর সাতষট্টি বছরের একজন বৃদ্ধ সরু আর খাড়া দু'শো ধাপ বেয়ে নিচে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল, বুকে গুলি লাগা সত্ত্বেও?' মাথা নাড়ছে হপকিন্স।

'আপনি ঠিক জানেন উনি ড. রুবিন ছিলেন?'

'কি বলছেন! অবশ্যই উনি ড. রুবিন ছিলেন।'

'কতদিন হলো তাঁকে আপনি চেনেন?'

'তাঁর খ্যাতি সম্পর্কে জানি পনেরো বছর। ব্যক্তিগতভাবে পাঁচ দিন আগে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা ও পরিচয় হয়।' হপকিন্সের দৃষ্টি দেখে মনে হলো রানাকে সে একটা পাগল বলে মনে করছে। 'শুনুন, ড. গ্যারি রুবিন দুনিয়ার সেরা নৃবিজ্ঞানীদের অন্যতম। ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফি থেকে শুরু করে অসংখ্য পত্রিকায় তাঁর ফটো ছাপা হয়। আমি তাঁকে টেলিভিশনেও বহুবার দেখেছি। তাঁকে আমার

চিনতে ভুল হবে এ সম্ভব নয়...।'

হঠাৎ মন্দিরের বৃত্তাকার ভিত ঘুরে দৃষ্টিপথে বেরিয়ে এল শামিম আর জুলিয়া, দু'জনেই ছুটছে। জমিন থেকে এত ওপরে থাকা সত্ত্বেও ওদের উদ্বেগ আর উত্তেজনা আঁচ করতে পারল রানা। ধাপগুলো বেয়ে ল্যাণ্ডিঙে উঠে আসতে হাঁপিয়ে গেল দু'জনেই, ঘামে চকচক করছে মুখ আর হাত। 'বিল্ডিংটা পাওনি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'গোলাকার বিল্ডিং মানে একটা বিরাট সমাধি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল শামিম। 'ভেতরটা এমনভাবে সাজানো যেন মধ্যপ্রাচ্যের কোন শেখ ব্যবহার করে। ফ্রিজ চালাবার জন্যে জেনারেটরও আছে। নিশ্চয়ই কেউ রেডিওটা নিয়ে পালিয়েছে, এবং পালাবার আগে কুর্স বিয়ারের চারটে কার্টুনে যতগুলো বোতল ছিল সব ভেঙে রেখে গেছে।'

'পেরুতে কুর্স?' হপকিন্সের গলায় সন্দেহ।

'ভাঙা বোতলের গায়ে লেবেল দেখলেই বুঝতে পারবেন,' বলল শামিম। 'কেউ বোধহয় চাইছে পিপাসায় কষ্ট পাই আমরা।'

'গিরিখাদের ওপাশে জঙ্গল, কাজেই সে ভয় নেই,' ক্ষীণ হেসে বলল রানা।

শামিম হাসছে না। 'এখন তাহলে কি হবে?'

এক সেকেণ্ড চিন্তা করে হপকিন্সকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'কুয়ার কাছে আপনাদের তাঁবুতে রেডিও নেই?'

ফটোগ্রাফার মাথা নাড়ল। 'শুধু আপনার হেলিকপ্টারের নয়, আমাদের রেডিওটাও ডেলগাডোর লোকেরা ভেঙে রেখে এসেছে।'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল জুলিয়া। 'ত্রিশ কিলোমিটার জঙ্গল পেরিয়ে সিঙ্ক-হোলে, তারপর সেখান থেকে আরও নব্বুই কিলোমিটার হেঁটে চাচাপয়ায় যেতে হবে নাকি?'

'যোগাযোগ করা হচ্ছে না দেখে মি. রুফিনাস সার্চ পার্টি পাঠাতে পারেন,' মন্তব্য করল হপকিন্স।

'প্রাচীন এই শহরটার কি যেন নাম...সিটি অব দা ডেড, তাই না?' ধীরে ধীরে কথা বলছে রানা। 'সার্চ পার্টি পৌঁছুতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তারা এসে দেখবে চারদিকে শুধু লাশ ছড়িয়ে আছে।'

চোখে প্রশ্ন আর কৌতূহল, রানার দিকে তাকাল সবাই।

'ডেলগাডো বলছে, প্রভাবশালী কিছু লোকের লেজে পা দিয়ে ফেলেছি আমরা,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'প্রাচীন শিল্প চুরি ও পাচারের কথা জানাজানি হয়ে যাবে, এই ভয়ে তারা আমাদেরকে জীবিত অবস্থায় উপত্যকা থেকে বেরুতে দেবে না।'

'কিন্তু মেরে ফেলার ইচ্ছে থাকলে ওরা আমাদেরকে এখানে নিয়ে এল কেন? গুলি করে কুয়ায় ফেলে দিলেই তো পারত।' জুলিয়া ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।

'কাজটাকে ওরা মাওবাদী গেরিলাদের বলে দেখাতে চেয়েছে। সেই সঙ্গে সম্ভব হলে মুক্তিপণ আদায় করত, বোনাস হিসেবে।'

‘এরা তাহলে কারা?’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল জুলিয়া।’

‘সল্‌পেমাচাকো, অর্থটা আমার জানা নেই।’

‘সল্‌পেমাচাকো,’ প্রতিধ্বনি তুলল জুলিয়া। ‘পৌরাণিক কাহিনী। বহু শতাব্দীর পুরনো লোককাহিনীতে সল্‌পেমাচাকোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এরকম–ভীতিকর একটা সরীসৃপ, যার সাতটা মাথা, বাস করে একটা গুহায়। একটা লোকগাথায় বলা হয়েছে এই পুয়েবলো ডে লস্ মুয়েরটসই তার আস্তানা।’

‘একটা মিথ্,’ বলল রানা। ‘কাজে লাগাচ্ছে একটা ইন্টারন্যাশনাল লুটিং অর্গানাইজেশন। বোঝাই যাচ্ছে, আণ্ডারগ্রাউণ্ড মার্কেটে রমরমা ব্যবসা করছে ওরা।’

‘সরীসৃপের সাতটা মাথা হয়তো প্রতিনিধিত্ব করছে সিণ্ডিকেটের সাতজন ডিরেক্টরের,’ মন্তব্য করল জুলিয়া।

‘কিংবা অপারেশন পরিচালনা করার জন্যে ওদের হয়তো সাতটা ঘাঁটি আছে,’ হপকিন্স বলল।

‘সাতটা মাথা নিয়ে দৈত্যটা এসে পড়ার আগে আমরা কেটে পড়লে ভাল করতাম না?’ জানতে চাইল শামিম।

‘এই পরিস্থিতিতে কুয়ার কাছে ফেরাটা বোকামি হবে,’ বলল রানা। ‘ওখানেও আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে ওরা। আমি মনে করি এখানেই আমাদের থাকা উচিত।’

‘আপনি সত্যি বিশ্বাস করেন ওরা আমাদেরকে খুন করার জন্যে লোক পাঠাবে?’ যতটা না ভয় পাচ্ছে তারচেয়ে বেশি রেগে যাচ্ছে জুলিয়া।

‘কোন সন্দেহ নেই,’ বলল রানা। ‘রেডিও নিয়ে যে-ই পালিয়ে থাকুক, এতক্ষণে আমাদের খবর জায়গামত পৌঁছে দিয়েছে সে। উপত্যকায় লোকগুলো পৌঁছুবে…,’ হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল ও। ‘…এই ধরুন দেড় ঘণ্টার মধ্যে। দেখামাত্র গুলি করবে ওরা।’

‘আমাদের কাছে ছ'টা অটোমেটিক রাইফেল আছে, আর রানার কাছে আছে একটা পিস্তল,’ বিড়বিড় করল শামিম। ‘ডজন দুয়েক খুনেকে খুব বেশি হলে মিনিট দশেক ঠেকিয়ে রাখতে পারব।’

‘এখানে থেকে সশস্ত্র ক্রিমিনালদের সঙ্গে যুদ্ধ করা বোকামি হবে,’ বলল হপকিন্স। ‘সবাই আমরা মারা পড়ব।’

‘তাছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের কথাও ভাবতে হবে,’ বলল জুলিয়া, হঠাৎ করে ম্লান হয়ে গেছে তার চেহারা।

‘হতাশায় না ডুবে সবাইকে ডেকে জড়ো করা হোক এখানে,’ বলল রানা, ওর চেহারায় দুশ্চিন্তার কোন ছাপ নেই। ‘তারপর চলুন মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি।’

‘বেরিয়ে পড়ব? কিন্তু যাব কোথায়?’ জিজ্ঞেস করল হপকিন্স।

‘প্রথমে ডেলগাডোর ল্যাণ্ডিং সাইটে যাব।’

‘ওখানে কি?’

হঠাৎ উত্তেজিত গলায় শামিম বলল, ‘রানার কি যেন একটা প্ল্যান আছে!’

‘তেমন আহামরি কোন প্ল্যান নয়,’ বলল রানা। ‘শয়তানগুলো ল্যাণ্ড করুক।

ওরা যখন আমাদেরকে খুঁজবে, ওদের হেলিকপ্টারটা ধার করব আমরা।'

এক মুহূর্ত কারও মুখে কথা যোগাল না। রানার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সবাই ও যেন এই মাত্র ভিনগ্রহের কোন রকেট থেকে নামল। নিস্তব্ধতা ভাঙল শামিম। 'দেখলেন তো,' হেসে উঠে বলল সে। 'কি বলেছিলাম আমি!'

পাঁচ

রানা বলেছিল দেড় ঘণ্টা, তবে আরও দশ মিনিট আগেই পৌঁছে গেল শত্রুরা। পাহাড়ের চূড়া পেরিয়ে এসে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের ওপর চক্কর দিতে শুরু করল একজোড়া পেরুভিয়ান সামরিক হেলিকপ্টার। মন্দির থেকে প্রায় সাড়ে তিনশো ফুট দূরে একটা ফাঁকা জায়গায় ল্যাণ্ড করল ওগুলো। কপ্টার থেকে নেমে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এক লাইনে দাঁড়াল সৈনিকরা, ইন্সপেকশন শুরু হবে।

দেশপ্রেমে আত্মনিবেদিত সাধারণ সৈনিক নয় এরা, টাকার লোভে বিক্রি হয়ে যেতে এদের বাধে না। পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরা একজন ক্যাপ্টেন নেতৃত্ব দিচ্ছে। দুই প্লাটুন-এ ষাটজন সৈনিক, প্রতিটি প্লাটুনের দায়িত্বে রয়েছে একজন লেফটেন্যান্ট। লাইন ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে হাতের স্টিকটা মাথার ওপর তুলে আদেশ দিল ক্যাপ্টেন– 'মন্দিরে হামলা চালাও!' নির্দেশ দেয়ার পর নিচু একটা পাঁচিলে চড়ল সে, একতরফা যুদ্ধটা এখান থেকে পরিচালনা করবে।

চিৎকার করে সৈনিকদের উৎসাহ দিচ্ছে ক্যাপ্টেন, সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে বলছে মন্দিরে, এই সময় অদ্ভুত একটা শব্দ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে, যেন ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল। মুহূর্তের জন্যে আড়ষ্ট হয়ে থাকল সে, তারপর সটান মুখ থুবড়ে পড়ে গেল পাঁচিল থেকে। পাথুরে জমিনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে গেল খুলিটা।

ছুটে এসে ক্যাপ্টেনের পাশে বসল একজন লেফটেন্যান্ট। মুখ তুলে মন্দিরের দিকে তাকাল একবার। চিৎকার করে সবাইকে সাবধান করতে যাবে, কিন্তু তার আগেই ক্যাপ্টেনের শরীরের ওপর নেতিয়ে পড়ল সে। মারা যাবার আগে অবশ্য রাইফেলের আওয়াজটা চিনতে পেরেছে।

মন্দিরের আপার লেভেলের ল্যাণ্ডিঙে শুয়ে রয়েছে রানা, পাথরের তৈরি ছোট একটা ব্যারিকেডের পিছনে। রাইফেলের সাইটে চোখ রেখে হতভম্ব সৈনিকদের দেখছে ও। সারিটাকে লক্ষ্য করে আরও চারটে গুলি করল, লক্ষ্যস্থির করল শুধু অবশিষ্ট একমাত্র অফিসারকে ফেলার জন্যে। তারপর পাথরের ফাঁক থেকে রাইফেলটা টেনে নিয়ে খালি চোখে নিচের দৃশ্যের ওপর নজর বুলাল। পাথুরে ধ্বংসাবশেষের পিছনে গা ঢাকা দিয়েছে ভাড়াটে সৈনিকরা, বিক্ষিপ্তভাবে মাঝে মধ্যে দু'একটা গুলি করছে মন্দিরের ওপর দিক লক্ষ্য করে। সবাই তারা ট্রেনিং পাওয়া দক্ষ সৈনিক, অফিসাররা মারা পড়লেও দমবার পাত্র নয়। এই মুহূর্তে ওদেরকে পরিচালনা করছে সার্জেন্টরা।

হঠাৎ এক ঝাঁক বুলেট এসে লাগল রানার সামনে খাড়া হয়ে থাকা থামগুলোয়, চারদিকে ছুটে গেল পাথরের টুকরো আর কুচি। এক আড়াল থেকে আরেক আড়ালে সরে আসছে সৈনিকরা, অপর একটা দল তাদেরকে কাভার দিচ্ছে। ক্রমশ সিঁড়ির গোড়ার দিকে এগিয়ে আসছে ওরা। সিঁড়িটা মন্দিরের বৃত্তাকার সম্মুখ অংশে উঠে এসেছে। শুয়েই থাকল রানা, কাঁকড়ার মত পাশের দিকে এগোচ্ছে। মৃত্যু-প্রাসাদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে সিধে হলো ও, ছুটল পিছনের পাঁচিল লক্ষ্য করে। তারপর খিলানের নিচে একটা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল।

যা ভেবেছিল তাই। মন্দিরের বৃত্তাকার পাঁচিল এত মসৃণ আর খাড়া যে শত্রুপক্ষ জানে ওদিক দিয়ে পালাবার কোন উপায় নেই, তাই শুধু সামনের দিক থেকে হামলা করছে তারা। আবার ছুটে ব্যারিকেডের পিছনে চলে এল রানা, চাইনীজ অটোমেটিক রাইফেল থেকে দীর্ঘ এক পশলা গুলি করল। গড়িয়ে এক পাশে সরে এসে রাইফেলের ম্যাগাজিনে অ্যামুনিশন স্টিক ভরছে, এই সময় 'হুউস' করে একটা শব্দ হলো। ওর পঁচিশ-ত্রিশ ফুট পিছনে একটা ফরটি-মিলিমিটার রকেট বিস্ফোরিত হলো বিকট শব্দে। শ্র্যাপনেলের মত চারদিকে ছুটে গেল পাথর, দেয়ালে তৈরি হলো বিশাল এক গর্ত। চোখের পলকে মৃত্যু-দেবতাদের অনেকগুলো মূর্তি আবর্জনায় পরিণত হলো।

রানার কান ভোঁ ভোঁ করছে। মুহূর্তের জন্যে অন্ধ হয়ে গেছে ও, নাক ও গলার ভেতর ধুলো। চোখ রগড়ে চারপাশের ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকাল। ভাগ্য ভাল যে চোখ খুলেছে, তা না হলে রকেট বুস্টার-এর তৈরি কালো ধোঁয়া আর উজ্জ্বল ঝলক দেখতেই পেত না। দু'হাতে মাথা ঢেকে আড়াল নিল ও, সেই সঙ্গে আরেকটা রকেট বিস্ফোরিত হলো। এত জোরে ঝাঁকি খেলো রানা, মনে হলো ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেছে।

স্থির হয়ে পড়ে থাকল রানা, যেন মারা গেছে। তারপর কনুই আর হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো। খক খক করে কাশছে, রাইফেলটা তুলে নিয়ে ক্রল করে মৃত্যু-প্রাসাদের ভেতর দিকে এগোল। পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে থাকা মহামূল্যবান শিল্পকর্মের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে চলে এল মোপাক ডেলগাডোর কাছে।

কবর চোর ডেলগাডো চৈতন্য ফিরে পেয়েছে। উরুসন্ধি চেপে ধরে রানার দিকে তাকাল সে, চোখে আক্রোশ আর ঘৃণা। 'তোমার বন্ধুরা সব ভেঙে ফেলছে,' বলল রানা, এই মাত্র আরও একটা রকেট আঘাত করল মন্দিরে।

'আপনারা আটকা পড়েছেন,' নিচু গলায় বলল ডেলগাডো।

'নকল ড. রুবিনকে খুন করার অভিনয়টা তোমাদের ভালই হয়েছিল। রেডিও নিয়ে পালিয়েছে সে, খবর দিয়ে লোকজন আনিয়েছে।'

'আপনি যেমন আমাকে ভোগাচ্ছেন, আপনাকেও তেমনি ভুগতে হবে।'

'দুঃখিত, আমার অন্য রকম প্ল্যান আছে।'

মাথা তুলে কিছু বলতে গেল ডেলগাডো, কিন্তু তার আগেই চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল রানা।

আবার পিছন দিকের জানালার সামনে চলে এল ও। একটা মোটা জাজিম আর এক জোড়া ছোরা পড়ে রয়েছে এক পাশে। প্রাচীরের ওপর একটা সমাধি কক্ষ বসবাসের জন্যে ব্যবহার করা হয়, আবিষ্কার করেছে শামিম আর জুলিয়া। সেই সমাধি থেকে এগুলো সংগ্রহ করেছে ও। জানালার নিচের কার্নিশে জাজিমটা বিছাল, তারপর পা ঝুলিয়ে বসল সেটায়। রাইফেলটা রেখে দিয়ে দু'হাতে দুটো ছোরা নিয়েছে ও, হাত দুটো দু'দিকে লম্বা করে দিল, তারপর তাকাল প্রায় পঁয়ষট্টি ফুট নিচে জমিনের দিকে। শূন্যে লাফ দেয়া বোকামি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু বাঁচার এটাই একমাত্র উপায়। মন্দিরের সামনের দিকে আরও একটা রকেট বিস্ফোরিত হতে সমস্ত দ্বিধা আর ভয় দূর হয়ে গেল রানার মন থেকে। সীকার-এর গোড়ালি খাড়া পাঁচিলের ঢালে আটকাল ও, পাথরের ব্লকগুলোয় ছোরার ফলা ঠেকাল ব্রেক হিসেবে ব্যবহারের জন্যে। পিছন দিকে একবারও না তাকিয়ে কার্নিশ থেকে পিছলে দিল শরীরটাকে। পাঁচিলে ঘষা খেয়ে নেমে যাচ্ছে, জাজিমটাকে ব্যবহার করছে পেজ হিসেবে।

সবার আগে রয়েছে শামিম, তার পিছনে জুলিয়া আর ছাত্রদের দলটা, সবার শেষে হপকিন্স। একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড সমাধি থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে ওরা, হেলিকপ্টার দুটো ল্যাণ্ড করার সময় ওখানেই লুকিয়েছিল সবাই। থামল শামিম, প্রাচীন একটা ভাঙা পাঁচিলের ওপর মাথাটা সামান্য উঁচু করে সাবধানে তাকাল। প্রায় দেড়শো ফুট দূরে রয়েছে কপ্টার জোড়া। এঞ্জিন সচল, একটা ককপিটে দু'জন লোক বসে রয়েছে। মন্দিরে আক্রমণ চলছে, দেখছে তারা। অপর হেলিকপ্টারে কেউ নেই।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে শামিমের পাশে দাঁড়াল জুলিয়া। এই সময় মৃত্যু-প্রাসাদের ওপর দিকে আরেকটা রকেট বিস্ফোরিত হলো। 'ওরা প্রাচীন সমস্ত নিদর্শন ধ্বংস করে ফেলছে,' ক্ষোভ প্রকাশ পেল তার গলায়।

'রানার জন্যে কোন চিন্তা হচ্ছে না?' জিজ্ঞেস করল শামিম। 'ভাড়াটে একদল সৈনিকের সঙ্গে একা যুদ্ধ করছে ও, আমরা যাতে একটা কপ্টার চুরি করতে পারি। ওর কথা একবার ভাববেন না?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জুলিয়া। 'প্রাচীন শিল্পকর্ম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখলে যে-কোন আর্কিওলজিস্ট কষ্ট পায়, মেজর শামিম।'

'আমার কাছে একজন মানুষের জীবন আরও অনেক বেশি মূল্যবান।'

'দুঃখিত। বিশ্বাস করুন আপনার মত আমিও চাই উনি যেন পালাতে পারেন। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে ইমপসিবল বলে মনে হচ্ছে!'

দ্বিতীয় হেলিকপ্টারটা পছন্দ করল শামিম। 'সবাইকে জানান,' বলল ও। 'দ্বিতীয় কপ্টারটা হাইজ্যাক করতে যাচ্ছি আমরা।'

একদল সৈনিক মন্দিরের সিঁড়ির দিকে ছুটছে দেখে ভেঙে পড়া পাঁচিলের আড়াল থেকে বেরিয়ে শামিমও ছুটল। দ্বিতীয় কপ্টারের পিছন দিকে পৌঁছুতে চায় সে। মাথাটা নিচু করে রেখেছে, হাতে রাইফেল, কেউ তাকে দেখতে পেল না। কপ্টারের ঠিক পিছনে এসে থামল সে, চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে পিছনের

দরজা দিয়ে উঠে পড়ল ওপরে। ট্রুপ ক্যারিয়ারের ভেতরটা খালি, কার্গো কমপার্টমেন্টেও কেউ নেই, শুধু ককপিটে দু'জন লোক তার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে, মগ্ন হয়ে উপভোগ করছে একতরফা লড়াই।

পাইলটরা টেরও পেল না তাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ। উল্টো করা রাইফেলের বাঁট দিয়ে কো-পাইলটের ঘাড়ে আঘাত করল শামিম। শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাল পাইলট, তার কপালটা রাইফেলের বাঁট দিয়ে ফাটিয়ে দেয়া হলো।

অচেতন শরীর দুটো দরজা দিয়ে নিচে ফেলে দিল শামিম, ঘন ঘন হাতছানি দিয়ে দলের বাকি সবাইকে ডাকল। 'জলদি!' চিৎকার করল ও। 'জলদি!'

তার চিৎকার গোলাগুলির শব্দকে ছাপিয়ে উঠল। আড়াল থেকে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করেছে জুলিয়া, তার পিছনে বাকি সবাই। ওদেরকে আসতে দেখে ককপিটে ফিরে এল শামিম। আওয়াজ শুনে বুঝল, কপ্টারে পৌঁছে গেছে ওরা। 'কেউ বাকি নেই তো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'শুধু মেজর রানা।'

কথা না বলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল শামিম। পাল্টা গুলি না হওয়ায় সাহস বেড়ে গেছে সৈনিকদের, সিঁড়ির ওপর দিয়ে ওপর দিকে ছুটছে তারা। মৃত্যু-প্রাসাদের ল্যাণ্ডিং হয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল সামনের দলটা। ওদেরকে যে বোকা বানানো হয়েছে, আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পরই বুঝতে পারবে।

কন্ট্রোলে মনোযোগ দিল শামিম।

'আমার কথা শুনতে পেয়েছেন?' চিৎকার করছে জুলিয়া। 'আপনার বন্ধু আমাদের সঙ্গে নেই।'

'শুনেছি,' বলল শামিম, কোন রকম ভাবাবেগ নেই তার মধ্যে। সে জানে, সৈনিকদের ফাঁকি দিয়ে ঠিকই পালিয়ে আসতে পারবে রানা। এঞ্জিনের পাওয়ার বাড়াল সে।

শুকনো একটা নালা থেকে মাথা তুলে হেলিকপ্টার দুটোর দিকে তাকাল রানা। একটার রোটর হঠাৎ খুব জোরে ঘুরতে শুরু করল। বুঝতে অসুবিধে হলো না আর্কিওলজিস্টদের দলটাকে নিয়ে ওটাই দখল করেছে শামিম।

পাঁচিল থেকে কাদার ওপর পড়ার পর কয়েক মুহূর্ত নড়েনি রানা। শরীরের নিচে জাজিম থাকা সত্ত্বেও পতনের ঝাঁকিটা এত জোরে লাগে যে মনে হয়েছিল একটা হাড়ও আস্ত নেই। সাহস করে প্রথমে হাত দুটো নাড়ে, হাত বুলায় মাথায়। তারপর পা দুটো ভাঁজ করে। নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য লাগে, একটা হাড়ও ভাঙেনি!

ধ্বংসাবশেষের আড়াল পেয়ে শুকনো একটা নালায় পৌঁছুতে কোন অসুবিধে হয়নি ওর। নালা আর হেলিকপ্টারের মাঝখানের জায়গাটা ফাঁকা, এই মুহূর্তে এক ছুটে পার হয়ে যেতে পারে ও।

মেইন কমপার্টমেন্ট থেকে হপকিন্স আর ছাত্রদের দলটা দেখল নালা থেকে উঠে ওদের দিকে ছুটে আসছে রানা। উৎসাহ দিয়ে চেঁচামেচি শুরু করল তারা। তাদের চিৎকার আরও জোরালো হলো রণক্ষেত্র থেকে একজন সার্জেন্টকে ঘাড়

ফেরাতে দেখে। রিজার্ভ সৈনিকদের নির্দেশ দিল সার্জেন্ট, স্পালাচ্ছে ওরা, গুলি করো, গুলি করো!'

সৈনিকরা নির্দেশ মানল না। হেলিকপ্টারগুলোর সঙ্গে একই লাইনে রয়েছে রানা, গুলি করলে নিজেদের বাহন হারাতে হবে। সবাই ইতস্তত করছে, শুধু একজন সৈনিক রাইফেল তুলে ফায়ার করল।

বাম উরুর চামড়া ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা, গ্রাহ্য করল না রানা। পরমুহূর্তে পৌঁছে গেল কপ্টারের লেজের তলায়। দরজার বাইরে হাত বাড়িয়ে রেখেছে ছাত্ররা, শুয়ে আছে কপ্টারের মেঝেতে। জমিন ছেড়ে উঠে পড়ল ওদের বাহন। লাফ দিল রানা, ওর হাত ধরে ফেলল ছাত্ররা।

দ্রুত একটা বাঁক ঘুরছে কপ্টার, ভয়ে চোখ বুজে ফেলল জুলিয়া, মনে হলো রোটর ব্লেডগুলো গাছের সঙ্গে ধাক্কা খাবে। সাইড উইণ্ডোয় একটা বুলেট লাগল, ককপিটে ছড়িয়ে পড়ল ফাইবার গ্লাসের টুকরো, শামিমের নাকের পাশটা সামান্য কেটে গেল, এক চুলের জন্যে মেরুদণ্ড ছুঁতে পারল না একটা টুকরো। গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে ওপরে ওঠার আগে আরও কয়েকটা বুলেট আঘাত করল কপ্টারে।

রেঞ্জের বাইরে বেরিয়ে এসে ওপরে উঠতে শুরু করল শামিম, পাহাড় টপকাতে হবে। পাহাড় চূড়া গাছপালায় ঢাকা, এড়াবার জন্যে তেরোশো ফুট উঠতে হলো তাকে। উপত্যকা থেকে বেরিয়ে এসে পশ্চিম দিকে রওনা হলো কপ্টার। এতক্ষণে জুলিয়ার দিকে ফিরল শামিম। 'আপনি ঠিক আছেন তো?'

'ওরা আমাদেরকে খুন করতে চাইছিল!' বিড়বিড় করল জুলিয়া।

কাঁধের ওপর দিয়ে ককপিটের দরজার দিকে তাকাল শামিম। 'ওখানে কেউ আহত হয়েছে নাকি?'

'একা শুধু আমি,' দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল রানা।

ওর দিকে তাকিয়ে জুলিয়া আঁতকে উঠল, 'আপনার পায়ে রক্ত!'

'একটা বুলেট সামান্য ছুঁয়ে গেছে, সিরিয়াস কিছু না।'

'আপনি আমার সীটে বসুন, প্লীজ!'

জুলিয়ার কাঁধে হাত রেখে মৃদু চাপ দিল রানা। 'ব্যস্ত হবেন না।' শামিমের দিকে তাকাল ও। 'ফড়িংটা কতদূর নিয়ে যাবে আমাদের?'

'রেঞ্জ তো সাড়ে তিনশো কিলোমিটার,' জবাব দিল শামিম। 'তবে ট্যাঙ্ক ফুটো হয়েছে কিনা বলতে পারছি না। দু'শো আশি কিলোমিটার যেতে পারব বলে মনে হয়।'

'নেভিগেশন কিটটা দেখি।'

সীটের পকেট থেকে নেভিগেশন কিটটা বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল জুলিয়া। চার্ট খুলে জুলিয়ার পিঠে চেপে ধরল রানা। ডিভাইডারস-এর সাহায্যে পেরুভিয়ান উপকূলের কোর্স বের করছে। 'সী লায়ন এখান থেকে কমবেশি তিনশো কিলোমিটার,' বলল ও।

'সী লায়ন আবার কি?'

'ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সির রিসার্চ শিপ,' বলল রানা।

'নুমার একজন অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর আমি।'

'কিন্তু আমি তো জেনেছি আপনি বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর একজন ইন্সট্রাক্টর, আপনারা বিশেষ একটা ট্রেনিঙে পেরুতে এসেছেন। তাহলে নুমা বা নুমার সী লায়ন প্রসঙ্গ উঠছে কেন?'

'উঠছে এই জন্যে যে আমাদের ঘাঁটির চেয়ে নুমার সী লায়ন কাছে,' বলল রানা। 'কাছাকাছি কোন শহরে যাবার চেয়ে উপকূল সীমার বাইরে একটা মার্কিন জাহাজে যাওয়া অনেক নিরাপদ। তারপর বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে পেরু সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে।' তারপর রানা ব্যাখ্যা করল, এই সময় পেরুর উপকূলে নুমার উপস্থিতি একটা কাকতালীয় ঘটনা। বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর ইউনিটটা দু'একদিনের মধ্যে ঢাকায় ফিরে যাবে, রানা তখন সী লায়নে বিশেষ দায়িত্ব পালন করবে।

'আপনার যুক্তি মেনে নিলাম,' বলল জুলিয়া। 'তবে পেরুভিয়ান ছাত্রদের কথা ভুলে যাবেন না। ওদের অভিভাবকরা প্রায় সবাই অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। আমি বলতে চাইছি, কারা ওদেরকে কিডন্যাপ করেছিল, পেরুর জাতীয় সম্পদ নিয়ে কি কাণ্ড ঘটছে, এ-সব যেন নিউজ মিডিয়ায় ঠিকমত পৌঁছায়।'

'আপনি নিশ্চিত থাকুন, সবই সময়মত করা হবে।'

'ফুয়েল যা আছে তাতে দু'শো আশি কিলোমিটার যাওয়া যাবে,' বলল জুলিয়া। 'অথচ সী লায়ন তিনশো কিলোমিটার দূরে। বাকি বিশ কিলোমিটার আমরা কি সাঁতরে পার হব?'

'জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ করে এগিয়ে আসতে বলব,' সমাধানটা বলে দিল রানা, হাসছে ও। 'আমরা যে বাঁচব, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কপ্টারটায় প্রত্যেকের জন্যে লাইফ ভেস্ট আছে, আরও আছে দুটো লাইফ র‍্যাফট্।' ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল হপকিন্স পরীক্ষা করছে ছাত্ররা তাদের শোল্ডার হারনেস ঠিকমত লাগিয়েছে কিনা। 'তবে একটা কাজ ভুল হয়েছে আমাদের,' আবার বলল ও। 'উচিত ছিল দ্বিতীয় কপ্টারটা অচল করে দিয়ে আসা। ওরা সহজে হাল ছাড়বে বলে মনে হয় না।'

জুলিয়ার মুখ শুকিয়ে গেল। 'তারমানে বিপদ এখনও কাটেনি! আপনি জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই তো ওরা জেনে ফেলবে আমরা কোথায়।'

'একটু বুদ্ধি করে মেসেজ পাঠালে জানবে না।'

'মাসুদ রানা কলিং সী লায়ন। ওহে, ফিন, জেগে আছ নাকি?'

সী লায়নের কমিউনিকেশনস টেকনিশিয়ান মাইকেল ফিন হাতের বইটা নামিয়ে রেখে ট্র্যান্সমিট বাটনে চাপ দিল। 'দিস ইজ সী লায়ন, আই রিড ইউ, মি. রানা।'

'ক্যাপ্টেনকে বলো আমি কথা বলতে চাই, প্লীজ।'

খবর পেয়ে সী লায়নের ব্রিজ থেকে কমিউনিকেশন কেবিনে চলে এলেন জিম কার্টিস। মাইক্রোফোন তুলে বললেন, 'হ্যালো, মি. রানা? কি ব্যাপার বলুন তো? আপনারা কোথায়? এদিকে আপনাদের হেডকোয়ার্টারের সবাই…।'

'আমাদের হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে পরে যোগাযোগ করছি,' বলল রানা। 'শুনুন, ক্যাপ্টেন, এই মুহূর্তে আন্দেজের ওপর একটা পেরুভিয়ান সামরিক কপ্টারে রয়েছি আমরা। আকাশে থাকতে পারব আধ ঘণ্টার কিছু বেশি। আমাদের ফুয়েল ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে গেছে। চিকলায়ো শহরের প্রধান সড়কে নামব আমরা, প্লীজ ওখান থেকে আমাদেরকে তুলে নেয়ার জন্যে একটা 'কপ্টার পাঠান। পেরুভিয়ান মেইনল্যাণ্ডের চার্টে জায়গাটা দেখতে পাবেন। আমি আর মেজর শামিম ছাড়াও বারোজন প্যাসেঞ্জার আছে। দিস ইজ ইমার্জেন্সী, ক্যাপ্টেন।'

'বুঝলাম না, আবার বলুন, প্লীজ।'

একই অনুরোধ পুনরাবৃত্তি করল রানা। তারপর নতুন কোন ব্যাখ্যা না দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল।

মাইকেল ফিনের দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকলেন ক্যাপ্টেন জিম কার্টিস।

ফিন বলল, 'প্রজেক্ট ডিরেক্টরের মাথাটা কি নষ্ট হয়ে গেল, স্যার?' তাকেও হতভম্ব দেখাচ্ছে। 'উনি খুব ভাল করেই জানেন যে সী লায়নে একটা মাত্র সার্ভে হেলিকপ্টার আছে, সেটা নষ্ট। তারপরও কি করে তিনি হেলিকপ্টার পাঠাতে বলেন?'

হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ক্যাপ্টেনের চেহারা। 'এক সেকেণ্ড,' বললেন তিনি। জাহাজের ফোন তুলে দ্রুত নির্দেশ দিলেন, 'জিরো-নাইন-জিরোতে নতুন কোর্স সেট করো। তারপর ফুল স্পীড দাও।' ফোন রেখে দিয়ে ফিনের দিকে তাকালেন তিনি। 'কি ঘটেছে বুঝতে পেরেছি আমি, ফিন। ওঁদের কপ্টারে সী লায়নে পৌঁছুনোর মত যথেষ্ট ফুয়েল নেই। কাজেই পানিতে পড়ে ওরা হাঙরের খোরাক হবার আগে চাইছেন সী লায়ন যাতে ওঁদেরকে উদ্ধার করে।'

'কিন্তু উনি যে হেলিকপ্টারের কথা বললেন...?'

'বোধহয় কেউ পিছু নিয়েছে বা নেবে বলে ভয় পাচ্ছেন মি. রানা। যে-ই ধাওয়া করুক, তাকে বোকা বানানোর জন্যে হেঁয়ালির আশ্রয় নিয়েছেন তিনি।'

গাছপালার মাথা থেকে মাত্র তেত্রিশ ফুট ওপর দিয়ে কপ্টার চালাচ্ছে শামিম, গতিবেগ ঘণ্টায় নব্বুই মাইল। পুরনো হলেও 'কপ্টারের গতি আরও একশো মাইল বাড়ানো যায়, কিন্তু পর্বতমালাকে পিছনে ফেলে আসার পর অল্প যে-টুকু ফুয়েল আছে তা বাঁচানোর জন্যে গতি কমিয়ে দিয়েছে সে। সামনে আর মাত্র এক সারি পাহাড় দেখা যাচ্ছে, তারপরই খোলা একটা প্রান্তর ও সাগর। তিন মিনিট পর পর ফুয়েল গজ-এর দিকে তাকাচ্ছে সে। লাল ঘরের দিকে এগোচ্ছে কাঁটা।

সামান্য খোঁড়াচ্ছে রানা। কার্গো কমপার্টমেন্টে ফিরে এসে সবাইকে লাইফ ভেস্ট বিলি করবে। ওগুলো ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে জুলিয়া বলল, 'না।' ওকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে একটা ক্যানভাস সীটে বসিয়ে দিল সে। তারপর ফার্স্ট এইড কিট আর একটা মেটাল লকার হাতে নিয়ে ওর পায়ের কাছে বসে পড়ল। কোন দ্বিধা করল না, রানার প্যান্টের পা কেটে ফেলল সে, ক্ষতটা পরিষ্কার করল, তারপর দক্ষ হাতে সেলাই করল সেটা, সবশেষে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল।

'মুগ্ধ হলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু এ-সব আপনি শিখলেন কোথায়?'

'একটা খামার বাড়িতে মানুষ হয়েছি আমি, পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে, ওদের কাজই ছিল নিজেদেরকে জখম করার নিত্য নতুন উপায় খুঁজে বের করা।'

'আর্কিওলজির দিকে ঝুঁকলেন কেন?'

'আমাদের গম খেতের পাশে ইণ্ডিয়ানদের পুরনো একটা কবরস্থান ছিল। তীরের মাথা পাবার আশায় ছোটবেলায় খোঁড়াখুঁড়ি করতাম। সেই শুরু। উৎসাহ বেড়ে গেল খেতের তলা থেকে পুরনো কিছু হাঁড়ি-পাতিল আর একটা কঙ্কাল পাবার পর। ব্যস, নেশা ধরে গেল। কলেজে ওঠার পর সেন্ট্রাল আন্দেজ আমাকে আকৃষ্ট করে। ওখানকার প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে কৌতূহল জাগে মনে। এখন এ-বিষয়ে আমি একজন ছোটখাট বিশেষজ্ঞ।'

'ড. গ্যারি রুবিনের সঙ্গে প্রথম কবে আপনার পরিচয় হলো?'

'ডক্টরেট পাবার জন্যে কাজ করছি তখন, বছর ছয়েক আগে। ইনকাদের ওপর একটা লেকচার দেন তিনি।'

'তারমানে খুব ভালভাবে তাঁকে আপনি চিনতেন না? যাকে বলে ঘনিষ্ঠতা, তা আপনাদের মধ্যে ছিল না?'

মাথা নাড়ল জুলিয়া। 'মাঝে মধ্যে ফোনে কথা হত, চিঠিপত্রে তথ্য বিনিময় হয়েছে। মাস ছয়েক আগে আমি তাঁকে এই এক্সপিডিশনে আসার অনুরোধ জানাই, স্বেচ্ছাসেবক পেরুভিয়ান ভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীদের সুপারভাইজ করার জন্যে। হাতে সময় ছিল, রাজি হয়ে যান তিনি। তারপর প্রস্তাব দিয়ে বলেন, পাঁচ হপ্তা আগে এখানে পৌঁছুতে চান। কারণ প্রস্তুতির জন্যে সময় দরকার–পেরুভিয়ান কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আদায় করতে হবে, ইকুইপমেন্ট জোগাড় করতে হবে। জুয়ান রুফিনাস আর ড. রুবিন একসঙ্গে কাজ শুরু করেন।

'এখানে এসে বেমানান কিছু চোখে পড়ে আপনার?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল জুলিয়া। 'শেষবার যখন দেখি, তাঁর মুখে দাড়ি ছিল না। এবার দেখলাম রয়েছে। ওজনও খানিকটা কমে গেছে...এই ধরুন পনেরো পাউণ্ডের মত। এখন আপনি জিজ্ঞেস করায় আরেকটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ড. রুবিন সব সময় সানগ্লাস পরে থাকতেন, তাঁর এই অভ্যাসটা আগে দেখিনি।'

'গলার আওয়াজে কোন পরিবর্তন?'

'একটু হয়তো ভারি ভেবেছিলাম তাঁর ঠাণ্ডা লেগেছে।'

'আচ্ছা, ভদ্রলোকের আঙুলে আঙটি ছিল কিনা লক্ষ করেছেন কি? বড় একটা অ্যাম্বার বসানো?'

'হলুদ অ্যাম্বার? মাঝখানে ষাট মিলিয়ন বছরের পুরনো প্রাগৈতিহাসিক পিঁপড়ের ফসিল আছে? ড. রুবিন এই আঙটি নিয়ে অত্যন্ত গর্ব করতেন। কিন্তু কুয়ার কাছে ওটা তাঁর হাতে আমি দেখিনি। হারিয়ে ফেলেছেন কিনা জিজ্ঞেস করতে বললেন ওজন কমে যাওয়ায় আঙুলে ঢিলে হচ্ছে বলে বাড়িতে রেখে এসেছেন। আপনি জানলেন কিভাবে এরকম একটা আঙটি ছিল তাঁর?'

কুয়ার তলায় লাশের আঙুল থেকে পাওয়া আঙটিটা আঙুল থেকে খুলে জুলিয়াকে দেখাল রানা।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল জুলিয়া। 'কোত্থেকে...?'

'ড. রুবিনকে খুন করে ফেলে দেয়া হয় কুয়ার ভেতর,' বলল রানা। 'খুনী আঙুল থেকে আঙটিটা খুলে নিতে ভুলে যায়। আপনারা যাকে পেরুতে দেখেছেন তিনি ড. রুবিন ছিলেন না, ছিল তাঁর পরিচয় নিয়ে অন্য কেউ।'

'আপনি বলতে চাইছেন আমি স্টেটস থেকে রওনা হবার আগেই তিনি খুন হয়েছেন?' বিস্ময়ে হতভম্ব দেখাল জুলিয়াকে।

'তিনি ক্যাম্পসাইটে পৌঁছুনোর দু'একদিন পরই খুন হন,' বলল রানা। 'কুয়ার তলায় তাঁর লাশের যে অবস্থা দেখেছি, অন্তত মাস খানেক পানিতে পড়ে না থাকলে ওরকম অবস্থা হতে পারে না।'

'আশ্চর্য! হপকিন্স আর আমি লাশটা দেখতে পাইনি।'

'না। কারণ কুয়ায় নামার পরপরই স্রোতটা প্যাসেজে টেনে নেয় আপনাদের। আমি কুয়ার উল্টোদিকের দেয়াল পর্যন্ত যাবার সুযোগ পাই, গুহাগুলো সার্চ করি। ড. রুবিনের লাশ ছাড়াও ষোলোশো শতাব্দীর একজন সৈনিকের কঙ্কালও দেখেছি আমি।'

উদ্বিগ্ন দেখাল জুলিয়াকে। 'ড. রুবিন যদি খুন হয়ে থাকেন, তাহলে জুয়ান রুফিনাস ব্যাপারটা জানেন। আমাদের প্রজেক্টের লিয়াজোঁ অফিসার তিনি, আমরা পৌঁছুনোর আগে থেকে ড. রুবিনের সঙ্গে কাজ করছিলেন। তার মানে এই খুনের সাথে তিনিও জড়িত···কিন্তু তা কি সম্ভব?'

'অবশ্যই জড়িত। আর্কিওলজিস্ট হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে, তার ওপর সরকারি কর্মকর্তা, যে-কোন মূল্যে তার সাহায্য পেতে চাইবে সিণ্ডিকেট।'

'তাহলে ওই লোকটা কে···ড. রুবিনের ভূমিকায় অভিনয় করছিল?'

'সলপেমাচাকোর আরেকজন এজেন্ট। ডেলগাডোর সাহায্য নিয়ে চমৎকার নাটক করল, যেন মারা গেছে।'

'সে যদি ড. রুবিনকে খুন করে থাকে, তার ফাঁসি হওয়া দরকার···।'

'তাকে আর ধরা যাবে কিনা সন্দেহ, তবে জুয়ান রুফিনাসকে পেরুভিয়ান কোর্টে পৌঁছে দেয়া সম্ভব,' হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে উঠল রানার পেশী, ঝট করে ককপিটের দিকে তাকাল। হঠাৎ বাঁক নিতে শুরু করেছে হেলিকপ্টার। 'কি ব্যাপার?' ককপিটে ঢুকে জানতে চাইল ও, বসে পড়ল কো-পাইলটের সীটে।

'তুমি চিকলায়োতে নামবে বলে ওদেরকে বোকা বানাবার চেষ্টা করলেও তাতে কাজ হয়নি,' চিৎকার করে জবাব দিল শামিম। 'ওরা পিছু নিয়ে চলে এসেছে।' কন্ট্রোল থেকে হাত না সরিয়ে মাথা নেড়ে তার বাম দিকের উইণ্ডশীল্ডটা দেখাল সে। পুবদিকের নিচু একটা পাহাড়ী রিজ অতিক্রম করছে একটা হেলিকপ্টার। 'এয়ার-টু-এয়ার রকেটের কোন র‍্যাক দেখছি না। রাইফেল থেকে গুলি করবে ওরা।'

অনুসরণরত কপ্টারের খোলা প্যাসেঞ্জার ডোর থেকে এক ঝলক আগুন আর ধোঁয়া বিস্ফোরিত হলো, সবেগে ছুটে এল একটা রকেট, ওদের কপ্টারের নাক ঘেঁষে বেরিয়ে যাবার সময় মনে হলো সাইড উইণ্ডো দিয়ে হাত বাড়ালে ছোঁয়া যেত। 'ফরটি-মিলিমিটার রকেট লঞ্চার। ঠিক যেরকম মন্দিরে ব্যবহার করা হয়েছিল,' বলল রানা।

লঞ্চার টিমের লক্ষ্য ব্যর্থ করার জন্যে আকাশের আরও ওপরে উঠে পড়ল শামিম। 'পিস্তল রাইফেল যা পাও ব্যবহার করো, ব্যস্ত রাখো ওদের,' বলল সে। উপকূল বরাবর নিচু মেঘের ভেতর ঢুকতে চেষ্টা করি আমি।'

জানা গেল রানা ওর রাইফেল ফেলে দিয়ে এসেছে, আর কোল্ট অটোমেটিকে বুলেট নেই। শামিম হঠাৎ আবার বাঁক নিতে শুরু করে বলল, 'আর কার কাছে কি আছে বলতে পারব না। আমার রাইফেলটা তুমি কেবিন বাল্কহেডের এক কোণে পাবে।'

সীটের হাতলের সঙ্গে ঝুলে থাকা রেডিও হেডসেট খুলে কানে লাগাল রানা, সীট ছেড়ে প্লাগটা সকেটে ঢুকিয়ে শামিমকে বলল, 'তুমিও হেডসেট পরো।' বাঁক ঘুরতে ব্যস্ত শামিম, কথা বলল না। আরেকটা রকেট ছুটে এল, এবারও অল্পের জন্যে রক্ষা পেল ওরা। কাছাকাছি একটা পাহাড়ের গায়ে লেগে বিস্ফোরিত হলো সেটা।

প্রতি মুহূর্তে এদিক ওদিক কাত হচ্ছে কপ্টার, দেয়াল ধরে কোন রকমে প্যাসেঞ্জার কেবিনে চলে এল রানা, দরজাটা খোলা রাখল পুরোপুরি। মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল জুলিয়া, চেহারায় ভয়ের চেয়ে উদ্বেগই যেন বেশি, হাতে এক প্রস্থ রশি। শামিমের রাইফেলটা হাতে তুলে নিচ্ছে রানা, ওর কোমরে রশির একটা প্রান্ত জড়িয়ে দিল সে, অপরপ্রান্তটা বাঁধল একটা সীটের পায়ার সঙ্গে। 'আপনার আর পড়ে যাবার ভয় নেই,' বলল সে।

সামান্য একটু হাসল শুধু রানা। শুয়ে পড়ল ও, রাইফেলটা বের করে দিল দরজার বাইরে, শামিমকে বলল, 'আমি তৈরি।'

রকেট লঞ্চারের উল্টোদিকে পৌঁছুতে চাইছে শামিম, কিন্তু প্রতিপক্ষ পাইলট তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে একই সঙ্গে দিক পরিবর্তন করল। অন্য কৌশল ধরল শামিম, প্রায় খাড়াভাবে ওপরে উঠে এল, চিৎকার করে বলল, 'গুলি করো!'

ককপিটে বসা পাইলটের দিকে নয়, রানা গুলি করল রোটরের নিচে এঞ্জিন কেসিং লক্ষ্য করে। দু'বার গর্জে উঠে থেমে গেল ওর হাতের রাইফেল। 'মাত্র দুই রাউণ্ডই ছিল!' রানার গলায় হতাশা।

'সর্বনাশ!'

'আর কারও কাছে রাইফেল নেই?' চিৎকার করল রানা।

চুপ করে থাকল সবাই।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে পোর্ট সাইডের একটা জানালা বিস্ফোরিত হলো। ফিউজিলাজের এক দিক দিয়ে ঢুকে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল রকেটটা, যদিও সেটা বিস্ফোরিত হয়নি বা কাউকে আঘাত করেনি। আর্মার্ড ভেহিকেল আর নিরেট কংক্রিটের বাঙ্কার ধ্বংস করার জন্যে ডিজাইন করা হয়েছে ওটার, পাতলা প্লাস্টিক ও অ্যালুমিনিয়ামে লাগায় বিস্ফোরিত না হবারই কথা। এরকম একটা যদি টারবাইনে লাগে, কাউকে আর বাঁচতে হবে না।

শামিম ঘাড় ফেরাতে দেখল খোলা দরজা দিয়ে রাইফেলটা ফেলে দিল রানা। চোখাচোখি হতে খেঁকিয়ে উঠল রানা, 'কি করতে বলো আমাকে? পাথর ছুঁড়ে ভাগাব ওদের...?' হঠাৎ থেমে গেল ও, চোখ পড়েছে একটা লাইফ র‍্যাফট্-এর

ওপর। হঠাৎ চওড়া হাসি ফুটল ওর মুখে। 'শুনতে পাচ্ছ, শামিম?'

'ব্যস্ত, কথা বলার মত সময় নেই,' জবাব দিল শামিম।

'ফড়িংটাকে এবার তুমি পোর্ট সাইডে নিয়ে যাও, ওদের মাথার ওপরে।'

'যা করার তাড়াতাড়ি করবে,' আবদার জানাল শামিম। 'ভয় শুধু রকেটকে নয়, ফুয়েলও শেষ হয়ে যাচ্ছে।'

মেঝের সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো একটা লাইফ র‍্যাফট্ খুলল রানা, গায়ে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে টোয়েনটি-ম্যান ফ্লোটেশন ইউনিট। ওজন পঁয়তাল্লিশ কিলোগ্রামের কিছু বেশি। কোমরে রশি বাঁধা আছে, কাঁধের ওপর লাইফ র‍্যাফট্ নিয়ে দরজার মুখে অপেক্ষায় থাকল ও।

অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে শামিম। একটা হেলিকপ্টারকে শুধু শূন্যে ভাসিয়ে রাখার জন্যেই প্রতি মুহূর্তে ব্যস্ত থাকতে হয় পাইলটকে, সেজন্যে সাধারণ নিয়ম হলো কোন পাইলট এক ঘণ্টার বেশি কপ্টার চালাবে না, দায়িত্ব চাপাতে হবে কো-পাইলটের ঘাড়ে। শামিম কন্ট্রোলের পিছনে রয়েছে দেড় ঘণ্টা হলো, গত ছত্রিশ ঘণ্টা ঘুমায়নি সে, তার ওপর রকেট এড়াবার জন্যে ঘন ঘন দিক পরিবর্তন করতে হচ্ছে তাকে।

তবে মৃত্যুর মুখে পড়লে বাঁচার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে মানুষ, সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। বাম দিকে বাঁক ঘোরার ভান করল শামিম, সেই সঙ্গে মনে হলো আরও নিচে নেমে যাবে সে; শত্রুপক্ষের অতি চালাক পাইলট তাকে বাধা দেয়ার জন্যে আগেভাগেই নিচে নামতে শুরু করল। একেবারে শেষ মুহূর্তে দিক বদলে দ্রুত ওপরে উঠে এল শামিম।

মাত্র এক পলকের একটা সুযোগ পেল রানা। তবে ওর সময়ের হিসেবটা হলো নিখুঁত। দু'হাতে ধরে লাইফ র‍্যাফটটা মাথার ওপর আগেই তুলে রেখেছিল, যেন হালকা একটা বালিশ, প্রতিপক্ষের কপ্টার ওর নিচে দিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে সজোরে ছুঁড়ে দিল সেটা।

কমলা রঙের বড়সড় বলটা সরাসরি একটা ঘুরন্ত রোটর ব্লেডে আঘাত করল। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল সেটা। বাকি চারটে ব্লেড ব্যালান্স হারিয়ে ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ল, ছোট ছোট টুকরোয় ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

বন বন করে ঘুরতে শুরু করল প্রকাণ্ড হেলিকপ্টার, তারপর জমিনের দিকে নাক তাক করে ডাইভ দিল ঘণ্টায় একশো আঠারো মাইল গতিতে। গাছপালা ভেদ করে নিচু একটা পাহাড়ে ধাক্কা খেলো সেটা, চূড়ার ঠিক নিচে। দোমড়ানো-মোচড়ানো কাঠামোটা কাত হয়ে গেল। পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো আগুন আর কালো ধোঁয়া।

ধোঁয়াটাকে ঘিরে দু'বার চক্কর দিল ওদের কপ্টার, তবে নিচে কেউ বেঁচে আছে বলে মনে হলো না। 'ইতিহাসে এই প্রথম একটা লাইফ র‍্যাফটের সাহায্যে কপ্টার ধ্বংস করা হলো,' মন্তব্য করল শামিম।

জুলিয়া, হপকিন্স আর ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে ফিরে সবিনয়ে কুর্নিশ করল রানা। সবাই ওরা হাততালি দিচ্ছে আর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে। 'আমি আসলে একজন শ্রমিকের দায়িত্ব পালন করেছি, তার বেশি কিছু না। সব কৃতিত্ব

শামিমের। শামিম, ফুয়েলের কি অবস্থা?'

'ফুয়েল? কিসের ফুয়েল!'

শামিমের কাঁধের ওপর দিয়ে গজের দিকে তাকাল রানা, দেখল লাল্ ওয়ার্নিং লাইট জ্বলছে। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে আবার শুকিয়ে গেল সবার মুখ।

কয়েক মিনিট পর উপকূল রেখা পেরিয়ে সাগরের ওপর চলে এল ওরা। কার্গো কেবিনে ফিরে এসে হপকিন্সকে রানা বলল, 'লাইফ ভেস্ট আর দ্বিতীয় র‍্যাফটটা রেখে বাকি সব জিনিস ফেলে দিতে হবে। তাড়াতাড়ি!'

সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে। যে যা পেল সব তুলে দিল রানার হাতে, ও সেগুলো প্যাসেঞ্জার ডোর দিয়ে ছুঁড়ে দিল বাইরে। একটু পরই তিনশো পাউণ্ডের মত কমে গেল কপ্টারের ওজন। দরজা বন্ধ করার আগে পিছন দিকটা ভাল করে একবার দেখে নিল ও। আর কোন হেলিকপ্টার ওদেরকে অনুসরণ করছে না। পেরুভিয়ান পাইলট ওদেরকে দেখতে পেয়ে নিশ্চয়ই তাদের ঘাঁটিতে রিপোর্ট করেছিল। তবে আরও অন্তত দশ মিনিট সল্পেমাচাকো জানতে পারবে না যে ভাড়াটে সৈনিক সহ কপ্টারটা তারা হারিয়েছে। প্রতিশোধ নিতে চাইলে এবার তারা সম্ভবত পেরুভিয়ান এয়ার ফোর্সের একটা জেট ফাইটার পাঠাবে। তবে ততক্ষণে সী লায়নের কাছে পৌঁছে যাবে ওরা।

ককপিটে ফিরে এসে কো-পাইলটের সীটে বসল রানা, রেডিও মাইক্রোফোন তুলে নিয়ে যোগাযোগ করল সী লায়নের সঙ্গে।

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পাওয়া গেল। 'কাম ইন, মি. রানা। দিস ইজ সী লায়ন।'

'ক্যাপ্টেন কোথায়, ফিন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ব্রিজে, মি. রানা। একটা স্পীড রেকর্ড তৈরি করার চেষ্টা করছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাদের কাছে পৌঁছুতে চান।'

'আমাদেরকে তোমরা রাডারে দেখতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি। কোর্স একটু বদলান– টু-সেভেন-টু ম্যাগনেটিক।'

কোর্স বদল করল শামিম।

'রঁদেভো কতদূর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ফিন জবাব দিল, 'স্কিপারের হিসাবে ষাট কিলোমিটারের মত।'

শামিমের দিকে তাকাল রানা। 'একটু পরই ওদেরকে আমরা দেখতে পাব। কি মনে হচ্ছে তোমার?'

ফুয়েল গজের দিকে তাকাল শামিম, তারপর ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে বসানো ঘড়ির ওপর চোখ বুলাল। দশটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। 'আমার হিসেবে আর পনেরো কি বিশ মিনিট আকাশে থাকতে পারব।'

'হ্যালো, ফিন। তোমরা বরং ওয়াটার রেসকিউ-এর জন্যে তৈরি থাকো। দেখেশুনে মনে হচ্ছে পানিতেই নামতে হবে আমাদের।'

'স্কিপারকে জানাচ্ছি। গুড লাক।'

ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ছুটছে কপ্টার। খুব কম কথা বলছে রানা ও শামিম। কান খাড়া করে টারবাইনের আওয়াজ শুনছে ওরা, আশা করছে যে-কোন মুহূর্তে থেমে যাবে শব্দটা। ফুয়েল অ্যালার্ম বেজে উঠতে শক্ত হয়ে গেল ওদের পেশী।

'রিজার্ভও প্রায় শেষ,' বলল রানা। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল মাত্র তেত্রিশ ফুট নিচে সাগর। ঢেউয়ের উচ্চতা তিন ফুট হবে। ল্যাণ্ডিং নিরাপদই হবে ধারণা করা যায়। পানিতে নামার পর অন্তত ষাট সেকেণ্ড ভেসে থাকবে কপ্টার।

জুলিয়াকে ককপিটে ডাকল রানা। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল সে, মুখে ম্লান হাসি। 'আপনাদের জাহাজের দেখা পেলেন?'

'দিগন্তের ওপারে রয়েছে, যে-কোন মুহূর্তে দেখতে পাব। তবে ফুয়েল যা আছে, জাহাজের কাছে পৌঁছুনো যাবে না। সবাইকে জানান পানিতে নামব আমরা।'

'তারপর বাকি দূরত্ব আমরা কি সাঁতরে পার হব?'

'হপকিন্সকে বলুন লাইফ র‍্যাফটটা প্যাসেঞ্জার ডোরের কাছে সরিয়ে আনুক, কপ্টার পানিতে নামলেই ওটা যেন নিচে ফেলে দেন তিনি। আমরা চাই না জুতো ভিজে যাক।'

সামনে একটা হাত লম্বা করল শামিম। 'সী লায়ন।'

দিগন্তের ওপর কালো একটা বিন্দু দেখতে পেল রানা। রেডিওতে কথা বলল ও, 'সী লায়ন্‌কে দেখতে পাচ্ছি, ফিন।'

'পার্টিতে যোগ দিন, মি. রানা। শুধু আপনাদের জন্যে আজ আমরা সকাল সকাল বার খুলব।'

'একটা এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল,' খবর দিল শামিম।

রানার নির্দেশ পেয়ে কার্গো কেবিনে ফিরে এল জুলিয়া, সবাইকে সীট বেল্ট বাঁধতে বলল সে।

একটা এঞ্জিন অচল হয়ে পড়ায় কপ্টারটা একদিকে কাত হয়ে পানি স্পর্শ করল। অবশিষ্ট এঞ্জিনটা আগেই বন্ধ করে দিয়েছে শামিম। চলন্ত মোটর কার গর্তে পড়লে যেরকম ঝাঁকি খায় সেরকম একটা ঝাঁকি খেলো ওরা। পরমুহূর্তে রানার চিৎকার শোনা গেল, 'এভরিবডি আউট!'

সেফটি হারনেস খুলে পিছনের কেবিনে এসে রানা দেখল হপকিন্স আর জুলিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের দ্রুত বের করে দিচ্ছে কপ্টার থেকে। তাদের তিনজন ছাড়া বাকি সবাই উঠে পড়েছে র‍্যাফটে। একবার চোখ বুলাতেই বোঝা গেল, কপ্টার আর বেশিক্ষণ ভেসে থাকবে না। খোলা দরজা দিয়ে ভেতর দিকে লাফ দিচ্ছে ঢেউ। 'বেশি সময় নেই।' জুলিয়াকে র‍্যাফটে উঠতে সাহায্য করল রানা। তারপর ওকে পাশ কাটাল হপকিন্স ও শামিম।

সবার শেষে র‍্যাফটে চড়ল রানা। পরমুহূর্তে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে পানি ঢুকল হুড়মুড় করে, ঢেউয়ের নিচে তলিয়ে গেল কপ্টার। কেউ কোন কথা বলল না। কপ্টারটাকে হারিয়ে সবাই যেন বিষণ্ন হয়ে পড়েছে।

রানা ও শামিমের জন্যে পানিতে ভাসা নতুন কিছু নয়। কিন্তু বাকি সবাই চারদিকে বিশাল সাগর দেখে অসহায় বোধ করছে। অনুভবটা আতঙ্কে পরিণত হলো হঠাৎ যখন পানির ওপর একটা হাঙরের ফিন মাথা তুলল। হিংস্র প্রাণীটা র‍্যাফটটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করেছে।

'সব দোষ তোমার,' বলল শামিম। 'তোমার পায়ের রক্ত শুঁকে চলে এসেছে

ওটা।’

স্বচ্ছ পানির নিচে তাকাল রানা, র‍্যাফটের তলা দিয়ে যাবার সময় পিচ্ছিল আকৃতিটা চিনতে পারল। ‘একটা হ্যামারহেড,’ বলল ও। ‘লম্বায় সাড়ে সাত ফুটের বেশি নয়। ওটাকে পাত্তা না দিলেও চলে।’

কেঁপে উঠে রানার আরও কাছে সরে এল জুলিয়া, ওর একটা বাহু আঁকড়ে ধরল। ‘কামড়ে যদি র‍্যাফট ছিঁড়ে ফেলে? আমরা যদি ডুবে যাই?’

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ‘হাঙর র‍্যাফট খায় বলে শুনিনি কখনও।’

‘ডিনারের জন্যে বন্ধুদেরও ডেকে এনেছে ব্যাটা,’ হাত বাড়িয়ে পানির ওপর আরও একজোড়া ফিন দেখাল শামিম।

ছাত্র-ছাত্রীরা ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে দেখে পা দুটো লম্বা করে দিয়ে চোখ বুজল রানা, বলল, ‘শান্ত সাগর, গরম রোদ, ঘুমিয়ে নেয়ার এই সুযোগ ছাড়ছি না।’

শামিমের দিকে তাকিয়ে জুলিয়া অবাক হয়ে বলল, ‘আপনার বন্ধু পাগল নাকি?’

‘আমারও ঘুম পাচ্ছে,’ বলে শামিমও চোখ বুজল, রানার কৌশলটা ধরতে পেরেছে সে।

কি ভাবা উচিত বুঝতে পারছে না কেউ। ঘন ঘন রানা, শামিম আর হাঙরগুলোর দিকে তাকাচ্ছে সবাই। সময় বয়ে চলল, তবে ভয় যেন একটু কমল। যদিও প্রতি মিনিটকে মনে হচ্ছে এক ঘণ্টা।

সী লায়নের ব্রিজ থেকে র‍্যাফটটার দিকে তাকিয়ে আছেন ক্যাপ্টেন জিম কার্টিস, চোখে বিনকিউলার। ‘ওদেরকে এক ঝাঁক হাঙর ঘিরে রেখেছে,’ হেলমসম্যানকে বললেন তিনি। ‘ওদের পোর্ট সাইডে পৌঁছুতে চাই আমরা। সবাইকে তৈরি থাকতে বলুন।’

গতি আগেই কমিয়ে আনা হয়েছে, কাছাকাছি এসে থেমে গেল সী লায়ন। দ্রুত বোর্ডিং ল্যাডার নামানো হলো পানিতে, হাতে বোট হুক নিয়ে নিচের প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছে একজন ক্রু। বোট হুক ধরা হাতটা লম্বা করল সে, তার হাত থেকে হুকটা নিল শামিম। প্ল্যাটফর্মের পাশে চলে এল র‍্যাফট। হাঙরের কথা মনে থাকল না, বেঁচে থাকার আনন্দে হাসছে সবাই।

ছয়

সৈকতে দাঁড়িয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছেন জুয়ান রুফিনাস। ভাইরাকোচা উপত্যকায় ধ্বংস হয়ে গেছে তাঁর সকল সুখ। সবার আগে গুলি খেয়ে মারা গেছে তাঁর ভাই, প্রাচীন নিদর্শন পাচার করার অপারেশনও ভণ্ডুল হয়ে গেছে। ড. জুলিয়া আর পেরুভিয়ান ছাত্র-ছাত্রীরা নিউজ মিডিয়া ও সরকারি সিকিউরিটি অফিসারদেরকে সব কথা জানানোর পর আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে অসম্মান নিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে তাঁকে। হয়তো গ্রেফতার করা হবে, দেশের জাতীয় সম্পদ পাচার করার অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদী জেলও খাটতে হতে পারে।

সৈকতে নামার আগে টিল্ট-রোটর এয়ারক্রাফটটা শূন্যে প্রায় স্থির হয়ে থাকল, ডানার শেষ প্রান্তে বসানো জোড়া আউটবোর্ড এঞ্জিন ফরওয়ার্ড ফ্লাইট পজিশন থেকে ভার্টিকাল পজিশনে চলে এসেছে। কালো, চিহ্নবিহীন আকাশযান ঝুলে থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর পাইলট ধীরে ধীরে প্রসারিত হুইলগুলো জমিনে নামিয়ে আনল। প্যাসেঞ্জার কেবিন থেকে নেমে এল এক ভদ্রলোক, পরনে খাকি শার্ট আর শর্টস, শার্টের সামনে প্রচুর শুকনো রক্ত লেগে রয়েছে। মুখ ভর্তি দাড়ি তার। ডানে-বাঁয়ে তাকাল না, চেহারা গম্ভীর হয়ে আছে। কথা না বলে মোটর লঞ্চে চড়ল সে, তার পিছু নিয়ে রুফিনাসও চড়লেন, চেহারায় অপরাধী ভাব।

মারফি হুক, যে লোক ভুয়া ড. রুবিন সেজেছিল, রুফিনাসের ডেস্কের ওপাশে ধপাস করে বসে পড়ল, রুফিনাসের দিকে তাকাল ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে। 'আপনি শুনেছেন?'

শার্টের রক্ত সম্পর্কে কোন প্রশ্ন না করে রুফিনাস মাথা ঝাঁকালেন। তিনি জানেন, ওই রক্ত গুলি খাওয়ার সাজানো একটা ঘটনার ফল। 'আমার ভাইয়ের এক সহকর্মীর কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়েছি।'

'তাহলে আপনি জানেন যে ড. জুলিয়া আর ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের হাত গলে বেরিয়ে গেছে, তাদেরকে উদ্ধার করেছে একটা মার্কিন ওশেনোগ্রাফিক রিসার্চ শিপ?'

'হ্যাঁ, আমাদের ব্যর্থতা সম্পর্কে আমি সচেতন।'

'আপনার ভাইয়ের মৃত্যুর জন্যে আমি দুঃখিত,' শুকনো গলায় বলল মারফি হুক, গলায় কোন আবেগ নেই।

'এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে সে মারা গেছে। আর্কিওলজিস্টদের খতম করার কাজটা পানির মত সহজ ছিল।'

'এর জন্যে দায়ী আপনার অযোগ্য লোকেরা। আমি আপনাকে আগেই সাবধান করে দিয়ে বলেছিলাম, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর ওই দু'জন ডাইভার বিপজ্জনক চরিত্র।'

'আমার ভাই ধারণা করতে পারেনি যে অর্গানাইজড একটা আর্মি প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।'

'এক সদস্যের আর্মি,' তিক্তকণ্ঠে বলল হুক। 'একটা টাওয়ারের মাথা থেকে গোটা ব্যাপারটা আমি দেখেছি। মন্দিরের ওপর একা একজন স্নাইপার প্রথমে অফিসারদের গুলি করে মারে, তারপর আপনার দুই স্কোয়াড ভাড়াটে সৈনিককে ঠেকিয়ে রাখে। ওদিকে তার সঙ্গী লোকটা একটা হেলিকপ্টার হাইজ্যাক করে। আপনার ভাই ভুল আর বোকামির খেসারত দিয়েছে।'

'প্রথম জানা গেল ওরা দু'জন বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর লোক, অথচ সাগর থেকে গোটা দলটাকে উদ্ধার করল নুমার একটা জাহাজ, ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।'

'দু'জনের মধ্যে একজন ছিল বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর ইন্সট্রাক্টর, সে নুমার অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টরও বটে,' বলল হুক। 'সব তথ্য এখনও আমরা পাইনি, তবে যা পেয়েছি শুনলে আপনার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।'

'এখনও ওদেরকে থামানো যায়... ।'

'ভুলে যান। মার্কিন সরকারের একটা জাহাজ ধ্বংস করে নিজেদের সর্বনাশ ঘটানোর কোন ইচ্ছে আমাদের নেই। ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। লিমা থেকে আমার এজেন্ট খবর পাঠিয়েছে, ড. রুবিনের খুন সহ সমস্ত ঘটনা প্রেসিডেন্ট ফুজিমোরিকে রিপোর্ট করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট স্বয়ং বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর ইন্সট্রাক্টর ওই মাসুদ রানার সঙ্গে রেডিওতে কথা বলেছেন। প্রেসিডেন্ট মন্ত্রীসভার জরুরী মীটিং ডেকেছেন, ধারণা করা হচ্ছে সেই মীটিঙে মাসুদ রানাকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। আজ সন্ধের মধ্যে খবরটা সারা দেশে প্রচার করা হবে। চাচাপয়াতে আমাদের দিন শেষ।'

'এখনও আমরা উপত্যকা থেকে পুরাকীর্তিগুলো উদ্ধার করে আনতে পারি।' ভাই মারা গেলেও লোভ ছাড়তে রাজি নন রুফিনাস।

মাথা ঝাঁকাল হুক। 'আমি আপনার চেয়ে এগিয়ে আছি। রকেট হামলার পর যা কিছু রক্ষা পেয়েছে সব তুলে আনার জন্যে ইতিমধ্যে রওনা হয়ে গেছে একটা টিম।'

'আমার বিশ্বাস সিটি অভ দ্য ডেড-এ একটা সূত্র পাওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর, যে সূত্র ধরে আমরা ড্রেকের কুইপু খুঁজে পেতে পারি।'

'ড্রেকের কুইপু,' দূরে তাকিয়ে বিড়বিড় করল হুক। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমাদের অর্গানাইজেশন ট্রেজারের খোঁজে অন্য এক সূত্র ধরে এরইমধ্যে কাজ শুরু করেছে।'

'ডেলগাডোর খবর কি? সে কি বেঁচে আছে?'

'দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, আছে। তার বাকি জীবন হবে নারী সংসর্গ বর্জিত।'

'খুবই খারাপ খবর। অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক ছিল সে।'

খেঁকিয়ে উঠল হুক, 'যে বেশি টাকা দেয় তার প্রতি বিশ্বস্ত। ডেলগাডো একটা সাইকোপ্যাথিক কিলার, প্রথম শ্রেণীর। আমি তাকে হুকুম দিলাম আমাদের অপারেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ড. রুবিনকে কিডন্যাপ করে কোথাও আটকে রাখো, কিন্তু তা না করে তাকে মেরে ফেলল সে, লাশটা বোকার মত ফেলে দিল কুয়ার ভেতর। ওটা একটা কুত্তার বাচ্চা।'

'এখনও তাকে দিয়ে আমাদের কাজ হতে পারে,' ধীরে ধীরে বললেন রুফিনাস।

'কিভাবে?'

'সন্দেহ নেই প্রতিশোধ নিতে চাইবে সে। ড. জুলিয়া আর ওই মাসুদ রানার পিছনে লেলিয়ে দেয়া যায়। ওরা বেঁচে থাকলে আন্তর্জাতিক কাস্টমস ইনভেস্টিগেটররা ওদেরকে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হিসেবে ব্যবহার করবে।'

'আপনার পরামর্শ মনে থাকবে আমার।'

রুফিনাস জানতে চাইলেন, 'সলপেমাচাকো এরপর কি করতে বলে আমাকে? এখানে আমার দিন শেষ। দেশের লোক এখন জানে আমি জাতীয় সম্পদ পাচার করছি, কাজেই ধরতে পারলে সারাজীবন জেলে পচতে হবে আমাকে।'

'আমার কাছে খবর আছে, স্থানীয় পুলিস আপনাকে গ্রেফতার করার অর্ডার পেয়েছে। এখানে তারা এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে বলে আমার ধারণা।'

কথা না বলে অনেকক্ষণ হুকের দিকে তাকিয়ে থাকলেন রুফিনাস। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আমি একজন স্কলার এবং বিজ্ঞানী, সাত ঘাটের পানি খাওয়া ক্রিমিনাল নই। আমাকে টরচার করা হলে কত কি ফাঁস করে দেব, বলা কঠিন।'

প্রচ্ছন্ন হুমকির মুখে মৃদু হাসল হুক। 'আমাদের জন্যে আপনি মূল্যবান অ্যাসেট, রুফিনাস। আপনাকে আমরা হারাতে পারি না। প্রাচীন আন্দেজ কালচারের ওপর আপনার জ্ঞান তুলনাহীন। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, আপনি পানামায় যাচ্ছেন। ওখানে আমাদের কালেকশন ফ্যাসিলিটির দায়িত্ব নেবেন আপনি। সম্পূর্ণ নতুন একটা পরিচয়ে।'

এতক্ষণে হাসলেন রুফিনাস। 'আমি জানতাম, আমি জানতাম। এতদিন আপনাদেরকে সার্ভিস দিয়েছি, আপনারা আমাকে ফেলে দিতে পারেন না। এত বড় পদ, বেতনও নিশ্চয়ই খুব বেশি হবে?'

'নিউ ইয়র্ক আর ইউরোপে আমাদের অকশন হাউসগুলোয় প্রাচীন নিদর্শন যা আসবে তার দামের শতকরা দুই পার্সেন্ট পাবেন আপনি।'

সলপেমাচাকো সিঁড়ির অনেক নিচের ধাপে রয়েছেন রুফিনাস, সংগঠনের অনেক গোপন তথ্যই তাঁর জানা নেই। প্রস্তাবটা পেয়ে মনে আশা জাগল, এবার নেটওঅর্কটা সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পাবেন তিনি, মোটা টাকাও রোজগার করবেন। 'দেশ থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে সাহায্য দরকার আমার,' বললেন তিনি।

'আপনি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন। আমার এয়ারক্রাফট চার ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে কলম্বিয়ায় পৌঁছে দিতে পারে।'

নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছেন না রুফিনাস। খানিক আগে মনে হচ্ছিল তাঁর জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে, অথচ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে ক্ষমতা ও টাকা আবার তাঁর নাগালের মধ্যে চলে এসেছে।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে হুক, তাড়াতাড়ি একটা সুটকেসে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র গোছগাছ করে নিচ্ছেন রুফিনাস। খানিক পর মোটর লঞ্চ থেকে নেমে এয়ারক্রাফটে চড়লেন দু'জন।

কলম্বিয়া আর দেখা হলো না রুফিনাসের। ইকুয়াডর-এর এক গ্রামে চাষীরা খেত থেকে আলু তুলছে, টিল্ট-রোটরের অদ্ভুত আওয়াজ শুনে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল তারা। জমিন থেকে ষোলোশো ফুট ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে আকাশযানটা। হঠাৎ করেই বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল সবাই। আকাশযান থেকে নিচে পড়ছে এক লোক। চাষীরা দেখল দুর্ভাগা লোকটা জীবিত। শূন্যে এলোপাতাড়ি হাত-পা ছুঁড়ছে সে, যেন এভাবে পতনটা রোধ করতে চাইছে।

খেতের পাশে পড়লেন রুফিনাস। ছুটে এসে চাষীরা দেখল, মাটির নিচে অনেকটা সেঁধিয়ে গেছে থেঁতলানো লাশ।

ষাট মাইল দূরে পুলিস স্টেশন, খবর দেয়ার ঝামেলায় না গিয়ে রুফিনাসকে তারা ছোট একটা কবরস্থানে মাটি চাপা দিল।

সী লায়নের কমিউনিকেশন সিস্টেম স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পৃথিবীর যে-কোন দেশের টেলিফোন সিস্টেমের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে। এই খবর রানার কাছ থেকে আগেই জেনেছে ড. জুলিয়া। জাহাজের ডেকে পা দিয়েই কমিউনিকেশন কেবিনে যেতে চাইল সে-স্নান, আহার ও বিশ্রাম গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অগত্যা ক্যাপ্টেন জিম কার্টিস রানাকে অনুরোধ করলেন পথ দেখাতে।

অপারেটরকে বলতেই পেরুর আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিল। অপরপ্রান্তে পাওয়া গেল একজন ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলকে। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করল জুলিয়া, জানাল অন্তত একজন মন্ত্রী অথবা মন্ত্রীর পদমর্যাদা আছে এমন কাউকে রিপোর্ট করবে সে। সাত-আট মিনিট অপেক্ষা করার পর পেরুর প্রত্নতাত্ত্বিক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অপরপ্রান্তে এলেন। কুয়ায় ও মৃত্যু-প্রাসাদে কি ঘটেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিল জুলিয়া, শামিম ও রানার ভূমিকাও ব্যাখ্যা করল। মন্ত্রী ভদ্রলোক প্রতিশ্রুতি দিলেন, কালবিলম্ব না করে সমস্ত ঘটনা স্বয়ং প্রেসিডেন্টকে জানাচ্ছেন তিনি।

একজন আর্কিওলজিস্ট হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করল জুলিয়া। কিন্তু তার রিপোর্ট যে কি প্রতিক্রিয়া ঘটাতে যাচ্ছে সে-সম্পর্কে তার বা রানার কোন ধারণা ছিল না। এক ঘণ্টাও পেরোয়নি, লিমায় বাংলাদেশ কনসুলেট থেকে একটা ফোন এল সী লায়নে, রানার সঙ্গে কথা বলতে চান কনসাল জেনারেল।

ভদ্রলোক রানাকে জানালেন, এই মুহূর্তে তিনি পেরুর প্রেসিডেন্ট ভবনে রয়েছেন। মি. ফুজিমোরি ওর সঙ্গে কথা বলতে চান।

সামান্য হলেও বিব্রত বোধ করল রানা। ও কিছু বলার আগেই অপরপ্রান্ত থেকে প্রেসিডেন্ট ফুজিমোরি বললেন, 'আর সব কিছু বাদ দিলেও, আপনি আমার দেশের দশজন ছাত্র-ছাত্রীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন, মি. রানা। অসংখ্য ধন্যবাদ, স্যার।'

'মি. প্রেসিডেন্ট, আমাকে লজ্জা দেবেন না। আমি শুধু সবাইকে নিয়ে ও সবার সহযোগিতায় আত্মরক্ষা করেছি মাত্র।'

'এইমাত্র আপনার পরিচয় সম্পর্কে অবগত হয়েছি আমি, মি. রানা। আপনি সম্ভবত জানেন প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট ও ট্রেজার সংক্রান্ত ব্যাপারে বিরাট এক সমস্যায় ভুগছে আমার দেশ। বিশ্ব-বিখ্যাত রানা এজেন্সি এ-ব্যাপারে হয়তো সাহায্য করতে পারে। একটু পরই মন্ত্রীসভার মীটিং বসতে যাচ্ছে, দেখি কি সিদ্ধান্ত হয়। আরেকবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, মি. রানা। শিগ্‌গির একদিন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে, এই আশায় থাকলাম।'

পেরুর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা হবে ওর? শিগ্‌গির? ব্যাপারটা ঠিক বুঝল না রানা।

ফোনে এরপর কনসাল জেনারেল ওকে জানালেন, ঢাকা থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ট্রেনিং কোর্স সমাপ্ত হওয়ায় বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর ইউনিট আগামী পরশু পেরু ত্যাগ করবে, তবে তাদের সঙ্গে রানা ও শামিম থাকবে না। বলা হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষায় থাকতে হবে।

তিন ঘণ্টা পর, বিকেল চারটের দিকে আরও একটা মেসেজে রানাকে জানানো হলো, মন্ত্রীসভার মীটিং ডেকে পেরু সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রানা এজেন্সির সঙ্গে তারা একটা চুক্তি করতে চায়। চুক্তিটা হবে প্রাচীন অ্যার্টিফ্যাক্ট ও ট্রেজার আবিষ্কার, উদ্ধার ও পাচার রোধ সংক্রান্ত। চুক্তির শর্ত নিয়ে আলোচনা করার জন্যে রাজধানী লিমায় সশরীরে রানার উপস্থিত থাকা দরকার। তবে ও যদি সময় দিতে না পারে, মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান সোহেল আহমেদকে লিমায় পাঠাবেন, চুক্তির শর্তাবলী নিয়ে পেরু সরকারের সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে। এই মুহূর্তে বিশেষ একটা কাজে দক্ষিণ আমেরিকার অন্য এক রাষ্ট্রে রয়েছে সে।

সী লায়নে মহিলা ক্রু মাত্র একজনই, তিনি মেরিন জিওলজিস্ট। ভদ্রমহিলা তাঁর ওয়ার্ডরোব পেরুভিয়ান ছাত্রীদের একরকম দানই করে দিলেন, ফলে পরার কাপড় নিয়ে মেয়েগুলোকে সমস্যায় পড়তে হয়নি। আর পুরুষ ক্রুদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটখাট আকৃতির এক বিজ্ঞানী ড. জুলিয়াকে একজোড়া কভারঅল ধার দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে স্নান, লাঞ্চ ইত্যাদি সেরে ক্যাপ্টেনের কেবিনে ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে নিয়েছে জুলিয়া। সন্ধের খানিক আগে রানার সঙ্গে দেখা হলো তার, ক্যাপ্টেনের কেবিনেই। রানা নক করতে দরজা খুলে দিল জুলিয়া। কথা না বলে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা।

তারপর নিস্তব্ধতা ভাঙল জুলিয়া, 'আপনাকে আমি তো চিনতেই পারছি না।' ইতিমধ্যে শাওয়ার সেরে দাড়ি কামিয়েছে রানা, গায়ে চড়িয়েছে রঙচঙে প্রিন্টেড হাওয়াইন শার্ট, কোমরে হালকা প্যাকস। ব্যাকব্রাশ করা কালো কুচকুচে চুল, খাড়া নাক, মায়াভরা চোখ, সব খুঁটিয়ে দেখল জুলিয়া। রানা ব্যাপারটা লক্ষ করছে বুঝতে পেরে লালচে হয়ে উঠল তার চেহারা।

'আমি কিন্তু আপনাকে ঠিকই চিনতে পারছি, তবে স্বীকার না করলে অন্যায় হবে যে আগের চেয়েও সুন্দর লাগছে আপনাকে,' বলল রানা। 'ডিনারের আগে জাহাজটা একবার ঘুরেফিরে দেখবেন নাকি?'

'সানন্দে,' রানার আপামদমস্তকে আরেকবার চোখ বুলাল জুলিয়া, কড়া শাসন করেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হলো। 'আমি ভেবেছিলাম আমাকে আপনার কেবিনে ঠাঁই দেয়া হবে। তারপর জানতে পারলাম, ক্যাপ্টেন ভদ্রলোক উদারতা দেখিয়ে তাঁর নিজের কেবিনটা ছেড়ে দিয়েছেন আমাকে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'লাকি ড্র-তে হেরে গেছি আমি।'

'আপনি একটা ভণ্ড, মাসুদ রানা। সুযোগ-সন্ধানীর অভিনয় করলেও আপনি তা নন।'

'আমি আসলে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করায় বিশ্বাসী।'

হঠাৎ অস্বস্তিবোধ করল জুলিয়া। তার সন্দেহ হলো, রানার চোখের গভীর দৃষ্টি তার মন পড়ে ফেলছে। সে ভাবল, ভদ্রলোক বোধহয় ধরে নিয়েছেন তার জীবনে অন্য কোন পুরুষ আছে। জোর করে হাসল জুলিয়া, একটা হাত দিয়ে রানার হাতটা জড়াল, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কোত্থেকে শুরু করব আমরা?'

'নিশ্চয়ই জাহাজটা ঘুরেফিরে দেখার কথা বলছেন?'

'তাছাড়া কি?'

সী লায়ন একটা সায়েন্টিফিক ওঅর্ক বোট, সুপার-সাইজমিক ভেসেল। গভীর সাগরে জিওফিজিক্যাল রিসার্চের জন্যে ডিজাইন করা হলেও, অন্যান্য সাবসী অপারেশনও চালাতে পারে। পানির তলায় কাজ করার জন্যে দৈত্যাকার সব ক্রেন আর উইঞ্চ আছে। সাগরের তলা খুঁড়ে মাইনিং অপারেশন চালানো থেকে শুরু করে ডুবন্ত জাহাজ উদ্ধার পর্যন্ত সব কাজই করা যায়। বো থেকে স্টার্ন পর্যন্ত বিস্তার একটা ফুটবল মাঠকে ছাড়িয়ে যাবে। জাহাজে বিশজন ক্রু সহ পঁয়ত্রিশ জন বিজ্ঞানী রয়েছেন এই মুহূর্তে। বাইরে থেকে দেখে মনে না হলেও, ভেতরের লিভিং কোয়ার্টার যে-কোন প্যাসেঞ্জার লাইনার-এর মতই বিলাসবহুল। সী লায়নের ডাইনিংরুমকে প্রথম শ্রেণীর রেস্তোরাঁর সঙ্গে তুলনা করা যায়।

পথ দেখিয়ে জুলিয়াকে নেভিগেশন ব্রিজে নিয়ে এল রানা। 'এটা আমাদের ব্রেন সেন্টার,' বলে সারি সারি ডিজিটাল ডিসপ্লে, কমপিউটর আর ভিডিও মনিটর দেখাল ও, ব্রিজের পুরোটা প্রস্থ দখল করে থাকা একটা লম্বা কনসোল-এ সাজানো রয়েছে ওগুলো। 'জাহাজের প্রায় সমস্ত কিছু এখান থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, শুধু ডীপ ওয়াটার ইকুইপমেন্ট বাদে।'

'হেল্‌ম্ কোথায়?' জিজ্ঞেস করল জুলিয়া।

'পুরনো আমলের হুইল এখন আর নেই, অন্তত এখানে দেখতে পাবেন না।' জুলিয়াকে জাহাজের অটোমেটিক কন্ট্রোল দেখাল রানা, একটা কনসোল-এ সাজানো লিভার ও রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট। 'এখন কমপিউটরের সাহায্যে নেভিগেশনের কাজ সারা হয়। ক্যাপ্টেন ইচ্ছে করলে তাঁর ভয়েস কমাণ্ড দিয়েও জাহাজ চালাতে পারেন।'

'নুমায় আপনি কি বা নুমাই বা কি, আপনি আমাকে বুঝিয়ে বলেননি,' অভিযোগের সুরে বলল জুলিয়া।

'আমি অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করি, সাগর সম্পর্কে কৌতূহল আর খানিকটা অভিজ্ঞতা আছে,' বলল রানা। 'পেশায় আমাকে আপনি একজন গোয়েন্দাও বলতে পারেন—রানা এজেন্সির সূত্রে। এ-সব এবং অন্যান্য আরও কিছু কারণে নুমা আমাকে অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর নুমা হলো যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সি, সাগরের তলায় অভিযান পরিচালনা আর গবেষণা করাই ওদের কাজ।'

'আপনার দেশের নৌ ইউনিট তো ফিরে যাচ্ছে, নুমায় এখন আপনি কি দায়িত্ব পালন করবেন?'

'আমরা এখানে সাগরের তলা চষে বেড়াব নতুন ওষুধের সন্ধানে,' জবাব দিল রানা।

'আজকাল তাহলে ওষুধের খোঁজে বিজ্ঞানীরা সাগরের তলায় তল্লাশি চালাচ্ছেন?' বিস্মিত হলো জুলিয়া।

'প্রয়োজন বড় বালাই। জমিন বা ডাঙা থেকে ওষুধ পাওয়া যেতে পারে এমন উৎসের শতকরা নব্বুই ভাগই ব্যবহার করা হয়ে গেছে,' বলল রানা।

অ্যাসপিরিন আর কুইনাইন এসেছে গাছের ছাল থেকে। সাপের বিষ, ব্যাঙ ও শুকরের গ্ল্যাণ্ড থেকে পাওয়া লসিকা ইত্যাদি ওষুধ তৈরির কাজে লাগছে। কিন্তু সাগরের গভীরে যে-সব প্রাণী ও উদ্ভিদ রয়েছে সেগুলো এখনও ব্যবহার করা হয়নি। আমাদের বিজ্ঞানীরা আশা করছেন সাধারণ সর্দি, ক্যানসার থেকে শুরু করে এইডস-এর ওষুধও সাগরের তলা থেকে পাওয়া যেতে পারে।'

'বলেন কি! এ-ব্যাপারে আমি দেখছি একেবারেই অজ্ঞ। কতজন বিজ্ঞানী কাজ করছেন এ-নিয়ে?'

'সারা দুনিয়ায় পঞ্চাশ কি ষাটজন। মেরিন মেডিকেল রিসার্চ এখনও তার শৈশবে রয়েছে।'

'বাজারে কবে নাগাদ ওষুধগুলো পাব আমরা?'

মাথা নাড়ল রানা। 'রেগুলেটরি অবস্ট্যাকল পেরুনো অত্যন্ত কঠিন। ডাক্তাররা এ-সব ওষুধ আরও দশ বছর পর প্রেসক্রাইব করবেন।'

ব্রিজ থেকে জুলিয়াকে নিয়ে ল্যাবরেটরিতে চলে এল রানা। এখানে একদল কেমিস্ট ও মেরিন বায়োলজিস্ট সাগর থেকে তোলা পদার্থ নিয়ে কাজ করছেন। জুলিয়া জানতে চাইল, 'এ-সবে আপনার ভূমিকা কি?'

'আমার বন্ধু ববি মুরল্যাণ্ড আর আমি রোবোটিক ভেহিকেল নিয়ে সাগরের তলা চষি, উদ্ভিদ আর খুদে প্রাণী সংগ্রহ করি। বিজ্ঞানীরা ওগুলো নিয়েই গবেষণা করেন।'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল জুলিয়ার। 'আপনার কাজ আমার কাজের চেয়ে বেশি মজার।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমি একমত নই। নিজের প্রাচীন ইতিহাস জানার কৌতূহল মানুষের চিরন্তন। তা না হলে মিশর, রোম আর এথেন্সে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখার জন্যে প্রতি বছর এত মানুষ যায় কেন? নিজেকে চিনতে হলে মানুষকে তার অতীত জানতে হবে। এর চেয়ে মজার কাজ আর কিছু হতে পারে না।'

ডেকে বেরিয়ে এসে রেইলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়াল ওরা, এই সময় ওদের দিকে এগিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন জিম কার্টিস।

'আমার ওপর হুকুম হয়েছে পেরুভিয়ান ছাত্র-ছাত্রীদের লিমার পোর্ট সিটি ক্যালাও-এ নামিয়ে দিতে হবে।'

'আপনি অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। নুমার ডিরেক্টর তিনি।

'হ্যাঁ। আপনাকে তিনি একটা অনুরোধ করেছেন। সিঙ্ক-হোলে ফিরে গিয়ে আপনারা যেন ড. গ্যারি রুবিনের লাশটা উদ্ধার করেন। কী ওয়েস্ট-এর রিসার্চ ল্যাব থেকে তিনি জর্জ রেডক্লিফকে পাঠাচ্ছেন, সী লায়নে আপনার জায়গায় কাজ করার জন্যে।' জর্জ রেডক্লিফ নুমার ডিরেক্টর অভ অপারেশনস। 'ক্যালাও-এর ডকে আমাদের সঙ্গে দেখা হবে তার।'

ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল রানার। রেডক্লিফ হলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের ডান হাত, পঁয়ষট্টি হাজার মাইল দূর থেকে তাঁকে কেন পাঠাবার দরকার হলো?

'কি ব্যাপার বলুন তো?'

'বলতে পারছি না,' কাঁধ ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন, তারপর জুলিয়ার দিকে তাকালেন। 'জর্জ রেডক্লিফ আপনাকে একটা মেসেজ দিয়েছেন, মিস জুলিয়া, ডেল নিকোলাসের তরফ থেকে। বললেন, নামটা বললেই আপনি তাঁকে চিনবেন।'

মাথা ঝাঁকাল জুলিয়া। 'হ্যাঁ, চিনি। ডেল নিকোলাস ইউ. এস. কাস্টমস সার্ভিসের আণ্ডারকভার এজেন্ট, পুরাকীর্তি পাচার সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ।'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'মি. নিকোলাস আপনাকে জানাতে বলেছেন যে তাঁর ধারণা টিয়াপোলো-র গোল্ডেন বডি সুট তিনি সম্ভবত খুঁজে পেয়েছেন। শিকাগোর এক প্রাইভেট কালেকটর-এর কাছে আছে সেটা।'

ছ্যাঁৎ করে উঠল জুলিয়ার বুক, সেই সঙ্গে মাথাটাও যেন ঘুরে উঠল। তাড়াতাড়ি রেইলিংটা আঁকড়ে ধরল সে।

'ভাল খবর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মুখ খুলল জুলিয়া, কিন্তু কোন আওয়াজ বেরুল না। স্তম্ভিত দেখাচ্ছে তাকে।

তার কোমরে একটা হাত জড়াল রানা। 'কি হলো? আপনি অসুস্থ বোধ করছেন?'

'টিয়াপোলোর গোল্ডেন বডি সুট,' বিড়বিড় করল জুলিয়া, 'উনিশশো বাইশ সালে সেভাইল-এর ন্যাশনাল মিউজিয়াম থেকে ডাকাতি হয়ে যায়। দুনিয়ার যে-কোন আর্কিওলজিস্ট তার সারাজীবনের সঞ্চয়ের বিনিময়ে হলেও ওটা পরীক্ষা করার সুযোগ হাতছাড়া করবে না।'

'কেন? কি বৈশিষ্ট্য ওটার?'

'দক্ষিণ আমেরিকা থেকে উদ্ধার করা সবচেয়ে মূল্যবান আর্টিফ্যাক্ট বলে মনে করা হয় ওটাকে, ঐতিহাসিক তাৎপর্যের কারণে,' বলল জুলিয়া, সে যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে এখনও। 'ওটা একটা গোল্ড কেসিং, নেমল্যাপ নামে পরিচিত বিখ্যাত চাচাপয়ান জেনারেল-এর মমির খোল—পায়ের আঙুল থেকে মাথা পর্যন্ত। স্প্যানিশ যোদ্ধারা ১৫৪৭ সালে উঁচু পাহাড়ে টিয়াপোলো নামে এক শহরে নেমল্যাপের সমাধি আবিষ্কার করে। পুরনো দুটো ডকুমেন্টে ঘটনাটা রেকর্ড করা হয়, কিন্তু আজ টিয়াপোলোর অবস্থান অজানা। সুটটার আমি শুধু সাদা-কালো ফটো দেখেছি। হাতুড়ি দিয়ে পেটা ধাতুর জটিল কাজ দেখলে আপনার দম বন্ধ হয়ে আসবে। আইকনোগ্রাফী, ট্র্যাডিশনাল ইমেজ, ইন্টেরিয়র ডিজাইন অত্যন্ত সফিসটিকেটেড, সব মিলিয়ে ছবির মাধ্যমে একটা কিংবদন্তীকে রেকর্ড করা হয়েছে।'

'পিকচার রাইটিং, মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক-এর মত?'

'মিল আছে।'

'ইলাসট্রেটেড কমিক স্ট্রিপ বলা যেতে পারে,' ডেকে বেরিয়ে এসে বলল শামিম, জাহাজে ওঠার পর থেকে পেরুভিয়ান ছাত্রীদের দেখাশোনা করছে সে।

তার কথা শুনে হেসে উঠল জুলিয়া। 'তবে শুধু প্যানেলগুলো ছাড়া। ওই প্যানেলের অর্থ আজও পুরোপুরি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অস্পষ্ট উল্লেখ ইঙ্গিত

দেয় নৌকা নিয়ে দূরপাল্লার কোন অভিযানে বেরুনো হয়েছিল–আজটেক সাম্রাজ্যের বাইরে কোথাও।'

'কি কারণে?'

'হুয়াসকার-এর বিপুল রাজকীয় ট্রেজার লুকানোর জন্যে। হুয়াসকার ছিলেন ইনকা রাজা, এক যুদ্ধে বন্দী ও খুন হন তাঁর ভাই আথাহুয়ালপা-র হাতে। আথাহুয়ালপা আবার খুন হন স্প্যানিশ ফ্রান্সিসকো পিজারোর হাতে। হুয়াসকারের কাছে পবিত্র একটা নিরেট সোনার চেইন ছিল, দুশো চোদ্দ মিটার লম্বা। স্প্যানিয়ার্ডদের দেয়া ইনকাদের একটা তথ্যে বলা হয়েছে, দুশো লোক ধরেও সহজে ওটাকে তুলতে পারত না।'

'যদি ধরি মানুষ তার নিজের ওজনের শতকরা ষাট ভাগ তুলতে পারে,' বলল শামিম, 'তাহলে আপনি নয় হাজার কিলোগ্রাম অথবা বিশ হাজার পাউণ্ড সোনার কথা বলছেন। মাই গড! বর্তমান বাজার দরে বিক্রি করলে একশো মিলিয়ন ডলারের বেশি দাম পাওয়া যাবে।'

'বলেন কি!' তাজ্জব হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন।

'ওটা শুধু সোনার দাম,' বলল জুলিয়া। 'আর্টিফ্যাক্টটা অমূল্য সম্পদ।'

'স্প্যানিশরা ওটা কোনদিনই খুঁজে পায়নি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না। রাজকীয় বিপুল সম্পদের সঙ্গে চেইনটাও অদৃশ্য হয়ে যায়। আপনারা বোধহয় সবাই শুনেছেন হুয়াসকারের ভাই আথাহুয়ালপা নিজের মুক্তির বিনিময়ে পিজারোকে একটা ঘর ভর্তি সোনা দিতে চেয়েছিলেন–ঘরটা লম্বায় হবে সাত মিটার, চওড়ায় পাঁচ মিটার। আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আথাহুয়ালপা, হাত তুলে চারদিকের দেয়ালে একটা রেখা তৈরি করেছিলেন, মেঝে থেকে বারো ফুট ওপরে। অর্থাৎ এই পরিমাণ সোনা দেয়া হবে। পাশে আরও একটা ছোট ঘর ছিল, সেটা রুপো দিয়ে ভরে দেয়া হবে দু'বার।'

'মুক্তিপণের এই রেকর্ড কেউ কোন-দিন ভাঙতে পারবে না,' মন্তব্য করলেন ক্যাপ্টেন কার্টিস।

'কিংবদন্তী হলো,' বলে চলেছে জুলিয়া, 'আথাহুয়ালপা বিভিন্ন প্রাসাদ, মন্দির আর ধনী ব্যবসায়ীদের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণে সোনার তৈরি জিনিস-পত্র বাজেয়াপ্ত করেন। কিন্তু সংগ্রহের হার এক সময় কমে যায়, ফলে তিনি তাঁর ভাইয়ের ধন-সম্পদের দিকে হাত বাড়ান। হুয়াসকার-এর চর পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে সাবধান করে দেয়, পরামর্শ দিয়ে বলে আথাহুয়ালপা বা পিজারো তৎপর হয়ে ওঠার আগেই রাজকীয় ট্রেজার যেন অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলা হয়। বিশ্বস্ত চাচাপয়ান বীরযোদ্ধাদের প্রহরায়, জেনারেল নেমল্যাপ-এর নেতৃত্বে, টন টন সোনা আর রূপা, চেইনটা সহ; একটা হিউম্যান ট্রেনের সাহায্যে গোপনে স্থানান্তর করা হয় উপকূলে। ওখানে নল খাগড়া দিয়ে তৈরি নৌকা বা ভেলায় তোলা হয় সব, তারপর উত্তরের অজ্ঞাত গন্তব্যের উদ্দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়।'

'এই গল্পের সত্যতা সম্পর্কে কোন প্রমাণ আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'১৫৪৬ থেকে ১৫৬৮, এই সময়ের মধ্যে একজন ঐতিহাসিক ও অনুবাদক, বিশপ জুয়ান ডে আভিলা, পেরুভিয়ান কালচারের প্রথম পর্বের বিভিন্ন কাহিনীর

বর্ণনা দিয়েছেন। চাচাপয়ানদেরকে তিনি খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা দিতে চেষ্টা করছিলেন, এই সময় আলাদা আলাদা সূত্র থেকে চারটে গল্প শোনানো হয় তাঁকে। প্রতিটি গল্পেরই মূল কথা ছিল, ইনকা রাজ্যের বিপুল ট্রেজার তাদের পূর্ব-পুরুষরা সাগর পথে একটা দ্বীপে পৌঁছে দিয়ে আসে, দ্বীপটা আজটেক সাম্রাজ্যের বাইরে কোথাও ছিল। সমস্ত ট্রেজার ওই দ্বীপে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়। আরও বলা হয়েছে,' ডানা বিশিষ্ট একটা চিতা সেগুলো পাহারা দিচ্ছে, এভাবে পাহারা দিতে থাকবে যতদিন না ইনকারা ফিরে এসে আবার তা পেরুতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।'

'এখান থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত কোস্টাল আইল্যাণ্ড একশোর বেশি হবে তো কম না,' ক্যাপ্টেন কার্টিস বললেন।

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে অশান্ত সাগরের দিকে তাকাল জুলিয়া। 'কিংবদন্তীর আরও একটা উৎস আছে,' বলল সে।

'তা-ও শোনা যাক,' উৎসাহ দিল রানা।

'বিশপ যখন চাচাপয়ানদের প্রশ্ন করছিলেন, এক গল্প থেকে একটা জেড-বক্সের কথা বেরিয়ে আসে। ওই জেড বক্সটায় নাকি অভিযানের বিশদ বর্ণনা সংরক্ষিত আছে।'

'কোন পশুর চামড়ায় আঁকা প্রতীক চিহ্ন?'

'না। একটা কুইপু,' মৃদুকণ্ঠে বলল জুলিয়া।

মাথাটা একদিকে কাত করে তাকালেন ক্যাপ্টেন কার্টিস। 'একটা কি?'

'কুইপু, গাণিতিক সমস্যার সমাধান ও রেকর্ড রাখার ইনকা পদ্ধতি। দারুণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে ব্যাপারটার মধ্যে। এক ধরনের প্রাচীন কমপিউটর বলা যেতে পারে, রঙিন সুতো ব্যবহার করা হয়, বিভিন্ন দূরত্বে গিঁট দিয়ে। রঙগুলো বিভিন্ন জিনিস বোঝায়- নীল ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে, লাল রাজার, ধূসর স্থান ও শহরের, সবুজ জনগণের, এভাবে। হলুদ সুতো সোনার আর সাদা সুতো রূপার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। গিঁটগুলো হয়তো সংখ্যা বোঝায়, যেমন সময়ের হিসাব।'

'গিঁট দেয়া এই সুতোর সাহায্যে অভিযানের সময়, দূরত্ব আর অবস্থান জানানো হয়েছে, আপনি বলতে চাইছেন?'

'একা শুধু আমার নয়, আর্কিওলজিস্টদের প্রায় সবারই তাই বিশ্বাস।'

'জেড-বক্সটা কোথায় গেল সে-সম্পর্কে কোন সূত্র নেই?'

'একটা গল্পে বলা হয়েছে স্প্যানিয়ার্ডরা কুইপা সহ বাক্সটা পায়, কিন্তু ওটার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে পাঠিয়ে দেয় স্পেনে। একটা ট্রেজার গ্যালিয়নে ছিল ওটা, যাচ্ছিল পানামায়। গ্যালিয়নে প্রচুর পরিমাণে অ্যার্টিফ্যাক্ট ছিল, ছিল সোনা ও রূপা। স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক ওটা দখল করে নেন।'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল রানা। 'চাচাপয়ান ট্রেজার ম্যাপ ইংল্যাণ্ডে চলে যায়?'

'সারা দুনিয়া ঘুরে ইংল্যাণ্ডে ফিরে ড্রেক জেড-বক্স বা কুইপু সম্পর্কে কিছুই বলেননি।' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল জুলিয়া। 'যদিও সেই সময় থেকেই ম্যাপটার নামকরণ করা হয় ড্রেক কুইপু। তবে কোনদিনই আর সেটার দেখা

পাওয়া যায়নি।'

'গল্পটা তেমন্ জমল না,' বিড়বিড় করল রানা, তাকিয়ে আছে দিগন্তে, চোখে কেমন যেন ঘোর লাগা দৃষ্টি, 'তবে গল্পের ইন্টারেস্টিং অংশটুকু এরপর তৈরি হবে।'

খানিক ইতস্তত করে জুলিয়া জিজ্ঞেস করল, 'এ-কথা বলছেন কেন?'

'কারণ জেড বক্সটা আমি খুঁজে বের করতে যাচ্ছি।'

'আপনি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।' হেসে উঠলেন ক্যাপ্টেন কার্টিস।

কথা না বলে তাঁর দিকে শুধু ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল রানা।

সাত

বিউ মরটন বিশালদেহী মানুষ। তার একটা শখ হলো খাওয়া, একাই পাঁচজনের খাবার এক বসায় সাবাড় করতে পারে। অপর শখটি হলো পুরনো দিনের জাহাজ সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখা ও পড়াশোনা। রাজধানীর বাইরে, জর্জটাউনে তার নিজের বাড়িতে কখনও কাউকে আমন্ত্রণ জানায় না সে, কারণ হলো বাড়ির সর্বত্র শুধু বই আর বই, কাউকে বসতে দেয়ার উপায় নেই। তার বইয়ের সংগ্রহ ক্যাটালগ করতে চাইলে দশজন লোকের কয়েক মাস লেগে যাবে। তবে মরটন জানে কোন বইটা কোথায় আছে, কেউ চাইলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বের করে দিতে পারবে।

লাল পা'জামার ওপর সোনালি আলখাল্লা পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে, কাঁচি দিয়ে গোঁফ ছাঁটছে, এই সময় ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে বলল, 'মরটন। সংক্ষেপে বলুন।'

'হ্যালো, পচা আবর্জনা।'

'রানা!' গলাটা চিনতে পেরে যেন বিস্ফোরিত হলো মরটন। 'ওহে, তুমি না কথা দিয়েছিলে তোমার দেশের বিড়ি প্রেজেন্ট করবে আমাকে? কই?'

'আমার নিউইয়র্ক অফিসের ডেস্কে পড়ে আছে,' বলল রানা। 'আমেরিকা ছাড়ার আগে ডাকে ফেলতে ভুলে গেছি। দুঃখিত।'

'কোত্থেকে বলছ তুমি?'

'পেরুর উপকূলে, একটা জাহাজ থেকে।'

'ওখানে তুমি কি করছ জিজ্ঞেস করতে ভয় লাগছে আমার।'

'সে এক লম্বা ইতিহাস।'

'তোমার সব গল্পই কি তাই নয়?'

'একটা ব্যাপারে তোমার সাহায্য দরকার আমার।'

'এবার কোন্ জাহাজের খবর দরকার?'

'দা গোল্ডেন হাইণ্ড।'

'ফ্রান্সিস ড্রেকের গোল্ডেন হাইণ্ড?'

'হ্যাঁ। ড্রেক একটা স্প্যানিশ গ্যালিয়ন দখল করেছিলেন...।'

রানাকে থামিয়ে দিয়ে মরটন বলল, 'নুয়েস্ট্রা সেনোরা ডে লা কনসেপশন। ওটার ক্যাপ্টেন ছিলেন জুয়ান ডে অ্যান্টন। ক্যালাও ডে লিমা থেকে যাচ্ছিল পানামা সিটি, কার্গো ছিল সোনা আর ইনকা আর্টিফ্যাক্টস। যতদূর আমার মনে পড়ে, সময়টা ছিল পনেরোশো আটাত্তর সালের মার্চ মাস।'

অপরপ্রান্তে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল রানা, তারপর বলল, 'আচ্ছা, বলতে পারো, তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় কেন আমার মনে হয় তুমি আমার সাইকেলটা চুরি করে নিয়ে যাবে?'

হো হো করে হেসে উঠে মরটন বলল, 'ঠিক কি জানতে চাও বলো দেখি।'

'কনসেপশন দখল করার পর কার্গো নিয়ে কি করলেন ড্রেক?'

'ঘটনাটা রেকর্ড করা আছে। মূল্যবান পাথর, মুক্তা, সোনা আর রূপা গোল্ডেন হাইণ্ডে লোড করেন তিনি। সব মিলিয়ে পরিমাণে অনেক। ফলে তাঁর জাহাজ ওভারলোড হয়ে যায়, তাই উপকূলের কাছাকাছি ক্যানো দ্বীপে কয়েক টন রূপা নামিয়ে রাখেন।'

'আর ইনকা ট্রেজার?'

'সেগুলো কনসেপশনের কার্গো হোল্ডে থেকে যায়। ড্রেক তারপর দক্ষ কয়েকজন ক্রুকে দিয়ে গ্যালিয়নটাকে আটলান্টিক হয়ে ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেন।'

'ওটা কি বন্দরে পৌঁছেছিল?'

'না,' চিন্তিত স্বরে জবাব দিল মরটন। 'ধরে নেয়া হয় ওটা হারিয়ে গেছে।'

'ও। আমার ধারণা ছিল ওটা সম্পর্কে কোন খবর পাওয়া যাবে।'

'এখন মনে পড়ছে, কনসেপশনের নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে একটা কাহিনী শোনা গিয়েছিল।'

'সংক্ষেপে কি সেটা?'

'স্রেফ একটা গুজব। গ্যালিয়ন একটা টাইডাল ওয়েভ-এর কবলে পড়ে, উঠে যায় উঁচু জমিনের ভেতর দিকে। এই গুজবের সত্যতা প্রমাণিত হয়নি।'

'গুজবের উৎস সম্পর্কে কিছু জানো তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আরও গবেষণা দরকার। এক পাগল ইংরেজ এই গুজবের উৎস। তাকে পর্তুগীজরা আমাজন নদীর কিনারায় এক গ্রামে পেয়েছিল। দুঃখিত, এর বেশি আমি কিছু জানি না।'

'যদি একটু খবর নাও কৃতজ্ঞ বোধ করব।'

'কি বলছ! রেইন ফরেস্টে ঘুরে বেড়াচ্ছে উন্মাদ এক লোক, কয়েকশো বছর আগের ঘটনা, কোত্থেকে খবর নেব?'

'সাগরের কোন রহস্য যদি কেউ মীমাংসা করতে পারে তো এক তুমিই আছ, মরটন।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মরটন বলল, 'জেনে কি লাভ তোমার? এত আগ্রহের কি কারণ?'

'আমি আসলে একটা জেড-বক্স খুঁজছি, ভেতরে গিঁট দেয়া রঙিন সুতো আছে। ওটা আসলে ইনকা ট্রেজারের একটা সূত্র।'

আরও কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর মরটন বলল, 'তুমি যখন বলছ,

ঠিক আছে, দেখছি আমি।'

নুমা ভবনে দশতলার পুরোটা জুড়ে কমপিউটর ডাটা কমপ্লেক্স, কমপ্লেক্সে নিজের ছোট কামরায় বসে রয়েছে ল্যারি কিং, নুমার কমিউনিকেশন ও ইনফরমেশন নেটওঅর্ক-এর চীফ। সমুদ্রের স্রোত কিভাবে অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়া বদলে দিচ্ছে মনিটরে চোখ রেখে দেখছে সে, এই সময় ফোন বাজল।

রিসিভার তুলতেই ভেসে এল রানার কণ্ঠ, 'হ্যালো!'

'স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টরের গলা শুনে ভালই লাগছে। শুনতে পেলাম দক্ষিণ আমেরিকায় প্রমোদভ্রমণে আছ তুমি।'

'ভুল শুনেছ হে। শোনো, ল্যারি, সী লায়ন থেকে বলছি আমি। সাহায্য দরকার।'

'জানা কথা। শুধু সাহায্য দরকার হলেই ফোন করো তুমি।'

'প্রথমে সময়টা নোট করো। পনেরোশো আটাত্তর সাল, মার্চ মাস। এই সময় পেরুর লিমা ও পানামার মাঝখানের উপকূলে কোন টাইডাল ওয়েভ আঘাত করেছিল কিনা তোমার ডাটা ব্যাংকে একটু খোঁজ নাও।'

'সেভাইল-এর স্প্যানিশ আর্কাইভে এ-ধরনের ঘটনার উল্লেখ পুরনো ওয়েদার ও মেরিটাইম রেকর্ডে থাকলেও থাকতে পারে। আরেকটা সূত্র হতে পারে স্থানীয় লোকজন, তারা হয়তো লোককাহিনীতে বলে গেছে। সামাজিক ও ধর্মীয় ঘটনার রেকর্ড খুব যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করত ইনকারা, কাপড় অথবা মাটির পাত্রে।'

'তেমন কাজের সূত্র নয়,' বলল রানা। 'এই ঘটনার চল্লিশ বছর আগেই ইনকা সাম্রাজ্যের পতন ঘটে স্প্যানিশ যোদ্ধাদের হাতে। ঘটনার কোন রেকর্ড যদি করাও হয়ে থাকে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে কে জানে।'

'বেশিরভাগ টাইডাল ওয়েভ সৃষ্টি হয় সীফ্লোর মুভমেন্টের কারণে। ওই সময়কার জানা জিওলজিকাল ইভেন্ট জোড়া লাগালে একটা কিছু হয়তো পাওয়া যেতে পারে।'

'তোমার সাধ্যমত চেষ্টা করো, ল্যারি, প্লীজ। আমার জন্যে ব্যাপারটা খুব জরুরী।'

'তা না হয় হলো, কিন্তু তথ্যটা কেন তোমার দরকার তা তো বললে না।'

'জঙ্গলে হারিয়ে গেছে এমন একটা স্প্যানিশ গ্যালিয়ন খুঁজছি আমি।'

চিন্তার জন্যে সময় না নিয়েই ল্যারি কিং বলল, 'তোমার তল্লাশির এলাকা অনেক কমিয়ে দিতে পারি আমি।'

'হোয়াট? কি তুমি জানো যা আমি জানি না?'

আপনমনে হাসছে কিং। 'আন্দেজের পশ্চিম পাশের নিচু এলাকা আর পেরুর উপকূল, এর মাঝখানে গড়পড়তা তাপমাত্রা পঁয়ষট্টি ডিগ্রী ফারেনহাইট বা আঠারো ডিগ্রী সেলসিয়াস, সারা বছরের বৃষ্টিতে একটা গ্লাসও ভরবে না। ওখানে এমন কোন জঙ্গল নেই যে একটা জাহাজ হারিয়ে যাবে।'

'তাহলে কোথায় আমাকে খুঁজতে বলো তুমি?'

'ইকুয়েডর। সেই পানামা পর্যন্ত কোস্টাল এলাকা ট্রপিকাল।'

'তুমি একটা প্রতিভা, ল্যারি–তোমার প্রাক্তন স্ত্রী যা-ই বলুক না কেন।'
'আশা করি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একটা কিছু দিতে পারব তোমাকে।'
'ধন্যবাদ, ল্যারি।'

জেরি অ্যাডামস দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন শিল্পকর্ম সংগ্রহ করেন। শিকাগোর একটা বহুতলা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের এলিভেটর থেকে বারো তলায় বেরিয়ে নিজের বিলাসবহুল পেন্টহাউসে ঢুকলেন তিনি। শক্ত-সমর্থ খাটো মানুষ, মাথাটা কামানো, গোঁফ জোড়া বিশাল। সত্তরের কাছাকাছি বয়স তাঁর। ছ'টা প্রকাণ্ড অটো স্যালভেজ ইয়ার্ডের মালিক, যদিও দেখে মনে হয় শার্লক হোমসের প্রতিদ্বন্দ্বী কোন মারাত্মক ভিলেন।

কালোবাজার থেকে অবিশ্বাস্য চড়া দরে প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করা যাঁদের নেশা তাঁদের অনেকেই নিঃসঙ্গ জীবন কাটান, বিয়ে থা করেন না; জেরি অ্যাডামস তাঁদেরই দলে। সবার কাছ থেকে পালিয়ে থাকা তাঁর একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাঁর প্রি-কলম্বিয়ান আর্টিফ্যাক্ট-এর সংগ্রহ কারও দেখার সৌভাগ্য হয়নি। ওগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে শুধু তাঁর অ্যাকাউন্ট্যান্ট আর অ্যাটর্নি সচেতন, তবে তারাও জানে না সংগ্রহের তালিকাটা কত লম্বা।

উনিশশো পঞ্চাশ সালের দিকে নাৎসীদের কিছু স্মৃতিচিহ্ন মেক্সিকোতে পাচার করেছিলেন অ্যাডামস। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান বীরদেরকে পুরস্কার দেয়া ড্যাগার, নাইট-ক্রস মেডাল, হিটলারের সই করা ডকুমেন্ট ইত্যাদি ছিল তাতে। বিভিন্ন সংগ্রাহকদের কাছে ওগুলো বিক্রি করে পুঁজি যোগাড় করেন, ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন নিজের ব্যবসা–লোহা-লক্কড়ের বিশাল সাম্রাজ্য। এই ব্যবসা থেকে ইতিমধ্যে তিনি দুশো পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার আয় করেছেন।

উনিশশো চুয়াত্তর সালে পেরুতে বেড়াতে যান অ্যাডামস, দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন শিল্প সম্পর্কে তখনই তাঁর মনে আগ্রহ জন্মায়। ভাল বা মন্দ লোক, সবার কাছ থেকে কেনা শুরু করেন। সেই শুরু, এখনও তিনি কিনে যাচ্ছেন। পেন্টহাউসের হলরুমে ঢুকে বড়সড় একটা আয়নার সামনে দাঁড়ালেন তিনি। আয়নাটার ফ্রেম সোনালি গিলটি করা, অবিচ্ছিন্ন লতায় নগ্ন দেব শিশুরা পরস্পরকে জড়িয়ে রেখেছে। একটা দেবশিশুর মাথা ধরে মোচড় দিলেন অ্যাডামস, ক্লিক করে মৃদু শব্দ হলো, আয়নাটা একপাশে সরে যাওয়ায় বেরিয়ে পড়ল গোপন একটা দরজা। এরপর সিঁড়ি, নেমে গেছে বড় আকারের আটটা ঘরের দিকে। ঘরগুলোর চারদিকে শেলফ আর টেবিল আছে, ওগুলোয় সাজানো আছে দু'হাজার প্রি-কলম্বিয়ান আর্টিফ্যাক্ট। কোন কারণ নেই, তবু পা টিপে টিপে হাঁটছেন অ্যাডামস, তাঁর মূল্যবান সংগ্রহগুলো মাঝে মধ্যে আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখছেন, হাসছেন আপনমনে। এটা তাঁর রোজকার অভ্যাস, শোবার আগে একবার দেখে যাওয়া।

সবশেষে একটা গ্লাস কেস-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর সমস্ত সংগ্রহের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বেশি দামী। স্পটলাইটের আলোয় গ্লাস কেসের ভেতর ঝলমল করছে টিয়াপোলোর গোল্ডেন বডি সুট–হাত ও পা প্রসারিত,

মুখোশ আলোকিত হয়ে আছে অক্ষিকোটরে বসানো পান্না থেকে বিচ্ছুরিত দ্যুতিতে।

অ্যাডামস জানেন, সেভাইল-এর মিউজিয়াম থেকে বহু বছর আগে চুরি করা হয়েছে এটা। হাত বদল হতে হতে শেষ পর্যন্ত চলে আসে এক মাফিয়া গ্রুপের কাছে। বারো লক্ষ ডলার নগদ দিয়ে তাদের কাছ থেকে এটা কেনেন তিনি।

দেখা শেষ করে আলো নিভিয়ে দিলেন অ্যাডামস, ফিরে এলেন ওপরতলার হলরুমে, বন্ধ করে দিলেন আয়নাটা। গ্লাসে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি নিয়ে বেডরুমে ঢুকলেন, হাতে একটা পত্রিকা।

আর্টিফ্যাক্টস কালেক্টর জেরি অ্যাডামস ঘুমোবার আয়োজন করছেন, রাস্তার ওপারের আরেকটা সমান উঁচু অ্যাপার্টমেন্টে চোখে বিনকিউলার চেপে ধরে বসে আছেন ডেল নিকোলাস, ইউ. এস. কাস্টমস এজেন্ট। প্রায় এক হপ্তা হলো অ্যাডামসের ওপর নজর রাখছেন তিনি, তারপরও একঘেয়েমির শিকার নন। আণ্ডারকভার এজেন্ট নয়, তাঁকে দেখে মনে হয় ফুটবল কোচ। পাকা চুল কোঁকড়ানো, ব্যাকব্রাশ করা। তিনি একজন আফ্রিকান-আমেরিকান, গাঢ় কফির মত রঙ গায়ের। অবয়ব বুলডগের সঙ্গে মেলে। শরীর নয়, মাংসের পাহাড় বললেই হয়।

কাস্টমস অফিসারদের কাছে জেরি অ্যাডামস নামটা অত্যন্ত পরিচিত, সবাই জানে তিনি প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট সংগ্রহ করেন, বৈধ ও অবৈধ উপায়ে। তবে তাঁর বিরুদ্ধে আজও কাস্টমস কোন প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেনি। ডেল নিকোলাস এমনকি এ-ও জানেন না যে অ্যাডামস তাঁর সংগ্রহ কোথায় রেখেছেন। তবে যেহেতু প্রাচীন শিল্পকর্ম সম্পর্কে তাঁর ভাল পড়াশোনা আছে, ক্লিনিং লেডির সাপ্লাই দেয়া ফটোটা দেখেই তিনি চিনে ফেলেন টিয়াপোলোর গোল্ডেন বডি সুট।

সেই থেকে রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখা হচ্ছে অ্যাডামসের পেন্টহাউসের। কিন্তু ছয় দিন নজর রাখার পরও জানা যায়নি অ্যাডামস কোথায় রেখেছেন তাঁর সংগ্রহ। সাবজেক্টের রুটিনে কখনও কোন অনিয়ম ঘটে না। তাঁর অফিস মিশিগান এভিনিউ-এ, সেখানে তিনি চার ঘণ্টা বসেন। একটা কাফেতে বসে লাঞ্চ খান, সালাড আর বীন সুপ। বিকেলটা কাটান অ্যান্টিকস-এর দোকান আর আর্ট গ্যালারিতে ঘুরে। ডিনার খান নির্জন এক রেস্তোরাঁয়, তারপর হয় কোন সিনেমা দেখেন নয়তো থিয়েটারে যান। সাধারণত সাড়ে এগারোটার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসেন।

'ভদ্রলোকের জীবনে সুখ নেই,' মন্তব্য করল নিকোলাসের সহকর্মী, এজেন্ট উইলিয়াম বুন। 'এত টাকা, অথচ রোজ প্রায় একই খাবার খান। বউও নেই যে দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলবেন। অদ্ভুত এক প্রাণী।'

'আমি ভাবছি, লাখ লাখ ডলার দিয়ে জিনিসগুলো কেনার পর তিনি কি প্রায়ই ওগুলো দেখতে যাবেন না? এ-ধরনের কালেক্টরদের আমি চিনি, আর্টিফ্যাক্টের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন। অ্যাডামস সম্পর্কে বলা হয়, প্রি-কলম্বিয়ান আর্ট-এর যে সংগ্রহ তাঁর, দুনিয়ার কোন মিউজিয়ামেও এত জিনিস

নেই। সেগুলো তিনি লুকিয়ে রেখেছেন, শখ করে একবার দেখতেও যান না?'

'আমরা হয়তো ভুল তথ্য পেয়েছি,' বলল বুন। 'ক্লিনিং লেডি সম্পর্কে অভিযোগ আছে, মদ খেয়ে সব সময় মাতাল হয়ে থাকে। বলল ফটোটা সে পেয়েছে পেন্টহাউস থেকে, আমরাও তা বিশ্বাস করলাম!'

'আচ্ছা, পেন্টহাউসের কোন্ কামরাটায় জানালা নেই?'

'ফ্লোর প্ল্যানে রয়েছে দুটো বাথরুম, একটা প্যানট্রি, মাস্টার ও গেস্ট রুমের মাঝখানে ছোট্ট হল আর ক্লজিট।'

'কিছু একটা আমাদের চোখে ধরা পড়ছে না।'

'কি সেটা? জানালার পর্দা সব সময় সরানোই থাকে। পেন্টহাউসে যতক্ষণ থাকেন তিনি, তাঁর শতকরা নব্বুই ভাগ নড়াচড়া দেখতে পাই আমরা। ক্লজিট বা এক জোড়া বাথরুমে এক টন ট্রেজার লুকিয়ে রেখেছেন, এ সম্ভব নয়।'

'তা ঠিক। তবে লবি থেকে এলিভেটরে চড়ার পর তাঁকে আমরা ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট পর লিভিং রুমে ঢুকতে দেখি। এই সময়টা তিনি কোথায় থাকেন?'

'হয়তো বাথরুমে বসে থাকেন।'

'এতটা নিয়ম ধরে সেটা সম্ভব নয়।' কফি টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন নিকোলাস, পেন্টহাউসের ভাঁজ খোলা ব্লুপ্রিন্টের ওপর চোখ বুলালেন। এরার নিয়ে সম্ভবত পঞ্চাশবার পরীক্ষা করছেন ওটা। 'জিনিসটা এই বিল্ডিঙেই আছে কোথাও।'

'বিল্ডিংটার সবগুলো অ্যাপার্টমেন্ট সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছি আমরা,' বলল বুন। 'কোনটাই ভাড়া দেয়া হয়নি। যারা কিনেছে তারাই বসবাস করে।'

'অ্যাডামসের সরাসরি নিচের অ্যাপার্টমেন্টটা কার?'

একগাদা কমপিউটর প্রিন্টআউট নেড়েচেড়ে বুন বলল, 'জুলিয়াস সিলার আর তাঁর স্ত্রী তানিয়ার। সিলার খুবই নামকরা করপোরেট অ্যাটর্নি, ব্যবসায়ীদের কর ফাঁকি দেয়ার বুদ্ধি যোগান।'

বুনের দিকে তাকালেন নিকোলাস। 'শেষবার কবে ওঁদের দেখা গেছে অ্যাপার্টমেন্টে?'

একটা মোটা খাতায় চোখ বুলাল বুন। 'একবারও দেখা যায়নি।'

'চেক করলে হয়তো জানা যাবে সিলার শহরের কিনারায় বিশাল কোন বাড়িতে বাস করেন, এই অ্যাপার্টমেন্টে কখনও পায়ের ধুলো ফেলেননি।'

'হয়তো ছুটিতে কোথাও বেড়াতে গেছেন।'

রেডিওতে এজেন্ট বেলিণ্ডা চেলসি-র গলা ভেসে এল, 'বিল্ডিঙের বেসমেন্টে একটা বড়সড় ভ্যান ঢুকছে।'

'তুমি কি সামনের সিকিউরিটি ডেস্কে আছ, নাকি বেসমেন্ট চেক করছ?' জিজ্ঞেস করলেন নিকোলাস।

'এখনও লবিতে রয়েছি, তবে নজর রাখছি আশপাশে,' বেলিণ্ডা জবাব দিল। সুন্দরী ও স্বর্ণকেশী, বেলিণ্ডা কাস্টমসে যোগ দিয়েছে অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়। নিকোলাসের টিমে এই মেয়েটাই সবচেয়ে সেরা আণ্ডার কভার এজেন্ট। বিল্ডিংটার

ভেতর একমাত্র তাকেই পাঠানো হয়েছে।

'বেসমেন্টে যাও, ওদেরকে জিজ্ঞেস করো কি করছে,' নির্দেশ দিলেন নিকোলাস। 'খোঁজ নাও ওরা কিছু এনেছে, নাকি নিয়ে যাচ্ছে। কোন্ অ্যাপার্টমেন্টের কি জিনিস জানো। জিজ্ঞেস করো, এই অসময়ে কেন?'

'রওনা হয়ে গেছি,' হাই তোলার ফাঁকে বলল বেলিণ্ডা।

অ্যাডামসের পেন্টহাউসে এখন যেহেতু কোন আলো জ্বলছে না, বিনকিউলার রেখে দিয়ে স্যাণ্ডউইচে কামড় বসালেন নিকোলাস। খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে, বেলিণ্ডা রিপোর্ট করল, 'ভ্যানের লোকজন ফার্নিচার নামাচ্ছে, তোলা হবে উনিশ তলার একটা অ্যাপার্টমেন্টে। এত রাতে কাজ করতে হচ্ছে বলে অসন্তুষ্ট নয়, কারণ ওভারটাইমের পয়সা পাবে। মালিক তাড়াতাড়ি ডেলিভারি চেয়েছে, কারণটা বলতে পারছে না।'

'অ্যাডামসের অ্যাপার্টমেন্টে আর্টিফ্যাক্টস ডেলিভারি দিচ্ছে না তো?'

'ভ্যানের দরজা খুলে দেখাল আমাকে। ফার্নিচার।'

'ঠিক আছে, কয়েক মিনিট পরপর ওদের মুভমেন্ট সম্পর্কে রিপোর্ট করো।'

ওয়াল-ফোনের রিসিভার রেখে দিয়ে নোট প্যাডে খস খস করে কি যেন লিখল বুন, কিচেন থেকে ফিরে এসে নিকোলাসকে বলল, 'আপনার ধারণাই ঠিক, স্যার। জুলিয়াস সিলার লেক ফরেস্টের একটা বাড়িতে বাস করেন।'

'এ-ও আমি বাজি ধরে বলতে পারি যে সিলারের সবচেয়ে বড় মক্কেলের নাম জেরি অ্যাডামস।'

'তাহলে বলুন তো দেখি সিলার তাঁর অ্যাপার্টমেন্ট কাকে ভাড়া দিয়েছেন?'

'নিশ্চয়ই অ্যাডামসকে।'

হেসে উঠে বুন বলল, 'আমরা ইউরেকা বলতে পারি, স্যার।'

জানালার পর্দা সরিয়ে রাস্তার ওপারে, অ্যাডামসের লিভিং রুমে তাকালেন নিকোলাস, হঠাৎ করে রহস্যটা জেনে ফেলেছেন। 'হলরুম থেকে নেমে গেছে একটা গোপন সিঁড়ি,' বললেন তিনি। 'এলিভেটর থেকে নেমে গোপন একটা দরজা খোলেন অ্যাডামস, সিঁড়ি বেয়ে নিচের অ্যাপার্টমেন্টে নেমে যান। ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট ওখানেই তিনি কাটান, লুকানো ট্রেজার দেখে। তারপর উঠে আসেন নিজের পেন্টহাউসে, গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি ঢালেন, হাতে পত্রিকা নিয়ে শুতে যান।'

'কংগ্র্যাচুলেশন্স, স্যার। এখন শুধু একটা সার্চ ওয়ারেন্ট বের করতে পারলেই অ্যাডামসের পেন্টহাউসে সার্চ করতে পারি আমরা।'

মাথা নাড়লেন নিকোলাস। 'ওয়ারেন্ট দরকার, ঠিক। কিন্তু এজেন্টদের দল নিয়ে হানা দেয়া উচিত হবে না। শিকাগোয় অত্যন্ত প্রভাবশালী বন্ধু আছে অ্যাডামসের। তারা হৈ-চৈ বাধিয়ে দিলে মিডিয়াতে সমালোচনার ঝড় বয়ে যাবে, অ্যাডামস এমনকি কেসও করতে পারেন, বিশেষ করে আমরা যদি কিছু না পাই। যা কিছু করার আমরা তিনজন করব গোপনে।'

গায়ে ট্রেঞ্চকোট চড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল বুন। 'বিচারক হান্ট-এর ঘুম খুব পাতলা। তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে, কাগজ-পত্রের কাজ সারতে বেশিক্ষণ লাগবে না আমার।'

বুন চলে যাবার পর বেলিণ্ডাকে ডেকে রিপোর্ট চাইলেন নিকোলাস।

পেন্টহাউস অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের লবিতে, সিকিউরিটি ডেস্কের পিছনে বসে রয়েছে বেলিণ্ডা, তাকিয়ে আছে একটা মনিটরের দিকে। ক্যামেরার রেঞ্জ থেকে ভ্যানের লোকজন সরে যেতে রিমোট কন্ট্রোলের সুইচ টিপে আরেক ক্যামেরায় চলে গেল সে। বিল্ডিঙের ভেতর চারটে ক্যামেরা বসানো হয়েছে। দেখল ভ্যানের লোকজন এলিভেটর থেকে উনিশ তলায় বেরিয়ে আসছে।

'এখন পর্যন্ত একটা কাউচ, দুটো গদি মোড়া চেয়ার, এণ্ড টেবিল, আর বাক্স ভর্তি তৈজস-পত্র তুলেছে ওরা।'

'ভ্যানে কিছু তুলছে?'

'শুধু খালি বাক্স।'

'অ্যাডামস তাঁর আর্টিফ্যাক্টস কোথায় রেখেছেন আমরা তা আন্দাজ করতে পারছি। বুন ওয়ারেন্ট আনতে গেছে। সে ফিরলেই আমরা ভেতরে ঢুকব।'

'সুখবরই বলব। এই লবির বাইরে দুনিয়াটা কেমন ভুলে যাচ্ছি আমি।'

হেসে উঠলেন নিকোলাস। 'কোন উন্নতি হয়নি, বেলিণ্ডা।'

•

সকাল বেলা, এলিভেটর উঠে যাচ্ছে জেরি অ্যাডামসের পেন্টহাউসে, বুন আর বেলিণ্ডার পাশে দাঁড়িয়ে এবার নিয়ে তৃতীয়বার ওয়ারেন্টটা পড়ছেন ডেল নিকোলাস। অ্যাডামসের পেন্ট হাউস সার্চ করার অনুমতি দিয়েছেন বিচারক, কিন্তু সরাসরি নিচে জুলিয়াস সিলারের অ্যাপার্টমেন্ট সার্চ করার অনুমতি দেননি, বলেছেন যথোপযুক্ত কারণ দেখানো হয়নি। অবশ্য অনুমতি না দেয়ায় খুব একটা অসুবিধে হবে না। সরাসরি সিলারের অ্যাপার্টমেন্টে যাবেন না তিনি, প্রথমে অ্যাডামসের পেন্টহাউসে ঢুকে গোপন দরজা ও সিঁড়ি খুঁজে নেবেন, তারপর নিচের তলায় নামবেন।

বুন সিকিউরিটি কোড নম্বর আগেই সংগ্রহ করেছে, ফলে এলিভেটর খুলে গেল সরাসরি পেন্টহাউসে। হলরুমের মার্বেল ঢাকা মেঝেতে বেরিয়ে এল দলটা, মালিকের অগোচরে। অভ্যাসবশত শোল্ডার হোলস্টারের নাইন-মিলিমিটার অটোমেটিকটার ওপর একবার হাত বোলালেন নিকোলাস। স্পীকার বক্স-এর বোতাম খুঁজে পেয়ে চাপ দিল বেলিণ্ডা। খুব জোরে বেল বেজে উঠল।

কিছুক্ষণ পর ঘুম জড়ানো গলা শোনা গেল, 'কে?'

'মি. অ্যাডামস,' স্পীকারে বলল বুন, 'দয়া করে আপনি একবার এলিভেটরের সামনে আসবেন?'

'তাড়াতাড়ি কেটে পড়ুন। সিকিউরিটিকে ডাকছি আমি।'

'লাভ নেই। আমরা ফেডারেল এজেন্ট। দয়া করে দরজা খুলুন, আমাদের উপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করছি।'

জেরি অ্যাডামস বেরিয়ে এলেন, গায়ে আলখাল্লা, পায়ে স্লিপার। নিকোলাস নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'ফেডারেল কোর্ট থেকে অনুমতি নিয়ে সার্চ করতে এসেছি।'

অলস, নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে চোখে রিমলেস গ্লাস তুললেন অ্যাডামস, ওয়ারেন্টটা

এমনভাবে পড়তে শুরু করলেন যেন সকালের খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছেন। ধৈর্য হারিয়ে তাঁর চারদিকে হাঁটাহাঁটি শুরু করলেন নিকোলাস। 'মাফ করবেন।'

চশমার ওপর দিয়ে তাঁর দিকে তাকালেন অ্যাডামস। 'আমার সবগুলো ঘর আপনি দেখতে পারেন, কিছুই লুকাবার নেই।' তাঁর ভাব দেখে মনে হলো সহযোগিতার হাত বাড়িয়েই রেখেছেন।

নিকোলাস জানেন, এটা তাঁর স্রেফ অভিনয়। বললেন, 'আমরা শুধু আপনার হলরুম সার্চ করব না।'

কিভাবে সার্চ শুরু করতে হবে তা আগেই বুন আর বেলিণ্ডাকে বলা আছে, সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করে দিল তারা। প্রতিটি ফাঁক, কিনারা ও কোণ পরীক্ষা করছে ওরা। হলরুমের আয়নাটা বড় বেশি টানছে বেলিণ্ডাকে। কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখল সে, কাঁচে বিন্দুমাত্র খুঁত নেই। কাঁচের কিনারাগুলো ঢালু, চারকোণে ফুলের নকশা খোদাই করা। বেলিণ্ডা আন্দাজ করল, জিনিসটা সম্ভবত আঠারো শতকের। এরপর ফ্রেমটার ওপর মনোযোগ দিল সে। অসংখ্য সোনালি দেবশিশু পরস্পরকে জড়িয়ে আছে। খুঁটিয়ে দেখার সময় একটা দেবশিশুর ঘাড়ে ওর চোখ আটকে গেল। গিলটি করা কিনারা একটু যেন ম্লান হয়ে গেছে। ঘাড়টা ধরে আস্তে করে ঘোরাল, কিন্তু ঘুরল না। এবার উল্টোদিকে ঘোরাতে চেষ্টা করল সে। পুরো আধপাক ঘুরে গেল, শব্দ হলো ক্লিক করে, অমনি আয়নার একটা দিক খুলে গেল।

অন্ধকার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বেলিণ্ডা বলল, 'পেয়েছি, বস্!'

ম্লান হয়ে গেল জেরি অ্যাডামসের চেহারা। নিকোলাস তাঁকে বললেন, 'দয়া করে পথ দেখাবেন, মি. অ্যাডামস?'

'নিচের অ্যাপার্টমেন্টের মালিক আমার অ্যাটর্নি, জুলিয়াস সিলার,' বললেন অ্যাডামস, ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটছে তাঁর ঠোঁটে। 'ওয়ারেন্টে শুধু আমার পেন্টহাউস সার্চ করার কথা লেখা আছে।'

কোটের পকেট হাতড়ে প্রায় গোল একটা সিগারেট-লাইটার বের করলেন নিকোলাস, হাতটা লম্বা করে জিনিসটা ফেলে দিলেন সিঁড়ির ওপর। বললেন, 'আমার আনাড়িপনা ক্ষমা করবেন। আশা করি ওটা তুলে আনলে মি. সিলার কিছু মনে করবেন না।'

'এটা স্রেফ অনধিকার প্রবেশ,' বিস্ফোরিত হলেন অ্যাডামস।

কোন জবাব পাওয়া গেল না, বুনকে অনুসরণ করে ইতিমধ্যে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নিচে নামতে শুরু করেছেন নিকোলাস। নিচের তলায় পৌঁছে যা দেখলেন দম বন্ধ হয়ে এল তাঁর।

কামরার পর কামরা প্রি-কলম্বিয়ান শিল্পকর্মে ভর্তি। কাঁচ মোড়া ইনকা টেক্সটাইল ঝুলছে সিলিং থেকে। একটা কামরায় শুধু রাখা হয়েছে মুখোশ। আরেকটা কামরায় আনুষ্ঠানিক পোশাক। আরও আছে রঙ করা সিরামিক ও ভাস্কর্য। সহজে আসা-যাওয়া করার জন্যে সব ঘরের দরজা খুলে ফেলা হয়েছে, কিচেনে চুলো নেই, বাথরুমে নেই কমোড বা সিঙ্ক। তিনজনই ওরা মুগ্ধ হয়ে গেল। পরিমাণে যতটুকু আশা করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি দেখতে

পাচ্ছে।

বিস্ময় কাটিয়ে ওঠার পর এক কামরা থেকে আরেক কামরায় খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন নিকোলাস। সেরা শিল্পকর্মটি কোথায়? যেটার খোঁজে এখানে তাদের আসা?

ভাঙা, খালি একটা কাঁচের কেস দেখতে পেলেন নিকোলাস। হতাশায় ম্লান হয়ে গেল তাঁর চেহারা। 'মি. অ্যাডামস,' চিৎকার করলেন তিনি। 'এদিকে আসুন!'

পরাজিত ও বিধ্বস্ত চেহারা, বেলিণ্ডার পিছু পিছু কামরার ভেতর ঢুকলেন অ্যাডামস। ভেতরে ঢুকেই আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেল তাঁর চোখ। 'নেই? ওহ্ গড, নেই ওটা! গোল্ডেন বডি সুট অব টিয়াপোলো ইজ গন।'

শক্ত হয়ে গেল নিকোলাসের চোয়াল। চারদিকে তাকিয়ে একটা কাউচ, একটা টেবিল ও গদি মোড়া দুটো চেয়ার দেখতে পেলেন তিনি। বেলিণ্ডা আর বুনের দিকে পালা করে তাকালেন, বললেন, 'ভ্যানের লোকগুলো আমাদের নাকের সামনে দিয়ে সুটটা চুরি করে নিয়ে গেছে!'

'বিল্ডিং থেকে প্রায় এক ঘণ্টা হলো বেরিয়ে গেছে ওরা,' বলল বেলিণ্ডা।

বুন যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। 'এখন আর সার্চ পার্টি পাঠিয়েও কোন লাভ হবে না। ইতিমধ্যে সুটটা ওরা লুকিয়ে ফেলেছে কোথাও। যদি না প্লেনে তুলে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে থাকে।'

একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন নিকোলাস। 'নাগালের মধ্যে পেয়েও হারিয়ে ফেললাম,' বিড়বিড় করলেন তিনি। 'কে জানে, আবার হয়তো সত্তর বছর পর ওটার খবর পাওয়া যাবে!'

আট

পেরুর প্রধান বন্দর ক্যালাও। ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সিসকো পিজারো-এর পত্তন ঘটান। শুরুতেই ইনকা সাম্রাজ্য থেকে লুঠ করা সোনা ও রূপা পাচারের প্রধান বন্দর হয়ে ওঠে ক্যালাও। একচল্লিশ বছর পর ফ্রান্সিস ড্রেক বন্দরটা দখল করে নেন। পেরুতে স্পেন বিজয়ী হলেও, সে বিজয় বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে ক্যালাও-এ সিমন বলিভার-এর কাছে সর্বশেষ স্প্যানিশ বাহিনী আত্মসমর্পণ করে, ইনকাদের পতনের পর সেই প্রথম সার্বভৌম একটা রাষ্ট্রে পরিণত হয় পেরু। এখন লিমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশাল একটা নগরীতে পরিণত হয়েছে ক্যালাও, লোকসংখ্যা প্রায় সত্তর লক্ষ।

আন্দেজের পশ্চিম ধারে, নিচু এলাকায় বিস্তৃত ক্যালাও ও লিমা; বাৎসরিক বৃষ্টিপাত দেড় ইঞ্চিরও কম। সেজন্যেই নিচু অঞ্চলটা ঠাণ্ডা ও শুকনো মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। পানির উৎস বলতে কয়েকটা ঝর্ণা আর আন্দেজ থেকে নেমে আসা রিমাক নদী।

উপকূল সীমার বাইরে সান লোরেঞ্জো বেশ বড় একটা দ্বীপ, সেটাকে ঘুরে

এগোতেই জাহাজের গতি কমাবার নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন জিম কার্টিস। একটা লঞ্চ এসে ভিড়ল সী লায়নের গায়ে। মই বেয়ে জাহাজের ওপরে উঠে এলেন হারবার পাইলট। জাহাজটাকে নিরাপদে মেইন চ্যানেলে ঢোকালেন তিনি। তারপর আবার ব্রিজের কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন কার্টিস। মেইন প্যাসেঞ্জার টার্মিনালের পাশের ডকে জাহাজ ভেড়ালেন তিনি।

সবাই এই মুহূর্তে জাহাজের রেইলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেও, রানাকে সেখানে দেখা যাচ্ছে না। কমিউনিকেশন কেবিনে রয়েছে ও, রেডিও ফোনে কথা বলছে বিসিআই অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদের সঙ্গে। বলিভিয়ার লা পাজ থেকে গতকাল লিমায় এসেছে সে।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ বিসিআই গোপন একটা প্রতিষ্ঠান হলেও, এর আয়তন ও কর্ম-তৎপরতার পরিধি দিনে দিনে বিশাল হয়ে উঠছে। দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই বিসিআই-এর মূল উদ্দেশ্য। দেশের বিরুদ্ধে কোথাও কোন ষড়যন্ত্র হলে তা বানচাল করার দায়িত্ব চাপে বিসিআই এজেন্টদের ওপর। দুর্ধর্ষ এজেন্ট আরও অনেক আছে, মাসুদ রানা শুধু একা নয়। ওর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু সোহেল আহমেদও এক সময় এজেন্ট ছিল, একটা হাত হারাবার পর তাকে প্রশাসনিক কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়। সোহেল এখন চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (অপারেশনস্)।

বিসিআই-এর একটা কাভার হলো 'রানা এজেন্সি'। এজেন্সির ডিরেক্টর মাসুদ রানা, প্রশাসনিক একটা উঁচু পদে সোহেলকেও রাখা হয়েছে। বাইরে থেকে মনে হবে রানা এজেন্সি একটা আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থা, যদিও দেশের স্বার্থোদ্ধার হলে বা লাভ দেখলে সব ধরনের কাজ করতে রাজি ওরা–শুধু অন্যায় বা অবৈধ কিছু না হলেই হলো। এমনকি নির্জলা ব্যবসা করার সুযোগ পেলেও রানা এজেন্সি হাতছাড়া করে না।

রানার সঙ্গে ফোনে এ-বিষয়েই কথা বলছিল সোহেল। বিসিআই চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের নির্দেশে পেরু সরকারের সঙ্গে একটা চুক্তি সম্পাদন করবে সে, রানা এজেন্সির প্রতিনিধি হিসেবে। কি কি শর্তে চুক্তি হচ্ছে তা জানিয়ে রানার অনুমোদন পাবার জন্যে ফোন করেছে সে।

প্রথমে পেরু সরকারের সঙ্গে কথা হয়েছিল চুক্তির নামকরণ হবে এরকম– 'পেরুর প্রত্নবস্তু আবিষ্কার, উদ্ধার ও পাচার-রোধ সংক্রান্ত চুক্তি'। কিন্তু সোহেলের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার সময় নামকরণ পরিবর্তনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। সেটা হবে এরকম– 'পেরুর প্রত্নবস্তু আবিষ্কার, মালিকানা প্রমাণ, পুনরুদ্ধার, হস্তান্তর ও পাচার-রোধ সংক্রান্ত চুক্তি'। নামকরণ পরিবর্তন করতে চাওয়ার কারণ হলো, পেরু সরকার মনে করে তাদের প্রাচীন গুপ্তধন বেশিরভাগই দেশের বাইরে রয়েছে। তাদের প্রস্তাবে বলা হয়েছে উদ্ধারকৃত প্রত্নবস্তু তিন ভাগে ভাগ হবে। এক ভাগ পাবে পেরু সরকার, এক ভাগ দেয়া হবে রানা এজেন্সিকে, বাকি এক ভাগ পাবে যে দেশ থেকে উদ্ধার করা হবে পেরুর আর্টিফ্যাক্ট ও ট্রেজার। শর্ত দেয়া হয়েছে, যে-দেশ থেকেই এ-সব উদ্ধার করা হোক, রানা এজেন্সির দায়িত্ব হবে সে-দেশকে তিন ভাগের এক ভাগ রেখে বাকি দু'ভাগ হস্তান্তরে রাজি করানো।

শর্তের কথা শুনে ইতস্তত করছে রানা। ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল মনে হচ্ছে। পেরুর পুরাকীর্তি যদি অন্য কোন দেশে পাওয়া যায় সে-দেশ তা হস্তান্তর করতে রাজি না-ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে পেরু তো কিছু পাবেই না, রানা এজেন্সিরও শুধু বেগার-খাটা সার হবে।

রানাকে ইতস্তত করতে দেখে সোহেল জানাল, 'বিকল্প ব্যবস্থাও আছে। আমরা লাভের বখরা নিলাম না, প্রচলিত হারে ফি নিলাম। সেক্ষেত্রে যা উদ্ধার করা হবে তা ভাগ করে নেবে পেরু ও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র, যদি তারা ভাগ করতে রাজি হয়।'

রানা জানতে চাইল, 'ট্রেজার ও আর্টিফ্যাক্ট কি পরিমাণ উদ্ধার হবার সম্ভাবনা? পেরু সরকার কোন হিসাব বা ধারণা দিতে পারছে?'

'ওরা তো বলছে নিখোঁজ সমস্ত ট্রেজারের মধ্যে অর্ধেকও যদি খুঁজে পাওয়া যায়, প্রায় তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার দাম উঠবে। আমার ধারণা, হিসাবটা অতিরঞ্জিত। আমরা এর অর্ধেক ধরে নিতে পারি। ওরা বলছে, আর্টিফ্যাক্ট-এর শিল্প মূল্য ধরা হলে অঙ্কটা আরও অনেক বাড়বে।'

অর্ধেক মানে দেড় বিলিয়ন ডলার। রানা এজেন্সি পাবে হাফ বিলিয়ন। তারমানে দু'হাজার কোটি টাকা। দ্রুত চিন্তা করছে রানা, ওর হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে হঠাৎ। প্রচলিত হারে ফি নিলে ওরা পাবে খুব বেশি হলে পঞ্চাশ লাখ থেকে এক কোটি টাকা।

রানার মনে হলো, এ একধরনের জুয়া খেলা। ঝুঁকি নিলে দু'হাজার কোটি বা আরও বেশি পাওয়া যেতে পারে, আর ঝুঁকি না নিলে অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

এরপর রানা জানতে চাইল, 'গোটা ব্যাপারটার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র বা ইউ.এস. কাস্টমসের সম্পর্ক কি? আমার যেন মনে হচ্ছে এ-ব্যাপারে ওরাও মাথা ঘামাচ্ছে। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আমাকে অনুরোধ করেছেন সিঙ্ক-হোলে আবার নেমে আমি যেন ড. গ্যারি রুবিনের লাশটা উদ্ধার করি।'

সোহেল বলল, 'আর্টিফ্যাক্ট পাচার ও সংগ্রহ হেরোইনের চেয়েও বড় ব্যবসা। কালেক্টররা কালোবাজার থেকে আর্টিফ্যাক্ট কেনায় প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার ট্যাক্স থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ইউ.এস. কাস্টমস। কাজেই পাচার বন্ধ ও কালেক্টরদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে তারা। আমি যতটুকু জানি, ইউ.এস. কাস্টমস ড. গ্যারি রুবিনের লাশটা উদ্ধার করতে চাইছে প্রমাণ পাবার আশায়। সরাসরি তোকে বলতে পারছে না, তাই নুমার ডিরেক্টরকে ধরেছে।'

'ওদের অন্য কোন স্বার্থ নেই তো? উদ্ধার করা আর্টিফ্যাক্ট বা সোনার ওপর ভাগ বসাতে চাইলে?'

'সেজন্যেই তো চুক্তিটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে চাইছি আমি,' বলল সোহেল। 'পেরু সরকারের সঙ্গে রানা এজেন্সির চুক্তি হয়ে গেলে কারও কিছু করার থাকবে না।'

আরও কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তত করার পর রানা বলল, 'ঠিক আছে। একটা জুয়াই খেলা যাক। পেলে দু'হাজার কোটি টাকা, না পেলে কিছুই না. ফক্কা।'

*

খোলা ডেকে বেরিয়ে এসে ডকের দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেল রানা। অন্তত এক হাজার লোক ভিড় করেছে ওখানে। সশস্ত্র মিলিটারি সিকিউরিটি ফোর্স আছে, পুলিস আছে, আরও আছে টিভির ক্যামেরাম্যান ও প্রেস ফটোগ্রাফারদের বিরাট একটা দল, সবাই দাঁড়াবার একটু জায়গা পাবার জন্যে অস্থির ভাবে ছুটোছুটি করছে। নিউজ মিডিয়ার সামনে গাল ভরা হাসি নিয়ে অপেক্ষা করছেন সরকারী কর্মকর্তারা, তাঁদের ঠিক পিছনেই এক লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর্কিওলজি ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা।

'একি! এত মানুষ কেন?'

'এত তাড়াতাড়ি খবর রটে কিভাবে!' বিস্মিত জুলিয়াও। 'এরকম সম্বর্ধনা আমি আশা করিনি।'

হপকিন্সের গলায় তিনটে ক্যামেরা ঝুলছে, ছবি তুলতে শুরু করল সে। 'দেখে মনে হচ্ছে পেরু সরকারের অর্ধেক অফিসার চলে এসেছেন।'

ডকে তুমুল উত্তেজনা। ছোট শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা পেরু ও বাংলাদেশের পতাকা নাড়ছে। ইতিমধ্যে গ্যাংওয়ে ফেলা হয়েছে, ব্রিজ থেকে খোলা উইং-এ বেরিয়ে এল পেরুভিয়ান ছাত্র-ছাত্রীদের দলটা, মা-বাবাদের দেখতে পেয়ে হাত নাড়ছে তারা। উল্লাসে ফেটে পড়ল জনতা।

একা শুধু ক্যাপ্টেন কার্টিসকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। 'ভয় হচ্ছে ওরা না হুড়মুড় করে জাহাজে উঠে আসে।'

শামিম পরামর্শ দিল, 'আপনি বরং পতাকা নামিয়ে হাতজোড় করুন, আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে।'

'আমি আপনাদের বলেছিলাম, আমার ছাত্র-ছাত্রীরা প্রভাবশালী পরিবারের ছেলে-মেয়ে,' বলল জুলিয়া, তার মুখে হাসি আর ধরে না।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে দেখা গেল সাদা গ্যাবার্ডিনের সুট পরা দীর্ঘদেহী এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে, তাঁর পিছনে খাটো ও শক্ত-সমর্থ আরেক ভদ্রলোক। সিকিউরিটি কর্ডন-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা, তারপর গ্যাংওয়ের দিকে পা বাড়ালেন।

ভাল করে তাকাতেই প্রৌঢ় ভদ্রলোককে চিনতে পারল রানা। 'অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন!'

বিস্মিত হয়েছেন ক্যাপ্টেনও। 'কথা ছিল শুধু অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর আসছেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাঁর সঙ্গে খোদ ডিরেক্টরও হাজির। খুব সিরিয়াস ব্যাপার মনে হচ্ছে।'

ডেকে উঠে এসে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন অ্যাডমিরাল, বললেন, 'সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান শুরু হবার আগে, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, রানা ও মি. শামিমের সঙ্গে নিরিবিলিতে একটু কথা বলতে চাই, ক্যাপ্টেন। এসো, রানা।' ক্যাপ্টেনের অনুমতি পাবার অপেক্ষায় না থেকে প্যাসেজের দিকে পা বাড়ালেন তিনি।

জুলিয়া আর শামিমকে টেনে নিয়ে এল রানা। 'অ্যাডমিরাল, তার আগে

এদের সঙ্গে আপনার পরিচয় হওয়া দরকার।' তাঁর সঙ্গে ওদের দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিল ও। তারপর বলল, 'শামিমকে মি. বলার দরকার নেই, ও আমার বন্ধু।'

পরিচয় পর্ব ও কুশলাদি বিনিময়ের পর রানা ও শামিমকে নিয়ে সী লায়নের কনফারেন্স রূমে চলে এলেন জর্জ হ্যামিলটন, ওদের সঙ্গে জর্জ রেডক্লিফও থাকলেন।

বসার পর প্রসঙ্গটা রানাই তুলল, 'আপনার অনুরোধ আমাকে জানানো হয়েছে, অ্যাডমিরাল। সিঙ্ক-হোল থেকে লাশটা উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু বুঝতে পারছি না কাজটা কি আমাকে নুমার তরফ থেকে করতে বলা হচ্ছে, নাকি বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর তরফ থেকে?'

'ব্যাপারটা বেশ জটিল, রানা,' অ্যাডমিরাল বললেন। 'ব্যাখ্যা করলে বুঝতে পারবে কেন তোমার সাহায্য চাইছি আমি।' একটা চুরুট ধরালেন তিনি। 'নুমা নয়, সিঙ্ক-হোল থেকে ড. রুবিনের লাশটা উদ্ধার করতে চাইছে ইউ.এস. কাস্টমস। দায়িত্বটা তারা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে রাজি হয়েছি আমি, তবে বিনা স্বার্থে নয়। গোটা ব্যাপারটা নির্ভর করছে তুমি সহযোগিতা করবে কিনা তার ওপর।'

কথা না বলে চুপ করে থাকল রানা।

অ্যাডমিরাল আবার শুরু করলেন, 'তোমার ওপর ভরসা করি বলেই ওদেরকে কথা দিয়েছি আমি, রানা। অবশ্য স্বীকার করতে আপত্তি নেই, প্রথমে আমরা পেরু সরকারকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম, লাশটা নুমা উদ্ধার করুক। কিন্তু তারা তাদের দেশের ভেতর নুমাকে তৎপরতা চালাতে দিতে রাজি হয়নি। রাজি হয়নি সঙ্গত কারণেই। সবাই জানে নুমার কারবার সাগর নিয়ে গবেষণা। আমাদের প্রস্তাবে রাজি হলে নুমার তরফ থেকে তোমাকেই আমরা সিঙ্ক-হোলে পাঠাতাম।'

'কাস্টমসের অনুরোধে আপনি রাজি হলেন কেন?'

'আগেই বলেছি, বিনা স্বার্থে নয়,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'আর দু'মাস পর নুমার বাজেট পাস হবে, কাস্টমসের সঙ্গে সহযোগিতা করলে বাজেটের বরাদ্দ বেশ খানিকটা বাড়িয়ে নিতে পারব আমরা। ড. রুবিন ছিলেন বিশ্ব-বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী; তাঁর হত্যাকাণ্ডকে কাস্টমস একটা কেস হিসেবে দাঁড় করাতে চাইছে। তাদের সন্দেহ, খুনী একটা আন্তর্জাতিক লুটিং সিণ্ডিকেটের সদস্য। তাকে বা তাদেরকে ফাঁসানোর জন্যে লাশটা প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। রানা, তোমার কাজ কিন্তু শুধু সিঙ্ক-হোল থেকে লাশটা উদ্ধার করা নয়।'

'জ্বী?'

'ইউ.এস. কাস্টমস ও পেরুভিয়ান কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস, সিঙ্ক-হোল থেকে বিপুল পরিমাণ আর্টিফ্যাক্ট তুলে কালোবাজারে বিক্রি করে হয়েছে। ড. রুবিন চুরির ব্যাপারটা ধরে ফেলেন, সেজন্যেই তাঁকে মেরে ফেলা হয়। কাস্টমস চাইছে সিঙ্ক-হোলের তলাটা ভাল করে তল্লাশি চালানো হোক।'

এতক্ষণে মুখ খুললেন জর্জ রেডক্লিফ, অ্যাডমিরালকে যেন মনে করিয়ে দেয়ার সুরে বললেন, 'কাস্টমসের তরফ থেকে আরও একটা অনুরোধ আছে।'

'হ্যাঁ, রানা। ওরা চাইছে পুয়েবলো ডে লস মুয়েরটস-এও আরেকবার যাও তুমি। ওদের একটা ইনভেনট্রি দরকার।' নিভে যাওয়া চুরুটে আগুন ধরালেন অ্যাডমিরাল।

'কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব! মার্সেনারিরা গোলাগুলি করার পরও মন্দিরে অন্তত আর্টিফ্যাক্টের এক হাজার আইটেম রয়ে গেছে। আমি বা শামিম আর্কিওলজির অ-ও বুঝি না, কিভাবে তালিকা তৈরি করব?'

'পেরুভিয়ান পুলিস তদন্ত চালিয়ে রিপোর্ট দিয়েছে, তোমরা মন্দির থেকে পালিয়ে আসার পর বেশিরভাগ আর্টিফ্যাক্ট সরিয়ে ফেলা হয়েছে,' ব্যাখ্যা করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস ওগুলোর বর্ণনা জানতে চাইছে, যাতে অ্যান্টিক অকশনে বেরিয়ে এলে বা কোন প্রাইভেট কালেক্টরের কাছে পাওয়া গেলে সনাক্ত করতে পারে। ওদের ধারণা, অকুস্থলে আরেকবার গেলে তোমাদের আবার সব মনে পড়ে যাবে।'

রেডক্লিফ বললেন, 'অন্তত বিশেষ কিছু জিনিস।'

শামিমের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল, 'তুমি কি বলো; শামিম?'

'মন্দিরের চারধারে রেডিওর খোঁজে ব্যস্ত ছিলাম আমি,' বলল শামিম। 'ওগুলো পরীক্ষা করার সময় পাইনি।'

রানা বলল, 'বিশেষ ধরনের পনেরো কি বিশটা জিনিসের কথা মনে পড়ছে আমার।'

'ওগুলোর স্কেচ এঁকে দেবে?'

'আপনি জানেন, অ্যাডমিরাল, মাসুদ রানার আঁকার হাত একদম ভাল না।' হাসছে রানা।

'সবাই সব কাজ পারে না।' হাসছেন অ্যাডমিরালও। 'তবে তোমার আঁকা স্কেচ আমি দেখেছি, কাজ চলে।'

'ঠিক আছে, যতটুকু পারি এঁকে দিচ্ছি। তবে এখন নয়, কোন রিসর্ট হোটেলের সুইমিংপুলের ধারে বিশ্রাম নেয়ার সময়। আমাদের তাহলে মন্দিরে না গেলেও চলবে, তাই না?'

মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'পেরুভিয়ান সরকারও চাইছে ওখানে তোমরা যাও। আমার কাছে খবর আছে, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অভ কালচার-এর ড. আর্মাণ্ডা লোপেজের নেতৃত্বে একটা আর্কিওলজিক্যাল টিম গঠন করা হয়েছে, ড. জুলিয়া ওদেরকে সাহায্য করবেন।'

এক সেকেণ্ড চিন্তা করে রানা বলল, 'ভাল প্রোটেকশন না পেলে ওখানে ওদেরকে বিপদে পড়তে হবে।'

'উপত্যকা নিয়ন্ত্রণের জন্যে পেরুভিয়ান কর্তৃপক্ষ একটা হাইলি ট্রেইণ্ড সিকিউরিটি ফোর্স পাঠাচ্ছে।'

'কিন্তু তারা কি বিশ্বস্ত হবে? তারাও যদি টাকা খেয়ে ভাড়াটে সৈনিক হয়ে যায়?'

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন খুক করে কেশে বললেন, 'রানা, এখনও কিন্তু তুমি আমাকে জানাওনি কাস্টমস বা নুমাকে তোমরা সাহায্য করবে কিনা।'

হেসে ফেলল রানা। 'কেন সাহায্য করব না, অ্যাডমিরাল, বিশেষ করে যখন দেখতে পাচ্ছি এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে।'

'মানে? তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'পেরু সরকারের সঙ্গে রানা এজেন্সির একটা চুক্তি হতে যাচ্ছে, অ্যাডমিরাল,' বলল রানা। 'এতক্ষণে সম্ভবত সই করা হয়ে গেছে। কি কি শর্তে চুক্তি হচ্ছে, সব এখনও আমি জানি না। ওরা যা চাইছে আপনারাও প্রায় তাই চাইছেন, কাজেই নুমা বা ইউ. এস. কাস্টমসকে সাহায্য করতে আপত্তি নেই আমাদের। তবে শর্ত আছে, অ্যাডমিরাল।'

'ওয়েল অ্যাণ্ড গুড। আমি শুনছি, মাই বয়।'

'আর্টিফ্যাক্ট পেরু ছাড়াও অন্য কোন দেশে পাওয়া যেতে পারে,' বলল রানা। 'অন্য কোন দেশে যেগুলো পাওয়া যাবে সেগুলো যদি প্রাচীন পেরুর সম্পত্তি হয়, স্বভাবতই তা বর্তমান পেরু সরকার ফেরত চাইবে। আপনার সঙ্গে তো হোয়াইট হাউজের খুব খাতির, মি. প্রেসিডেন্টকে দিয়ে যদি প্রভাব খাটান তাহলে সংশ্লিষ্ট দেশ পেরুকে তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে আপত্তি করতে পারবে না।'

চিন্তিত দেখাল অ্যাডমিরালকে। তারপর তিনি বললেন, 'খুব কঠিন শর্ত, রানা। সংশ্লিষ্ট দেশ সব ফিরিয়ে দিতে রাজি হবে বলে মনে হয় না।'

'সব না হোক, তিন ভাগের দুই ভাগ হলেও চলে,' বলল রানা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল, 'এরকম একটা প্রস্তাবে রাজি করানো যেতে পারে। আর কোনও শর্ত, রানা?'

'সিঙ্ক-হোলে বা মন্দিরে যেতে হলে ইকুইপমেন্ট, হেলিকপ্টার ইত্যাদি দরকার হবে আমাদের,' বলল রানা। 'আমি ধরে নিচ্ছি এসব নুমা সাপ্লাই দেবে। আরেকটা ব্যাপার। নুমার সমস্ত ফ্যাসিলিটি আমরা ব্যবহার করব। ওহ্হো, আরও একটা ব্যাপার। আর্টিফ্যাক্টের খোঁজে আমাকে হয়তো এ-দেশ সে-দেশ ঘুরে বেড়াতে হবে। বিভিন্ন দেশের অনুমতি আদায়, হোটেলে থাকা-খাওয়া, পরিবহন ইত্যাদির খরচও আপনারা দেবেন।'

চেষ্টা করেও হাসতে পারলেন না অ্যাডমিরাল। 'আর কোন শর্ত নেই তো, রানা?'

'আর মাত্র একটা,' অম্লান বদনে বলল রানা। 'পেরু সরকার রানা এজেন্সিকে ফী-র বদলে যদি সোনা-রূপা বা কোন আর্টিফ্যাক্ট দেয়, সেগুলো বিনা বাধায় আমরা যাতে দেশে নিয়ে যেতে পারি বা খোলা বাজারে বিক্রি করতে পারি তার নিশ্চয়তাও ইউ. এস. কাস্টমসকে দিতে হবে।'

'শুধু এই ব্যাপারটা সম্পর্কে পরে তোমাকে আমি জানাচ্ছি,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন জর্জ হ্যামিলটন। 'আগে ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তোমার বাকি সব শর্ত আমি মেনে নিলাম।'

'ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল।'

দু'দিন পর, সকাল আটটার দিকে পবিত্র কুয়া থেকে ড. রুবিনের লাশ উদ্ধার করার জন্যে ডাইভ দেয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো। ওপর থেকে কুয়ার ভেতর

তাকিয়ে পুরু শ্যাওলা দেখতে পেল রানা, বেশ খানিকটা ভাটা পড়ল উৎসাহে। কুয়াটা প্রথমবারের মতই ভীতিকর লাগছে, যদিও মৃত্যুকে কাঁচকলা দেখিয়ে ওটার দেয়াল বেয়ে উঠে এসেছে একবার।

নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। দুটো হেলিকপ্টার চার্টার করা হয়েছে, প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্টও সাপ্লাই দেয়া হয়েছে। পুরো একটা দিন ব্যয় হয়েছে জুলিয়া, হপকিন্স আর ইকুইপমেন্টগুলোকে সাইটে পৌঁছে দিতে। তারপর বিধ্বস্ত ক্যাম্পটাকে আবার খাড়া করা হয়েছে।

প্রথম হেলিকপ্টার সাইটে ল্যাণ্ড করার আগেই পেরুর এলিট স্পেশাল সিকিউরিটি ইউনিট-এর একটা কনটিনজেন্ট পৌঁছে গেছে এখানে। পঞ্চাশজনের কনটিনজেন্ট। ছোটখাট আকৃতি তাদের, হাবভাবে ভদ্র ও নরম মনে হলেও আসলে কঠিন পাত্র, মাওপন্থী গেরিলাদের সঙ্গে দীর্ঘ দিন যুদ্ধ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। ক্যাম্পের চারদিকে দ্রুত তারা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলল, আশপাশের জঙ্গলে পাঠাল টহল দল।

'খুশি হতাম আমিও যদি নামতে পারতাম আপনার সঙ্গে,' রানার পিছন থেকে বলল জুলিয়া।

ঘুরে হাসল রানা। 'কারণটা বোধগম্য নয়। কাদার ভেতর থেকে পচা একটা লাশ উদ্ধার করা আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা হয় কি করে!'

'ড. রুবিনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম,' বলল জুলিয়া। 'তবে সেজন্যে বলছি না। আমি একজন আর্কিওলজিস্ট, কুয়ার তলাটা ভাল করে একবার দেখার শখ।'

'যদি ভেবে থাকেন ওখানে প্রচুর আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া যাবে, ভুলে যান,' জুলিয়াকে সান্ত্বনা দিল রানা।

'অন্তত হপকিন্সকে সঙ্গে করে নিয়ে যান, রেকর্ডের জন্যে ফটো তুলে আনুক।'

'এত ব্যস্ততা কিসের?'

'আমার ভয় হচ্ছে আর্টিফ্যাক্টগুলো যে পজিশনে আছে, নিচে নেমে আপনারা ঘোরাফেরা করার পর সে পজিশনে আর পাওয়া যাবে না।'

রানার চোখে অবিশ্বাস। 'ড. রুবিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর চেয়ে সেটার গুরুত্ব আপনার কাছে বেশি?'

'ড. রুবিন বেঁচে থাকলে আমাকে উনি সমর্থন করতেন। এ-সব জিনিস সামান্য নাড়াচাড়া করা হলেও তাৎপর্য হারিয়ে যেতে পারে।'

রানার সামনে যেন জুলিয়ার আরেকটা দিক খুলে গেল। 'ঠিক আছে, আমি আর শামিম লাশ নিয়ে উঠে আসার পর হপকিন্সকে নিয়ে নামবেন আপনি, মনের সাধ মিটিয়ে আর্টিফ্যাক্ট সংগ্রহ করবেন। তবে সাবধান, স্রোতের মধ্যে পড়ে আবার যেন পাশের গুহায় চলে যাবেন না।'

'একবারই যথেষ্ট,' হেসে উঠে বলল জুলিয়া। পরমুহূর্তে তার চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠল। 'আপনারাও কিন্তু সাবধানে থাকবেন, অহেতুক কোন ঝুঁকি নেবেন না।' রানার হাত ধরে মৃদু চাপ দিল সে, ঘুরে তাঁবুর দিকে চলে গেল।

*

ছোট একটা ক্রেন আর মোটর ফিট করা উইঞ্চ ব্যবহার করা হলো, কাজেই কুয়ায় নামতে কোন ঝামেলা পোহাতে হলো না। কুয়ার বাইরে থেকে গোটা অপারেশনটা তদারক করছেন জর্জ রেডক্লিফ। পেরু সরকার নুমাকে দায়িত্ব দিতে অস্বীকার করায় রানা এজেন্সি তাঁকে অনারারি অ্যাডভাইজার হিসেবে একটা পদ দিয়ে আইনসিদ্ধ করে নিয়েছে তাঁর উপস্থিতি।

উইঞ্চে জড়ানো কেবলের অপরপ্রান্তটা রানার কোমরের সেফটি ক্যাচের সঙ্গে আটকানো, পানি যখন আর এক মিটার নিচে, সেফটি ক্যাচ রিলিজ করে দিল ও। পানির ওপর শ্যাওলা আগের মতই পুরু, তবে গন্ধটা যে এত তীব্র তা ওর মনে ছিল না। পানির ওপর চিৎ হয়ে ভেসে থাকল ও, শামিমের জন্যে অপেক্ষা করছে।

রানার ফেস মাস্কে কমিউনিকেশন ও সেফটি লাইন জোড়া লাগানো আছে। তবে শামিম বন্ধনহীন, স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারবে, রানা তাকে নির্দেশ দেবে হাত-ইশারায়। সে নেমে আসতে নিচের দিকটা দেখিয়ে ডুব দিল রানা। কাছাকাছি থাকল দু'জন, তেরো ফুটের মত নামার পর পরিষ্কার পানিতে চলে এল। নিচে দেখা যাচ্ছে কালচে-খয়েরি কাদা আর পাথর। তলা যখন আর ছয় ফুট নিচে, স্থির হলো ওরা। খুব সাবধানে, নিচের কাদা যাতে আলোড়িত না হয়, একটা স্টেনলেস স্টীলের শ্যাফট বের করল রানা, নাইলন কর্ডের একটা রীলের সঙ্গে যুক্ত। শ্যাফটটা কাদার ভেতর ঢুকিয়ে দিল ধীরে ধীরে।

'কেমন এগোচ্ছে আপনাদের কাজ?' কুয়ার বাইরে থেকে জানতে চাইলেন রেডক্লিফ, রানার মাস্কের ভেতর ইয়ারফোন থেকে বেরিয়ে এল আওয়াজটা।

'তলায় পৌঁছে লাশটার জন্যে সার্কুলার সার্চ শুরু করতে যাচ্ছি,' রীল থেকে লাইন খুলতে খুলতে জবাব দিল রানা।

কম্পাস থেকে বেয়ারিং সংগ্রহ করল ও, কাদার ওপর বেরিয়ে থাকা শ্যাফটকে ঘিরে ঘুরছে, লাইন ছাড়তে ছাড়তে ধীরে ধীরে বড় করছে বৃত্তটা। খুব সাবধানে সাঁতার কাটছে ও, ওর ফিনের সামান্য পাশে ও পিছনে রয়েছে শামিম। একটু পরই ড. রুবিনের লাশটা পেয়ে গেল ওরা।

লাশের অবস্থা এই ক'দিনে আরও খারাপ হয়েছে। মনে হলো আরও যেন খোবলানো হয়েছে মাংস। গায়ে উজ্জ্বল ডোরাকাটা একটা মাছকে দেখে কারণটা বোঝা গেল, লাশের চোখের কোটর থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাল। রানার ইশারা পেয়ে রাবারের একটা বডি ব্যাগ বের করল শামিম, ওয়েট বেল্টে আটকানো প্যাকে ছিল। বলা হয় পচা লাশ পানির তলায় গন্ধ ছড়ায় না। হয়তো ওদের কল্পনা, তবে মনে হলো তীব্র গন্ধে এয়ার ট্যাংকের বাতাস দূষিত হয়ে গেছে। লাশটা পরীক্ষা করার ঝামেলায় গেল না ওরা, রাবারের ব্যাগটা পরিয়ে দিল দ্রুত, লক্ষ রাখছে কাদা যেন স্থির থাকে। যদিও তা থাকল না, ঘন মেঘের মত ছড়িয়ে পড়ল আশপাশে, কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। কাজ করছে যেন দুই অন্ধ। সাবধানে চেইন টেনে বন্ধ করল ব্যাগ, খেয়াল রাখল নরম মাংস যেন কোন ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে না পড়ে। কাজটা শেষ হতে রেডক্লিফকে রিপোর্ট করল রানা।

'লাশ ব্যাগে ভরা হয়ে গেছে, ওপরে উঠে আসছি আমরা।'

'ঠিক আছে। পিং সহ একটা স্ট্রেচার পাঠাচ্ছি।'

ঘোলা পানির ভেতর হাত বাড়িয়ে শামিমের কনুই ধরল রানা, ইঙ্গিত করল একসঙ্গে ওপরে ওঠার জন্যে। লাশ নিয়ে রোদের দিকে উঠে এল ওরা, সারফেসে পৌঁছে স্ট্রেচারে তুলে স্ট্র্যাপ আটকাল। রেডক্লিফকে বলল, 'রেডি টু লিফট।'

লাশ নিয়ে স্ট্রেচার উঠে যাচ্ছে, একটা দুঃখ জাগল রানার মনে। নন্দিত নৃবিজ্ঞানী খুন হয়ে গেছেন কারণটা না জেনেই। যে শয়তান তাঁকে খুন করেছে সে কোন আভাসও দেয়নি। ভদ্রলোক জানতেও পারেননি যে একজন সাইকোপ্যাথিক খুনী বিনা প্রয়োজনে মেরে ফেলছে তাঁকে।

সিঙ্ক-হোলে আর কিছু করার নেই ওদের। কেবল ফিরে এলে উঠে যাবে ওরা। চোখে প্রত্যাশা, রানার দিকে তাকিয়ে আছে শামিম। মুখ থেকে ব্রিদিং রেগুলেটর খুলে কমিউনিকেশন বোর্ড-এ লিখল, 'এখনও প্রচুর বাতাস রয়েছে আমাদের ট্যাংকে, কেবল নেমে আসার আগে চারদিকটা একবার ঘুরেফিরে দেখলে মন্দ হয় না।'

হেড মাস্ক খুলে কথা বলতে পারছে না রানা, নিজের কমিউনিকেশন বোর্ডে লিখল, 'আমার কাছাকাছি থাকবে, স্রোত এসে পড়লে আঁকড়ে ধরবে আমাকে।' এরপর নিচের দিকটা ইঙ্গিতে দেখাল। মাথা ঝাঁকিয়ে রানার দেখাদেখি আবার পানির নিচে ডুব দিল শামিম।

নিচে নামার পর কাদার ভেতর কোথাও কোন আর্টিফ্যাক্ট দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হয়েছে রানা। হাড় আছে প্রচুর, গুণে শেষ করা যাবে না, কিন্তু আধ ঘণ্টা ধরে কুয়ার তলা চষে ফেলার পরও একটা আর্টিফ্যাক্ট চোখে পড়ল না। থাকার মধ্যে আছে শুধু অক্ষত কঙ্কালের ব্রেস্টপ্লেট ও হেলমেট, যেগুলো প্রথমবার কুয়ায় নেমেই দেখতে পেয়েছিল ও। আর আছে কুয়া থেকে দেয়াল বেয়ে ওঠার আগে যে-সব ডাইভ গিয়ার ফেলে দিয়েছিল। কঙ্কালের একটা হাত এখনও উঁচু করা, যে দিকে ড. রুবিনের লাশ ছিল সেদিকে তাক করা আঙুল।

ব্রেস্টপ্লেটে মোড়া স্প্যানিয়ার্ডকে ঘিরে ধীরে ধীরে চক্কর দিতে শুরু করল রানা, প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করছে, মাঝে-মধ্যে মাথা তুলে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে স্রোতটা আসছে কিনা দেখার জন্যে। অনুভব করল ওর প্রতিটি নড়াচড়া কঙ্কালের খালি অক্ষিকোটর যেন অনুসরণ করছে। নিঃশব্দ, ব্যঙ্গাত্মক হাসিতে স্থির হয়ে আছে দাঁতগুলো। শেওলার পুরু স্তর ভেদ করে রোদের আভা নেমে এসেছে নিচে, হাড়গুলোর গায়ে সবুজ রঙ মাখিয়ে দিয়েছে।

কাছাকাছি ভাসছে শামিম, চোখে কৌতূহল, লক্ষ করছে রানাকে। কি নিয়ে মগ্ন রানা বুঝতে পারছে না সে। প্রাচীন হাড় তাকে আকৃষ্ট করছে না। পাঁচশো বছরের পুরনো স্প্যানিয়ার্ড-এর অবশিষ্ট তার কল্পনায় কোন আলোড়ন তুলছে না।

রানা ভাবছে। ওর মনে হচ্ছে, কঙ্কালটা এখানে বেমানান। ব্রেস্টপ্লেটের ওপর আলতোভাবে আঙুল বোলাল একবার। মরচে উঠে এল, বেরিয়ে পড়ল মসৃণ, মরচেবিহীন মেটাল। বুকের সঙ্গে প্লেটটা স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো, অবিশ্বাস্য হলেও প্রায় নতুনের মত দেখতে। স্ট্র্যাপগুলোকে জোড়া লাগানোর জন্যে রয়েছে বাকল,

সেগুলোও তেমন পুরনো হয়নি।

কয়েক ফুট পিছিয়ে এল রানা, কাদার ভেতর হাতড়ে লম্বা মত একটা হাড় খুঁজে নিল। কঙ্কালের কাছে ফিরে এসে উঁচু করা হাতটার পাশে হাড়টা ধরল, মিলিয়ে দেখছে। কাদার ভেতর থেকে তোলা হাড়টা অমসৃণ, তোবড়ানো, গায়ে দাগও আছে। কিন্তু কঙ্কালের হাড় ঠিক তার উল্টো, অনেক বেশি মসৃণ। এরপর দাঁত পরীক্ষা করল রানা, ওগুলোও খুব ভাল অবস্থায় রয়েছে। মাটিতে দুটো কৃত্রিম দাঁত দেখতে পেল, সোনার নয়, রূপার। ষোলোশো শতাব্দীর ডেনটিস্ট্রি সম্পর্কে রানার কোন ধারণা নেই, তবে এটুকু জানে যে আঠারো শতকের আগে ইউরোপিয়ানরা মাড়ির গর্ত ভরতে শেখেনি বা নকল দাঁত তৈরি করতে পারত না।

'মি. রেডক্লিফ?'

'শুনছি, মি. রানা।'

'একটা লাইন নামান, প্লীজ। আমি একটা জিনিস ওপরে তুলতে চাই।'

'নামছে।'

'নামান আমাদের বুদ্বুদ যেখানে দেখতে পাচ্ছেন।'

'ঠিক আছে।' কয়েক সেকেণ্ড পর রেডক্লিফ আবার কথা বললেন, 'আপনাদের আর্কিওলজিস্ট লেডি মহা হৈ-চৈ বাধিয়ে দিয়েছেন। বলছেন নিচের কোন জিনিস আপনারা ছুঁতে পারবেন না।'

'ভান করুন তিনি মঙ্গলগ্রহে আছেন।'

নার্ভাস সুরে রেডক্লিফ বললেন, 'ঠাট্টা নয়, প্রতিবাদে ফেটে পড়ছেন উনি।'

'হয় আপনি লাইন ফেলুন নয়তো তাঁকেই ধরে ফেলে দিন পানিতে।'

'স্ট্যাণ্ড বাই।'

এক মুহূর্ত পর এক প্রান্তে ছোট একটা হুক লাগানো নাইলন লাইন ওদের ছ'ফুট দূরে কাদার ভেতর নেমে এল। সেটা নিয়ে ফিরে এল শামিম। খুব সাবধানে কাজ শুরু করল রানা, যেন কারও পকেট থেকে মানিব্যাগ তুলে নিচ্ছে। যে স্ট্র্যাপে কঙ্কালের ব্রেস্টপ্লেট আটকানো আছে সেটায় লাইনের একটা প্রান্ত জোড়া লাগাল ও, তারপর হুক দিয়ে আটকাল। শামিমকে ওপরে ওঠার ইঙ্গিত দিল ও। মাথা ঝাঁকাল শামিম, অবাক হয়ে দেখল লাইনটা ছেড়ে দিয়েছে রানা, ফলে ঢিল পড়েছে লাইনে, ওরা উঠতে শুরু করলেও কঙ্কালটা আগের জায়গাতেই রয়েছে।

এক সঙ্গে নয়, একজন একজন করে কুয়া থেকে উঠে এল ওরা। প্রথমে শামিম, তারপর রানা। কুয়ার কিনারায় ওদের জন্যে অপেক্ষা করছেন রেডক্লিফ। রানা ফেস মাস্ক খুলতেই তিনি বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আপনারা উঠে এসেছেন। উন্মাদ ভদ্রমহিলা আমাকে শুধু খামচাতে বাকি রেখেছেন।'

হেসে উঠে শামিম বলল, 'একই অঙ্গে এত রূপ। এই মুহূর্তে তিনি সম্ভবত বাঘিনীর ভূমিকা নিয়েছেন।'

ডাইভ সুট খুলছে রানা, একটা ঝড়ের মত উদয় হলো জুলিয়া। 'আমি আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম কোন আর্টিফ্যাক্ট ছোঁয়া যাবে না!'

জুলিয়ার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা, চোখে নরম দৃষ্টি। 'ছুঁয়ে দেখার মত কিছু নেই ওখানে,' তারপর বলল ও। 'কেউ আপনাকে হারিয়ে দিয়েছে। আপনার পবিত্র কুয়ায় এক মাস আগে যে-সব আর্টিফ্যাক্ট ছিল সব গায়েব হয়ে গেছে। শুধু বলি দেয়া মানুষ আর পশুর হাড় ছড়িয়ে আছে তলায়।'

হাঁ হয়ে গেল জুলিয়া। 'সত্যি বলছেন?'

'ইচ্ছে হলে নিচে নেমে দেখে আসতে পারেন।'

হপকিন্সের দিকে তাকাল জুলিয়া। 'চলো, নিজের চোখে দেখতে হবে আমাকে।'

'যাবার আগে একটা পরামর্শ শুনে যান,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'নিচে নেমে কাদার মধ্যে হাতড়াতে শুরু করলে কি ঘটবে বলে দিচ্ছি।'

'কি ঘটবে?'

'আপনি মারা যাবেন।'

জুলিয়া সম্ভবত রানার কথা মন দিয়ে শুনছে না, তবে হপকিন্স শুনছে। 'কি বললেন, মি. রানা?'

হাতের লাইনটা দেখাল রানা, অপরপ্রান্তটা এখনও পানির তলায়। 'মারা যে যাবেন, আমার হাতে এটা তার প্রমাণ।' লাইনটা জুলিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিল ও। 'নিন, ধরুন। লাইনটা টান দিলেই বুঝতে পারবেন আমি সত্যি কথা বলছি কিনা।'

'আপনি অপরপ্রান্ত আটকে রেখে এসেছেন? কিসের সঙ্গে?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল জুলিয়া।

'প্রাচীন এক স্প্যানিয়ার্ডের হাড়ের সঙ্গে।'

'আপনার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।' অসহায় দেখাল জুলিয়াকে।

'বিশ্বাস না হলে যান, নামুন। কেউ যদি আত্মহত্যা করতে চায় আমার কি করার আছে।' রানা নির্লিপ্ত একটা ভাব করল।

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না,' স্বীকার করল জুলিয়া।

'লাইনটা আপনি যখন টানবেন না, আমাকেই তাহলে টানতে হয়,' বলল রানা। লাইনে ঢিল নেই দেখে নিয়ে হঠাৎ হ্যাচকা একটা টান দিল ও।

প্রথম কিছুই ঘটল না। তারপর গুরুগম্ভীর, ভোঁতা একটা আওয়াজ উঠে এল কুয়ার তলা থেকে। থরথর করে কাঁপতে শুরু করল লাইমস্টোনের দেয়াল সহ ওদের পায়ের তলার জমিন। কুয়ার পানি বিস্ফোরিত হলো, সাদা আর সবুজ শেওলা ছিটকে বেরিয়ে এল কুয়ার বাইরে, পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে দাঁড়ানো সবাইকে ভিজিয়ে দিল। ভারি কুয়াশায় কিছুক্ষণের জন্যে ঢাকা পড়ে গেল সূর্য।

নয়

কুয়ার কিনারায় সবাই স্থির পাথর হয়ে গেছে। শুধু রানাকে দেখে মনে হলো সে যেন নিত্যকার পরিচিত একটা ঘটনা চাক্ষুষ করছে।

আঘাতটা সামলে উঠে অ্যাক গলায় জানতে চাইল জুলিয়া। 'মাই গড, আপনি জানলেন কিভাবে?'

'কিভাবে জানলাম ওখানে একটা বুবি ট্র্যাপ আছে?' হাসছে রানা। 'কঙ্কালের নিচে যে-ই পঁয়তাল্লিশ কিলোগ্রাম হাই এক্সপ্লোসিভ রেখে আসুক, দুটো ভুল করেছে সে। সহজেই যেটা চোখে পড়ে শুধু সেটা ছাড়া বাকি সব আর্টিফ্যাক্ট কেন সরিয়ে নেয়া হলো? হাড়গুলো খুব বেশি হলে পঞ্চাশ বছরের পুরনো হবে, আর চারশো বছরের পুরনো ব্রেস্টপ্লেটে যতটুকু মরচে পড়া দরকার ততটুকু পড়েনি।'

'এ-ধরনের একটা জঘন্য কাজ কে করতে পারে?' জিজ্ঞেস করল হপকিন্স, এখনও হতভম্ব দেখাচ্ছে তাকে।

'ড. রুবিনকে যে খুন করেছে,' জবাব দিল রানা।

'ভুয়া ড. রুবিন?'

'সম্ভবত মোপাক ডেলগাডো। ড. রুবিনের ছদ্ম পরিচয় নিয়েছিল যে লোক সে নিজের পরিচয় ফাঁস করার ও পেরুভিয়ান ইনভেস্টিগেটরদের ডেকে আনার ঝুঁকি নিতে চায়নি, অন্তত সিটি অভ ডেড থেকে সব সরিয়ে ফেলার আগে। আপনারা এখানে এসে পৌঁছুনোর অনেক আগেই সলপেমাচাকো কুয়ার ভেতর থেকে সমস্ত আর্টিফ্যাক্ট চুরি করে নিয়ে যায়, সেজন্যেই কুয়ায় আপনারা অদৃশ্য হয়ে যাবার পর সাহায্য চেয়ে রেডিও মেসেজ পাঠায় ভুয়া লোকটা। গোটা ব্যাপারটা ছিল পূর্ব-পরিকল্পিত ও সাজানো, আপনাদের মৃত্যু যাতে দুর্ঘটনা হিসেবে দেখানো যায়। লোকটা মোটামুটি নিশ্চিত ছিল আণ্ডারওয়াটার স্রোতে পড়ে পাশের একটা গুহায় ঢুকে যাবেন আপনারা, সেখানেই মারা যাবেন, অর্থাৎ আপনাদের জানাই হবে না যে আর্টিফ্যাক্টগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে, তারপরও সাবধানের মার নেই ভেবে বিস্ফোরক রেখে আসে সে।'

আতঙ্কিত নয়, বিষণ্ন দেখাল জুলিয়াকে। 'তাহলে কুয়ার সমস্ত আর্টিফ্যাক্ট হারিয়ে গেল?'

'এই ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করুন যে ওগুলো ধ্বংস হয়নি, শুধু চুরি হয়েছে।'

'ভয় নেই, ওগুলো আমরা খুঁজে বের করব,' আশ্বাস দিল শামিম।

'আপনারা আর্কিওলজির ডিসিপ্লিন বোঝেন না,' ম্লান গলায় বলল জুলিয়া। 'যেখানের জিনিস সেখানে এবং নাড়াচাড়া না করা অবস্থায় পাওয়া গেলেই শুধু আর্টিফ্যাক্ট ট্রেস, স্টাডি ও ক্লাসিফাই করা সম্ভব। এখন আর আমরা জানতেই পারব না কারা এখানে বসবাস করত বা শহরটা বানিয়েছিল। বিশাল একটা আর্কাইভ, আ টাইম ক্যাপসুল অভ সায়েন্টিফিক ইনফরমেশন, চিরতরে হারিয়ে গেল।'

'সত্যি আমি দুঃখিত,' আন্তরিক সুরে বলল রানা।

ড. রুবিনের লাশ হেলিকপ্টারে তোলা হচ্ছিল, সেখান থেকে ফিরে এলেন রেডক্লিফ। 'বাধা দেয়ার জন্যে দুঃখিত,' রানাকে বললেন তিনি। 'এখানে আমাদের কাজ শেষ হয়েছে। এবার দ্বিতীয় কপ্টার নিয়ে সিটি অভ ডেড-এ যাওয়া দরকার, ওখানে আমাদের জন্যে ড. আর্মাণ্ডা লোপেজ অপেক্ষা করছেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে জুলিয়ার দিকে ফিরল রানা। 'চলুন, ওখানে গিয়ে দেখা যাক সলপেমাচাকো কিছু রেখে গেছে কিনা।'

ড. লোপেজের বয়স পঁয়ষট্টি, দেখতে রোগা হলেও পাকানো রশির মত শরীর, হেলিকপ্টার ল্যাণ্ডিঙের পাশে সাদা ডাক-শার্ট ও একই রঙের প্যান্ট পরে দাঁড়িয়ে আছেন, ঠোঁটের দু'পাশ থেকে নেমে এসেছে সাদা গোঁফ। তাঁর মাথায় পানামা হ্যাট, রঙিন ব্যাণ্ড জড়ানো। পায়ে নকশা করা স্যাণ্ডেল, হাতে ধরে আছেন লম্বা একটা গ্লাস। দেখে মনেই হবে না প্রাচীন সংস্কৃতি বিষয়ে পেরুর সবচেয়ে নামকরা বিশেষজ্ঞ তিনি।

এগিয়ে এসে নবাগতদের হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন। 'আপনারা সময়ের আগে চলে এসেছেন,' প্রায় বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বললেন। 'আমি ধরে নিয়েছিলাম আরও দুই কি তিন দিন পর আসবেন আপনারা।'

'ড. জুলিয়ার প্রজেক্ট সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে,' বলল রানা, ড. লোপেজের বাড়ানো হাতটা ধরে ঝাঁকাল।

'তিনি কি আপনাদের সঙ্গে এসেছেন?' উঁকি দিয়ে রানার চওড়া কাঁধের পিছনটা দেখার চেষ্টা করলেন ভদ্রলোক।

'কাল সকালে আসবেন। কুয়ার পাশে প্রাচীন পাথরের ছবি তোলার জন্যে রয়ে গেছেন।' এরপর নিজেদের পরিচয় দিল রানা। 'আমি মাসুদ রানা, ইনি জর্জ রেডক্লিফ, আর ইনি মেজর শামিম। আমরা সবাই রানা এজেন্সির সদস্য।'

'আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গর্ব অনুভব করছি। আপনারা আমাদের তরুণদের প্রাণ রক্ষা করেছেন, সেজন্যে কৃতজ্ঞতা জানাই।'

'শুনলাম পেরুর প্রতিটি শহরের মোড়ে মোড়ে বাংলাদেশের পতাকা বিক্রি হচ্ছে,' বলল শামিম। 'সত্যি আমরা অভিভূত। সুযোগ পেলে আমরা আরও প্রাণ বাঁচাতে চাই।'

হেসে উঠলেন ড. লোপেজ। 'তারমানে কি লাস্ট ভিজিটটা আপনারা উপভোগ করেছেন?'

'এ-কথা ঠিক যে প্রতিপক্ষ আমাদের লক্ষ্য করে ফুল ছোঁড়েনি।'

রেডক্লিফ জানতে চাইলেন, 'ডক্টর, বলুন তো কোথায় তাঁবু ফেললে ভাল হয়?'

'তার কোন দরকার নেই,' লোপেজ জবাব দিলেন। 'আমার লোকজন এক ধনী সওদাগরের সমাধি পরিষ্কার করে রেখেছে। প্রচুর জায়গা, বৃষ্টির সময়ও শুকনো থাকে। ফোর স্টার হোটেল হয়তো নয়, তবে যথেষ্ট আরাম পাবেন।'

'আদি বাসিন্দা এখনও দখলে নেই তো?' ভয় পাবার ভান করে জিজ্ঞেস করল রানা।

'না-না,' ভুল বুঝে তাড়াতাড়ি অভয় দিলেন ড. লোপেজ। 'তাড়াহুড়োর মধ্যে আর্টিফ্যাক্ট খোঁজার সময় হাড়গোড় যা পেয়েছে সব তুলে নিয়ে গেছে চোরেরা।'

'চোরেরা যেটাকে তাদের হেডকোয়ার্টার বানিয়েছিল সেখানেও বিছানা

পাততে পারি আমরা,' বলল শামিম, আরও বিলাসবহুল আশ্রয় পাবার আশায়।

'সরি, আমি আর আমার স্টাফরা আগেই ওটাকে হেডকোয়ার্টার হিসেবে দখল করে নিয়েছি।'

মুখ হাঁড়ি করে রেডক্লিফকে শামিম বলল, 'আপনাকে আমি সাবধান করেছিলাম, আগেভাগে রিজার্ভ করতে না পারলে ঠকতে হবে।'

'আসুন, আসুন আপনারা,' হেসে উঠে বললেন ড. লোপেজ। 'আস্তানায় যাবার পথে পুয়েবলো ডে লস মুয়েরটস ঘুরিয়ে দেখাই আপনাদের।'

'এখানকার বাসিন্দাদের কথা বলছি, নিশ্চয়ই তারা হাতিদের রীতি অনুসরণ করে এখানে এসেছিল,' বলল শামিম।

'না-না,' আবার হেসে উঠলেন ড. লোপেজ। 'চাচাপয়ানরা এখানে মরার জন্যে আসেনি। এটা ছিল তাদের একটা পবিত্র কবরস্থান। তারা বিশ্বাস করত পরবর্তী জীবনে যাবার পথে এটা তাদের একটা স্টেশন।'

'তারমানে এখানে কেউ বসবাস করত না?' জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ।

'শুধু একজন ধর্মযাজক আর শ্রমিকদের নিয়ে কিছু ঠিকাদার, যারা সমাধিগুলো তৈরি করেছে। আর কারও প্রবেশাধিকার ছিল না।'

'ব্যবসা খুব ভালই করেছিল বলতে হবে,' বলল রানা। উপত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা গোলকধাঁধার মত সুড়ঙ্গ আর পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে সারি সারি অসংখ্য সমাধি-কক্ষের ওপর চোখ বুলাচ্ছে ও।

'চাচাপয়ানদের কালচার বা সমাজে অনেকগুলো স্তর ছিল, তবে ইনকাদের মত তাদের সমাজে রাজা-বাদশার মত অভিজাত শ্রেণী ছিল না,' ব্যাখ্যা করলেন ড. লোপেজ। 'জ্ঞানী ও পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিরা আর সামরিক অফিসাররা কনফেডারেশনের বিভিন্ন শহর শাসন করত। তারা আর ধনী সওদাগররাই শুধু চোখ ধাঁধানো বিশাল সমাধি তৈরি করার সামর্থ্য রাখত, দুটো জীবনের মাঝখানে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে। গরীব লোকেরা তৈরি করত মাটি বা সস্তাদরের ইঁট দিয়ে, দেখতে তাদের নিজেদের আকৃতির চেয়ে খুব একটা বড় হত না সেগুলো—স্ট্যাচু আর কি।'

রেডক্লিফের চোখে কৌতূহল। 'স্ট্যাচুর ভেতর লাশ ঢোকানো হত?'

'হ্যাঁ। উবু হয়ে বসার ভঙ্গিতে রাখা হত লাশ, ভাঁজ করা হাঁটু থাকত চিবুকের নিচে গোঁজা। তারপর লাশের চারদিকে লাঠির সাহায্যে খাঁচা মত তৈরি করা হত। ওই খাঁচায় বসানো হত মাটি ও ইঁট, লাশের চারদিকে তৈরি করা হত একটা খোল। সবশেষে পাথর খোদাই করে ওপরে বসানো হত মাথা ও মুখ, ভেতরের লোকটার চেহারার সঙ্গে খানিকটা মিল থাকত ওগুলোর। কাদা শুকিয়ে গেলে শোক পালনরত আত্মীয়স্বজনরা আগে থেকে কেটে রাখা পাথরের ভেতর অথবা হাতের কাছে পাওয়া কোন ফাটলে বসিয়ে দিত ওটা।'

'স্থানীয় আণ্ডারটেকার নিশ্চয়ই খুব জনপ্রিয় ছিল,' আন্দাজ করল শামিম।

'আমার হিসেবে বারোশো খ্রিস্টাব্দ থেকে পনেরোশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই সমাধি-ক্ষেত্র আকারে শুধু বড়ই হয়েছে। তারপর এটাকে পরিত্যাগ করা হয়। সম্ভবত স্প্যানিয়ার্ডরা বিজয়ী হবার কিছু সময় পরে।'

'চাচাপয়ানদের পরাজিত করার পর ইনকারাও কি এখানে তাদের লোকজনকে কবর দিত?' জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ।

'দিলেও খুব বেশি না। ইনকা ডিজাইন ও আর্কিটেকচার-এর আভাস দেয় এমন কবর মাত্র কয়েকটা পেয়েছি আমি।'

প্রাচীন এক এভিনিউ ধরে ওদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন ড. লোপেজ। পাথরের তৈরি রাস্তা, ঘষে মসৃণ করা। বোতল আকৃতির একটা ফিউনারাল মনুমেন্টের ভেতর ঢুকলেন তিনি, চ্যাপ্টা পাথর দিয়ে তৈরি, পাথর খোদাই করে লম্বা, সারি সারি নকশা তৈরি করা হয়েছে। হাতের কাজ অদ্ভুত সুন্দর, নৈপুণ্য ও দক্ষতার কোন তুলনা হয় না, আর্কিটেকচারও ভারি চমৎকার। মনুমেন্টের মাথার দিকটা গম্বুজ আকৃতির, তেত্রিশ ফুট উঁচু। প্রবেশ পথটাও বোতলের মত দেখতে, এত সরু যে একবারে একজন ঢুকতে বা বেরুতে পারবে। রাস্তা থেকে সিঁড়ির ধাপ উঠে গেছে বাইরের দিকের দোরগোড়া পর্যন্ত, তারপর ধাপগুলো ভেতরের মেঝের দিকে নেমে গেছে। ভেতরে ভারি, ভ্যাপসা একটা গন্ধ ভাসছে, ধাক্কা লাগল নাকে।

পাথুরে মেঝেতে কিছুই নেই, লাশের সঙ্গে রাখা সমস্ত জিনিস-পত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সিলিঙের কাছাকাছি রয়েছে পাথরের তৈরি হাসিমাখা মুখ, চারদিকের দেয়ালেও তাই। দেয়ালের নিচের দিকে পাথর খুদে তৈরি করা হয়েছে সাপের মাথা–বিস্ফারিত চোখ, খোলা মুখ। ড. লোপেজের লোকজন এরই মধ্যে মেঝেতে খড়ের তৈরি তোষক বিছিয়ে রেখেছে। দুই পাথরের মাঝখানের ফাঁকে পেরেক ঢুকিয়ে একটা আয়নাও ঝোলানো হয়েছে।

'আমার হিসেবে তেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দে তৈরি করা হয়েছে এটা,' লোপেজ বললেন। 'চাচাপয়ান আর্কিটেকচারের চমৎকার একটা নিদর্শন। বাড়ির সমস্ত সুবিধেই পাবেন, শুধু বাথরুম ছাড়া। তবে দক্ষিণে দেড়শো ফুট দূরে একটা ঝর্ণা আছে। ব্যক্তিগত আর যে-সব জিনিসের প্রয়োজন, আশা করি নিজেরাই তার যোগান দিতে পারবেন।'

'ধন্যবাদ, ড. লোপেজ,' রেডক্লিফ বললেন।

'আঠারোশো ঘণ্টায় ডিনার, আমাদের হেডকোয়ার্টারে,' জানালেন লোপেজ, তারপর শামিমের দিকে তাকালেন। 'আশা করি শহরের কোথায় কি আছে আপনার তা সবই জানা।'

'প্রায় সব,' জবাব দিল শামিম।

ঝর্ণার হিম শীতল পানিতে গোসল করে দাড়ি কামাল ওরা, তারপর গরম কাপড় পরে রওনা হলো পেরুভিয়ান কালচারাল কর্তৃপক্ষের হেডকোয়ার্টারের উদ্দেশে। প্রবেশ মুখে ড. লোপেজ ওদের অভ্যর্থনা জানালেন, পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর চার সহকারীর সঙ্গে। চারজনের কেউই ইংরেজি জানে না।

'ডিনারের আগে ড্রিঙ্ক, জেন্টেলমেন? আমার কাছে জিন, ভদকা, স্কচ ও পিসকো আছে– শেষেরটা স্থানীয় ব্র্যাণ্ডি, সাদা।'

'দেখা যাচ্ছে ভাল প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন আপনারা,' মন্তব্য করলেন

রেডক্লিফ।

হাসলেন লোপেজ। 'এলাকাটা অশান্ত আর বিপজ্জনক, কিন্তু তারমানে এই নয় যে বিদেশী মেহমানদের খাতির করতে পারব না আমরা।'

'আপনাদের স্থানীয় ব্র্যান্ডি একটু চেখে দেখা যেতে পারে,' বলল রানা।

শামিম আর রেডক্লিফ স্কচ চাইল। পানীয় পরিবেশন করার পর ওদেরকে ক্যানভাস লন চেয়ারে বসতে অনুরোধ করলেন লোপেজ।

'রকেট হামলায় আর্টিফ্যাক্টের কি রকম ক্ষতি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা, আলোচনা শুরু করতে চাইছে।

'অল্প যে-ক'টা জিনিস রেখে গেছে, ধসে পড়া পাথরে চাপা পড়ে তা-ও নষ্ট হয়ে গেছে। এমনভাবে ভেঙেছে, ওগুলোর আর কোন দাম নেই।'

'উদ্ধার করার মত কিছুই আপনি পাননি?'

মাথা নাড়লেন লোপেজ। 'আশ্চর্যই বলতে হবে, এত তাড়াতাড়ি কিভাবে সব সরিয়ে ফেলল ওরা। উদ্ধার করার মত বা অক্ষত আর্টিফ্যাক্ট চার টনের কম ছিল না, আমরা পৌঁছুবার আগেই সব নিয়ে চলে গেছে। স্প্যানিশ ট্রেজার হান্টার আর তাদের লোভী পাদ্রীরা ইনকা শহরগুলো থেকে যে-সব জিনিস সেভাইল-এ পাচার করতে পারেনি, হুয়াকুয়েরসরা সে-সব খুঁজে পেয়ে লুঠ করে নিয়ে গেছে।'

'হুয়াকুয়েরস?' প্রশ্ন করলেন রেডক্লিফ।

'যারা প্রাচীন কবর থেকে জিনিস-পত্র চুরি করে তাদেরকে স্থানীয় ভাষায় হুয়াকুয়েরস বলে,' ব্যাখ্যা করল শামিম।

শামিমের দিকে তাকাল রানা, চোখে কৌতূহল। 'তুমি জানলে কিভাবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল শামিম। 'আর্কিওলজিস্টদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে কানে এরকম অনেক শব্দই আসে।'

'শুধু হুয়াকুয়েরসদের দায়ী করলে ভুল হবে,' ড. লোপেজ বললেন। 'পার্বত্য এলাকার চাষীরা সন্ত্রাস, মুদ্রাস্ফীতি আর দুর্নীতির শিকার, ফসল ফলিয়ে পেট চালাতে পারে না। আর্কিওলজিকাল সাইট থেকে যা পায় তাই চুরি করে বেচে দেয়।'

'তারমানে সাইটগুলোয় এখন আর প্রায় কিছু নেই বললেই চলে।'

'নেই,' রেডক্লিফকে সমর্থন করে মাথা ঝাঁকালেন লোপেজ। 'আমার মত বিজ্ঞানীদের জন্যে কিছু হাড় আর মাটির ভাঙা হাঁড়ি-পাতিলই শুধু পড়ে আছে। বড় বড় দালান-কোঠা, মন্দির, প্রাসাদ, সব খালি করে ফেলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আর্কিটেকচারাল অর্নামেন্ট সংগ্রহ করার লোভে এ-সব কাঠামো ভেঙেও ফেলা হয়েছে। পাঁচিলের পাথর নিয়ে যাওয়া হয়েছে সস্তায় বাড়ি-ঘর তৈরির উপকরণ পাবার জন্যে। প্রাচীন সংস্কৃতির এ-সব স্থাপত্য সৌন্দর্য সব ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে।'

'আমি শুনেছি এ এক পারিবারিক পেশা,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, মাটির নিচের সমাধিগুলোর খোঁজ এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম পর্যন্ত চলছে, গত কয়েকশো বছর ধরে। বাবা, কাকা, ভাই, জ্ঞাতি-ভাই সবাই একসঙ্গে কাজ করে।'

‘বিশেষ করে কবরগুলোই ওদের প্রধান টার্গেট?’ জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ।

‘হ্যাঁ, কারণ কবরের ঘরগুলোতেই বেশিরভাগ প্রাচীন ট্রেজার লুকানো থাকে। প্রাচীন সাম্রাজ্যের শাসক ও ধনী ব্যবসায়ীদের ধন-সম্পদ লাশের সঙ্গেই রাখা হত।’

‘পরজন্মে বিশ্বাসীরা এ-সব তো সঙ্গে রাখতে চাইবেই,’ মন্তব্য করল শামিম।

‘প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে প্রাচীন মিশর ও ইনকা সাম্রাজ্যের লোকেরা বিশ্বাস করত এই পৃথিবীর পরও জীবন বহাল থাকবে। পুনর্জন্ম নয়, মনে রাখবেন। যে জীবন পৃথিবীতে কাটানো হচ্ছে তারই বিস্তৃতি। সেজন্যেই সঙ্গে করে তারা তাদের মূল্যবান জিনিস-পত্র নিয়ে যেত কবরে। অনেক রাজা ও সম্রাট তাঁদের প্রিয় স্ত্রী, বিশ্বস্ত অফিসার, চাকর-চাকরানী, পোষা প্রাণীদেরও সঙ্গে নিতেন। কবর থেকে চুরি বেশ্যাবৃত্তির মতই পুরনো পেশা।’

‘রীতিটার প্রচলন আজও যদি থাকত তাহলে কি হত? ভেবে দেখুন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্দেশ দিলেন, আমি মারা গেলে আমার সঙ্গে কংগ্রেসের সব ক’জন সদস্যকে কবর দিতে হবে।’ হাসির কথা, অথচ শামিম হাসছে না।

রেডক্লিফ জিজ্ঞেস করলেন, ‘কবরগুলো খুঁজে পায় কিভাবে?’

‘গরীব হুয়াকুয়েরসরা শাবল, কোদাল আর রড দিয়ে মাটি খুঁড়ে পাতালের সমাধি খোঁজে। সুসংগঠিত স্মাগলিং অর্গানাইজেশন আধুনিক দামী ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করে–মেটাল ডিটেকটর, লো লেভেল রাডার ইন্সট্রুমেন্ট ইত্যাদি।’

‘সলপেমাচাকোর সঙ্গে আপনার কখনও দেখা হয়েছে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘চারটে আর্কিওলজিকাল সাইটে চারবার,’ বললেন ড. লোপেজ। ‘প্রতিবার পৌঁছুতে দেরি হয়ে গেছে আমার। ওরা একটা দুর্গন্ধের মত, উৎস কোথায় জানা নেই। তবে অর্গানাইজেশনটার যে অস্তিত্ব আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওদের কুকর্মের ভয়াবহ ফলাফল আমি দেখেছি। নিজেরা তো লুঠ করেই, ভাল দাম দিয়ে আর্টিফ্যাক্ট কিনে নেয় বলে সাধারণ গরীব মানুষরাও ওগুলো চুরি করে। আমাদের সংস্কৃতির সমস্ত নিদর্শন আন্তর্জাতিক কালোবাজারে চলে যাচ্ছে। দুঃখ এই যে আজও আমি তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারিনি।’

‘কিন্তু পুলিস বা সিকিউরিটি ফোর্স এই চুরি বা পাচার ঠেকাতে পারছে না কেন?’ জানতে চাইলেন রেডক্লিফ।

‘হুয়াকুয়েরসদের ঠেকানো হাতের তালুতে পারদ ধরে রাখার মত,’ জবাব দিলেন ড. লোপেজ। ‘এই অবৈধ ব্যবসায় লাভ খুব বেশি। তাছাড়া, অসংখ্য লোক জড়িত। আর আপনারা তো জেনেছেনই, আমাদের সামরিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কেনা যায়।’

‘আপনার ঘাড়ে কঠিন একটা দায়িত্ব চেপেছে,’ সহানুভূতির সুরে বলল রানা।

‘এই কাজে কোন প্রশংসাও নেই,’ ম্লান মুখে বললেন ড. লোপেজ। ‘পাহাড়ী লোকেদের কাছে আমি একজন শত্রু। ধনী পরিবারগুলো আমাকে প্লেগ বলে মনে করে, কারণ অমূল্য আর্টিফ্যাক্ট সংগ্রহ করে তারা।’

‘পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে খুবই খারাপ।’

'সত্যি তাই! সারা দেশ জুড়ে কালচারাল স্কুল আর মিউজিয়ামের বিজ্ঞানীরা আর্কিওলজিকাল সাইট আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে হুয়াকুয়েরসদের কাছে হেরে যাচ্ছি আমরা।'

'সরকার আপনাদের সাহায্য করে না?'

'আর্কিওলজি প্রজেক্টের জন্যে সরকার কোন ফাণ্ড দিতে রাজি নয়। আগে দেয়া হত, বেশিরভাগ অপব্যয় হয় বলে বন্ধ হয়ে গেছে।'

ড. লোপেজের একজন সহকারী জানাল, ডিনার পরিবেশন করা হয়েছে। খেতে বসে অন্যান্য প্রসঙ্গেও আলাপ হলো। তারপর ক্যাম্পফায়ারের পাশে এসে বসল সবাই। ড. লোপেজকে প্রশ্ন করল রানা, 'আপনার কি মনে হয়, মোপাক ডেলগাডো আর তার লোকজন সিটি অভ ডেড একেবারে খালি করে ফেলেছে? নাকি এখনও এমন কিছু জায়গা বা মন্দির আছে যা আবিষ্কার হয়নি?'

এই প্রথম উজ্জ্বল হয়ে উঠল ড. লোপেজের মুখ। 'হুয়াকুয়েরস বা তাদের বস্ সলপেমাচাকো এখানে খুব বেশিক্ষণ থাকার সময় পায়নি, কাজেই চোখের সামনে যা পেয়েছে তাই নিয়ে কেটে পড়েছে। পুয়েবলো ডে লস মুয়েরটস ভাল করে খুঁড়ে দেখতে এক বছর লেগে যাবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গুপ্তধনের বেশিরভাগই এখনও রয়ে গেছে এখানে।'

ড. লোপেজকে হাসিখুশি দেখে আবার পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে এল রানা। 'আচ্ছা, বলুন দেখি, স্প্যানিয়ার্ডরা আসার পর হারানো ইনকা ট্রেজার সম্পর্কে যে-সব কিংবদন্তী প্রচলিত, সেগুলো সত্যি কিনা।'

সরু, লম্বা একটা চুরুট ধরিয়ে কিছুক্ষণ ধূমপান করলেন ড. লোপেজ, তারপর বললেন, 'আমার পূর্ব-পুরুষরা যদি তাঁদের ধন-সম্পদের বিশদ বিবরণ রেখে যেতেন তাহলে এ-ধরনের গল্প বা কিংবদন্তীর সৃষ্টি হত না। আসলে ইনকাদের তো হরফই ছিল না। বিল্ডিঙের ডিজাইনে, টেক্সটাইল ও সিরামিক পটের নকশায় কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়, রেকর্ড বলতে আর কিছু পাওয়া যায়নি।'

'আমি হুয়াসকার-এর হারানো ট্রেজার সম্পর্কে ভাবছি,' বলল রানা।

'ও, এ গল্পও আপনি শুনেছেন?'

'ড. জুলিয়ার মুখে। একটা বিরাট সোনার চেইনের কথা বললেন তিনি, অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।'

'গল্পের ওই অংশটুকু সত্যি। মহান ইনকা রাজা হুয়ায়না কাপাক তাঁর ছেলের জন্ম উপলক্ষে নির্দেশ দেন বিরাট একটা সোনার চেইন তৈরি করতে হবে। ছেলের নাম রাখা হয় হুয়াসকার। অনেক বছর পর, হুয়াসকার তখন রাজা হয়েছেন, নির্দেশ দেন, ইনকার রাজধানী থেকে রাজকীয় ধন-সম্পদ সরিয়ে ফেলতে হবে, লুকিয়ে রাখতে হবে অন্য কোথাও, যাতে তার ভাই আথাহুয়ালপা ওগুলোয় হাত দিতে না পারেন। দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের পর আথাহুয়ালপা অন্যায়ভাবে সিংহাসন দখল করে নেন। রাজকীয় ধন-সম্পদের মধ্যে চেইনটা ছাড়াও ছিল লাইফ-সাইজ স্ট্যাচু, সিংহাসন, সান ডিস্ক, পরিচিত সমস্ত পশু-পাখির মূর্তি—সবই সোনা বা রূপার তৈরি, মূল্যবান রত্ন বসানো।'

'এরকম বিপুল ট্রেজারের কথা আগে কখনও শুনিনি আমি,' বললেন রেডক্লিফ।

'ইনকাদের এত বেশি সোনা ছিল যে স্প্যানিয়ার্ডরা কাড়াকাড়ি করছে দেখে কারণটা বুঝতে পারত না। রাজকীয় ট্রেজারের খোঁজ করতে গিয়ে হাজার হাজার স্প্যানিশ মারা পড়ে। জার্মান ও ইংরেজরাও কম খোঁজা খোঁজেনি, তাদের মধ্যে স্যার ওয়ালটার র‍্যালে-ও ছিলেন। জঙ্গল আর পাহাড় চষে ফেলেছেন সব্বাই, কিন্তু পাননি।'

'গল্পে বলা হয়েছে চেইন সহ অন্যান্য আর্ট ট্রেজার আজটেকের বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দেয়া হয়, তারপর পুঁতে রাখা হয় মাটি বা পাহাড়ের তলায়।'

মাথা ঝাঁকালেন ড. লোপেজ। 'গল্পে তাই আছে। তবে নৌকার একটা বহরে তুলে উত্তরে নিয়ে যাওয়া হয় কিনা বলা মুশকিল। কোন প্রমাণ নেই। একটা ব্যাপার মোটামুটি জানা গেছে, রাজকীয় ট্রেজারের পাহারায় ছিল চাচাপয়ান বীর যোদ্ধারা। ইনকা রাজার দেহরক্ষী ছিল তারা, রয়্যাল গার্ড বলতে পারেন। রয়্যাল গার্ড বাহিনী গঠিত হয় চোদ্দশো আশি খ্রিস্টাব্দে।'

'চাচাপয়ানদের ইতিহাস কি?'

'ওদের নামের অর্থ ক্লাউড পীপ্‌ল্‌,' জবাব দিলেন ড. লোপেজ। 'ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি। ওদের শহরগুলো দুনিয়ার সবচেয়ে দুর্ভেদ্য বনভূমির নিচে চাপা পড়ে আছে। চাচাপয়ান ধ্বংসাবশেষ খোঁজার জন্যে কোন ফাণ্ড বরাদ্দ করা হয়নি, কিভাবে খুঁজে পাওয়া সম্ভব তা-ও কেউ জানে না।'

'ব্যাপারটা তাহলে একটা রহস্য হয়ে রয়েছে।'

'ইনকাদের বর্ণনা অনুসারে চাচাপয়ানরা ফর্সা, চোখের রঙ সবুজ। মেয়েদের সম্পর্কে বলা হয়েছে খুবই সুন্দরী। শুধু ইনকারা নয়, স্প্যানিশরাও পছন্দ ও প্রশংসা করত। খুব নাকি লম্বা ছিল তারা। এক চাচাপয়ান কবরে একজন ইটালিয়ান এক্সপ্লোরার একটা কংকাল পান, দু'মিটারের বেশি লম্বা।'

'তারমানে প্রায় সাত ফুট?'

'হ্যাঁ,' বললেন ড. লোপেজ।

'হুয়াসকারের ট্রেজার সম্পর্কে আপনার কি ধারণা, ডক্টর?'

'হুয়াসকারের ট্রেজার পাওয়া গেলে দুনিয়ার মানুষ স্তম্ভিত হয়ে যাবে।' আগুনের দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করলেন ড. লোপেজ। 'আমার ধারণা, মেক্সিকোর কোন গুহার ভেতর এখনও তা আছে।' এক মুখ চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে আকাশের তারা দেখলেন তিনি। 'চেইনটা পাওয়া গেলে সারা দুনিয়ার লোক দেখতে আসবে। তবে আর্কিওলজিস্টরা খুশি হবে নিরেট সোনার তৈরি সান ডিস্ক পাওয়া গেলে। ওটা বা রয়্যাল গোল্ডেন মমি।'

'সোনার মমি,' প্রতিধ্বনি তুললেন রেডক্লিফ। 'ইনকারা কি মিশরীয়দের মত তাদের লাশ সংরক্ষণ করত?'

'মিশরীয়দের মত অত জটিল ছিল না পদ্ধতিটা,' ব্যাখ্যা করলেন ড. লোপেজ। 'প্রভাবশালী শাসকদের লাশ সোনায় মোড়া হত, দেখাদেখি বাকি সবার ধর্মীয় রীতিতে পরিণত হয় ব্যাপারটা। মৃত রাজাদের মমি তাঁদের নিজেদের

প্রাসাদেই থাকত, কিছু দিন পরপর নতুন করে মোড়া হত কাপড়ে, ভোজ দেয়া হত, মৃত রাজার জন্যে বেছে বেছে সুন্দরী মেয়ে এনে রাখা হত প্রাসাদে।'

'মারা যাবার পরও?'

'প্রাসাদ ও মমি দেখাশোনা করত একদল ধর্মযাজক। তাদের কাজ ছিল মৃত রাজাকে খুশি রাখা। প্রায়ই মমি নিয়ে মিছিল বের করা হত, রাজা যেন এখনও প্রজাদের শাসন করছেন। বলাই বাহুল্য, রাজার প্রতি এই অসম্ভব ভালবাসা অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, আর তারই ফলশ্রুতিতে স্প্যানিশ আক্রমণের সময় ইনকা সাম্রাজ্যের দ্রুত পতন ঘটে।'

ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, জ্যাকেটের বোতামগুলো লাগিয়ে নিল রানা। 'আমরা যখন নুমার জাহাজে, মিস জুলিয়া একটা মেসেজ পান,' বলল ও। 'চুরি যাওয়া একটা গোল্ডেন সুট পাওয়া গেছে শিকাগোর এক কালেক্টরের কাছে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন ড. লোপেজ। 'হ্যাঁ, টিয়াপোলোর গোল্ডেন বডি সুট। নেমল্যাপ নামে বিখ্যাত এক জেনারেল ছিলেন, তাঁর মমির আবরণ ছিল সেটা। প্রথমদিককার এক ইনকা রাজার ডান হাত ছিলেন নেমল্যাপ। লিমা ত্যাগ করার আগে শুনতে পেলাম মার্কিন কাস্টমস এজেন্টরা ওটার সন্ধান পেলেও আবার হারিয়ে ফেলেছে।'

'হারিয়ে ফেলেছে?' যে-কোন কারণেই হোক, রানা খুব একটা বিস্মিত হয়নি।

'আমাদের কালচারাল মিনিস্টারকে ফোনে জানানো হয়েছে, মার্কিন কাস্টমস এজেন্টরা দেরি করে ফেলে। কালেক্টরের ওপর নজর রাখছিল তারা, এই ফাঁকে চোরেরা ওটা নিয়ে পালিয়েছে।'

'ড. জুলিয়া বলছেন, সুটের গায়ে খোদাই করা নকশায় একটা মেসেজ আছে–রাজকীয় ট্রেজার নৌকার একটা বহরে তুলে মেক্সিকোয় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'মাত্র কয়েকটা নকশার অর্থ করা সম্ভব হয়েছে। আধুনিক স্কলাররা সুটটা ভাল করে পরীক্ষা করার সুযোগই পাননি, সেভাইল-এর মিউজিয়াম থেকে চুরি হয়ে যায়।'

'তাহলে ধরে নেয়া যায়,' বলল রানা, 'সুটটা এবার যে-ই চুরি করে থাকুক, সোনার চেইন উদ্ধার করার ক্লু পেয়ে গেছে সে।'

'হ্যাঁ, আপনার কথায় যুক্তি আছে।'

'তারমানে সুটটার সঙ্গে চেইনটাও হারালাম আমরা?' জিজ্ঞেস করল শামিম।

'যদি না ড্রেকের কুইপু খুঁজে পাই,' বলল রানা। 'এবং চোরের আগে ওখানে পৌঁছুতে পারি।'

'ও, হ্যাঁ, বিখ্যাত সেই জেড-বক্স,' ম্লান সুরে বললেন ড. লোপেজ। 'গল্পটা আজও মানুষ ভোলেনি। তারমানে আপনিও শুনেছেন কিংবদন্তীর সেই সুতোর কথা, সুতোর রঙ আর গিঁট থেকে বোঝা যাবে কোথায় আছে চেইনটা?'

'আপনি মনে হচ্ছে এ-সব বিশ্বাস করেন না।'

'নিরেট কোন প্রমাণ নেই।'

'গল্প-গাঁথা ও কিংবদন্তী সত্যি প্রমাণিত হয়েছে, এমন ঘটনা নিয়ে মোটা একটা বই লেখা যায়।'

'আমি একজন বিজ্ঞানী, মি. রানা। সে-ধরনের একটা কুইপু যদি সত্যি থেকে থাকে, সেটা আমাকে হাতে পেতে হবে। এমনকি তারপরও ওটার নির্ভেজালত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারব না আমি।'

'ওটা আমি খুঁজে বের করতে যাচ্ছি, এ-কথা বললে আপনি কি আমাকে পাগল ভাববেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

রানার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ড. লোপেজ বললেন, 'আপনার সম্পর্কে যতটুকু শুনেছি, আপনি একজন অ্যাডভেঞ্চারার, কাজেই এ-ধরনের কাজ আপনাকে মানায়। তবে আপনাকে আমি সাবধান করে দিতে চাই। সত্যি যদি ওটার অস্তিত্ব থাকে, আর আপনি যদি খুঁজে পান—সাফল্য ও পরাজয়, দুটোরই স্বাদ নিতে হবে আপনাকে।'

'এ-কথা বলছেন কেন?' তাকিয়ে থাকল রানা।

'সহজ ভাষায় বলি। ড্রেকের কুইপু অনুবাদ করতে পারে এমন লোক একজনও বেঁচে নেই, শেষ ব্যক্তিটি মারা গেছে আজ থেকে চারশো বছর আগে।'

দশ

ডগলাস, আরিজোনার কয়েক কিলোমিটার পুবে, জনবসতিহীন খাঁ-খাঁ সাউথওয়েস্ট মরুভূমিতে, যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো সীমান্তের একেবারে কাছে হাসিয়ান্দাটা বিশাল এক দুর্গের মত মাথা তুলে আছে। ওটার বর্তমান মালিক টমাস ডাফ গর্ব করে বলে বেড়ান সরকারী কর্মকর্তা, রাজনীতিক, ধনকুবের ব্যবসায়ী ও বিদেশী দূতদের নিয়ে ফুর্তি করার জন্যে হাসিয়ান্দাটা কিনেছেন তিনি। কয়েকশো একর জমি নিয়ে বিশাল একটা এস্টেট, আধুনিক জীবনযাপনের সমস্ত উপকরণ চাইলেই পাওয়া যায়। সম্মানী যে-সব অতিথি এখানে ফুর্তি করতে আসেন তাঁদের কথা ও ছবি নিয়মিত ছাপা হয় সারা দেশের সেরা ম্যাগাজিনগুলোয়, বিশেষ করে গসিপ কলামে।

টমাস ডাফ একজন কালেক্টর। শিল্পকর্ম ও অ্যান্টিক-এর বিশাল সংগ্রহ রয়েছে তাঁর, বৈধ ও অবৈধ দু'ধরনেরই। তবে অবৈধ সংগ্রহ কিভাবে বৈধ করে নিতে হয় তা তাঁর জানা আছে। তাঁর কালেকশনের প্রতিটি আইটেম কোন দেশ থেকে কেনা হয়েছে, আমদানি করার কাগজ-পত্র ইত্যাদি জেনে ও পরীক্ষা করে সরকারী অফিসাররা সার্টিফিকেট দেন। নিয়মিত ট্যাক্স দেন তিনি, ব্যবসার কাগজ-পত্র সব সময় ঠিকঠাক রাখেন, অতিথিদের কখনও ড্রাগ নিয়ে হাসিয়ান্দায় ঢুকতে দেন না। টমাস ডাফের নামে কোন কেলেঙ্কারির কাহিনী আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি।

ছাদ ঢাকা টেরেসে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, চারপাশে ফুলগাছের টব, এস্টেটের রানওয়েতে একটা প্রাইভেট জেট প্লেনকে ল্যাণ্ড করতে দেখছেন। প্লেনটা সোনালি

রঙ করা, ফিউজিলাজ বরাবর বেগুনি ডোরা। চওড়া ডোরার ওপর হলুদ হরফে লেখা রয়েছে–ডাফ ইন্টারন্যাশনাল। প্লেনটা থেকে ফুল ছাপা স্পোর্ট শার্ট ও খাকি শর্টস পরা এক লোক নামল, উঠে বসল অপেক্ষারত গলফ কার্ট-এ।

পঞ্চান্ন বছর বয়েস, টকটকে লাল কঠিন মুখ, সারা জীবনে অসংখ্য মানুষের অকাল মৃত্যুর কারণ সৃষ্টি করেছেন টমাস ডাফ। কালো সিল্ক জাম্প সুট পরে আছেন তিনি, টেরেস ধরে সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়ালেন। ধাপ বেয়ে উঠে এলেন তাঁর অতিথি। পরস্পরকে তাঁরা আলিঙ্গন করলেন।

'তোমাকে বহাল তবিয়তে দেখে ভাল লাগছে আমার, হুক।'

মারফি হুক নিঃশব্দে হাসলেন। 'শুধু এইটুকু জেনে রাখো, একটুর জন্যে তোমার ভাই এ-যাত্রা বেঁচে গেছে।'

'এসো, তোমার সঙ্গে লাঞ্চ খাব বলে অপেক্ষা করছিলাম।' টেরেসে টবের সংখ্যা এত বেশি, বনভূমি বললে অতিরঞ্জন হবে না। পাম গাছের পাতা দিয়ে ছাওয়া ছাদের নিচে টেবিল ফেলা হয়েছে। 'আমার শেফ আজ পর্ক লয়েন রেঁধেছে, বিশেষ করে তোমার কথা ভেবে।'

'কোনদিন না ওকে আমি তোমার কাছ থেকে ভাগিয়ে নিয়ে যাই।'

'সম্ভাবনা কম,' হেসে উঠল ডাফ। 'ওকে আমি বেশি বেশি বকশিশ দিয়ে নষ্ট করে ফেলেছি।'

'তোমার লাইফস্টাইল দেখে আমার ঈর্ষা হয়।'

'তোমারটা দেখেও আমার। অ্যাডভেঞ্চারের নেশা তোমার গেল না। ইচ্ছে করলেই কোটি কোটি ডলার পুঁজি খাটিয়ে ব্যবসা করতে পারতে, তা না করে বনে-জঙ্গলে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছ নয়তো পুলিসের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছ।'

'রুটিন বাঁধা জীবন আমার সয় না,' হুক বললেন। 'জীবন আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। তোমারও উচিত আমার দলে ভিড়ে যাওয়া।'

'না, ধন্যবাদ। সভ্যতার কাছ থেকে পাওয়া আরাম-আয়েশ আমি পছন্দ করি।'

লাঞ্চ খাবার পর হুইস্কি নিয়ে বসলেন দু'ভাই। ডাফ জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর, ভাই, পেরুর গল্প শোনাও।'

একটা কথা ভেবে কৌতুক বোধ করেন হুক, ওঁদের বাবা ছেলেমেয়েদের নামকরণের সময় কোন মিল রাখেননি। বড় ছেলে হিসেবে টমাস ডাফ একা শুধু পারিবারিক নাম ধারণ করে আছেন। ওঁদের বাবা অবশ্য তাঁর বিশাল ব্যবসা ও জমা টাকা ছেলেমেয়েদের মধ্যে যথাযথ ভাগ করে দিয়ে গেছেন, কাউকে বঞ্চিত করেননি–পাঁচ ছেলে আর দুই মেয়ে সবাই সমান ভাগ পেয়েছে। প্রত্যেকে হয় আর্ট ও অ্যান্টিক গ্যালারি, অকশন হাউস নয়তো এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ফার্মের একজন কর্পোরেট এক্সিকিউটিভ অফিসার হয়েছেন। পরিবারের সমস্ত ব্যবসা অবিচ্ছিন্ন রয়েছে, গোপনে তার নামকরণ করা হয়েছে সলপেমাচাকো।

'পেরুর খবর হলো, মিরাকুলাসলি বেশিরভাগ আর্টিফ্যাক্ট রক্ষা করতে পেরেছি। শুধু রক্ষা করিনি, ওইদেশ থেকে বেরও করে এনেছি। আমাদের লোকজন সব লেজে-গোবরে করে ফেলে। উটকো ঝামেলাও কম হয়নি।'

'ইউ. এস. কাস্টমস, নাকি ড্রাগ এজেন্ট?' জিজ্ঞেস করলেন ডাফ।

'ওরা নয়। বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর দু'জন মেজর। বিশেষ একটা ট্রেনিঙে পেরুতে এসেছে ওরা। কুয়ার ভেতর ড. জুলিয়া আর তার ফটোগ্রাফার আটকা পড়ায় জুয়ান রুফিনাস সাহায্য চেয়ে মেসেজ প্রচার করে, সেটা পেয়ে চলে আসে ওরা দু'জন।'

'তারপর?'

ডেলগাডোর হাতে ড. রুবিনের খুন হওয়া থেকে শুরু করে রানা ও ওর লোকজন উপত্যকা থেকে পালানো পর্যন্ত সব ঘটনা ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করলেন মারফি হুক, জুয়ান রুফিনাসের মৃত্যুর কথাও বাদ দিলেন না। উপত্যকা থেকে কি কি আর্টিফ্যাক্ট উদ্ধার করা হয়েছে তার একটা খসড়া তালিকা দিয়ে বক্তব্য শেষ করলেন তিনি।

'আর্টিফ্যাক্ট কিভাবে পাচার করলে?'

'ডাফ ইন্টারন্যাশনালের একটা অয়েল ট্যাংকারের গোপন কার্গো কম্পার্টমেন্টে ভরে দিয়েছি।'

'তারমানে ফাইভ স্টারে। চারদিন পর সান ফ্রান্সিসকোয় পৌঁছুনোর কথা ওটার।'

'তখন ওটার দায়িত্ব ভাই মাইকেল ফোম-এর, সান ফ্রান্সিসকো তার এলাকা।'

'হ্যাঁ। তোমার পাচার করা সব কার্গোই আমাদের ডিসট্রিবিউশন সেন্টার গলভেস্টনে পৌঁছে দেয় সে। ওয়াইন কেমন লাগছে?'

'আ ক্লাসিক,' জবাব দিলেন হুক।

'রুফিনাসের ব্যাপারটা দুঃখজনক,' বললেন ডাফ। 'লোকটা বিশ্বস্ত ছিল।'

'আর কিছু করার ছিল না। উপত্যকায় অঘটন ঘটার পর নার্ভাস হয়ে পড়ে সে, সলপেমাচাকোর পরিচয় ফাঁস করে দেবে বলে প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে বসে। তাকে পেরুভিয়ান পুলিসের হাতে পড়তে দেয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হত না।'

'তোমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু মোপাক ডেলগাডোর ব্যাপারটা কি হবে?'

'তার মরে যাওয়াই উচিত ছিল,' বললেন হুক। 'আমাদের বোকা ভাড়াটে সৈনিকরা মন্দিরে হামলা করার পর ফিরে এসে দেখি একগাদা পাথরের নিচে চাপা পড়ে আছে সে, তখনও নিঃশ্বাস ফেলছে। অতিরিক্ত তিনটে সামরিক হেলিকপ্টার আনিয়ে আর্টিফ্যাক্টগুলো সরিয়ে ফেলি আমি। তারপর স্থানীয় হুয়াকুয়েরসদের নির্দেশ দেই ডেলগাডোকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করুক। সুস্থ হতে দিন কয়েক লাগবে তার।'

'ভাল হত তাকেও যদি শেষ করে আসতে।'

'ভেবে দেখলাম এমন কিছু সে জানে না…।'

'তারপরও একটা পাগলা কুত্তাকে ছেড়ে আসা উচিত হয়নি তোমার।'

হাসলেন হুক। 'ওকে দিয়ে আমাদের কাজ হবে।'

'কিভাবে? ভাড়াটে খুনী হিসেবে?'

'আমি তাকে বাধা অপসারণের একটা যন্ত্র হিসেবে দেখছি,' বললেন হুক। 'শোনো, ভাই, কতদিন আর নিজের হাতে শত্রু মারা যায়? এভাবে যদি চালিয়ে যাই, এক সময় ধরা পড়ে যেতে পারি। প্রয়োজনে আমি শুধু একা খুন করতে পারি তা নয়, পরিবারের আরও অনেকে পারে। এবার হয় তারা দায়িত্ব নিক, নয়তো ডেলগাডোকে কাজে লাগানো হোক। মানুষ খুন করে সে আনন্দ পায়।'

'তবে লক্ষ রাখতে হবে তার লাগাম যেন শক্ত হাতে ধরা থাকে,' সাবধান করে দিলেন ডাফ।

'চিন্তা কোরো না।' হুক এরপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন, 'চাচাপয়ান আর্টিফ্যাক্ট কেনার মত পার্টি জোগাড় হয়েছে?'

'একজন ড্রাগ ডিলার, নাম জোসেফ বেনেটা,' বললেন ডাফ। 'প্রি-কলম্বিয়ান কিছুর কথা শুনলেই ভদ্রলোক ক্ষুধার্ত বোধ করেন। পেমেন্টও করতে চান নগদ, ড্রাগ ব্যবসার কালো টাকা সাদা হয় তাতে।'

'বেচতে কি রকম সময় লাগবে?'

হেসে উঠে ডাফ বললেন, 'তুমি তোমার শেয়ারের টাকা দিন দশেকের মধ্যে পেয়ে যাবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বিয়ারের বুদ্বুদগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন হুক। 'একটা কথা, ডাফ। আমি চাই শরীর-স্বাস্থ্য ভাল থাকতে থাকতে পারিবারিক ব্যবসা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিই।'

ঠোঁটে নিঃশব্দ হাসি, ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ডাফ। 'ঠিক আছে, দুশো মিলিয়ন ডলার থেকে বঞ্চিত করো নিজেকে।'

'কি বলছ বুঝলাম না।'

'ট্রেজারের শেয়ার।'

'কোন ট্রেজার?'

'বিরাট একটা পুরস্কার আমাদের নাগালের মধ্যে চলে এসেছে। ভাই-বোনরা সবাই আমরা জানি, শুধু তুমি এখনও জানো না।'

'খুলে বলো।'

'টিয়াপোলোর গোল্ডেন বডি সুট,' বললেন ডাফ। 'হুয়াসকারের ট্রেজার খুঁজে পাবার সূত্র। সুটটা এখন আমাদের হাতে।'

হাঁ হয়ে গেছেন হুক। 'সোনার সুটে মোড়া নেমল্যাপের মমি পেয়েছ তুমি? সত্যি ওটা তোমার হাতে?'

'আমাদের হাতে, ব্রাদার। এক সন্ধ্যায় বাবার পুরনো ব্যবসার রেকর্ড-পত্র ঘাঁটছিলাম। একটা লেজারে গোপন পেমেন্টের রসিদ দেখলাম। স্পেনের মিউজিয়াম থেকে মমিটা চুরি করার বুদ্ধি বাবার মাথা থেকেই বেরিয়েছিল।'

'বুড়ো শিয়াল, এ বিষয়ে কিছুই আমাদের বলেননি।'

'এটা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব, কিন্তু এত বেশি উত্তপ্ত যে পরিবারের কাউকে জানাতেও সাহস পাননি।'

'তুমি কিভাবে খুঁজে বের করলে?'

'এক ধনী সিসিলিয়ান মাফিয়া বসের কাছে বিক্রি করেন বাবা ওটা।

মাইকেলকে পাঠাই তদন্ত করতে।' মাইকেল ফোম ওদের আরেক ভাই। 'যদিও প্রায় সত্তর বছর পর ওটার হদিস পাওয়া যাবে বলে আশা করিনি। মাফিয়া বসের গ্রামে গিয়ে তার ছেলের সঙ্গে কথা বলে মাইকেল। ছেলে জানায়, উনিশশো চুরাশি সালে, সাতানব্বুই বছর বয়সে মারা যায় তার বাবা, তখনও সুটটা লুকানো ছিল তাদের বাড়িতে। বাবা মারা যাবার পর নিউ ইয়র্কের এক আত্মীয়র মাধ্যমে সেটা বিক্রি করে দেয় সে। কিনেছে জেরি অ্যাডামস নামে এক ধনী ব্যবসায়ী।'

'ছেলেটা এত সব কথা বলল মাইকেলকে?' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন হুক।

'লাভ না পেয়ে কি আর বলেছে। মাইকেল তাকে নগদ তিন মিলিয়ন ডলার দিয়েছে।'

'তিন মিলিয়ন! পাগল নাকি? কোনও কালেক্টর সম্ভবত সুটটা দেড় মিলিয়নের বেশি দিয়ে কিনতে রাজি হবে না, কারণ জিনিসটা লুকিয়ে রাখতে হবে তাকে।'

'তিন মিলিয়ন ডলার সামান্য ইনভেস্টমেন্ট,' বললেন ডাফ। 'সুটের গায়ে যে নকশা আছে ওটাই সূত্র, আমাদেরকে হুয়াসকারের ট্রেজারের কাছে পৌঁছে দেবে।'

কপালটা টিপে ধরে হুক বললেন, 'এ-কথা অবশ্য ঠিক যে পৃথিবীর অন্য কোন ট্রেজারের সঙ্গে এর কোন তুলনা চলে না। জেরি অ্যাডামসের কাছ থেকে কত দিয়ে কেনা হলো সুটটা?'

মাথা নাড়লেন ডাফ। 'কোন পয়সা লাগেনি। আমরা ওটা চুরি করেছি। ভাগ্যও সহায়তা করে। আমাদের চার্লসই জেরি অ্যাডামসকে বেশিরভাগ অবৈধ প্রি-কলম্বিয়ান আর্টিফ্যাক্ট সাপ্লাই দেয়।' চার্লস বিউমন্ট ওদের আরেক ভাই, থাকে নিউ ইয়র্কে। 'সেই সূত্রে তার জানা আছে অ্যাডামসের গোপন গ্যালারিটা কোথায়। সে আর মাইকেল একসঙ্গে গিয়ে চুরি করে আনে ওটা।'

'এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে জিনিসটা এখন আমাদের হাতে!'

'একটুর জন্যে কোন বিপদ ঘটেনি। অ্যাডামসের পেন্টহাউস থেকে সুটটা নিয়ে ওরা শুধু বেরিয়ে এসেছে, কাস্টমস এজেন্টরা হানা দেয় ওখানে।'

'তোমার কি ধারণা, কেউ ওদেরকে গোপনে খবর দেয়?'

মাথা নাড়লেন ডাফ। 'আমাদের এদিক থেকে কেউ নয়। চার্লস ও মাইকেল নিরাপদে বেরিয়ে আসে।'

'কোথায় সরানো হয়েছে?'

ডাফ হাসলেন, কিন্তু সে হাসি তাঁর চোখ স্পর্শ করল না। 'কোথাও না। মমিটা এখনও ওই বিল্ডিঙে আছে। অ্যাডামসের ছ'তলা নিচে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করেছে ওরা, নিরাপদে সরিয়ে আনার ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত ওখানেই থাকবে ওটা। তারপর গলভেস্টনে নিয়ে এসে ভালভাবে পরীক্ষা করা হবে। অ্যাডামস ও কাস্টমস এজেন্টদের ধারণা, ইতিমধ্যে ওটা দেশের বাইরে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।'

'গুড। কিন্তু এরপর? গোল্ড বডি কেসিং-এর গায়ে খোদাই করা নকশার অর্থ

বের করার উপায়? কাজটা কিন্তু সহজ নয়।'

'ইনকা আর্ট সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ দু'জন স্কলারকে ভাড়া করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী মিলে একটা টিম। ভদ্রলোক নৃবিজ্ঞানী, ভদ্রমহিলা প্রত্নতত্ত্ববিদ।'

'আমি জানি সব দিকে তোমার খেয়াল থাকে,' বললেন হুক। 'তবে নকশার অর্থ সঠিক ভাবে করা হলো কিনা সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। তা না হলে শুধু শুধু মরীচিকার পিছনে ছুটে সময় আর টাকা নষ্ট...।'

'সময়ের কোন অভাব নেই আমাদের,' ভাইকে আশ্বস্ত করলেন ডাফ। 'ক্লুটা শুধু আমাদের হাতে আছে। বলতে চাইছি, আমাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, হুয়াসকারের গুপ্তধনের কাছে একমাত্র আমরাই পৌঁছুব।'

***

রক্তপিপাসা-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

এক

নিজের রিডিংরুমে বসে ফ্রান্সিস ড্রেক-এর ডায়েরী পড়ছে বিউ মরটন। এই ডায়েরীতে তাঁর এপিক ভয়েজ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন ড্রেক, পরে এটা তিনি রানী এলিজাবেথকে উপহার দেন। কয়েকশো বছর নিখোঁজ থাকার পর মাত্র কিছুদিন হলো ইংল্যাণ্ডের রয়াল আর্কাইভের ধুলোমাখা বেসমেন্টে পাওয়া গেছে এটা। মূল কপিটা নয়, ফটোস্ট্যাট করা সংস্করণ পড়ছে মরটন। ইতিমধ্যে লাইব্রেরি অভ কংগ্রেসে তল্লাশী চালিয়েছে সে, ভেবেছিল কনসেপশন-এর নিয়তি সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যাবে। কিন্তু হতাশ হতে হয়েছে তাকে।

ডায়েরীটা টেবিলে রেখে চেয়ারে হেলান দিল সে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে জানে না এমন কথা খুব কমই আছে ডায়েরীটায়। গোল্ডেন হাইণ্ড-এর সেইলিং মাস্টার টমাস কাটহিল-এর নেতৃত্বে কনসেপশনকে ইংল্যাণ্ডে পাঠান ড্রেক। গ্যালিয়নটাকে পরে আর দেখা যায়নি, ধারণা করা হয় সবকজন ক্রুসহ সাগরে হারিয়ে গেছে ওটা।

এছাড়া কনসেপশনের নিয়তি সম্পর্কে আর যে কথাটা জানা গেছে তার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। কথাটা লেখা হয়েছে একটা বইতে, অ্যামাজন নদী সম্পর্কে পড়াশোনা করতে গিয়ে এই বইটা মরটনের হাতে আসে। উনিশশো উনচল্লিশ সালে ছাপা, লিখেছেন জার্নালিস্ট/এক্সপ্লোরার নিকোলাস বেণ্ডার। এল ডোরাডো-র খোঁজে প্রাচীন অভিযাত্রীদের পথ অনুসরণ করেছিলেন তিনি। লাইব্রেরি থেকে আনিয়ে আবার বইটা পড়েছে মরটন। নোট সেকশনে ছোট একটা রেফারেন্স পাওয়া গেছে। পনেরোশো চুরানব্বুই সালে একটা পর্তুগীজ সার্ভে টিম নদীর ধারে স্থানীয় আদিবাসীদের সঙ্গে বসবাসরত এক ইংরেজের দেখা পায়। সেই ইংরেজ দাবি করে সে ফ্রান্সিস ড্রেক-এর অধীনে কাজ করেছে, ড্রেক তাকে একটা স্প্যানিশ ট্রেজার গ্যালিয়নের দায়িত্ব দিয়ে ইংল্যাণ্ডে পাঠান, কিন্তু প্রকাণ্ড টাইডাল ওয়েভ-এর কবলে পড়ে জাহাজটা একটা জঙ্গলে ঢুকে যায়। পর্তুগীজরা লোকটাকে পাগল বলে মনে করে, তাকে ওই গ্রামে রেখেই নিজেদের কাজে চলে যায় তারা।

নিউ ইয়র্ক সিটি ইনফরমেশনে ফোন করে বেণ্ডারের প্রকাশকের নম্বর চাইল মরটন। ফকনার অ্যাণ্ড ম্যানফ্রেড, বিখ্যাত পাবলিশিং হাউস। প্রথমে একটা মেয়ে ফোন ধরল। কিন্তু নিকোলাস বেণ্ডারের নামই কখনও শোনেনি সে। তারপর লাইনে এলেন সিনিয়র এডিটর জেংকিন্স। বিউ মরটন নিজের পরিচয় দিতেই জেংকিন্স বললেন, 'কি সৌভাগ্য আমার আপনার মত গুণী ব্যক্তি ফোন করেছেন।

আপনি তো ওয়াশিংটনে আছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, রাজধানীতে আছি।'

'সামুদ্রিক ইতিহাসের ওপর কখনও কোন বই লিখলে আমাদের কথা স্মরণ রাখবেন, প্লীজ।'

'আমার লেখা বইয়ের জন্যে অপেক্ষা করলে আপনি বুড়ো হয়ে যাবেন,' বলল মরটন।

'সে তো আগেই হয়েছি, চুয়াত্তর চলছে আমার।'

'তাহলে আপনাকেই আমার দরকার,' বলল মরটন। 'নিকোলাস বেগুরের কথা মনে আছে আপনার?'

'অবশ্যই মনে আছে। আমরা তাঁর অনেকগুলো বই ছেপেছি।'

'অন দা ট্রেইল অব দা এল ডোরাডো, তাঁর এই বইটায় একটা রেফারেন্স আছে,' বলল মরটন, 'আমি সেই রেফারেন্সের উৎস খুঁজছি। উনিশশো উনচল্লিশে ছাপা হয়েছিল বইটা।'

'বলুন আমি কি সাহায্য করতে পারি।'

'ভাবছি বেগুর কোনও ইউনিভার্সিটি আর্কাইভে তাঁর নোট ও পাণ্ডুলিপি দান করে থাকতে পারেন। ওগুলোয় একবার চোখ বুলানোর ইচ্ছে আমার।'

'ঠিক বলতে পারছি না তিনি তাঁর মাল-মশলা কি করেছেন, তবে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারি,' বললেন জেংকিন্স।

'ভদ্রলোক এখনও বেঁচে আছেন?' মরটন বিস্মিত।

'হ্যাঁ, অবশ্যই। তিন মাসও হয়নি তাঁর সঙ্গে ডিনার খেয়েছি আমি। ওই বইটা তিনি তাঁর পঁচিশ বছর বয়েসে লিখেছিলেন, এখন চলছে চুরাশি।'

'আমি কি তাঁর ফোন নম্বরটা পেতে পারি?' জিজ্ঞেস করল মরটন।

নিকোলাস বেগুর অসুস্থ, সম্প্রতি স্ত্রী মারা যাওয়ায় নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছেন, কাজেই প্রথমে জেংকিন্স নিজে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন বলে জানালেন। মরটনের ফোন নম্বরটা নিয়ে রাখলেন তিনি।

তিন ঘণ্টা পর, বিকেলের দিকে, ফোন বাজল। রিসিভার তুলল মরটন। 'বিউ মরটন।'

'হ্যালো,' ভারি একটা গলা ভেসে এল। 'নিকোলাস বেগুর বলছি। মি. জেংকিন্স বললেন আপনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান।'

'ইয়েস, স্যার, থ্যাংক ইউ। আশা করিনি এত তাড়াতাড়ি আপনি যোগাযোগ করবেন।'

'আমার বই পড়েছেন এমন লোকের সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে,' হেসে উঠে বললেন বেগুর। 'সংখ্যায় আপনারা কমে যাচ্ছেন।'

'আমি আপনার লেখা অন দা ট্রেইল অভ দা এল ডোরাডোর একটা রেফারেন্স সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই।'

'ওই অভিযানে অন্তত বার দশেক নির্ঘাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাই আমি।'

'বইটায় আপনি একটা পর্তুগীজ সার্ভে টিমের কথা বলেছেন। অ্যামাজন

নদীর তীরে, স্থানীয় আদিবাসীদের এক গ্রামে তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল এক ইংরেজ লোকের··· ।'

'টমাস কাটহিল,' কোন রকম ইতস্তত না করে বললেন বেণ্ডার। 'সব আমার মনে আছে।'

'আপনার তথ্যের উৎস সম্পর্কে জানতে চাই আমি,' বলল মরটন।

'কিন্তু কেন, মি. মরটন? কি খুঁজছেন আপনি?'

'আমি একটা স্প্যানিশ ট্রেজার গ্যালিয়ন সম্পর্কে রিসার্চ করছি, ড্রেক ওটা দখল করেছিলেন। বেশিরভাগ রিপোর্ট থেকে জানা যায় ইংল্যাণ্ডে যাবার পথে নিখোঁজ হয়ে যায় জাহাজটা, কিন্তু আপনার বই থেকে জানা যাচ্ছে টাইডাল ওয়েভের কবলে পড়ে রেইন ফরেস্টে ঢুকে পড়ে।'

'ঠিক,' জবাব দিলেন বেণ্ডার। 'কিছু পাবার সম্ভাবনা থাকলে আমি নিজেই ওটার খোঁজ করতাম। কিন্তু যে জঙ্গলে ওটা নিখোঁজ হয়েছে সেটা এত ঘন যে এক ঘণ্টা গাছ আর ঝোপ কাটলে দশ গজের বেশি এগোনো যায় না।'

'তারমানে পর্তুগীজরা কাটহিলকে পেয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করেন আপনি?'

'ওটা একটা ঐতিহাসিক সত্য, এ-ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।'

'কি করে আপনি এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন?'

'কারণ তথ্যের উৎস আমার দখলে রয়েছে।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল মরটন। 'সরি, মি. বেণ্ডার, আপনার কথা আমি বুঝতে পারলাম না।'

'আমি বলতে চাইছি, মি. মরটন, টমাস কাটহিলের জার্নালটা আমার কাছে রয়েছে।'

'হোয়াট!'

'সত্যি,' হেসে উঠে বললেন বেণ্ডার। 'কাটহিল ওটা পর্তুগীজ লীডারের হাতে তুলে দেন, অনুরোধ করেন যেন ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে দেয়া হয়। তারা ওটা মাকাপা-র ভাইসরয়-র হাতে তুলে দেয়। তিনি পাঠান লিসবনে। সেখান থেকে বহু হাত ঘুরে ঠাঁই পায় একটা অ্যান্টিক বুকস্টোরে, ওখান থেকে ওটা আমি এই ধরুন কমবেশি ছত্রিশ ডলারে কিনি। উনিশশো সাঁইত্রিশ সালে মোটা টাকাই বলতে হবে। পরে এক ডিলার আমাকে দশ হাজার ডলার সেধেছে।'

'আমি কি আপনার ওখানে গিয়ে জার্নালটা পড়তে পারি?' জিজ্ঞেস করল মরটন।

'না।'

কিভাবে ভদ্রলোককে রাজি করানো যায় ভাবছে মরটন। 'জানতে পারি, কেন?'

'কারণ, আমি একজন অসুস্থ মানুষ, অথচ যার হার্ট থামতে রাজি হচ্ছে না,' জবাব দিলেন বেণ্ডার। 'যে-কোন দিন মারা যেতে পারি, কাজেই জার্নালটা আমার কাছে থাকা উচিত নয়। ওটা আপনার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি, উপহার হিসেবে।'

'মাই গড, স্যার, তার কোন দরকার নেই··· ।'

'নো, নো, আই ইনসিস্ট। মি. জেংকিন্স আমাকে আপনার লাইব্রেরি সম্পর্কে

বলেছেন। আপনার মত একজন গবেষকের কাছেই জার্নালটা থাকা উচিত। আশা করি আপনি যা খুঁজছেন তা এবার পেয়ে যাবেন।'

পরদিন সকালে একজন ফেডারেল এক্সপ্রেস ড্রাইভার জার্নালটা পৌঁছে দিয়ে গেল মরটনের হাতে। এনভেলাপ খুলে টমাস কাটহিলের জার্নালটা পরীক্ষা করল সে। প্রচ্ছদটা অচেনা কোন প্রাণীর চামড়া দিয়ে তৈরি, পাতাগুলো হলুদ রঙা পার্চমেন্ট, কালের আঁচড় তেমন কোন ক্ষতি করতে পারেনি। কালিটা ব্রাউন, কাটহিল সম্ভবত কোন গাছের শেকড় থেকে রস বের করে তৈরি করেছিলেন। সব মিলিয়ে বিশটা পাতা, তৎকালীন গদ্যে লেখা হয়েছে। হাতের লেখা দেখে বোঝা যায় প্রতিটি হরফ লিখতে কসরৎ করা হয়েছে, প্রচুর বানান ভুল, তা সত্ত্বেও সময়ের বিচারে লেখককে সুশিক্ষিত বলতে হবে। জার্নালের প্রথম লেখাটির ওপরে তারিখ লেখা হয়েছে–মার্চ, ১৫৭৮। তারিখ যা-ই হোক, ঘটনার অনেক পরে লেখা হয়েছে বিবরণ।

জার্নালের শিরোনাম লেখা হয়েছে এভাবে–ডেভনশায়ারের টমাস কাটহিল কর্তৃক লিখিত তার গত ষোলো বছরের বিস্ময়কর ইতিহাস।

ড্রেকের সঙ্গে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ, এখান থেকে শুরু করেছেন কাটহিল। পড়তে শুরু করে মরটন দেখল, ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন কাটহিল অল্প কথায়, চেষ্টা করেছেন বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে, ভাবাবেগ ও অতিরঞ্জনের সাহায্য নেননি। জাহাজ ধ্বংস হয়ে গেছে, এমন এক দুর্ভাগা নাবিকের গল্প বলে গেছেন তিনি। সমুদ্রের আক্রোশ থেকে কিভাবে অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছেন, কিভাবে টিকে থাকার সংগ্রাম করেছেন বৈরী একটা এলাকায়, তারপর দেশে ফেরার ব্যর্থ চেষ্টা, সবই তিনি যত্নের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বেঁচে থাকার আকুতি, বিরাট সব বাধা পেরুবার সময় একবারও সৃষ্টিকর্তার সাহায্য প্রার্থনা না করা, মরটনের মনে দারুণ প্রভাব ফেলল। কাটহিলকে ভাল লেগে গেল তার।

জলোচ্ছ্বাসের তোড়ে ডাঙার অনেক ভেতরে ঢুকে পড়ল গ্যালিয়ন, কাটহিল আবিষ্কার করলেন তিনি একা বেঁচে আছেন। প্রতিশোধ পরায়ণ স্প্যানিশদের হাতে পড়লে নির্ঘাত নির্যাতন করে মেরে ফেলবে তাঁকে, কারণ ড্রেক তাদের ট্রেজার গ্যালিয়ন লুঠ করেছেন, কাজেই ধরা পড়ার ঝুঁকি না নিয়ে পাহাড় ও জঙ্গলের দুর্গম পথ ধরলেন কাটহিল। তিনি শুধু জানতেন পুব দিকে কোথাও আটলান্টিক মহাসাগর আছে, কিন্তু কত দূরে আন্দাজ করতে পারেননি। তবে মনে আশা ছিল সাগরের কিনারায় একবার পৌঁছুতে পারলে ইংল্যাণ্ডে ফেরার জন্যে কোন না কোন জাহাজ পেয়ে যাবেনই।

আন্দেজের পশ্চিম ঢালে এরই মধ্যে স্প্যানিশরা বিরাট কলোনি বানিয়ে বসবাস শুরু করেছে, এককালের গর্বিত জাতি ইনকারা তখন তাদের ক্রীতদাস। হাম আর গুটি বসন্তে মারা গিয়ে সংখ্যায় অনেক কমে গেছে ইনকারা। রাতের অন্ধকারে স্প্যানিশদের কলোনিগুলোকে পাশ কাটিয়ে এলেন কাটহিল, সুযোগ পেলেই খাবার চুরি করলেন। শুধু রাতের অন্ধকারে বেরুচ্ছেন বলে দু'মাসে মাত্র কয়েক কিলোমিটার এগোতে পারলেন তিনি। অবশেষে নির্জন উপত্যকাগুলো

পেরিয়ে এসে পৌঁছুলেন অ্যামাজন রিভার বেসিনে।

এখান থেকে কাটহিলের জীবন আরও ভীতিকর দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠল। কোমর সমান পানিতে নেমে মাইলের পর মাইল জলা পেরুতে হলো তাঁকে, ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে প্রতি গজ এগোবার সময় ছুরি দিয়ে গাছ আর ঝোপ কেটে পথ তৈরি করে নিতে হলো। ঝাঁক ঝাঁক পোকামাকড়, সাপ আর কুমীর ছুটে আসছে চারদিক থেকে। ডিসেন্ট্রিতে আক্রান্ত হলেন তিনি, সেই সঙ্গে জ্বর হলো। তবু থামলেন না, এগিয়ে চলেছেন। কোন কোন দিন একশো মিটার অর্থাৎ তিনশো আটাশ ফুটের বেশি হাঁটতে পারেন না। এভাবে কয়েক মাস এগোবার পর হিংস্র একদল গ্রামবাসীর হাতে ধরা পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো তাঁকে। এখানে তিনি তাদের হাতে পাঁচ বছর বন্দী থাকলেন।

তারপর এক রাতে একটা ক্যানু নিয়ে পালালেন কাটহিল। কয়েকদিন পর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলেন, প্রবল জ্বরে অচেতন হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরল একটা গ্রামে, ক্যানু থেকে তাঁকে তুলে এনেছে একদল মেয়ে। কাটহিল বর্ণনা দিয়েছেন, মেয়েগুলোর চুল হাঁটু পর্যন্ত লম্বা। তারাই তাঁর সেবা-যত্ন করে সুস্থ করে তোলে। এই ট্রাইব-এর খোঁজ পেয়েছিলেন স্প্যানিশ অভিযাত্রী ফ্রান্সিসকো ডে ওরেলানা, এল ডোরাডো অর্থাৎ ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ হারানো প্রাচীন শহরটা খুঁজতে বেরিয়ে। নদীটার নাম অ্যামাজোনাস রাখেন তিনি, গ্রীক কিংবদন্তীর অ্যামাজন বীরযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে, কারণ স্থানীয় মেয়েরা যে-কোন পুরুষদের মতই তীর চালাতে জানত, এমনকি তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধেও অবতীর্ণ হত।

ওই গোত্রে প্রায় সবাই মেয়ে ছিল, পুরুষের সংখ্যা ছিল নগণ্য। কাটহিল তাদেরকে শ্রম বাঁচাবার কিছু কৌশল শেখান, কিছু যন্ত্রপাতিও বানিয়ে দেন। তার মধ্যে একটা ছিল পটার'স হুইল, ওটার সাহায্যে পানি ও খাবার রাখার বিভিন্ন আকৃতির মাটির পাত্র তৈরি করা যেত। ওয়াটারহুইলও বানিয়ে দেন তিনি, খেতে সেচ দেয়ার জন্যে। ভারি বোঝা তোলার জন্যে পুলির ব্যবহার শেখান তাদের। গোত্রের মেয়েরা তাঁকে ঈশ্বরের মত শ্রদ্ধা করত, এখানে সময়টা খুব ভালই কাটিয়েছেন কাটহিল। অত্যন্ত সুন্দরী তিনটে তরুণীকে নিজের স্ত্রী হিসেবে নির্বাচন করেন, অল্প দিনেই বেশ কয়েকটা সন্তানের পিতা হন।

তাঁর দেশে ফেরার ইচ্ছেটা ধীরে ধীরে মরে যায়। ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করার সময় ব্যাচেলর ছিলেন, জানতেন ফেরার পর তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে কোন আত্মীয়স্বজন বা সহকর্মী বেঁচে নেই। মনে একটা ভয়ও ছিল। দেশে ফিরলে ড্রেক হয়তো তাঁর বিচার দাবি করবেন, কনসেপশনকে হারাবার অপরাধে।

ইতিমধ্যে বয়েসও অনেক বেড়েছে, দীর্ঘ যাত্রার শক্তি নেই শরীরে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাকি জীবনটা অ্যামাজনের তীরে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেন কাটহিল। পর্তুগীজ সার্ভে টিম চলে যাচ্ছে দেখে জার্নালটা তাদের নেতার হাতে তুলে দেন তিনি, অনুরোধ করেন কোনভাবে যেন লণ্ডনে, ফ্রান্সিস ড্রেকের হাতে পৌঁছে দেয়া হয়।

প্রথমবার জার্নালটা পড়ে চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দিল মরটন। জার্নালের নির্ভেজালত্ব সম্পর্কে তার মনে কোন সন্দেহ নেই। এরপর আবার জার্নালটা খুলে

পড়তে শুরু করল সে। ড্রেকের রেখে যাওয়া কনসেপশনে যে ট্রেজার ছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন কাটহিল, তবে অল্প পরিসরে, এবং জার্নালের একেবারে শেষ অংশে।

কাটহিল লিখেছেন:

মজবুত একটা জাহাজ যে দৃঢ়তা নিয়ে উত্তুরে বাতাস মোকাবিলা করে, আমার মনেও এখন সেই দৃঢ়তা। আমি আমার জন্মভূমিতে ফিরে যাব না। প্রাচীন ট্রেজার আর জেড বক্সটা দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ফ্রান্সিস ড্রেক আমার বিচার দাবি করবেন, এই ভয় আমার আছে। কথা ছিল গিঁট বাঁধা সুতোয় ভরা জেড বক্সটা আমি রানীকে উপহার দেব। কিন্তু তা আর সম্ভব নয়, কারণ বক্সটা আমি ভাঙা জাহাজে রেখে এসেছি। এখানেই আমার কবর হবে, এখানকার মানুষের মাঝে, যাদেরকে আমি পরিবার বলে গ্রহণ করেছি। এই লেখা রচিত হয়েছে টমাস কাটহিলের হাতে, যে ছিল গোল্ডেন হাইণ্ডের সেইলিং মাস্টার, আজ তারিখবিহীন দিনে, পনেরোশো চুরানব্বুই সালে।

জার্নালটা বন্ধ করে চেয়ার ছাড়ল মরটন। হাত দুটো পিছনে পরস্পরকে শক্ত করে ধরে আছে, মেঝেতে পায়চারি শুরু করল সে।

ড্রেকের একজন ক্রু সত্যি বেঁচে ছিলেন, এবং মারা গেছেন অ্যামাজন নদীর তীরে কোথাও। জলোচ্ছ্বাসের কবলে পড়ে একটা স্প্যানিশ গ্যালিয়ন উপকূলীয় বনভূমিতে প্রবেশ করে। গিঁট দেয়া সুতোর একটা বাক্স সত্যি তাহলে ছিল এক সময়। গ্যালিয়নের পচা কাঠের ভেতর এখনও কি সেটা পড়ে আছে, কিংবা গভীর বনভূমির মাটির নিচে? চারশো বছরের পুরানো রহস্য হঠাৎ একটা সূত্র পেয়ে সময়ের ছায়া ভেদ করে মাথাচাড়া দিতে চাইছে।

মরটন ভাবছে, খবরটা পেয়ে তার বন্ধু মাসুদ রানার কি অনুভূতি হবে।

দুই

নুমার ডাটা সেন্টারে বসে কাজ করছে ল্যারি কিং। নুমার বিশাল হাই-স্পীড কমপিউটিং নেটওঅর্ক বিশ্বের বিভিন্ন লাইব্রেরি, নিউজপেপার মর্গ, রিসার্চ ল্যাবরেটরি, ইউনিভার্সিটি ও হিস্টোরিক আর্কাইভ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এই মুহূর্তে নুয়েস্ট্রা সিনোরা ডে লা কনসেপশন-এর হদিস বের করার চেষ্টা করছে কিং। কনসেপশনকে পেতে হলে প্রথমে জানতে হবে পনেরোশো আটাত্তর সালে উপকূলের কোন্ বিস্তৃতিতে একটা টাইডাল ওয়েভ আঘাত হেনেছিল। কারণ ওই টাইডাল ওয়েভের সঙ্গেই সৈকতে, সৈকত থেকে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল স্প্যানিশ গ্যালিয়নটা।

এর আগে জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেমের সাহায্যে লিমা ও পানামার মাঝখানে চারশো বছর ধরে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা একটা জাহাজের যৌক্তিক

অবস্থান আন্দাজ করার চেষ্টা করেছে সে। স্যাটেলাইট-এর সাহায্য পাওয়ায় মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার যে-সব এলাকার ম্যাপ এখনও তৈরি হয়নি সে-সব এলাকারও বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করা সহজ হয়ে গেছে। ম্যাপে যেখানে উপকূল বরাবর ট্রপিক্যাল ফরেস্ট আছে, প্রথমে সেখানে তল্লাশী চালিয়েছে সে। পেরুকে বাদ দেয়, কারণ পেরুর উপকূল বেশিরভাগই মরুভূমি, গাছপালা নেই বললেই চলে। তারপরও উত্তর ইকুয়েডর আর কলম্বিয়ার প্রায় সবটুকু উপকূল বরাবর বনভূমির বিস্তার এক হাজার কিলোমিটারের কম নয়। সব উপকূল সমতল নয়, কোথাও কোথাও পাহাড় আছে, টাইডাল ওয়েভ বাধা পাবে, সে-সব এলাকা বাদ দিতে পেরেছে কিং—শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগ এলাকা। আরও বিশ ভাগ বাদ দেয়া সম্ভব হলো খোলা মাঠ থাকায়, ওখানে কোন জাহাজ লুকিয়ে থাকতে পারে না। তারপরও রানাকে তল্লাশী চালাতে হবে দীর্ঘ চারশো কিলোমিটার।

চারশো বছরে প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। স্প্যানিয়ার্ডদের তৈরি প্রাচীন ম্যাপ ও জিওলজিকাল পরিবর্তনের রেকর্ড মিলিয়ে দেখার পর আরও দেড়শো কিলোমিটার তল্লাশীর আওতা থেকে বাদ দিয়েছে কিং—বাদ দেয়াটা যুক্তিসঙ্গত হলো কিনা দেখার জন্যে কমপিউটারের সাহায্য নিয়েছে সে, জানতে পেরেছে উপকূলের বেশিরভাগ ঘন বনভূমি চাষাবাদের জন্যে কেটে ফেলা হয়েছে।

সবশেষে সে-সময় টাইডাল ওয়েভ কোথায় কোথায় আঘাত হানে জানতে চেষ্টা করছে কিং। এরকম চারটে ঘটনার কথা জানা গেল। পনেরোশো বাষট্টি আর পনেরোশো পঁচাত্তরে চিলিতে, পনেরোশো সত্তর আর পনেরোশো আটাত্তরে পেরুতে। তার মনে আছে পনেরোশো আটাত্তরেই গ্যালিয়নটা দখল করেন ড্রেক।

এই শেষ টাইডাল ওয়েভের বর্ণনা পাওয়া গেছে শুধু একটা স্প্যানিশ সাপ্লাই জাহাজের লগ থেকে। জাহাজটা ক্যালাও যাচ্ছিল। লগে বলা হয়েছে 'উন্মাদ সাগর'-কে পাশ কাটিয়ে ইনল্যাণ্ডের দিকে পালিয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করে জাহাজ, ইকুয়েডরের বাহিয়া ডে কারাকুয়েজ-এ চলে যায়। বাহিয়া মানে হলো বে।

তখনকার দিনে উন্মাদ সাগর বলতে সাধারণত বোঝানো হত সাগরের তলায় প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্টি হওয়া জলরাশির বিপুল আলোড়নকে। ক্যাপটেন তাঁর লগে আরও লিখেছেন, নদীর মুখে যে গ্রামটা ছিল ফেরার সময় সেটা তাঁরা দেখতে পাননি।

একটা টাইডাল ওয়েভ দুশো কিলোমিটার বিস্তৃত হতে পারে। আর বে অভ কারাকুয়েজের প্রবেশপথ মাত্র চার কি পাঁচ কিলোমিটার চওড়া। প্রশ্ন হলো, গত চারশো বছরে বে-র চেহারা কতটুকু বদলেছে?

ম্যাপ থেকে জানা গেল আউটার বে খুব কমই বদলেছে, তবে চোন নদীর পলি পড়ায় ইনার বে সাগরের দিকে এক কিলোমিটার সরে গেছে।

কী বোর্ডে কয়েকবার চাপ দিয়ে চেয়ারে হেলান দিল কিং, কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল মনিটরে। এরপর গ্রাফিকস্ নিখুঁত করার জন্যে একটা স্পেশাল ফাংশন কন্ট্রোল ব্যবহার করল, যতক্ষণ না বাস্তব ও নাটকীয় চেহারা নিয়ে একটা টাইডাল ওয়েভ কাল্পনিক উপকূল রেখা অতিক্রম করতে শুরু করে। কী বোর্ডে চাপ দিয়ে ষোলোশো শতাব্দীর একটা গ্যালিয়ন তৈরি করল মনিটরে। প্রতি

সেকেণ্ডে ষাট ফ্রেম নড়ছে গ্রাফিক্স, টাইডাল ওয়েভের সঙ্গে ধীরে ধীরে দোল খাচ্ছে গ্যালিয়নটা।

কিং-এর হাতে পড়ে জাদু দেখাচ্ছে কমপিউটার। সাগরটা এত নীল, যেন জানালা দিয়ে আসল দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আছে সে। এরপর ধীরে ধীরে আলোড়িত পানি সরে গেল, বেরিয়ে পড়ল সাগরের তলা, সাগরের মেঝেতে স্থির হলো গ্যালিয়ন। পরমুহূর্তে দেখা গেল সবেগে তীরের দিকে ফিরে আসছে পানি, প্রতি মুহূর্তে উঁচু হচ্ছে। জলোচ্ছ্বাসের মাথায় উঠে পড়ল গ্যালিয়ন। অবিশ্বাস্য গতিতে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটছে টাইডাল ওয়েভ, তার সঙ্গে গ্যালিয়ন। তারপর এক সময় থামল সেটা, স্থির হলো পানি, নেমে গেল ডাঙা থেকে।

গ্যালিয়নটা রয়েছে তীর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে।

হাসছে কিং, ঠোঁটের কোণ কান ছোঁয় ছোঁয়। রানাকে এবার খবর দেয়া যেতে পারে এখন সে জানে কোথায় খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে কনসেপশনকে।

মন্দিরের পাথুরে মেঝেতে শুকনো রক্তের দাগ দেখে শামিম বলল, 'এখানে বা ধ্বংসস্তূপের ভেতরে কোথাও ডেলগাডোর ছায়া পর্যন্ত নেই।'

'ওরকম আহত অবস্থায় কতদূর যেতে পারে সে?' জিজ্ঞেস করল স্যাম হপকিন্স, পবিত্র কুয়া থেকে ড. মার্টিন জুলিয়ার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক হলো একটা হেলিকপ্টারে চড়ে সিটি অভ ডেথ-এ এসেছে সে। পাইলট ছিল শামিম। পেরুভিয়ান নিউজ ব্যুরোর কপ্টার ওটা, ওদের সঙ্গে একদল টিভি রিপোর্টারও এসেছে।

'সম্ভবত ভাড়াটে সৈনিকরা তার লাশ সরিয়ে নিয়ে গেছে,' মন্তব্য করল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে জুলিয়ার দিকে তাকাল ও। একদল আর্কিওলজিস্ট ও কিছু শ্রমিককে কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছে সে। আর্কিওলজিস্টরা বড় বড় পাথরের টুকরোগুলোয় নম্বর লিখছে আবর্জনার ভেতর কিছু একটা দেখতে পেয়ে ঝুঁকল জুলিয়া।

'লোকটা মরে গিয়ে থাকলে খুশির কথা,' বলল হপকিন্স। 'তবে লিমা থেকে খারাপ খবরও এসেছে।'

'কি খবর?'

'ভাড়াটে সৈনিকরা সিটি অভ ডেথে এসেছিল আমাদের মেরে আর্টিফ্যাক্টগুলো সরিয়ে নিতে। ঘটনার পর পেরুভিয়ান মিলিটারি ও পুলিস তাদের গ্রেফতার করার জন্যে উঠেপড়ে লাগে। কিন্তু একজনকেও পায়নি। ডেলগাডোর লোকজনদেরও পাওয়া যায়নি, যারা কবর লুঠ করে। সরকারী প্রেসনোটে দায় সারার জন্যে বলা হয়েছে চোরেরা পাহাড়ের ওপর আর্টিফ্যাক্ট ফেলে ব্রাজিলের অ্যামাজন জঙ্গলে আত্মগোপন করেছে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'এত কষ্ট করে লুঠ করা আর্টিফ্যাক্ট ওরা ফেলে দেবে, আমার তা মনে হয় না।'

মন্দিরের মেঝেতে হাত আর হাঁটু ঠেকিয়ে লাশের পোশাক থেকে ময়লা পরিষ্কার করছে জুলিয়া, নরম ব্রাশের সাহায্যে। উল দিয়ে বোনা কাপড়, বহুরঙা এমব্রয়ডারি করা, নকশায় দেখা যাচ্ছে হাস্যমুখর বানর, হাত ও পায়ের বদলে

রয়েছে কুণ্ডলী পাকানো সাপ।

'অভিজাত চাচাপয়ানরা কি পরত?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এটা চাচাপয়ান কাফন নয়, ইনকা,' কাজ থেকে মুখ না তুলেই জবাব দিল জুলিয়া।

'হাতের কাজ খুব সুন্দর তো।'

'ইনকারা ছিল দুনিয়ার সেরা তাঁতী। তাদের কাপড় বোনার পদ্ধতি এত জটিল আর সময়-সাপেক্ষ যে আজ আর তা নকল করা প্রায় অসম্ভব। পর্দার জন্যে কারুকাজ করা যে কাপড় ওরা ব্যবহার করত তার কোন তুলনা হয় না। এ-ধরনের কাপড় বোনার জন্যে প্রাচীন ইউরোপে প্রতি ইঞ্চিতে পঁচাশিটা সুতো ব্যবহার করা হত, আর প্রাচীন পেরুভিয়ানরা ব্যবহার করত পাঁচশো সুতো প্রতি ইঞ্চিতে। স্প্যানিশরা ইনকাদের মিহি কাপড়কে যে সিল্ক বলে মনে করেছিল তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

'শিল্প নিয়ে আলোচনা পরে করা যাবে,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'তোমাকে জানানো দরকার, আমি আর শামিম আর্টিফ্যাক্টগুলোর স্কেচ আঁকার কাজ শেষ করেছি–ছাদ ধসে পড়ার আগে যেগুলো আমাদের চোখে পড়েছিল।'

'ড. লোপেজকে দিন। কি চুরি হয়েছে জানার খুব আগ্রহ তাঁর।' আবার নিজের কাজে মগ্ন হয়ে পড়ল জুলিয়া।

এক ঘণ্টা পর ড. লোপেজের পাশে রানাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন জর্জ রেডক্লিফ। বড় আকৃতির একটা স্কাল্প্চার-এর গা থেকে চেঁছে শ্যাওলা পরিষ্কার করছে একদল শ্রমিক, ড. লোপেজ তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন। ভাস্কর্যটি ডানা বিশিষ্ট একটা চিতা, যদিও মাথাটা সরীসৃপের। ভীতিকর চোয়াল হাঁ হয়ে আছে, ভেতরে দেখা যাচ্ছে বাঁকা দাঁত। প্রকাণ্ড শরীর ও ডানা পাথর খুদে তৈরি করা হয়েছে একটা বড়সড় বাড়ির দোরগোড়ায়, বাড়িটা একটা কবর। কবরে ঢোকার একটাই মাত্র পথ, হাঁ করা মুখ–যথেষ্ট বড়, হামাগুড়ি দিয়ে একজন লোক ভেতরে ঢুকতে পারবে। পা থেকে ডানার ডগা পর্যন্ত পাথুরে জন্তুটা বিশ ফুট উঁচু।

'অন্ধকার গলিতে দেখা হয়ে গেলে হার্টফেল করব,' মন্তব্য করলেন রেডক্লিফ।

ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন ড. লোপেজ। 'চাচাপয়ান স্কাল্প্চার যা পাওয়া গেছে, তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড়,' বললেন তিনি। 'আমার হিসেবে বারোশো থেকে তেরোশো খ্রিস্টাব্দে তৈরি করা হয়েছে।'

'এটার কোন নাম আছে?' জানতে চাইল রানা।

'ডেমোনিয়ো ডেল মুয়েরটস,' জবাব দিলেন ড. লোপেজ। 'মৃতদের পিশাচ, চাচাপয়ানদের একজন দেবতা। আংশিক চিতা, আংশিক শকুন, আংশিক সাপ–মৃত ব্যক্তিকে কেউ বিরক্ত করলে ওটা তার দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে তাকে, তারপর টেনে নিয়ে যায় অন্ধকার পাতালে।'

'তারপর নিশ্চয়ই খেয়ে ফেলে,' কৌতুক করলেন রেডক্লিফ।

'বিভিন্ন আকারের হয় এগুলো। মানুষের একটা হাতের সমানও হতে

দেখেছি। আকার নির্ভর করে মৃত ব্যক্তির ধন-সম্পদ আর সামাজিক মর্যাদার ওপর। আমার ধারণা উপত্যকার প্রতিটি সমাধি বা কবরে এগুলো পাব আমরা।'

'শুনেছি প্রাচীন মেক্সিকানদের দেবতাও সরীসৃপ ছিল, সত্যি নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন রেড ক্লিফ।

'হ্যাঁ, সত্যি। কোয়েট্জালকোট্ল্–আঁশ বিশিষ্ট সরীসৃপ, মেসোআমেরিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবতা। যীশুর জন্মের নয়শো বছর আগে এই দেবতার প্রভাব শুরু, তা শেষ হয় আজটেক আমলে স্প্যানিশরা বিজয়ী হবার পর ইনকাদের ভাস্কর্যেও সরীসৃপ আছে, তবে সরাসরি কোন যোগাযোগ আজও আবিষ্কৃত হয়নি।'

শ্রমিকরা ড. লোপেজকে ডাকল, ভাস্কর্যের পাশে খোঁড়া মাটির ভেতর ছোট একটা মূর্তি পেয়েছে তারা। রানাকে নিয়ে খানিকটা দূরে সরে এলেন রেডক্লিফ, নিচু একটা পাঁচিলের ওপর বসলেন। 'শেষ সাপ্লাই কপ্টারে একটা প্যাকেট এসেছে,' বললেন তিনি। হাতের ব্রিফকেস খুলে বের করলেন প্যাকেটটা। 'পাঠানো হয়েছে ওয়াশিংটন থেকে লিমায়, মার্কিন দূতাবাসে, ফ্যাক্স করে।'

'কিং পাঠিয়েছে?'

'কিং ও বিউ মরটন।'

'ভাল খবর?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল রানা।

'মরটন একজন সারভাইভার-এর সন্ধান পেয়েছে, গ্যালিয়নের ক্রুদের মধ্যে একমাত্র সেই বেঁচে যায়,' বললেন রেডক্লিফ। 'সেইলিং মাস্টার টমাস কাটহিল। তিনি একটা জার্নাল রেখে গেছেন, তাতে একটা জেড বক্সের কথা বলা হয়েছে।'

'ড্রেক কুইপু।'

রেডক্লিফের মুখে চওড়া হাসি ফুটল। 'দেখা যাচ্ছে কিংবদন্তীর মধ্যে সার-বস্তু ছিল।'

'আর কিং কি বলছে?'

'তার কমপিউটর বলছে দশ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে খুঁজলে গ্যালিয়নটাকে পাওয়া যেতে পারে।'

প্যাকেট খুলে ফ্যাক্স কপিগুলোর ওপর দ্রুত একবার চোখ বুলাল রানা। 'সী লায়নে ম্যাগনেটোমিটার আছে, গ্যালিয়নের লোহা ট্রেস করা যাবে। জঙ্গলের ওপর দিয়ে সেনসর বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আমাদের একটা হেলিকপ্টার দরকার হবে।'

'সে-সব আমার দায়িত্ব,' আশ্বাস দিলেন রেডক্লিফ।

'ইকুয়েডরে কাকে আপনি চেনেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করে রেডক্লিফ বললেন, 'ওদের পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে চিনি, ওদের উপকূলে ন্যাচারাল গ্যাস অনুসন্ধানে সাহায্য করেছিল নুমা। বিশ মিনিট সময় দিন আমাকে, যোগাযোগ করে ফলাফল জানাচ্ছি। স্টুয়ার্টকেও বলে রাখি ম্যাগনেটোমিটার ইউনিটটা দরকার হবে।'

'ধন্যবাদ, মি. রেডক্লিফ।'

রানা সময়মত বাধা দেয়ায় লুঠেরারা সিটি অব ডেথের শুধু রাজকীয় সমাধির

আর্টিফ্যাক্ট মন্দিরে নিয়ে এসে জড়ো করতে পেরেছিল। মাটি খোঁড়ার বা অন্যান্য সমাধিতে হাত দেয়ার সময় পায়নি। অন্যান্য সমাধিগুলোয় চাচাপয়ান কনফেডারেশনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মমি রয়েছে। ড. লোপেজ ও তাঁর টিম আরেকটা জিনিস পেলেন, দেখে মনে হলো আটজন খেতাবধারী অভিজাত ব্যক্তির সমাধি-গৃহ, এখনও সেখানে কারও হাত পড়েনি। রাজকীয় কফিনগুলো প্রায় অক্ষত অবস্থায় আছে দেখে খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক।

'পুরো উপত্যকা খুঁড়তে দশ বছর লাগবে আমাদের, আবার বিশ বছরও লেগে যেতে পারে,' ডিনারে বসে বললেন তিনি। 'এক সঙ্গে এত বেশি আর্টিফ্যাক্ট ইতিহাসের কেউ কখনও কোথাও দেখেনি। কাজ করতে হবে খুব ধীরে। ফুলের একটা পাপড়ি বা নেকলেসের একটা মুক্তোও যাতে চোখ এড়িয়ে না যায়। চাচাপয়ানদের কালচার বোঝার এই সুযোগ আমরা নষ্ট করতে পারি না।'

'কথা হলো, এখান থেকে উদ্ধার করা আর্টিফ্যাক্ট আপনাদের ন্যাশনাল মিউজিয়ামে পাঠাবার সময় আবার চুরি না হয়ে যায়,' বলল রানা। চুরি হলে যে বাংলাদেশকেও ঠকতে হবে, এ-কথাটা আর মনে করিয়ে দিল না ও, জানে ভদ্রলোক বুঝে নেবেন কি বলতে চাইছে ও।

'এখান থেকে লিমায় যাবার পথে চুরি হবে না, অন্তত তা নিয়ে আমি চিন্তিত নই,' ড. লোপেজ বললেন। 'আমি ভাবছি মিউজিয়ামে যাবার পর কি হবে তাই নিয়ে। সমাধিগুলো থেকে যে পরিমাণ আর্টিফ্যাক্ট চুরি গেছে সেই একই পরিমাণ চুরি গেছে ওই মিউজিয়াম থেকে।'

'দেশের মূল্যবান জিনিস রক্ষা করার জন্যে সিকিউরিটির ব্যবস্থা নেই আপনাদের?' জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ।

'থাকবে না কেন, কিন্তু প্রফেশনাল চোরেরা বড় চালাক। প্রায়ই যেটা হয়, আসল শিল্পকর্মের জায়গায় নকল একটা রেখে আসে, ধরা পড়তে সময় লেগে যায় কয়েক মাস বা কয়েক বছর।'

'মাত্র তিন হপ্তা আগে গুয়েতেমালার ন্যাশনাল হেরিটেজ মিউজিয়াম থেকে প্রি-কলম্বিয়ান মায়া আর্ট অবজেক্ট চুরি গেছে,' বলল জুলিয়া। 'দাম আন্দাজ করা হয়েছে আট মিলিয়ন ডলার। গার্ডদের পোশাক পরে এসেছিল চোরেরা, কেউ তাদেরকে সন্দেহ বা প্রশ্ন করেনি।'

'পেরুতে ব্যাংক ডাকাতি আর আর্ট কালেকশন চুরি একই হারে ঘটছে,' ড. লোপেজ বললেন। 'ভয়ের কথা হলো, দিনে দিনে সাহস আরও বাড়ছে ওদের। কালেক্টরদের আটক করে মুক্তিপণও আদায় করছে ওরা। মুক্তিপণ হিসেবে দাবি করছে কালেক্টরের সমস্ত কালেকশন। অনেকগুলো কেসে জিম্মিকে মেরে ফেলা হয়েছে।'

রানা বলল, 'সেক্ষেত্রে আমরা কোন ঝুঁকি নিতে পারি না। দক্ষিণ আমেরিকায় এই মুহূর্তে রানা এজেন্সির অন্তত ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ জন এজেন্ট কাজ করছে, আমি ওদেরকে লিমায় চলে আসতে বলছি, আপনাদের ন্যাশনাল মিউজিয়াম পাহারা দেবে।'

খুশি মনেই রাজি হলেন ড. লোপেজ। 'তাহলে তো খুবই ভাল হয়।'

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে জুলিয়া বলল, 'আমার কাছে একটা ব্যাপার খুব আশ্চর্য লাগছে। হুয়াকুয়েরসরা এতদিন এই শহরটার খোঁজ পায়নি কেন?'

জবাব দিলেন ড. লোপেজ, 'পুয়েবলো ডে লস মুয়েরটস বিচ্ছিন্ন একটা উপত্যকায় রয়েছে, সবচেয়ে কাছের গ্রামটা এখান থেকে নব্বুই মাইল দূরে। এত দুর্গম পথ, হেঁটে আসা কঠিন। শুধু গল্পে অস্তিত্ব আছে এরকম কিছুর খোঁজে সাত-আট দিনের হাঁটা পথ পাড়ি দিতে স্থানীয় লোকেরা উৎসাহ বোধ করে না। পাহাড়ের মাথায় এর আগেও অনেক মন্দির আবিষ্কার হয়েছে, দেখা গেছে স্থানীয় লোকেরা সেখানে যায়নি কোনদিন। তাছাড়া, চাচাপয়ান যারা বেঁচে আছে তারা এখনও বিশ্বাস করে পুবদিকের প্রাচীন ভগ্নস্তূপ এক পিশাচ দেবতা পাহারা দিচ্ছে, কেউ এদিকে এলে তার আর রক্ষে নেই।'

'শুনেছি ওরা বিশ্বাস করে সিটি অভ ডেড-এ ঢুকলে মানুষ পাথরের মূর্তি হয়ে যায়,' সায় দিল জুলিয়া।

হেসে উঠে রানা বলল, 'সত্যি হলে মন্দ হত না, লুঠেরারা সবাই পাথর হয়ে যেত।'

জুলিয়ার পাশে চলে এসে তার একটা হাত ধরল হপকিন্স। 'কাল সকালে তোমরা সম্ভবত আমাদেরকে বিদায় জানাবে, তাই না?'

বিস্মিত দেখাল জুলিয়াকে। হপকিন্সের হাতটা ছাড়াবার কোন চেষ্টা করল না সে। বলল, 'মানে?' তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'আমি তো কিছুই জানি না। সত্যি নাকি, রানা?'

রানার হয়ে জবাব দিলেন রেডক্লিফ। 'হ্যাঁ, প্রথমে আমরা সী লায়নে ফিরে যাব, ওখান থেকে ইকুয়েডরে।'

'ইকুয়েডরে? গ্যালিয়নের খোঁজে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ইকুয়েডরে কেন?'

'ওখানকার আবহাওয়া শামিমের খুব পছন্দ, তাই,' বলে শামিমের কাঁধ চাপড়ে দিল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে শামিম বলল, 'শুনেছি ওখানকার মেয়েগুলো নাকি ভারি সুন্দরী, বিদেশী ও সুপুরুষ কাউকে দেখলে ছাড়তে চায় না।'

'আর আপনি?' চোখে আগ্রহ নিয়ে রানার দিকে তাকাল জুলিয়া। 'আপনি কেন যাচ্ছেন?'

'আমি?' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'আমি যাচ্ছি মাছ ধরতে।'

তিন

ইউ.এস. কাস্টমসের ডেল নিকোলাস ও ইন্টারস্টেট স্টোলেন আর্ট শাখার এফবিআই চীফ জিমি নক্স অভিজাত এক রেস্তোরাঁয় বসে ডিনার খাচ্ছেন। নক্স আজ নিকোলাসের অতিথি, এর আগের বার নক্সের অতিথি ছিলেন নিকোলাস।

নোট বিনিময়ের প্রয়োজনে প্রায়ই দেখা করতে হয় তাঁদের, কাজেই খাওয়ানোর ব্যাপারটা পালা করে ঘটে।

'হাতে নতুন কোন কেস এসেছে নাকি হে?' ডিনারের ফাঁকে জিজ্ঞেস করলেন নিকোলাস।

'হ্যাঁ, নতুন একটা গছিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'সেই পুরনো কাহিনী, মিউজিয়াম থেকে চুরি?'

মাথা নাড়লেন নক্স। 'প্রাইভেট কালেকশন। মালিক নয় মাসের জন্যে বেড়াতে গিয়েছিলেন ইউরোপে, ফিরে এসে দেখেন দেয়াল খালি। দিয়েগো রিভেরা-র আটটা ওয়াটারকালার।'

'দিয়েগো রিভেরা, মেক্সিকান পেইন্টার ও মিউরালিস্ট। আমি তাঁর কাজ দেখেছি।'

'বীমা কোম্পানী তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে, ওয়াটারকালারগুলো চল্লিশ মিলিয়ন ডলারে বীমা করা ছিল।'

'এ বিষয়ে তথ্য বিনিময় হতে পারে,' মন্তব্য করলেন নিকোলাস।

মুখ তুলে তাকালেন নক্স। 'তোমার ধারণা কাস্টমসের নাক গলাবার কারণ আছে?'

'আমার বোন একটা বাড়ি কিনেছে, বাড়িটায় আজেবাজে কাগজের সঙ্গে কিছু স্টোলেন আর্ট বুলেটিন ছিল, তারই একটায় কিছু ছবি দেখেছি আমি–তোমার রিভেরাগুলো হতে পারে। সত্যি কিনা জানতে পারব তোমার তালিকা ধরে মিলিয়ে দেখলে। যদি মেলে, উনিশশো তেইশ সালে মেক্সিকো ইউনিভার্সিটি থেকে চুরি গেছে। ওগুলো যদি চোরাপথে ইউনাইটেড স্টেটসে আনা হয় তাহলেই তো কেসটা কাস্টমসের হয়ে গেল।'

'অনেক দিন আগের কথা।'

'শিল্পকর্ম চুরির পুরনো ঘটনা তাজা হতে কতক্ষণ,' বললেন নিকোলাস। 'আটমাস পরে প্যারিসে একটা এগজিবিশন হচ্ছিল, সেখান থেকেও একটা ভ্যান গগ চুরি যায়, সঙ্গে ছিল আরও কিছু নামকরা শিল্পীদের তৈলচিত্র।'

'তুমি সেই ওস্তাদ চোরের কথা তুলতে চাইছ। কি নামে যেন ডাকা হত তাকে?'

'অবজারভার,' বললেন নিকোলাস।

'পুলিস তাকে একবারও ধরতে পারেনি।'

'এমনকি আসল পরিচয় পর্যন্ত জানা যায়নি।'

'তোমার ধারণা, মেক্সিকো থেকে রিভেরাগুলো সে-ই চুরি করে, বা তার হাত ছিল?'

'অসম্ভব কি। তার সব কাজে নাটকীয়তা থাকত। ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এমন দশটা শিল্পকর্ম চুরির ঘটনার নায়ক সে। মজার ব্যাপার হলো, পিছনে সব সময় নিজের ছাপ রেখে যেত লোকটা।'

'হ্যাঁ, সাদা একটা দস্তানার কথা মনে পড়ছে।'

মাথা নেড়ে নিকোলাস বললেন, 'তুমি ডায়মণ্ড চোর রাফেল-এর কথা বলছ,

চুরি করে চলে যাবার সময় হাতের সাদা দস্তানা ফেলে রেখে যেত। অবজারভার রেখে যেত একটা ক্যালেণ্ডার, পরবর্তী চুরির তারিখে একটা বৃত্ত এঁকে।'

'কী দুঃসাহস!'

'অবজারভারের দখলে ছিল এরকম একটা শিল্পকর্ম একটুর জন্যে উদ্ধার করতে পারিনি আমি,' বললেন নিকোলাস।

'হ্যাঁ, তোমার ব্যর্থতার কাহিনী আমার কানেও এসেছে। পেরুভিয়ান মমি, তাই না? সোনায় মোড়া?'

'টিয়াপোলোর গোল্ডেন বডি সুট।'

'ভুলটা কোথায় হলো?'

'বর্তমান মালিকের পেন্টহাউসের ওপর নজর রাখছিলাম আমরা, এই সময় ফার্নিচার বাহকদের ছদ্মবেশে নিচের একটা ফ্লোর থেকে চোরেরা ওটা নিয়ে পালিয়ে গেছে। ওখানে আরও অনেক আর্টিফ্যাক্ট ছিল, সবগুলোর ইতিহাসই রহস্যময়।'

'ক্যাটালগ তৈরি করেছ?'

'হপ্তা শেষ হবার আগেই সেরে ফেলব। চুরি যাওয়া শিল্পকর্মের যে তালিকা এফবিআই-এর কাছে আছে, সেই তালিকার ত্রিশ থেকে চল্লিশটা আইটেম আমার সাবজেক্টের আণ্ডারগ্রাউণ্ড কালেকশনে পাওয়া যাবে বলে ধারণা করছি।'

'কি নাম তোমার সাবজেক্টের? এত গরম জিনিস সংগ্রহ করে!'

'জেরি অ্যাডামস, শিকাগোর একজন স্ক্র্যাপ ডিলার।'

'অ্যাডামস কথা বলবেন?'

'প্রশ্নই ওঠে না,' মাথা নেড়ে জানালেন নিকোলাস। 'এরইমধ্যে আটক করা আর্ট অবজেক্টগুলো ফিরে পাবার জন্যে দেশের সেরা আইনবিদকে দিয়ে কেস করেছেন তিনি।'

নক্স জানতে চাইলেন, 'কে চুরি করল, কোন সূত্র পেয়েছ?'

'খুব পরিষ্কার কাজ, কোন সূত্র রেখে যায়নি। কোন ক্যালেণ্ডার পাইনি, পেলে বলতে পারতাম কাজটা অবজারভারের।'

'বেঁচে থাকলে এখন তার বয়েস নব্বুইয়েরও বেশি হত।'

ডিনার শেষে পানীয় পরিবেশন করল ওয়েটার। নিজের গ্লাসটা হাতে নিয়ে নিকোলাস বললেন, 'এমন হতে পারে না যে তার একটা ছেলে আছে, কিংবা একটা সংগঠন তৈরি করে রেখে গেছে, পারিবারিক ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্যে?'

'কিন্তু গত পঞ্চাশ বছরে চুরির পর কেউ ক্যালেণ্ডার রেখে যায়নি।'

'হয়তো নাটকীয়তা বাদ দিয়েছে তারা, নতুন শাখা খুলে স্মাগলিং আর ফরজারি শুরু করেছে।'

'হতেও পারে।'

গ্লাসে চুমুক দিয়ে নিকোলাস বললেন, 'চুরিটা যে-ই করে থাকুক, কালোবাজারে সেটা চড়া দামে বিক্রি করবে বলে করেনি। মমির আবরণ গোল্ডেন বডি সুটটা নিয়ে রিসার্চ করেছি আমি। জানা গেছে, সুটটার গায়ে খোদাই করা হায়ারোগ্লিফস্ আছে। বিপুল ট্রেজার নিয়ে একটা ইনকা ভেলার বহর দীর্ঘ সমুদ্র

যাত্রায় বের হয়, তারই কাহিনী বলা হয়েছে ওই নকশায়। সঙ্গে একটা বিশাল সোনার চেইনও ছিল। আমার ধারণা চোরেরা ওটা নিয়ে গেছে ওই ট্রেজার খুঁজে বের করার জন্যে।'

'সুটটায় বলা হয়েছে শেষ পর্যন্ত কি গতি হয় ট্রেজারের?'

'কিংবদন্তী হলো ইনল্যাণ্ড সী-র একটা দ্বীপে পুঁতে রাখা হয়েছে।'

'তাহলে এখন তুমি কি করতে চাও?' জানতে চাইলেন নক্স।

'সুটের ওই খোদাই করা নকশা অনুবাদ করতে হবে। স্পেন থেকে চুরি হবার আগে ওটার ফটো তোলা হয়েছিল, তাতে দেখা যায় পিকটরিয়াল গ্রাফিক সিস্টেমের আভাস স্পষ্ট। গ্লিফস্ ডিকোড করার জন্যে ওদের একজন এক্সপার্ট দরকার হবে। এ-ধরনের কাজ করতে পারে এমন লোকের সংখ্যা খুব কম।'

'তারমানে এখন তুমি...।'

'এ-ধরনের দক্ষ এক্সপার্ট আছে মাত্র চার কি পাঁচজন। তাদের মধ্যে দু'জন হলো স্বামী-স্ত্রী, একটা টিম হিসেবে কাজ করেন, নাম সেলিনা ফোর্ট আর অ্যাইজ্যাক ফোর্ট। ওঁরাই সেরা।'

'দেখা যাচ্ছে হোমওঅর্ক ভালই করেছ।' জিমি নক্স হাসছেন।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিকোলাস বললেন, 'চোরের লোভ ছাড়া আর কোন সূত্র নেই আমার কাছে।'

'ব্যুরোর সাহায্য দরকার হলে আমাকে শুধু একটা খবর দিয়ো,' বললেন নক্স।

'ধন্যবাদ, জিমি।' একটা চুরুট ধরালেন নিকোলাস।

লিমা এয়ারপোর্টে কিছুক্ষণ থামতে হলো ওদেরকে। সী লায়ন থেকে ম্যাগনেটোমিটার নিয়ে এল ইউ. এস. দূতাবাসের একটা হেলিকপ্টার। সেটা নিয়ে একটা কমার্শিয়াল ফ্লাইটে চড়ল ওরা, যাবে ইকুয়েডরের রাজধানী কুইটো। রাত দুটোয় ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে ল্যাণ্ড করল ওরা। গেট থেকে বেরিয়ে আসতেই ন্যাশনাল অয়েল করপোরেশনের একজন প্রতিনিধি অভ্যর্থনা জানাল ওদের। করপোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে আগেই একটা হেলিকপ্টারের কথা বলে রেখেছিলেন রেডক্লিফ, তাঁর প্রতিনিধি ওদেরকে একটা মোটর কারে তুলে ফিল্ডের অপরপ্রান্তে নিয়ে এল, ওদের লাগেজ আর ইকুইপমেন্ট নিয়ে পিছু পিছু এল একটা ভ্যান। গাড়ি দুটো থামল পুরোদস্তুর সার্ভিস করা একটা ম্যাকডোনেল ডগলাস এক্সপ্লোরার হেলিকপ্টারের পাশে। গাড়ি থেকে নেমে সেটার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালেন রেডক্লিফ। 'দেখে কি মনে হচ্ছে, মি. রানা?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'হেলিকপ্টার সম্পর্কে ভাল বুঝি না আমি।'

'আজকের দিনে এটাই সেরা রোটরক্রাফট,' জবাব দিল রানা। 'দুশো পঁচাত্তর মিলিয়ন ডলার দাম। আকাশ থেকে সার্চ ও সার্ভে করার জন্যে এরচেয়ে ভাল বাহন আর হয় না।'

'বে অভ কারাকুয়েজ কতদূরে?' জিজ্ঞেস করল শামিম।

'দুশো দশ কিলোমিটারের মত। এই মেশিনে চড়ে পৌঁছুতে এক ঘণ্টাও

লাগবে না।'

'নিশ্চয়ই আপনি এই দুর্যোগের মধ্যে রওনা হতে চাইবেন না?' মাথার ওপর খবরের কাগজ ধরে বৃষ্টি ঠেকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন রেডক্লিফ।

'না, সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা।'

ইতিমধ্যে ভ্যানের লোকজন ওদের লাগেজ ও ইকুইপমেন্ট হেলিকপ্টারে তুলতে শুরু করেছে। কাজটা শেষ হতে রেডক্লিফ আর শামিম দুটো প্যাসেঞ্জার সীটে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। রানা বসল পাইলটের সীটে, মাথার ওপর ছোট ল্যাম্প জ্বলছে। কিং ও মরটনের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যগুলোর ওপর চোখ বুলাচ্ছে আরেকবার। এত বেশি উত্তেজিত ও ক্লান্তি বোধ করছে না। চারশো বছরের পুরনো একটা জাহাজকে ডাঙা থেকে খুঁজে বের করার ধারণাটা ওর কাছে ভীষণ রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছে। তার ওপর আছে ড্রেক কুইপু। ওটা যদি পাওয়া যায় তাহলে দশ বা বিশ হাজার কোটি টাকা দামের হারিয়ে যাওয়া ট্রেজারের গোপন সূত্র হাতে চলে আসবে। যার রক্তে রয়েছে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা তার তো এই সম্ভাবনা দেখে উন্মাদ হয়ে ওঠার কথা। মনোবল বা আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে গেছে এই জন্যে যে উদ্ধার করা ট্রেজারের তিন ভাগের এক ভাগ পাবে বাংলাদেশ।

না, রানা লোভে আক্রান্ত নয়। ব্যাপারটা ওর কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। ওরই মত একজন অ্যাডভেঞ্চারাস লোক, আরেক যুগের একটা রহস্য রেখে গেছে পরবর্তী কোন প্রজন্মের জন্যে। নিজেকে রানা ভাগ্যবান বলে ভাবছে, সেই রহস্য ভেদ করার দায়িত্ব ও সুযোগ পেয়েছে বলে।

ও ভাবছে, ষোলোশো শতাব্দীর জাহাজে কোন্ ধরনের লোকজন চলাচল করত। অ্যাডভেঞ্চারের নেশা আর ধনী হবার সম্ভাবনা ছাড়া আর কি কারণে তিন কি চার বছর মেয়াদের অভিযানে সাগরে জাহাজ ভাসাত তারা? জাহাজগুলো হত বর্তমান যুগের বিশাল আকৃতির দোতলা বাড়ির মত। কোন কোন সময় মাসের পর মাস ডাঙার চিহ্নমাত্র দেখা যেত না। ভিটামিন সি-র অভাবে পড়ে যেত দাঁত, অপুষ্টির শিকার হয়ে বা অসুখে আক্রান্ত হয়ে মারা যেত ক্রুরা। কোন কোন অভিযান শেষে দেখা যেত একা শুধু জাহাজের অফিসার বেঁচে আছেন, সাধারণ ক্রুদের চেয়ে তাঁর রেশন বেশি ছিল বলে। গোল্ডেন হাইণ্ডে সব মিলিয়ে ক্রু ছিল আটাশিজন, মাত্র ছ'জনকে নিয়ে ইংল্যাণ্ডে ফেরেন ড্রেক।

কনসেপশনের ওপর মনোযোগ দিল রানা। ষোলোশো শতাব্দীর ট্রেজার গ্যালিয়ন কি রকম দেখতে হত বোঝাবার জন্যে মরটন কিছু ইলাসট্রেশন ও স্কেচ পাঠিয়েছে। রানা জানতে চায় গ্যালিয়নে কি পরিমাণ লোহা ছিল। মরটন নিশ্চিত হয়ে জানিয়েছে গ্যালিয়নে যে কামান দুটো ছিল সেগুলো ব্রোঞ্জের তৈরি।

গ্যালিয়নে নোঙর ছিল চারটে। ওগুলোর বাকি সব লোহার তৈরি হলেও স্টক ছিল কাঠের তৈরি, আটকানো হত শণের তৈরি রশি দিয়ে, লোহার তৈরি চেইন দিয়ে নয়। যদি ধরে নেয়া হয় ঘটনার সময় দুটো নোঙর ফেলা ছিল পানিতে, টাইডাল ওয়েভের তোড়ে জাহাজ ডাঙায় ওঠার সময় ওগুলো সম্ভবত ছিঁড়ে গেছে। বাকি দুটো নোঙর বিধ্বস্ত জাহাজে এখনও আছে কিনা, থাকলেও অক্ষত আছে

কিনা আন্দাজ করা কঠিন।

এরপর গ্যালিয়নে লোহার তৈরি আর কি থাকতে পারে তার একটা তালিকা তৈরি করল রানা। ওর ধারণা হলো, সব মিলিয়ে এক থেকে তিন টনের মত হবে। যথেষ্টই বলা যায়, পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর মিটার ওপর থেকে ম্যাগনেটোমিটার সহজেই ডিটেক্ট করতে পারবে।

ভোর পাঁচটা তখন, পুব পাহাড়ের ওপর হালকা নীল আকাশ কমলা হয়ে উঠছে, হেলিকপ্টার ঘুরিয়ে নিয়ে বে অভ কারাকুয়েজের পানির ওপর চলে এল রানা। বে ত্যাগ করে খোলা সাগরের দিকে যাচ্ছে মাছ ধরার বোটগুলো, জাল ঠিকঠাক করার সময় মুখ তুলে ওপর দিকে তাকাল ক্রুরা, হাত নাড়ল। উত্তরে হাত নাড়ল রানাও, উপকূলের দিকে যাচ্ছে ও। নিচে পানির রঙ গাঢ় নীল ছিল, ধীরে ধীরে সবুজ হয়ে উঠছে।

বের লম্বা বাহু দুটো বৃত্ত রচনা করে পরস্পরের দিকে এগিয়েছে, কাছাকাছি এসে থেমে গেছে চোন নদীর মুখে। কো-পাইলটের সীটে শামিম, ডান দিকে হাত লম্বা করে খুদে একটা শহর দেখাল– সরু সরু রাস্তা, সৈকতে রঙ করা বোট। শহরটাকে ঘিরে রেখেছে অসংখ্য ফার্ম, তিন বা চার একরের চেয়ে বড় নয় কোনটাই, সাদা চুনকাম করা পাকা বাড়ির পাশেই খড় দিয়ে ছাওয়া ছোট একচালা, ভেতরে দু'চারটে ছাগল বা গরু। নদীর উজান ধরে দুই কিলোমিটার এগোল রানা, পানিতে প্রচুর ফেনা দেখতে পেল। এখান থেকে হঠাৎ শুরু হয়েছে গভীর ঘন রেইন ফরেস্ট, যতদূর দৃষ্টি চলে দুর্ভেদ্য পাঁচিলের মত বিস্তৃত পুবদিকে। নদীটা ছাড়া গাছপালার নিচে কোন ফাঁক নেই।

'আমরা যে গ্রিড ধরে সার্চ করব তার নিচের অংশে পৌঁছুতে যাচ্ছি,' ঘাড় ফিরিয়ে রেডক্লিফের দিকে তাকিয়ে বলল রানা।

ম্যাগনেটোমিটারের ওপর ঝুঁকে রয়েছেন রেডক্লিফ। 'দু'মিনিট চক্কর দিন, সিস্টেমটা সেট করে নিই,' জবাব দিলেন তিনি। 'ভাই শামিম, টো বার্ডটা ফেলবেন, প্লীজ?'

সীট ছেড়ে কেবিনের পিছন দিকে চলে গেল শামিম।

'স্টার্টিং পয়েন্টে চলে যাচ্ছি আমি,' বলল রানা। 'আপনি রেডি না হওয়া পর্যন্ত ঝুলে থাকব ওখানে।'

সেনসর তুলল শামিম, জিনিসটা দেখতে এয়ার-টু-এয়ার মিসাইলের মত। কপ্টারের ফ্লোর হ্যাচের ভেতর দিয়ে ওটা নামিয়ে দিল সে, তারপর কেবল ছাড়ার জন্যে রীল ঘোরাতে শুরু করল। 'টো বার্ড ত্রিশ মিটার নেমে গেছে,' জানাল সে।

'হেলিকপ্টার ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে,' বললেন রেডক্লিফ। 'আরও বিশ মিটার নামান।'

নামাল শামিম, জিজ্ঞেস করল, 'এবার হয়েছে?'

'গুড। ওখানেই থাকুক, ডিজিটাল আর অ্যানালগ রেকর্ডার সেট করে নিই আমি।'

'ক্যামেরা আর ডাটা অ্যাকুইজিশন সিস্টেম?'

'ওগুলোও।'

একটু পর কো-পাইলটের সীটে ফিরে এল শামিম, জানালা দিয়ে অবিচ্ছিন্ন সবুজ কার্পেটের দিকে তাকাল, সাড়ে ছয়শো ফুট নিচে। কোথাও এক ইঞ্চি মাটিও দেখা যাচ্ছে না। 'এখানে আমি মরে গেলেও কোনদিন ছুটি কাটাতে আসব না,' বলল সে।

'খুব কম লোকই আসতে চাইবে,' বলল রানা। 'মরটন লোকাল হিস্টোরিকাল আর্কাইভ চেক করে জেনেছে, এলাকার চাষীরাও এই জঙ্গলে ঢোকে না। কাটহিলের জার্নালে বলা হয়েছে, প্রাচীন কবর থেকে ইনকাদের মমি বের করে আনে টাইডাল ওয়েভ, ছড়িয়ে দেয় জঙ্গলের চারদিকে। স্থানীয় লোকেরা কুসংস্কার মুক্ত নয়, তারা বিশ্বাস করে পূর্ব-পুরুষদের আত্মারা জঙ্গলের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে আদি কবরের খোঁজে।'

'সার্চ শুরু করতে পারেন,' রেডক্লিফ বললেন। 'সবগুলো সিস্টেম চালু করে দিয়েছি।'

'সার্চ প্যাটার্নটা কি হবে?' জিজ্ঞেস করল শামিম।

'থ্রী-কিলোমিটার মার্ক থেকে শুরু করব আমরা, এগোব তীরের সঙ্গে সমান্তরাল একটা রেখা ধরে,' জবাব দিল রানা। 'তারপর উত্তর-দক্ষিণে লেন তৈরি করব।'

'লেনের দৈর্ঘ্য?' গ্রাফ পেপারের দিকে তাকিয়ে আছে শামিম, পেপারের ওপর চিহ্ন তৈরি করছে স্টাইলাস। তার ডিজিটাল রিডআউট উইণ্ডোয় সংখ্যাগুলো তারার মত মিটমিট করছে।

'দুই কিলোমিটার, স্পীড টোয়েনটি নটস। ইচ্ছে করলে স্পীড আরও বাড়াতে পারি, কিন্তু তাহলে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড পাব বলে আশা করছি সেটা গামা রিডিঙে ধরা না-ও পড়তে পারে।'

ইতিমধ্যে সূর্য উঠে এসেছে, ছেঁড়া তুলোর মত কয়েক খণ্ড মেঘ ছাড়া আকাশ পরিষ্কার। ইন্সট্রুমেন্টের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল রানা, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, এসো দেখি কনসেপশনকে পাওয়া যায় কিনা।'

নিশ্ছিদ্র বনভূমির ওপর দিয়ে বারবার আসা-যাওয়া করছে হেলিকপ্টার। বাইরে প্রচণ্ড গরম, ভেতরে এয়ারকণ্ডিশনিং সিস্টেম থাকায় ওদেরকে স্পর্শ করছে না। কাজের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে সময়। দুপুর হয়ে গেল, এখনও কিছু পায়নি ওরা। তবে তিনজনের কেউই হতাশ নয়। এ-ধরনের কাজে ধৈর্য ধরতে হয়, জানে ওরা। অনেক সময় দেখা যায় যেখানে পাবার কথা নয় সেখানেই পাওয়া গেল জিনিসটা।

'কতটুকু কাভার করলাম?' সার্চ শুরু হবার পর এই প্রথম কথা বললেন রেডক্লিফ।

'দুই কিলোমিটার,' জবাব দিল রানা। 'কিং যে মূল টার্গেট এরিয়া চিহ্নিত করে দিয়েছে সেখানে সবে মাত্র ঢুকেছি।'

'তারমানে পনেরোশো আটাত্তর সালের তীররেখার সঙ্গে সমান্তরাল একটা

রেখা তৈরি করে পাঁচ কিলোমিটার আরও কাভার করতে হবে।'

'হ্যাঁ।'

'ফুয়েল যা আছে তাতে আর তিন ঘণ্টা চলবে,' দুটো ফুয়েল গজে টোকা দিয়ে জানাল শামিম।

পকেট থেকে একটা বোর্ড বের করল রানা, বোর্ডের সঙ্গে ক্লিপ দিয়ে আটকানো রয়েছে একটা চার্ট। চার্টে পাঁচ সেকেণ্ড চোখ বুলাল ও, বলল, 'বন্দরনগরী মানটা মাত্র পঞ্চান্ন কিলোমিটার দূরে। এয়ারপোর্ট আছে, ফুয়েল পেতে অসুবিধে হবে না।'

'আমার খিদে পেয়েছে,' বললেন রেডক্লিফ। শুধু তাঁর হাতই খালি, কাজেই পরিবেশনের দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হলো। স্যাণ্ডউইচ আর কফি।

স্যাণ্ডউইচের ভেতর বিরূপ সমালোচনার দৃষ্টিতে তাকাল শামিম। 'এমন অদ্ভুত স্বাদের পনির জীবনে কখনও খাইনি।'

'ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।' হেসে উঠল রানা। 'তেল কোম্পানীর হেলিকপ্টার ক্রুরা সাপ্লাই না দিলে উপোস থাকতে হত।'

দু'ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট লাগল আটাশটা লেন তৈরি করে পাঁচ কিলোমিটার কাভার করতে। এবার চিন্তাতেই পড়ল ওরা। বিশ্বাস করা কঠিন পাঁচশো সত্তর টন ওজনের একটা জাহাজকে কোন টাইডাল ওয়েভ ডাঙার ওপর দিয়ে পাঁচ কিলোমিটার অর্থাৎ তিন মাইলের বেশি দূরে সরিয়ে আনতে পারে। মূল সার্চ এরিয়া থেকে সরে এসেছে ওরা, তবে সার্চ চলছে।

'সেভেন কিলোমিটার মার্ক থেকে প্রথম লেন শুরু হতে যাচ্ছে,' ওদেরকে জানাল রানা।

'অনেক দূর হয়ে যায়,' বিড়বিড় করল শামিম।

'আমিও তাই বলি,' তাকে সমর্থন করলেন রেডক্লিফ। 'হয় আমরা দেখতে পাইনি, নয়তো আমাদের গ্রিডের দক্ষিণ ও উত্তর পেরিমিটারের বাইরে কোথাও আছে।'

'সপ্তম কিলোমিটার কাভার করব আমরা,' বলল রানা, দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে নেভিগেশনাল ইন্সট্রুমেন্টে।

রেডক্লিফ বা শামিম তর্ক করল না, জানে কোন লাভ নেই। ভাগ্য ভাল যে আবহাওয়া সহায়তা করছে। আকাশ এখনও প্রায় মেঘমুক্ত, বাতাসের গতি পাঁচ নটের বেশি নয়। চারদিকের বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমির সঙ্গে তাল মেলাচ্ছে আবহাওয়াও। নিচে বনভূমি এমন নিভাঁজ যেন শ্যাওলা ঢাকা একটা সাগর। ওখানে কোন মানুষ বাস করে না। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ রোদবিহীন দিনগুলো পেরিয়ে যায়। উষ্ণ আবহাওয়ার কারণে ফুল ফোটে, পাতা ঝরে, ফল পাকে। গাছ বা ঝোপ-ঝাড়ের শাখা ভেদ করে রোদ খুব কম জায়গাতেই নিচে নামার সুযোগ পায়।

'দেখুন!' হঠাৎ বিস্ফোরিত হলেন রেডক্লিফ।

নেভিগেশন কোঅর্ডিনেটস কপি করে সাড়া দিল রানা। 'আপনি কোন টার্গেট পেয়েছেন?'

'ইন্সট্রুমেন্টে সামান্য ঝাঁকি রেকর্ড হয়েছে,' জানালেন রেডক্লিফ। 'বড় ধরনের কিছু নয়, তবে অস্বাভাবিক।'

'আমরা কি পিছিয়ে যাব?' জানতে চাইল শামিম।

মাথা নাড়ল রানা। 'লেনটা শেষ করি, তারপর পরবর্তী হেডিং-এ দেখি আরও জোরালো কিছু পাই কিনা।'

লেন রচনার কাজ শেষ করল ওরা, তারপর একশো আশি ডিগ্রী বাঁক ঘুরে দু'শো ছেচল্লিশ ফুট পুবে ফিরে এল। রানা ও শামিম চট করে নিচের বনভূমিতে একবার চোখ বুলানোর লোভ সামলাতে পারল না, আশা যদি গ্যালিয়নের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পায়। কিন্তু ঘন গাছপালার ভেতর দিয়ে নিচে দৃষ্টি গেলে তো।

'কামিং অপজিট দা মার্ক,' ওদেরকে সাবধান করল রানা। 'নাউ পাসিং।'

হেলিকপ্টারের পিছনে ঝুলছে সেনসর, রেডক্লিফের সাইট রিডিং ক্রস করার সময় সামান্য ইতস্তত করল। 'শুরু হয়েছে!' চিৎকার করলেন তিনি। 'সংখ্যাগুলো বাড়ছে। চলে এসো, সুন্দরী, গামা রিডিঙে ধরা দাও!'

জানালার দিকে ঝুঁকে নিচে তাকাল রানা ও শামিম। লম্বা গাছের ঝাঁকড়া মাথা ছাড়া কিছু দেখতে পেল না। এই বনভূমি যে নিষিদ্ধ ও বিপজ্জনক জায়গা, কারও বলে দেয়ার দরকার নেই। প্রাণহীন ভীতিকর পরিবেশ।

'আমরা কঠিন একটা টার্গেট পেয়েছি,' রেডক্লিফ বললেন। 'বড় কিছু বা নিরেট নয়, ছড়ানো-ছিটানো রিডিং। ঠিক যেমন আশা করি আমরা–বিধ্বস্ত জাহাজটার চারপাশে টুকরো-টাকরা লোহা ছড়িয়ে আছে।'

শামিমের কাঁধে ঘুসি মারল রানা, হাসছে। 'আমি জানতাম!'

'বাপরে বাপ! জলোচ্ছ্বাস কাকে বলে, তীর থেকে একটা জাহাজকে সাত কিলোমিটার ভেতরে বয়ে আনল!'

'পুব-পশ্চিমে কোর্স চাই,' বললেন রেডক্লিফ।

এবার নতুন একটা দিক থেকে টার্গেটের ওপর চলে আসছে ওরা। ওটা ক্রস করার সময় আগের চেয়ে জোরালো রিডিং পাওয়া গেল, স্থায়ীও হলো কয়েক সেকেণ্ড বেশি।

'এই জায়গাতেই আছে, আমার কোন সন্দেহ নেই,' রেডক্লিফ বললেন।

'হ্যাঁ, এখানেই,' সায় দিল শামিম।

কপ্টারটাকে শূন্যে দাঁড় করিয়ে ফেলল রানা।

'স্টারবোর্ডের দিকে বিশ মিটার সরিয়ে আনুন...এবার ত্রিশ মিটার পিছনে...বেশি হয়ে গেছে, দশ মিটার সামনে বাড়ুন। হয়েছে, থামুন। এখন একটা পাথর ছেড়ে দিলে সরাসরি জাহাজটার ওপর পড়বে।'

ছোট একটা ক্যানিস্টার-এর রিঙ ধরে টান দিল শামিম, নিজের দিকের জানালা দিয়ে নিচে ফেলে দিল সেটা। পাতার ফাঁক গলে হারিয়ে গেল ক্যানিস্টার। কয়েক সেকেণ্ড পর কমলা রঙের ধোঁয়া দেখা গেল গাছপালার মাথায়। 'এক্স মার্ক স্পটেড,' সহাস্যে বলল সে। 'কিন্তু ওই জায়গায় পৌঁছুবার জন্যে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে আমি রাজি নই।'

'কেউ তোমাকে সাত কিলোমিটার হাঁটতে বলছে না,' জবাব দিল রানা।

'না হেঁটে কিভাবে ওখানে পৌছুতে চাও শুনি?' ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকাল শামিম।

'হেলিকপ্টারে উইঞ্চ আছে। তোমরা আমাকে নিচে নামিয়ে দিতে পারো।'

ঘন জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল শামিম। 'গাছের সঙ্গে ঝুলে থাকবে তুমি, পরে আর টেনে তুলতে পারব না।'

'ভয় নেই, ইকুইপমেন্টের সঙ্গে একটা মাশেটিও আছে। হারনেসের সঙ্গে ঝুলে থাকব, গাছের ডালপালা কেটে নিচে নামার পথ করে নেব।'

'সম্ভব নয়,' বলল শামিম, গলায় সামান্য উদ্বেগ। 'তোমাকে টারজানের ভূমিকায় অভিনয় করতে দিলে মানটা এয়ারপোর্টে পৌছুনোর মত ফুয়েল থাকবে না।'

'টারজান কাউকে অপেক্ষা করতে বলেনি। আমি নিচে নামার পর মানটার উদ্দেশে রওনা হয়ে যাও তোমরা। ফুয়েল নিয়ে ফিরে এসো আবার।'

'জাহাজটা পাবার জন্যে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে হতে পারে তোমাকে। আকাশ থেকে নিচের কিছু দেখা যায় না। ঠিক কোথায় হারনেস নামাতে হবে জানব কিভাবে?'

'দুটো স্মোক ক্যানিস্টার নেব সঙ্গে, তোমাদের ফিরে আসার আওয়াজ পেলে ফাটিয়ে দেব ওগুলো।'

'কেউ তোমার সঙ্গে তর্কে পারবে না!' হাল ছেড়ে দিল শামিম।

'জানোই তো।'

দশ মিনিটের মধ্যে সেফটি হারনেস পরে নিল রানা, কেবলের সঙ্গে জোড়া লাগানো হলো সেটা, কেবলের অপরপ্রান্তটা রয়েছে উইঞ্চে, উইঞ্চটা কেবিনের ছাদে। গাছপালার ঠিক মাথার ওপর হেলিকপ্টারকে স্থির করে রাখল শামিম, উইঞ্চের কন্ট্রোল অপারেট করছেন রেডক্লিফ।

'এক বোতল শ্যাম্পেন আনতে ভুলো না, তাহলে উৎসবের আনন্দটাই মাটি হয়ে যাবে,' খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে চিৎকার করে বলল রানা। দরজার বাইরে শূন্যে ঝুলে থাকল ও।

রোটরের শব্দকে ছাপিয়ে উঠল রেডক্লিফের ভারি গলা, 'দু'ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব আমরা।' একটা বোতামে চাপ দিলেন তিনি, নিচে নামতে শুরু করল রানা। একটু পরই গভীর বনভূমি গ্রাস করে নিল ওকে, যেন সবুজ একটা সাগরে ডুব দিয়েছে ও।

চার

সেফটি হারনেসের সঙ্গে ঝুলে আছে রানা, ডান হাতে মাশেটি, অপর হাতে পোর্টেবল রেডিও। সঠিক বলতে পারবে না মাটি থেকে কত ওপরে রয়েছে, তবে বনভূমির ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত দূরত্ব আন্দাজ করেছিল একশো পঞ্চাশ থেকে

একশো ষাট ফুটের মধ্যে।

আকাশ থেকে দেখে মনে হবে সংগ্রামরত উদ্ভিদ ও লতাপাতার বিশৃঙ্খল সমষ্টি এই রেইন ফরেস্ট। উঁচু গাছগুলোর কাণ্ড ঢাকা পড়ে আছে অসংখ্য ছোট উদ্ভিদের পুরু স্তরে, প্রত্যেকে রোদের ভাগ পাবার জন্যে ব্যাকুল। সূর্যের কাছাকাছি শাখা ও পাতাগুলো রোটরের বাতাসে নাচানাচি করছে, অশান্ত সাগরের মত লাগছে দৃশ্যটা।

সবুজ আবরণ ভেদ করে নিচে নামার সময় চোখের সামনে একটা হাত তুলে রাখল রানা, উঁচু একটা মেহগনি গাছের শাখা-প্রশাখার সঙ্গে ঘষা খেলো। থোকা থোকা সাদা ফুল ফুটে রয়েছে শাখাগুলোয়। মোটা শাখাগুলোকে এড়াবার জন্যে পা দুটোকে ব্যবহার করল যখন যেমন দরকার, ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে। জমিন এখনও দৃষ্টিসীমার বাইরে, তবে নিচ থেকে উঠে আসা ক্ষীণ বাষ্প চোখে পড়ল। প্রচণ্ড গরমে ভাপ উঠছে মাটি থেকে। হেলিকপ্টারের শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কেবিন থেকে বেরিয়ে আসার পর দরদর করে ঘামতে শুরু করেছে ও। দুই উরুর মাঝখানে উঠে আসছে একটা ডাল, ব্যস্তভাবে সেটাকে এড়াবার চেষ্টা করল, গাছটার আরেক দিক থেকে কিচ কিচ শব্দ করে উঠল একজোড়া স্পাইডার বানর।

'কিছু বললেন?' রেডিওতে রেডক্লিফের গলা শোনা গেল।

'একজোড়া বানরের দিবানিদ্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছি,' জবাব দিল রানা।

'নামাবার গতি আরও কমাব?'

'না, ঠিক আছে। গাছপালার ওপরের স্তরটা পেরিয়ে এসেছি। বিশ্বাস করুন, আমি যেন চির সবুজ একটা জগতে রয়েছি।'

'এদিক ওদিক সরতে চাইলে চিৎকার কোরো,' ককপিটের রেডিও থেকে বলল শামিম।

'এখনকার পজিশন ঠিক আছে, নাড়াচাড়া করলে গাছের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে পারে কেবল।'

নিশ্ছিদ্র শাখা-প্রশাখার আরেকটা স্তরে নেমে এল রানা, মাশেটি দিয়ে ডালপালা কেটে টানেল তৈরি করে নামছে, নামার গতি রেডক্লিফকে কমাতে বলেনি। এমন একটা জগতে প্রবেশ করছে, যেখানে কদাচ কেউ প্রবেশ করে- বিপদ ও সৌন্দর্যে ভরা একটা জগৎ। অসম্ভব চওড়া লতানো উদ্ভিদ উঁচু গাছ বেয়ে সোজা উঠে এসেছে ওপরে, রোদ পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে। কোন কোন গাছ অবলম্বনকে আঙটা দিয়ে আটকে নিয়েছে বা সরু ডাল দিয়ে আলিঙ্গন করে আছে, আবার কোন কোনটা মোটা অবলম্বনের পুরো শরীর পেঁচিয়ে উঠে এসেছে। গাছগুলোর গায়ে পুরু শ্যাওলা জমেছে। অসংখ্য অর্কিড দল বেঁধে বৃত্ত রচনা করেছে, আকাশ ছোঁয়ার আকাঙ্ক্ষায়।

'জমিন দেখতে পাচ্ছেন?' জানতে চাইলেন রেডক্লিফ।

'না। ছোট একটা গাছকে পাশ কাটাতে হবে, পাম গাছের মত দেখতে, বুনো পীচ-এর মত ফল ঝুলে আছে। ওটাকে পাশ কাটাবার পর ঝুলন্ত ঝুরি পড়বে সামনে।'

'ওগুলোকে সম্ভবত লায়ানা বলে।'

'বোটানি আমার প্রিয় সাবজেক্ট ছিল না।'

'ওগুলোর একটা ধরে টারজান বনে যান,' রেডক্লিফ পরামর্শ দিলেন, পরিবেশটা হালকা করার চেষ্টায়।

'জেনকে দেখতে পেলে ঝুঁকিটা নিতে পারতাম...।'

রানা হঠাৎ চুপ করে যাওয়ায় রেডক্লিফ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। 'কি হলো? মি. রানা, আপনি ঠিক আছেন তো?'

ফিসফিস করছে রানা, কোন রকমে শোনা গেল, 'মোটা একটা ঝুরি মনে করে ধরেই ফেলেছিলাম; কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওটা একটা সাপ–ড্রেন পাইপের মত মোটা, কুমীরের মত মুখ।'

'রঙ?'

'কালো, গায়ে হলদেটে খয়েরি ফোঁটা আছে।'

'ওটা একটা বোয়া কনস্ট্রিকটর,' ব্যাখ্যা করলেন রেডক্লিফ। 'আপনাকে কষে আলিঙ্গন করতে পারে, তবে বিষ নেই ওর। আমার পক্ষ থেকে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করুন।'

'আমার আর কাজ নেই,' তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল রানা। 'এদিকে শুধু একবার তাকিয়ে দেখুক না, ম্যাডাম দা-র সামনে পড়তে হবে ব্যাটাকে।'

'কার সামনে?'

'আমার মাশেটির।'

'আর কি দেখতে পাচ্ছেন বলুন দেখি।'

'অদ্ভুত সুন্দর কয়েকটা প্রজাপতি; কিছু পোকামাকড়, দেখে মনে হচ্ছে ভিন্ন কোন গ্রহের বাসিন্দা। আর একটা তোতাপাখি, এত লাজুক যে আমি তাকালেই পিছিয়ে যাচ্ছে। চারপাশের গাছে এত বড় আকৃতির ফুল, না দেখলে আপনি বিশ্বাস করবেন না। আমার মাথার মত বড় এক একটা ভায়োলেট।'

ডালপালা কেটে পথ করে নিচ্ছে রানা, কথাবার্তা থেমে গেল। ওকে ঘামতে দেখে মনে হতে পারে চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচের শেষ রাউণ্ডে লড়ছে একজন বক্সার। শিশিরে ভিজে থাকা ডাল ও পাতায় ঘষা লাগায় ওর কাপড়চোপড়ও স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে। মাশেটি তুলল ও, একটা লতায় সাজানো সারি সারি ধারাল কাঁটা লেগে ছিঁড়ে গেল শার্টের আস্তিন, ভেতরের চামড়া এমন নিপুণভাবে চিরে দিল যেন ক্ষুরের ডগা ব্যবহার করা হয়েছে। ভাগ্য ভাল যে ক্ষতটা গভীর হয়নি বা ব্যথা করছে না। 'উইঞ্চ থামান,' পায়ের তলায় শক্ত মাটি পেয়ে বলল ও। 'নেমে এসেছি।'

'গ্যালিয়নের কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ।

জবাব দিতে দেরি করছে রানা। বগলের তলায় মাশেটি রেখে পুরো এক পাক ঘুরল ও, চারপাশে চোখ বুলানোর ফাঁকে সেফটি হারনেস খুলে ফেলল। দেখে মনে হলো পাতার তৈরি একটা সাগরের তলায় রয়েছে ও। আলো প্রায় নেই বললেই চলে, ফলে পরিবেশটা ভৌতিক লাগছে। তবে রানার জন্যে আনন্দ ও বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, জমিনের কাছাকাছি বনভূমি হাঁটাচলার অযোগ্য নয়। ঝরা

পাতা ও ভাঙা কিছু ডালপালা ছাড়া মাটিতে কোন ঝোপ-ঝাড় নেই। রোদবিহীন জমিনে দাঁড়িয়ে বুঝতে অসুবিধে হলো না যে-সব উদ্ভিদ মাটি কামড়ে থাকে সেগুলোর উপস্থিতি কেন এত কম। 'এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না যার সঙ্গে কোন জাহাজের খোল মেলে,' রেডিওতে বলল ও। 'না কোন কীল, না কোন বীম…।'

'তারমানে ফলস অ্যালার্ম?' জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ। 'ন্যাচারাল কোন আয়রন ডিপোজিট-এর সঙ্কেত দিয়েছে ম্যাগনেটোমিটার?'

'না,' জবাব দিল রানা, নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে, 'তা নয়।'

'কি বলতে চাইছেন আপনি?'

'জায়গাটা ছত্রাক, পোকামাকড় আর ব্যাকটেরিয়ার আস্তানা। জাহাজের প্রতিটি অংশ খেয়ে ফেলেছে ওরা। চারশো বছর সময় পেয়েছে, কাজেই অবাক হবার কোন কারণ নেই।'

চুপ করে থাকলেন রেডক্লিফ, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছেন না। কয়েক সেকেণ্ড পর বিদ্যুৎচমকের মত উপলব্ধি করলেন তিনি। 'ও মাই গড, তারমানে আপনি ওটা পেয়েছেন! আপনি আসলে গ্যালিয়নটার ওপরই দাঁড়িয়ে আছেন।'

'ঠিক মাঝখানে।'

'তুমি বলছ খোল বলে কিছু নেই?' জিজ্ঞেস করল শামিম।

'যে-টুকু অবশিষ্ট আছে, শ্যাওলা আর হিউমাসে ঢাকা। তবে কিছু কিছু সিরামিক পট, ছড়িয়ে থাকা কয়েকটা কামানের গোলা, একটা নোঙর আর ব্যালাস্ট পাথরের একটা ছোট স্তূপ দেখতে পাচ্ছি। প্রাচীন এক ক্যাম্পসাইট কল্পনা করো, মাঝখানে মাথা তুলেছে গাছপালা।'

'আমরা কি আশপাশে থাকব?' জিজ্ঞেস করল শামিম।

'না, মানটায় চলে যাও। তোমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত জেড বক্স খুঁজি আমি।'

'তোমার কিছু দরকার?'

'না।'

'ফিরে আসার আওয়াজ পেলে ক্যানিস্টার ফাটিয়ে দিয়ো, কেমন?' বলল শামিম। 'দু'ঘণ্টা পর দেখা হবে।'

অন্য কোন পরিস্থিতিতে হেলিকপ্টারের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যেতে শুনলে মনে একটা অস্বস্তি জাগত, নির্জন রেইন ফরেস্টে একা থাকায় ভয়ভয়ও করত। এই মুহূর্তে ভয় বা অস্বস্তি স্পর্শ করছে না রানাকে, কারণ জানে এখান থেকে খুব কাছে কোথাও প্রাচীন আবর্জনার ভেতর বিপুল ঐশ্বর্যের চাবি লুকিয়ে আছে। উত্তেজনায় অস্থির হয়ে এখানে সেখানে মাটি কোপাতে শুরু করবে, সেরকম পাগল নয় ও। ধীর পায়ে হাঁটাহাঁটি শুরু করল, কনসেপশনের ছড়িয়ে থাকা জিনিস-পত্রের মাঝখানে, চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিজের অবস্থানটা দেখে নিচ্ছে। আবর্জনার ভাঙাচোরা স্তূপ দেখে কনসেপশনের আদি আকৃতি সম্পর্কে খানিকটা আভাস পাচ্ছে ও।

নরম মাটির ওপর বেরিয়ে আছে শ্যাফট আর নোঙরের খানিকটা অংশ, সম্প্রতি ঝরে পড়া পাতায় ঢাকা। দৃশ্যটা থেকে আন্দাজ করা যায় বো কোথায়

রয়েছে। রানা ধারণা করল, সেইলিং মাস্টার টমাস কাটহিল জেড বক্সটা কার্গো হোল্ডে রাখবেন না। ড্রেক তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, রানীকে উপহার দিতে হবে ওটা। তারমানে নিজের কাছাকাছি কোথাও রেখেছিলেন কাটহিল, স্টার্নের দিকে বড় কেবিনটায়, যেটা ক্যাপ্টেনের দখলে ছিল।

আবর্জনার ভেতর দিয়ে হাঁটাচলা করার সময় মাঝে মধ্যে থেমে মাশেটি দিয়ে কিছু কিছু জায়গা পরিষ্কার করছে রানা। ক্রুদের জিনিস-পত্র পাচ্ছে, তবে কোন হাড় নেই। চামড়ার জুতো, হাড়ের তৈরি ছুরির হাতল পেল; ছুরির ফলায় মরচে ধরেছে। সিরামিক পাত্র পেল বেশ ক'টা, লোহার তৈরি একটা পাতিল। একটা আশঙ্কা জাগল ওর মনে, কনসেপশনের ধ্বংসাবশেষ এর আগেই দেখে ফেলেছে কেউ, লুঠ করে নিয়ে গেছে বহু জিনিস। শার্টের ভেতর থেকে প্লাস্টিকের একটা প্যাকেট বের করল ও, ভেতর থেকে বেরুল ট্রেজার গ্যালিয়নের সম্ভাব্য স্কেচ। প্ল্যানটাকে গাইড হিসেবে ধরে, সাবধানে পা ফেলে জায়গাটা মাপল। যখন মনে হলো হোল্ড-এর কাছে চলে এসেছে, থামল। এখানেই মূল্যবান কার্গো জমা রাখা হয়।

জায়গাটা পরিষ্কার করতে শুরু করল রানা। মাটি এখানে মিশ্র সাগরের মত। স্তরটা মাত্র চার ইঞ্চি পুরু। হাত দিয়ে পচা পাতা সরাতেই বেরিয়ে পড়ল কয়েকটা সুন্দর পাথুরে মাথা ও বিভিন্ন সাইজের পশু মূর্তি। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল, ট্রেজার গ্যালিয়নে কারও হাত পড়েনি।

গাছের একটা পচা ডাল সরাতে আরও কিছু মূর্তি পাওয়া গেল, তার মধ্যে তিনটের আকৃতি পুরোপুরি মানুষের মত। অল্প আলোর ভেতর মনে হলো কবর থেকে উঠে আসছে লাশ। মাটির কিছু পাত্র চারশো বছরেও ভাঙেনি বা ক্ষয় হয়নি এতটুকু। তবে আঙুলের ছোঁয়া লাগতেই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। গ্যালিয়নে প্রচুর কাপড়চোপড় ছিল, পচে সব কালো হয়ে গেছে।

ব্যস্তভাবে আরও গভীর করছে রানা গর্তটা, খেয়াল নেই আঙুলের নখ উঠে আসছে। কিছু জেড পাথর পেল ও, কঠিন পরিশ্রমে সুন্দর সুন্দর আকৃতি দেয়া হয়েছে। তারপর সংখ্যায় ওগুলো এত বেশি হয়ে উঠল, গোণা সম্ভব নয়। ওগুলোর সঙ্গে মিশে রয়েছে মুক্তা ও নীলকান্তমণি দিয়ে তৈরি মোজাইক। থামল রানা, বাহু দিয়ে মুখের ঘাম মুছল। সন্দেহ নেই এ-সব প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট ইকুয়েডর সরকার নিজেদের বলে দাবি করবে, কারণ এগুলো পাওয়া গেছে তাদের দেশের মাটিতে। আর পেরু সরকারের যুক্তি হবে জিনিসগুলো তাদের সম্পত্তি। মুচকি হাসল ও, মনে পড়ে গেছে পেরু সরকারের সঙ্গে রানা এজেন্সির চুক্তির কথা। উদ্ধার করা আর্টিফ্যাক্ট তিন ভাগে ভাগ হবে, শর্ত আছে চুক্তিতে। ইকুয়েডর সরকার এই চুক্তি মানতে চাইবে বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে মার্কিন সরকারকে দিয়ে চাপ দেওয়াতে হবে। ইউ. এস. এইড ছাড়া ইকুয়েডরের অর্থনীতি অচল, চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে উপায় কি। রানা ভাবল, সবচেয়ে ভাল হয় কোথায় কি আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া গেছে তা প্রকাশ করার আগেই চুক্তিটায় ইকুয়েডরের সই সংগ্রহ করা গেলে।

হাতঘড়ি দেখল রানা। জমিনে পা ফেলার পর এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে।

সিধে হলো ও, আবার মাপা পা ফেলে কিছুটা দূরে সরে থামল। গ্যালিয়নের পিছন দিক এটা, ঠিক যেখানে ক্যাপ্টেনের কেবিন থাকার কথা। আবর্জনার একটা স্তূপে মরা গাছপালা জমে আছে, ঘন ঘন মাশেটি চালিয়ে কাটতে শুরু করল। হঠাৎ নিরেট ধাতবে লেগে ঝন করে একটা শব্দ হলো। পা দিয়ে পাতাগুলো একপাশে সরাতে দেখতে পেল জাহাজের দুটো কামানের একটা পেয়ে গেছে ও। ব্রোঞ্জের তৈরি ব্যারেলের ওপর সবুজ কষ জমেছে, মাজলটা ভরাট হয়ে আছে মাটিতে।

সারাক্ষণ ভেজা ভেজা হয়ে থাকছে শরীর, কারণটা ঘাম নাকি জমিন থেকে উঠে আসা বাষ্প বলতে পারবে না রানা। অরক্ষিত মাথা ও মুখের চারপাশে ঝাঁক ঝাঁক পোকা উড়ছে। খসে পড়া লতায় বার বার জড়িয়ে যাচ্ছে পায়ের গোড়ালি। পিচ্ছিল শ্যাওলায় পা হড়কে দু'তিনবার পড়েও গেল। সারা শরীরে মাটি আর কাদার প্রলেপ লেগে আছে, পচা পাতাও সেঁটে আছে হাত-পায়ে। উত্তপ্ত পরিবেশ শুষে নিচ্ছে ওর শক্তি, নরম পাতার বিছানায় কাত হয়ে খানিক ঘুমিয়ে নেয়ার প্রবল ইচ্ছাটাকে দমন করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ও।

হঠাৎ আঁতকে উঠল রানা, দেখল ব্যালাস্ট পাথরের স্তূপ টপকে এগিয়ে আসছে একটা বুশমাস্টার। অ্যামেরিকায় বুশমাস্টারই সবচেয়ে বড় সাপ। এটা দশ ফুট লম্বা হবে, ফ্যাকাসে লাল রঙ, তার ওপর হীরক আকৃতির গাঢ় দাগ। সাবধানে, ধীরে ধীরে, সরে এল ও, কড়া দৃষ্টি রাখল ওটার ওপর।

সাপটা চলে যেতে আবার কাজে মন দিল রানা। লূপের মত দেখতে একজোড়া সকেট আর পিনটল পেল ও, মরচে ধরা, এককালে রাডার ঘোরাবার কাজ করত। কিছু ভাঙা কাঁচ পেয়ে পরীক্ষা করল, মরগ্যানের পাঠানো ছবি দেখে আন্দাজ করল স্টার্ন-এর রানিং লাইটের অংশ এগুলো। রাডার ফিটিংস ল্যাম্পের অংশ পাওয়ায় বোঝা গেল যেখানে ক্যাপ্টেনের কেবিন ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ও।

আরও চল্লিশ মিনিট খোঁজাখুঁজি করতে একটা কালির দোয়াত, হাতল ছাড়া দুটো পানপাত্র ও কয়েকটা ল্যাম্প পেল রানা। বিশ্রাম না নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে ও। পাতার একটা স্তূপ সরাতে সবুজ একটা চোখ দেখতে পেল, গাঢ় মাটির তলা থেকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ট্রাউজারে হাত মুছে পকেট থেকে রুমাল বের করল, হালকা স্পর্শে পরিষ্কার করল চোখের চারপাশ। স্পষ্ট হয়ে উঠল মানুষের একটা মুখ, নিরেট জেড পাথর দিয়ে তৈরি করা। দম আটকাল রানা।

উত্তেজনা চেপে রেখে মুখটার চারপাশে ছোট চারটে ট্রেঞ্চ খুঁড়ল ও। ওগুলো সামান্য গভীর করতেই বোঝা গেল মুখটা আসলে একটা বাক্সের ঢাকনি, আকারে মাঝারি একটা ডিকশনারীর সমান। আরও মাটি সরিয়ে বাক্সটা বের করে দু'পায়ের মাঝখানে রাখল ও।

প্রায় দশ মিনিট নড়ল না রানা, প্রবল উত্তেজনায় অবশ হয়ে আছে শরীর, ভয় পাচ্ছে ঢাকনি খোলার পর ভেতরে কিছুই দেখতে পাবে না। অবশেষে নড়ল ও, পকেট থেকে ছোট একটা সুইস আর্মি নাইফ বের করল। সবচেয়ে সরু ফলাটা বেছে নিয়ে ঢাকনিটা খোলার চেষ্টা করছে।

বাক্সটা এমন আঁটসাঁটভাবে বন্ধ করা, ছুরির ফলা বারবার ঢাকনির চারধারে সরাতে হলো ওকে, প্রতিবার এক চুল করে তুলতে পারছে ঢাকনি। দু'বার চোখ থেকে ঘাম মোছার জন্যে থামতে হলো। তারপর খুলে গেল ঢাকনি। নাক-মুখ কুঁচকে ঢাকনিটা সরিয়ে ভেতরে তাকাল রানা।

বাক্সের ভেতরটা সরু সরু কাঠের ফালি দিয়ে তৈরি। ভেতরে পড়ে রয়েছে ভাঁজ করা সুতোর ছোট একটা স্তূপ, বিভিন্ন রঙে রাঙানো। অনেকগুলো গিঁটও দেখতে পেল রানা। সুতোর কিছু কিছু অংশ রঙ হারিয়ে ম্লান হয়ে গেছে, তবে কোথায় কি রঙ ছিল তা এখনও বোঝা যায়। সম্পূর্ণ অক্ষত রয়েছে, কোথাও একটু ছেঁড়েনি। এত বছর পরও কিভাবে জিনিসটা এমন অক্ষত থাকে? খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে রানা আবিষ্কার করল সুতোটা তুলো বা উল দিয়ে নয়, তৈরি করা হয়েছে মিশ্র ধাতুর পাকানো তার দিয়ে। 'দ্যাট'স ইট!' আটকে রাখা দম ছেড়ে ফিসফিস করল রানা। 'ড্রেক কুইপ!'

ছোট একটা ভ্যান, গায়ে বিখ্যাত এক এক্সপ্রেস প্যাকেজ কোম্পানীর নাম লেখা, র‍্যাম্প বেয়ে উঠে এসে থামল বড়সড় একটা একতলা কংক্রিট বিল্ডিঙের দরজায়। গোটা একটা মহল্লা জুড়ে কাঠামোটার বিস্তার, টেক্সাস রাজ্যের গলভেস্টনের কাছে প্রকাণ্ড এক ওয়্যারহাউস কমপ্লেক্স। ছাদে বা পাঁচিলে কোম্পানীর কোন সাইনবোর্ড নেই। ভেতরে যে মানুষ আছে বা কাজকর্ম হয় তার একমাত্র প্রমাণ দরজার ওপর পিতলের ছোট একটা প্লেট, তাতে লেখা বোগান স্টোরেজ কোম্পানী।

ভ্যান থেকে নামল না ড্রাইভার, রিমোট কন্ট্রোল বক্সের কয়েকটা বোতামে চাপ দিতে সিকিউরিটি অ্যালার্ম নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল, ওপরে উঠে গেল বিরাট দরজা। ভেতরে প্রশস্ত একটা স্টোরহাউস দেখা গেল, মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত অসংখ্য র‍্যাক, প্রতিটি র‍্যাক ফার্নিচার ও সাধারণ গৃহস্থালি জিনিস-পত্রে ঠাসা। বিশাল কংক্রিটের মেঝেতে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। কর্মচারীরা কাজ সেরে বাড়ি ফিরে গেছে দেখে স্বস্তিবোধ করল ড্রাইভার, ভ্যান নিয়ে ভেতরে ঢুকল সে, অপেক্ষা করল দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত। এরপর ভ্যানটাকে একটা প্ল্যাটফর্ম স্কেলে তুলল, সেটা এত বড় যে আঠারো চাকার ট্রাক বা ট্রেইলরও উঠতে পারবে।

ভ্যান থেকে নেমে ছোট একটা ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের সামনে হেঁটে এল সে, চাপ দিল একটা বোতামে। থরথর করে কেঁপে উঠল প্ল্যাটফর্ম, তারপর তলিয়ে যেতে শুরু করল মেঝের নিচে, পরিণত হলো প্রকাণ্ড এক ফ্রেইট এলিভেটরে। এক সময় বেসমেন্টের মেঝেতে এসে থামল এলিভেটর, ভ্যান নিয়ে সাবধানে একটা টানেলে ঢুকল ড্রাইভার, তার পিছন দিকে আপনা থেকেই ওপরের স্টোরেজ ফ্লোরে ফিরে যাচ্ছে এলিভেটর।

টানেলটা প্রায় এক কিলোমিটার লম্বা, আরেক বিশাল ওয়্যারহাউসের মেইন ফ্লোরের অনেক নিচে এসে শেষ হয়েছে। এই দ্বিতীয় ওয়্যারহাউসের গোপন আস্তানা থেকেই ডাফ পরিবার তাদের ক্রিমিনাল অপারেশন পরিচালনা করে। ওদের সমস্ত আইনসঙ্গত বা বৈধ ব্যবসা চলে ওপরতলার মেইন ফ্লোরে।

বৈধ ব্যবসার নিয়মিত কর্মচারীরা একটা কাঁচের তৈরি দরজা দিয়ে

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসে ঢোকে, গোটা বিল্ডিঙের একদিকের পুরোটা দেয়াল জুড়ে বিস্তৃত ওটা। প্রশস্ত বাকি ফ্লোরে সাজানো রয়েছে হাজার হাজার পেইন্টিং, ভাস্কর্য ও বিভিন্ন ধরনের বিপুল অ্যান্টিকস। খোঁজ নিলে দেখা যাবে এগুলোর কোনটাই নকল নয়, কেনা হয়েছে খোলা বাজার থেকে আইনসম্মতভাবে। বিল্ডিঙের পিছনে রয়েছে প্রিজারভেশন ডিপার্টমেন্ট, ওখানে একদল দক্ষ কারিগর নষ্ট শিল্পকর্ম ও প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট মেরামত করে আদি চেহারা ফিরিয়ে আনে। ডাফ ইন্টারন্যাশনালের কোন কর্মচারী, এমনকি যারা এখানে গত বিশ বছর ধরে চাকরি করছে, ঘুণাক্ষরেও টের পায় না যে তাদের ঠিক পায়ের নিচেই গোপন ও বেআইনী ব্যবসা চলছে।

টানেল থেকে গোপন সাব-বেসমেন্টে ঢুকল ড্রাইভার। ছেষট্টি ফুট ওপরে মেইন সারফেস ফ্লোর যতটুকু চওড়া, এই সাব-বেসমেন্টের ফ্লোর তারচেয়েও বেশি চওড়া। জায়গাটার দুই তৃতীয়াংশে চুরি করা ও বেআইনীভাবে সংগ্রহ করা আর্টিফ্যাক্ট রাখা হয়, এক সময় যেগুলো বিক্রি করা হবে। বাকি জায়গা ডাফ পরিবারের ফরজারি ও ফ্যাব্রিকেশন প্রোগ্রামের জন্যে নির্ধারিত। এই গোপন সাব-বেসমেন্টের অস্তিত্ব সম্পর্কে শুধু ডাফ পরিবারের নিকটতম সদস্যরাই জানে। সাব-বেসমেন্ট তৈরি করার জন্যে রাশিয়া থেকে শ্রমিক ও মিস্ত্রী আনা হয়েছিল, কাজ শেষ হবার পর তাদেরকে আবার রাশিয়ায় পৌঁছে দেয়া হয়েছে, ফলে পরিবারের বাইরের কোন লোক এটার অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছু জানে না।

ভ্যান থেকে নেমে পিছন দিকে চলে এল ড্রাইভার, ভেতর থেকে লম্বা একটা মেটাল সিলিণ্ডার টেনে নামাল। সিলিণ্ডারটা একটা কার্ট-এর সঙ্গে জোড়া লাগানো, টান দিলে কার্ট-এর চাকাগুলো মুক্ত হয়ে যায়। সিলিণ্ডার ধরে বিশাল বেসমেন্টের মেঝের ওপর দিয়ে এগোল সে, পিছু পিছু আসছে কার্ট। একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে থামল সে।

মাঝারি গড়ন ড্রাইভারের, বেশ বড়, গোলগাল একটা ভুঁড়ির অধিকারী, পরনে আঁটসাঁট সাদা কভারঅল। মাথায় বাদামী চুল, সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মত ছোট করে ছাঁটা, মুখে দাড়ি নেই। তার নাম হওয়া উচিত ছিল মাইকেল ডাফ, তবে বাবার নির্দেশে পারিবারিক নাম বাদ দিয়ে রাখা হয়েছে মাইকেল ফোম।

দরজা খুলল তার দুই ভাই, টমাস ডাফ আর মারফি হুক। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে পালা করে ফোমকে আলিঙ্গন করল তারা।

'কংগ্রাচুলেশনস,' হুক বলল। 'তোমার কৃতিত্বের কোন তুলনা হয় না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে সমর্থন করল টমাস ডাফ। 'চুরির এমন নিখুঁত প্ল্যান বাবাও করতে পারত না। তোমাকে নিয়ে আমরা গর্বিত, ফোম।'

'তোমরা তো জানো না,' হাসছে ফোম, 'মমিটা নিরাপদ আস্তানায় সরিয়ে না আনা পর্যন্ত কি দুশ্চিন্তায় ছিলাম আমি।'

'ঠিক জানো তো জেরি অ্যাডামসের বিল্ডিং থেকে ওটা বের করার সময় বা এখানে আসার পথে কেউ দেখে ফেলেনি?' জিজ্ঞেস করল হুক।

ফোমের চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। 'তুমি আমাকে অপমান করছ, ভাই। এখানে আসার সময় সম্ভাব্য সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করেছি আমি। কোথাও

একবারও ট্রাফিক আইন ভাঙিনি। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো, কেউ আমাকে ফলো করেনি।'

'হুকের কথায় কান দিয়ো না,' ডাফ বলল, হাসছ। 'ও একটু বেশি খুঁতখুঁতে।'

'এ পর্যন্ত এসে ভুল করা আমাদের পোষাবে না,' নিচু গলায় বলল হুক।

ভাইয়ের পিছনে উঁকি দিয়ে বিশাল স্টোরেজ রুমের চারদিকে তাকাল ফোম। 'গ্লিফ এক্সপার্টরা পৌঁছেছে?'

মাথা ঝাঁকাল হুক। 'হার্ভার্ড থেকে নৃবিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক, যে প্রি-কলম্বিয়ান আইডিয়োগ্রাফিক সিম্বল নিয়ে সারাজীবন কাজ করেছে। ডিকোডিং প্রোগ্রামে তার স্ত্রী তাকে সাহায্য করে–কমপিউটর অপারেটর হিসেবে। আইজ্যাক ও সেলিনা ফোর্ট। মহিলাও নৃবিজ্ঞানে পিএইচডি করেছে।

'তারা জানে কোথায় রয়েছে?'

মাথা নাড়ল ডাফ। 'ওদের বোস্টনের বাড়ি থেকে তুলে আনার সময় চোখে পট্টি বাঁধা ছিল। চার্টার করা প্লেনে তোলার পর দু'ঘণ্টা চক্কর মেরেছে পাইলট, তারপর গলভেসটনে পৌঁচেছে। এয়ারপোর্ট থেকে সাউণ্ডপ্রুফ একটা ট্রাকে তুলে এখানে আনা হয় তাদেরকে। অর্থাৎ কিছুই তারা দেখেনি বা শোনেনি।'

'তারমানে শুধু জানে যে ক্যালিফোর্নিয়া বা অরিগনের কোন একটা রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে রয়েছে তারা?'

'হ্যাঁ, প্লেনে তোলার পর সে-ধারণাই দেয়া হয়েছে তাদের,' জবাব দিল হুক।

'কোন প্রশ্ন করেনি?'

'প্রথমদিকে,' বলল ডাফ। 'তারপর ওদেরকে প্রস্তাব দেয়া হয় একটা আর্টিফ্যাক্টের নকশার অর্থ বের করতে হবে, বিনিময়ে দু'লাখ পঞ্চাশ হাজার ডলার সম্মানী পাবে। প্রস্তাবটা শুনে ফোর্ট পরিবার সহযোগিতা করতে রাজি হয়। কথা দিয়েছে মুখ খুলবে না।'

'তোমরা বিশ্বাস করছ?' ফোমের গলায় সন্দেহ।

হেসে উঠল হুক। 'আরে না! পাগল নাকি!'

ফোম জানে ফোর্টদের নাম শিগ্‌গিরই সমাধি ফলকে স্থান পাবে। 'তাহলে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না,' বলল সে। 'জেনারেল নেমল্যাপের মমি কোথায় রাখতে চাও তোমরা?'

হাত তুলে আণ্ডারগ্রাউণ্ড ফ্যাসিলিটির একটা অংশ দেখাল হুক। 'আমরা একটা কামরা আলাদা করে রেখেছি। এসো দেখাই তোমাকে, এই ফাঁকে টমাস বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আসুক।' খানিক ইতস্তত করে কোটের পকেট থেকে তিনটে কালো স্কি মাস্ক বের করল সে। 'এসো; এগুলো পরে নিই। চাই না ওরা আমাদের চেহারা দেখে ফেলুক।'

'কি দরকার? আমাদের পরিচয় ফাঁস করার জন্যে ওরা কি বেঁচে থাকবে?'

'আমরা ওদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই, এটা বোঝাবার জন্যেই।'

হেসে ফেলে ফোম বলল, 'তোমার কথায় যুক্তি আছে।'

মাঝারি একটা কামরায় আইজ্যাক ফোর্ট ও সেলিনা ফোর্টকে নিয়ে এল

ডাফ, ইতিমধ্যে কার্ট থেকে একটা কনটেইনার নামিয়ে গোল্ডেন মমিটা বের করেছে হুক ও ফোম, ভেলভেট মোড়া টেবিলের ওপর রাখা হয়েছে সেটা। কামরার সঙ্গেই রয়েছে ছোট একটা কিচেন ও বাথরুম। বিছানা হিসেবে একটা খাটও আছে। বড় একটা ডেস্কে রাখা হয়েছে নোট ও স্কেচ প্যাড, কয়েকটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস, লেযার প্রিন্টার সহ কমপিউটর টার্মিনাল। মাথার ওপর এক সার স্পটলাইট।

পট্টি খুলে দিতে চোখ রগড়াতে শুরু করলেন ফোর্ট দম্পতি। আইজ্যাক রোগা ও লম্বা, মাথা ভর্তি পাকা চুল, বয়েস হবে ষাটের কাছাকাছি। পরে আছেন টুইড জ্যাকেট, গাঢ় সবুজ সুতী শার্ট ও টাই। জ্যাকেটের বোতামে একটা ফুল।

স্বামীর চেয়ে সেলিনা পনেরো বছরের ছোট, তিনিও রোগা-পাতলা। সুন্দরী হিসেবে খ্যাতি আছে, এককালে কিছুদিন মডেলিং করেছেন। চোখ দুটো নীলচে। চোখে আলো সয়ে আসতেই প্রথমে মুখোশ পরা মেজবানদের দিকে তাকালেন, তারপরই দৃষ্টি আটকে গেল টিয়াপোলোর গোল্ডেন বডি সুটের ওপর। 'অদ্ভুত সুন্দর শিল্পকর্ম,' বিড়বিড় করে বললেন। 'আশ্চর্য, কি ডিসাইফার করতে হবে তা আমাদেরকে আপনারা জানাননি!'

'নাটকীয়তার জন্যে ক্ষমা চাই,' সবিনয়ে বলল ডাফ। 'তবে বুঝতেই পারছেন যে এই ইনকা আর্টিফ্যাক্ট অমূল্য একটা সম্পদ, তাই আপনাদের মত বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা না করানো পর্যন্ত আমরা চাইনি নির্দিষ্ট কিছু লোক এটার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারুক। আমাদের ভয়, জানতে পারলে তারা এটা চুরি করতে চাইবে।'

মেজবানদের গ্রাহ্য না করে টেবিলের দিকে ছুটে এলেন আইজ্যাক ফোর্ট। পকেট থেকে রিডিং গ্লাস বের করে চোখে পরলেন, ঝুঁকে পরীক্ষা করছেন সুটের একটা বাহুর গ্লিফ। 'রিমার্কেবল ডিটেইল,' তাঁর গলায় চাপা উল্লাস। 'টেক্সটাইল আর কয়েক টুকরো পটারি বাদ দিলে, আইকনোগ্রাফির এরকম এক্সটেনসিভ ডিসপ্লে আগে আমি কখনও দেখিনি।'

'ইমেজগুলো ডিসাইফার করায় কোন সমস্যা আছে?' জিজ্ঞেস করল ডাফ।

'প্রেমিকার মন গলানোর মত কষ্টকর হবে কাজটা,' ফোর্ট বললেন, গোল্ডেন সুট থেকে চোখ সরাতে পারছেন না। 'তবে রোম একদিনে তৈরি হয়নি। কাজটা খুব ধীর গতিতে এগোবে।'

হুক বলল, 'উত্তরটা খুব তাড়াতাড়ি দরকার আমাদের।'

'ইমেজগুলোর সঠিক অর্থ যদি জানতে চান,' গম্ভীর সুরে বললেন ফোর্ট, 'আমাকে আপনারা তাগাদা দিতে পারবেন না।'

'ঠিকই বলছেন উনি,' ফোর্টকে সমর্থন করল ফোম। 'ভুল তথ্য আমাদের কোন কাজে আসবে না।'

'ওঁদেরকে মোটা সম্মানী দেয়ার কথা,' তর্ক শুরু করল হুক। 'ভুল তথ্য দেয়া হলে কোন টাকাই পাবেন না।'

'আপনার গলায় একি সুর!' রেগে গেলেন ফোর্ট। 'আমরা, স্বামী-স্ত্রী আপনাদের প্রস্তাবে যে রাজি হয়েছি সেটাই তো আপনাদের ভাগ্য। জিনিসটা

দেখেই বুঝতে পেরেছি কি খেলা খেলছেন আপনারা। মুখোশ পরে আছেন, যেন ব্যাংকে ডাকাতি করতে ঢুকেছে একদল ডাকাত। কাউকে বোকা বানানোর চেষ্টা স্রেফ অর্থহীন পাগলামি।'

'কি বলতে চাইছেন আপনি?' কঠিন সুরে প্রশ্ন করল হুক।

'যে-কোন ইতিহাসবিদ জানেন উনিশশো বিশ সালে স্পেন থেকে টিয়াপোলোর গোল্ডেন বর্ম সুট চুরি যাবার পর আজ পর্যন্ত উদ্ধার করা যায়নি।'

'কি করে বুঝলেন এটা আরেকটা নয়, সম্প্রতি আবিষ্কার করা হয়েছে?'

একটা প্যানেলের প্রথম ইমেজ-এর দিকে আঙুল তাক করলেন ফোর্ট, বাম কাঁধ থেকে হাত বেয়ে নেমে এসেছে। 'বিখ্যাত চাচাপয়ান বীর জেনারেল নেমল্যাপ-এর প্রতীক চিহ্ন ওটা। ইনকা শাসক হুয়াসকার-এর সেনাপতি ছিলেন তিনি।'

নৃবিজ্ঞানীর কাছাকাছি সরে এল হুক। 'লেকচার বাদ দিয়ে আপনারা আপনাদের কাজ করুন,' ঠাণ্ডা সুরে বলল সে। 'মনে রাখবেন, কোন ভুল হওয়া চলবে না।'

পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্যে দু'জনের মাঝখানে চলে এল ডাফ, বলল, 'আমার সঙ্গীদের মাফ করুন, মি. ফোর্ট। আপনার সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে সেজন্যে আমি দুঃখিত। তবে বুঝতেই পারছেন গোল্ডেন সুটটা পেয়ে সবাই আমরা ভারি উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। ঠিক ধরেছেন আপনি, এটা নেমল্যাপের মমি।'

'আপনারা এটা পেলেন কিভাবে?' ফোর্ট জিজ্ঞেস করলেন।

'সেটা বলা সম্ভব না হলেও এটুকু নিশ্চিয়তা দিতে পারি যে আপনাদের স্টাডি শেষ হওয়া মাত্র স্পেনে পাঠিয়ে দেয়া হবে এটা।'

ঠোঁট বাঁকা করে হাসলেন একটু ফোর্ট। 'আপনার পরিচয় যা-ই হোক, গোল্ডেন সুট স্পেনে ফেরত পাঠাবেন শুনে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা এসে যাচ্ছে। তবে ফেরত পাঠাবার আগে আমাদেরকে দিয়ে সূত্রটা আপনারা বের করে নিতে চান, তাই না? হুয়াসকারের ট্রেজারই আপনাদের লক্ষ্য, কি বলেন?'

ফোম বিড়বিড় করে কি বলল বোঝা গেল না। ফোর্ট দম্পতির দিকে আরও এক পা এগোল হুক। তবে হাত বাড়িয়ে তাঁকে আটকাল ডাফ। 'আপনি তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছেন?'

'না বোঝার কিছু আছে কি?'

'তারমানে আপনি বোধহয় পাল্টা একটা প্রস্তাব দিতে চান?'

স্ত্রীর দিকে তাকালেন ফোর্ট। সেলিনা ফোর্টকে আশ্চর্য নির্লিপ্ত দেখাল। তারপর তিনি ডাফের দিকে ফিরে বললেন, 'আমরা যদি সূত্রটা পেয়ে যাই, আর যদি সেই সূত্রের সাহায্যে হুয়াসকারের ট্রেজার উদ্ধার করা যায়, বিশ ভাগ শেয়ার চাইলে কি অন্যায় হবে?'

তিন ভাই পরস্পরের দিকে পালা করে তাকাল বারবার। ফোম আর ডাফ মুখোশের আড়ালে হুকের চেহারা দেখতে পাচ্ছে না, তবে লক্ষ করল চোখ জোড়া রাগে আগুনের মত জ্বলছে।

মাথা ঝাঁকাল ডাফ। 'আমার ধারণা, মি. ফোর্টের প্রস্তাব আমাদের মেনে নেয়া উচিত।'

'ওঁদের সাহায্য ছাড়া ট্রেজার খুঁজে পাবার কোন আশাই যখন নেই, বিশ ভাগ শেয়ার দিতে আমিও রাজি,' বলল ফোম। ফোর্ট দম্পতির দিকে একটা হাত বাড়াল সে।

এক গাল হেসে করমর্দন করলেন ফোর্ট, তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, 'এখনও আমরা দাঁড়িয়ে আছি কেন, এসো কাজ শুরু করি।'

পাঁচ

ওয়াশিংটনে এলে কংগ্রেস সদস্যা লরেলি ভ্যান্স-এর সঙ্গে অবশ্যই দেখা করবে রানা। বন্ধনহীন প্রেম ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক–রানার পৌরুষ, ঝুঁকি নেয়ার প্রবণতা, দেশপ্রেম, সততা ও রুচি-জ্ঞানের ভক্ত লরেলি; আর রানা পছন্দ করে লরেলির সূক্ষ্ম রসবোধ, মুক্তবুদ্ধির অনুশীলন, শিল্প-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, দুঃস্থ মানুষের প্রতি মমত্ববোধ। রানা আসছে, খবর পেয়ে এয়ারপোর্টে চলে এল লরেলি, নিজের গাড়িতে তুলে সোজা নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে এল ওকে। ডিনার ও ঘুম ওখানেই সারল রানা। পরদিন সকালে পৌঁছুল নুমা হেডকোয়ার্টারে।

বিল্ডিঙের ভেতরে ঢুকে এলিভেটরে চড়ল রানা, সরাসরি ল্যারি কিং-এর কমপিউটর সেকশনে চলে এল। সবাই ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল, অভ্যর্থনা জানালেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। প্রথমে পারস্পরিক কুশল বিনিময় হলো, তারপর পুরনো বন্ধু মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের খবর জানতে চাইলেন তিনি। সবশেষে বললেন, 'তোমার ওই ম্যাপ না কি যেন, ওটা নিয়ে সবাই খুব উত্তেজিত হয়ে আছি আমরা।'

'কুইপু,' বলল রানা। 'ইনকাদের একটা রেকর্ডিং ডিভাইস।'

'সত্যিই কি ওটা তোমাকে বিরাট এক গুপ্তধনের সন্ধান দেবে?'

'আমি অন্তত তাই আশা করছি।'

এই সময় নক হলো দরজায়, ভেতরে ঢুকলেন দৈত্যাকৃতি এক ভদ্রলোক, মাথায় মস্ত টাক, চওড়া গোঁফে প্রায় ঢাকা পড়ে আছে ঠোঁট। 'মি. বিল প্যাকার,' পরিচয় করিয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল।

হেসে ফেলল সবাই, কারণ বিল প্যাকারকে উপস্থিত সবাই চেনে–মেরিন আর্টিফ্যাক্ট প্রিজারভেশন ডিপার্টমেন্টের প্রধান তিনি।

'কুইপু না কি যেন বললে, জিনিসটা তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছ না কেন?' অ্যাডমিরালের গলায় অধৈর্যের সুর।

'হ্যাঁ, কই, দেখি,' তাগাদা দিয়ে চশমার কাঁচ মুছতে শুরু করল ল্যারি কিং।

হাতের ব্রিফকেসটা খুলল রানা, সাবধানে জেড বক্সটা বের করে কনফারেন্স টেবিলের ওপর রাখল। রেডক্লিফ ও শামিম রেইন ফরেস্ট থেকে কুইটোয় ফেরার পথে হেলিকপ্টারে থাকতেই দেখেছে, কাজেই ওরা পিছিয়ে এসে অ্যাডমিরাল, কিং

ও প্যাকারকে জায়গা ছেড়ে দিল।

'বাঁক ও মোচড়গুলোয় শিল্পীর নিপুণ হাতের ছোঁয়া আছে,' ঢাকনির ওপর খোদাই করা মুখ দেখে মন্তব্য করলেন হ্যামিলটন।

'অদ্ভুত সুন্দর ডিজাইন,' বললেন প্যাকার। 'আশ্চর্য! চেহারার পবিত্র ভাব ও চোখের কোমল দৃষ্টিতে আমি তো পরিষ্কার এশিয়ান বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি। দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের মূর্তি বা স্ট্যাচু আর্ট ফর্ম-এর সঙ্গে প্রায় সরাসরি মিল।'

'আপনি বলার পর,' বলল কিং, 'আমারও মনে হচ্ছে মুখটার সঙ্গে বেশিরভাগ বুদ্ধমূর্তির অদ্ভুত মিল আছে।'

'দুটো সম্পর্কহীন কালচার, একই পাথর দিয়ে একই ধাঁচের শিল্প তৈরি কি করে সম্ভব হলো?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

'প্রি-কলম্বিয়ান যুগে প্যাসিফিক পেরিয়ে দুই মহাদেশের লোকজন পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল?' রানার প্রশ্ন। 'এটা কি আমাদের সংস্কৃতির কোন অংশ?'

মাথা নাড়লেন প্যাকার। 'এই গোলার্ধে পাওয়া আর্টিফ্যাক্ট এশিয়া থেকে এসেছিল, এটা কেউ নিঃসন্দেহে প্রমাণ না করা পর্যন্ত যতই মিল থাকুক, ধরে নিতে হবে ব্যাপারটা কাকতালীয়।'

'সে রকম প্রাচীন মায়া বা আন্দিয়ান আর্ট ফার ইস্ট বা ভারতের কোন প্রাচীন শহরে পাওয়া যায়নি,' মন্তব্য করলেন রেডক্লিফ। 'তবে মিলটা সত্যি বিস্ময়কর। বাংলাদেশ দূতাবাসে আমি যে প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি দেখেছি, সেই মূর্তির চেহারার সঙ্গে এই মুখ বদলে নেয়া যাবে।'

সবুজ জেডের ওপর আলতোভাবে আঙুল বুলাচ্ছেন প্যাকার। 'এটা একটা ধাঁধা বা রহস্য। ইনকারা জেড খুব কম ব্যবহার করত, তাদের পছন্দ ছিল সোনা।'

'খোলো ওটা, রানা,' বললেন হ্যামিলটন। 'তোমার সুতোর মালা দেখে নয়ন সার্থক করি।'

কথা না বলে খুব সাবধানে ঢাকনিটা খুলল রানা।

সবাই ঝুঁকে পড়ল কুইপুটা দেখার জন্যে, সারি সারি সীডার কাঠের ওপর পড়ে রয়েছে। ঝাড়া প্রায় এক মিনিট একদৃষ্টে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল সবাই, ভাবছে রঙ ও গিঁটগুলোর রহস্য ভেদ করা সম্ভব হবে কিনা।

ছোট একটা লেদার পাউচ খুললেন প্যাকার। ভেতর থেকে এক জোড়া চিমটে ও একটা পিক বের করলেন- দাঁত পরিষ্কার করার জন্যে ডেন্টিস্টরা এ-ধরনের পিক ব্যবহার করে। ওগুলো বাক্সের ভেতর ঢুকিয়ে কুইপুটা সাবধানে পরীক্ষা করছেন, দেখছেন না-ছিঁড়ে সুতোগুলো আলাদা করা যায় কিনা।

'যতটা ভঙ্গুর বলে মনে হয়েছিল ততটা ভঙ্গুর নয়,' বললেন তিনি। 'বিভিন্ন মেটাল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে কুইপুটা-বেশিরভাগ তামা, কিছু রূপা, দু'একটা সোনা। দেখে মনে হচ্ছে প্রথমে মেটাল পিটিয়ে তার বানানো হয়, তারপর কয়েল-এর মত কেবলে প্যাঁচানো হয়েছে, কোন কোনটা অন্যগুলোর চেয়ে মোটা, রঙও আলাদা।' বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের একত্রিশটা কেবল, এখনও যথেষ্ট শক্ত ও মজবুত,

প্রতিটিতে অবিশ্বাস্য ছোট আকারের কয়েকটা করে গিঁট, একটার সঙ্গে অপরটার দূরত্ব বিভিন্ন মাত্রার। বেশিরভাগ কেবল আলাদাভাবে রঙ করা, তবে কয়েকটার রঙ মেলে। 'কোন সন্দেহ নেই,' সব দেখে বললেন প্যাকার, 'অতি উঁচু মানের সফিসটিকেটেড পদ্ধতি।'

'মেসেজে হয়তো বলা হয়েছে বাংলাদেশের ময়নামতি থেকে আনা হয়েছিল বাক্সটা,' কৌতুক করল শামিম। 'সেই প্রাচীন যুগে আমদের দেশের সাহসী লোকজন হয়তো নৌকো নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলে আসত দক্ষিণ আমেরিকায়।'

অ্যাডমিরালের দিকে তাকালেন প্যাকার। 'স্যার, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে বাক্স থেকে কুইপুটা বের করি।'

মাথা নেড়ে রানার দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'অনুমতি দেয়ার অধিকার শুধু তোমার।'

'তাড়াতাড়ি ওটার জট খোলা দরকার,' বলল কিং। 'তা না হলে আমি ডিকোডিং প্রোগ্রাম শুরু করতে পারছি না।'

'বের করুন,' ফিসফিস করল রানা।

বাঁকা একটা প্রোব কয়েকটা কেবলের তলায় ঢুকিয়ে কুইপুটাকে কয়েক চুল ওপরে তুললেন প্যাকার। 'বাক্সের ভেতর কয়েকশো বছর পড়ে আছে, তবু পরস্পরের সঙ্গে কেবলগুলো জোড়া লেগে যায়নি বা আটকে যায়নি কাঠের সঙ্গে। উঠে আসছে সহজেই।'

চারদিক থেকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করার পর দুটো বড় চিমটে কুইপুর তলায় দু'দিক থেকে ঢুকিয়ে দিলেন প্যাকার। এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন তিনি, যেন আত্মবিশ্বাস সংগ্রহ করার চেষ্টা করছেন, তারপর ধীরে ধীরে গোটা কুইপুটাকে তুলে আনতে শুরু করলেন। কেউ কথা বলল না, দম বন্ধ করে অপেক্ষা করল যতক্ষণ না বহুরঙা কেবলগুলো চওড়া একটা কাঁচের ওপর রাখলেন তিনি। এবার টুইজারের বদলে হাতে নিলেন ডেন্টাল পিক, গভীর মনোযোগ ও যত্নের সঙ্গে ভাজ খুললেন আলাদাভাবে প্রতিটি কেবলের।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'এবার খুব মাইল্ড ক্লিনিং সলিউশন দিয়ে ভেজাতে হবে সুতোগুলো, মরচে আর দাগ মোছার জন্যে। এরপর আমাদের ল্যাবে নিয়ে গিয়ে কেমিক্যাল প্রিজার্ভেশন পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে...।'

'স্টাডির জন্যে কিংকে কখন আবার ফেরত দিতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কাঁধ ঝাঁকালেন প্যাকার। 'ছ'মাস, কিংবা হয়তো এক বছর পর।'

'আপনাকে দু'ঘণ্টা সময় দেয়া হলো।' রানার চোখে পলক পড়ছে না।

'অসম্ভব। কয়েলগুলো এখনও টিকে আছে প্রায় এয়ারটাইট বাক্সের ভেতর ছিল বলে, কিন্তু এখন অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসায় ওগুলো ভাঙতে শুরু করবে দ্রুত।'

'সোনার তৈরি সুতোগুলোও?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, সোনার ধ্বংস নেই, কিন্তু বাকি সুতোগুলোয় কি কি মেটাল আছে আমরা তা জানি না। তামার কথাই ধরুন, নিশ্চয়ই ওটার সঙ্গে খাদ মেশানো হয়েছে।

সাবধানে প্রিজার্ভেশন টেকনিক ব্যবহার না করলে মুছে যেতে পারে রঙ।'

'কুইপু ডিসাইফার করতে হলে রঙের রহস্য বুঝতে হবে,' বললেন রেডক্লিফ।

পরিবেশটা ভারি হয়ে উঠল, সবার মন খারাপ। একা শুধু কিং হাসছে। 'তুমি কি বলতে চাও?' তাকে জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

'ত্রিশ মিনিট সময় দিন আমাকে,' প্যাকারের দিকে ফিরে বলল কিং। 'স্ক্যানিং ইকুইপমেন্টের সাহায্যে গিঁটগুলোর দূরত্ব আর গোটা কুইপুর আকৃতি মেপে নিই আমি। তারপর আপনি সারাজীবন নিজের কাছে রেখে দিন ওটা।'

'মাত্র ত্রিশ মিনিট লাগবে তোমার?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'আমার কমপিউটর থ্রী-ডাইমেনশনাল ইমেজ তৈরি করতে পারে। প্রতিটি সুতো এমন পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে দেখা যাবে, চারশো বছর আগে তৈরি করার সময় যেমন দেখা গিয়েছিল।'

তার কাঁধে একটা হাত রেখে চাপ দিল রানা। 'ধন্যবাদ, কিং।'

কুইপুটা স্ক্যান করতে দেড় ঘণ্টা সময় নিল কিং, তবে গ্রাফিকস্ শেষ করার পর আনকোরা নতুনের মত দেখাল সুতোগুলোকে। আরও চার ঘণ্টা পর প্রথম সাফল্য এল। 'ভাবতে অবিশ্বাস্য লাগছে এত সহজ একটা জিনিস এত জটিল হয় কি করে,' বলল সে, তাকিয়ে আছে বড় একটা মনিটরের দিকে, স্ক্রীনে রঙের সমস্ত উজ্জ্বলতা সহ ছড়িয়ে রয়েছে কেবলগুলো।

'এক ধরনের অ্যাবাকাস,' বলল শামিম, একটা চেয়ারে উল্টোভাবে বসেছে সে, ব্যাকরেস্টের মাথায় চিবুক ঠেকিয়ে। কিং-এর সঙ্গে সে আর রানা রয়েছে শুধু, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন ও রেডক্লিফ সিনেট কমিটির একটা শুনানিতে যোগ দিতে গেছেন, আর কুইপুটা নিয়ে প্যাকার চলে গেছেন নিজের ল্যাবে।

'আরও জটিল,' বলল রানা, কিং-এর কাঁধের ওপর ঝুঁকে মনিটরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও। 'অ্যাবাকাস তো আসলে একটা ম্যাথমেটিকাল ডিভাইস। কুইপুটা আরও অনেক বেশি সূক্ষ্ম। প্রতিটি রঙ, সুতোর পুরুত্ব, প্লেসমেন্ট, গিঁটের ধরন আর সুতোর শেষ মাথার গোছা, প্রতিটির তাৎপর্য আছে। সুখবর বলতে হবে যে ইনকাদের গণনা পদ্ধতি আমাদের মতই দশ সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে।'

'যাও, ক্লাসের প্রথম বেঞ্চে বসো,' বলল কিং। 'এটায় সংখ্যার সাহায্যে পরিমাণ ও দূরত্ব রেকর্ড করা ছাড়াও ঐতিহাসিক ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। যদিও আমি এখনও অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি, তবু একটা উদাহরণ দিয়ে বলি...,' কীবোর্ডের বোতামে চাপ দিয়ে কমপিউটরকে কয়েকটা নির্দেশ দিল সে। কুইপুর তিনটে কয়েল মূল কলার থেকে আলাদা হয়ে গেল, সেই সঙ্গে স্ক্রীনের ওপর বড় হয়ে গেল আকারে। '...আমার অ্যানালাইসিস প্রমাণ করছে খয়েরি, নীল আর হলুদ কয়েলগুলো দূরত্ব অনুসারে সময়ের হিসাব দিচ্ছে। লক্ষ করো, তিনটে কয়েলেই অসংখ্য কমলা রঙের গিঁট রয়েছে, আকারে ছোট, পরস্পরের সঙ্গে সমান দূরত্ব বজায় রাখছে। ওগুলো সূর্য অথবা একটা দিনের দৈর্ঘ্যের প্রতীক।'

'কি করে বুঝলে তুমি?'

'রহস্যের চাবি রয়েছে সাদা বড় আকৃতির গিঁটগুলোয়।'

'কমলা গিঁটগুলোর মাঝখানে?'

'হ্যাঁ। কমপিউটর আর আমি আবিষ্কার করেছি ওগুলো চন্দ্রকলার সঙ্গে নিখুঁতভাবে মিলে যায়। এখন আমাকে হিসাব কষে বের করতে হবে পনেরো শতাব্দীতে চাঁদের ভ্রমণ-পথ কি ছিল, তাহলেই আনুমানিক তারিখগুলো জানিয়ে দিতে পারব।'

'দারুণ,' বলল রানা। 'তুমি ঠিক পথেই এগোচ্ছ বলে মনে হচ্ছে।'

'পরবর্তী কাজ হবে প্রতিটি কেবলের ডিজাইনে কি বলা হয়েছে বোঝা। শোনা যায়, যে-কোন কাজ সহজ করায় ওস্তাদ ছিল ইনকারা। কমপিউটরের সিদ্ধান্ত অনুসারে সবুজ কয়েলগুলো ভূমির প্রতিনিধিত্ব করছে আর নীলগুলো সাগরের। হলুদগুলো সম্পর্কে এখনও ঠিক কিছু বুঝতে পারছি না।'

'তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল শামিম।

কীবোর্ডে দু'বার চাপ দিয়ে চেয়ারে হেলান দিল কিং। 'জমিনের ওপর দিয়ে ভ্রমণ চব্বিশ দিন। সাগর পথে ছিয়াশি দিন। হলুদে বারো দিন, যে কাজেই ব্যয় করা হোক।'

'গন্তব্যে পৌঁছে ব্যয় করা হয়েছে?' রানার জিজ্ঞাসা।

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিং। 'তাতে মেলে। হলুদ কয়েল ফাঁকা একটা জায়গার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।'

'কিংবা মরুভূমির,' বলল শামিম।

'কিংবা মরুভূমির,' পুনরাবৃত্তি করল রানা। 'আমাদের বোধহয় উত্তর মেক্সিকোর উপকূলটা দেখা দরকার।'

'কুইপুর উল্টোদিকে,' বলল কিং, 'একই ধরনের নীল ও সবুজ কয়েল দেখতে পাচ্ছি আমরা, তবে গিঁটের সংখ্যার মধ্যে মিল নেই। কমপিউটর বলছে, ফিরতি পথে ব্যয় করা সময়ের হিসাব ওগুলো। গিঁটের সংখ্যা বেশি, পরস্পরের সঙ্গে দূরত্ব কম ইত্যাদি দেখে আমি বলব ফেরার পথে কঠিন দুর্যোগে পড়েছিল ওরা।'

'কে বলল অন্ধকারে হাতড়াচ্ছ তুমি?' বলল রানা। 'একটু একটু করে সবই তো দেখছি জেনে ফেলছ।'

'প্রশংসা শুনলে কার না ভাল লাগে,' হাসল কিং। 'তবে প্রশংসা একটা ফাঁদও, আবিষ্কারের নেশায় পেলে ভুল অর্থ করে বসব।'

'সাবধান, কিং,' চোখ রাঙাল রানা। 'এটা গল্প নয়। নির্ভুল তথ্য চাই আমার।'

নিঃসঙ্গ একটা পাহাড়, আকাশ ছুঁয়ে আছে চিমনি আকৃতির চূড়া। পাহাড়টা দাঁড়িয়ে আছে একটা মরুভূমির মাঝখানে। চূড়ায় রয়েছে বিশাল এক পাথুরে পিশাচ।

ওটা এখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে। পায়ের পেশী টান টান, যেন লাফ দেয়ার জন্যে তৈরি; থাবা ডেবে আছে ব্যাসাল্ট পাথরে, এই পাথর খুদেই তৈরি করা হয়েছে ওটাকে। ওটার মাথার ওপর চক্কর দেয় শকুন,

পায়ের ফাঁকে ছুটোছুটি করে খরগোশ, প্রকাণ্ড থাবার ওপর হেঁটে বেড়ায় চতুষ্পদী সরীসৃপরা।

চূড়ার আস্তানা থেকে সাপের মত চোখ নিয়ে পিশাচটা চারপাশের বালিয়াড়ি ও দূরে ছড়িয়ে থাকা পাথুরে পাহাড়গুলোর ওপর একা রাজত্ব করে। ওটার দৃষ্টিসীমার ভেতর আরও রয়েছে কলোরাডো রিভার। পলি ঢাকা অববাহিকা পেরিয়ে কর্টেজ সাগরে মিলিত হবার আগে নদীটার স্রোত বিভক্ত হয়ে গেছে।

রহস্যময় জাদুর পাহাড় মনে করা হয় ওটাকে। রোদ, বৃষ্টি আর বাতাসের সংস্পর্শে কয়েকশো বছরে অনেক ক্ষতি হয়েছে পিশাচটার, সূক্ষ্ম অনেক কাজ ক্ষয়ে গেছে। পিশাচের শরীরটা চিতা বা প্রকাণ্ড এক বিড়ালের, ডানা আছে, মাথাটা সরীসৃপের। এক দিকের কাঁধের ওপর থেকে এখনও বেরিয়ে আছে একটা ডানা। দ্বিতীয় ডানাটা বহুকাল আগে খসে পড়েছে, খান খান হয়ে গেছে ভেঙে। সৌন্দর্য বিনষ্ট করে এমন লোক সব জায়গাতেই থাকে, এখানেও আছে তারা; পিশাচের খোলা চোয়াল থেকে ভেঙে নিয়ে গেছে দাঁতগুলো, পাঁজরে আর বুকে খোদাই করে লিখে রেখে গেছে নিজেদের নাম।

ডানা আর সরীসৃপের মাথা বিশিষ্ট চিতাটার ওজন হবে কয়েক টন, আকারে প্রকাণ্ড পুরুষ হাতির মত। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে স্প্যানিশ মিশনারিরা দক্ষিণ আমেরিকায় আসার আগে অজানা কোন সংস্কৃতির সৃষ্টি এই অদ্ভুতদর্শন চিতা সব মিলিয়ে মাত্র চারটে পাওয়া গেছে। বাকি তিনটে ওত্ পেতে থাকা সিংহের মূর্তি, খোদাইয়ের কাজ দেখে বোঝা যায় আরও অনেক পুরনো দিনের ওগুলো, স্থান পেয়েছে নিউ মেক্সিকোর একটা ন্যাশনাল পার্কে।

খাড়া ঢাল বেয়ে আর্কিওলজিস্টদের যে দলগুলো পাহাড়টার চূড়ায় উঠেছিল, কেউই তারা চিতার অতীত ইতিহাস সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা দিতে পারেনি। চিতার বয়েস কত হতে পারে আন্দাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা। বিশাল একটা মাত্র পাথর কেটে কিভাবে এত সুন্দর একটা মূর্তি বানানো হলো, কারা বানাল, কিছুই তারা বলতে পারেনি। দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকার প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির যে-সব আর্টিফ্যাক্ট আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোর সঙ্গে এটার ধাঁচ, ডিজাইন ইত্যাদি কিছুই মেলে না; অনেকে অনেক ধারণাই দিয়েছে, কিন্তু ভাস্কর্য শিল্পটির তাৎপর্য অজানা অতীতেই চাপা পড়ে আছে আজও।

বলা হয় প্রাচীন যুগের লোকজন পাথুরে পশুটাকে ভয় পেত, বিশ্বাস করত ওটা আসলে পাতালরাজ্যের প্রহরী। তবে বর্তমান যুগে চাহুইলা, কুইচান ও মন্টোলো উপজাতির প্রবীণ লোকেরা, যাঁরা এই এলাকায় বসবাস করেন, পিশাচটাকে ঘিরে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা আচার, উৎসব বা জমায়েত হয়েছে বলে স্মরণ করতে পারেন না। মুখে মুখে বলা প্রাচীন কোন কাহিনীতেও এই চিতার উল্লেখ নেই। কাজেই মনগড়া একটা কাহিনী নিজেরাই তাঁরা বানিয়ে নিয়েছেন। চিতা তাদের কাছে এমন একটা পিশাচ, সমস্ত মৃত মানুষকে ওটার সামনে দিয়ে পরবর্তী জগতে যেতে হবে। মানুষ যদি খারাপ জীবনযাপন করে, পাথুরে পিশাচ জ্যান্ত হয়ে ওঠে। ছোঁ দিয়ে নিজের মুখে পাপীকে তুলে নেয় ওটা, দাঁত দিয়ে চিবিয়ে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলে দেয়—পাপী লোকটা তখন বোবা ভূত হয়ে যায়, দুষ্ট

আত্মা হিসেবে চিরকাল ঘুরে বেড়ায় পৃথিবীতে। শুধু যাদের হৃদয় ও মন ভাল তারাই কোন শাস্তি না পেয়ে পরবর্তী জগতে যাবার অনুমতি পায়।

দুর্গম কষ্টকর ঢাল বেয়ে অনেক লোকই চূড়ায় ওঠে, হাতে তৈরি মাটির পুতুল বা মূর্তি উপহার দিয়ে আসে চিতাকে, এই আশায় যে মরার পর যেন কোন শাস্তি পেতে না হয়। কোন লোক মারা গেলে পরিবারের সদস্যরা পাহাড়টার নিচে বালির ওপর জড়ো হয়, ভেট দিয়ে আসার জন্যে চূড়ায় পাঠায় একজনকে, নিজেরা প্রার্থনা করে মৃত ব্যক্তি যেন নিরাপদে পরবর্তী জগতে পৌঁছুতে পারে।

পাহাড়টার ছায়ায়, নিজের পিকআপ ট্রাকে বসে রয়েছে বিল ভিকো, মুখ তুলে তাকিয়ে কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিটাকে দেখছে। তার মা-বাবা ও বন্ধু-বান্ধব যারা মারা গেছে সবাই খুব ভালমানুষ ছিল, কাজেই তারা যে কোন শাস্তি না পেয়ে পরবর্তী জীবনে চলে যেতে পেরেছে সে-ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহ নেই। উদ্বেগ আর ভয় আসলে ভাইটিকে নিয়ে। পরিবারের কলঙ্ক ছিল সে, বউ আর বাচ্চাদের ধরে পেটাত, মারা গেছে মদের নেশায় ডুবে। এ লোক তো অনিষ্টকারী ভূত হবেই।

মরু এলাকার বেশিরভাগ আদি আমেরিকানদের মত বিল ভিকোও অতৃপ্ত ও দুষ্ট আত্মায় বিশ্বাস করে। সবার মত তারও ধারণা সমাজ, পরিবেশ ও পরিবারের ক্ষতিকর যা কিছু ঘটছে তার জন্যে ভূত আর বিদেহী আত্মারাই দায়ী। সে জানে তার ভাই যে-কোন মুহূর্তে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে পারে তার শার্ট, এমনকি প্রতি রাতে ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্নও দেখাতে পারে। তবে সবচেয়ে বেশি ভয় পায় বউ আর বাচ্চাদের কথা ভেবে, তার ভাইয়ের আত্মা ওদের না কোন ক্ষতি করে বসে।

মারা যাবার পর ভাইকে তিনবার দেখেছে ভিকো। একবার একটা ধুলোর ঘূর্ণিতে, পরের বার এসেছিল প্রকাণ্ড এক কালো বাদুড়ের ছদ্মবেশ নিয়ে, আর শেষবার আগুনে একটা বল হয়ে আঘাত করেছিল তার ট্রাকে। এ-সবই অত্যন্ত পরিষ্কার লক্ষণ। গ্রামের ওঝা আগুনের পাশে বসে ভিকোর সঙ্গে পরামর্শ করেছে কিভাবে তার ভাইয়ের ভূতকে ভাগানো যায়। ওটাকে তাড়ানো না গেলে ভিকোর পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

ওঝার সমস্ত কেরামতি বিফলে গেল। তার পরামর্শে শুধু ক্যাকটাস কুঁড়ি খেয়ে তিনদিন কাটিয়ে দিল ভিকো, তারপর দশ দিন নির্জন মরুভূমিতে একা থাকা এবং নির্জলা উপবাস। দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়ল ভিকো, ভাইয়ের ভূতকে ঘন ঘন দেখতে শুরু করল।

এ একা শুধু ভিকোর সমস্যা নয়। নির্জন ও গোপন একটা জায়গায় ওদের প্রাচীন পূর্ব-পুরুষদের রেখে যাওয়া জিনিস-পত্র যখন থেকে চুরি হতে শুরু করেছে সেই তখন থেকে ভুগছে গ্রামবাসীরা। ফসলহানি, বাচ্চাদের সংক্রামক ব্যাধি, অসময়ে খরা ইত্যাদি একের পর এক অভিশাপ হয়ে দেখা দিচ্ছে।

এরা মনটোলো উপজাতির লোক। ওদের প্রাচীন কাঠের মূর্তিগুলো সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও পানির প্রতীক। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে, বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের যৌবনে পদার্পণ উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হয়, এ-সব মূর্তি না থাকলে চলে না। কিন্তু

ওগুলো সব চুরি হয়ে গেছে, ফলে উৎসব-অনুষ্ঠানও বন্ধ।

মরিয়া একটা ভাব এসে গেছে ভিকোর মধ্যে। গ্রামের ওঝারা বলেছে, তার ভাইয়ের ভূতকে যেভাবে হোক পরবর্তী জগতে পাঠিয়ে দিতে হবে, তা না হলে সমাজ ও তার পরিবারকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। পাজী ভূতটাকে ভাগাতে হলে চুরি যাওয়া মূর্তিগুলো উদ্ধার করতে হবে ভিকোকে, আবার আগের জায়গায় রেখে আসতে হবে সব। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভিকো, পরবর্তী জগতের পাহারাদার পিশাচটার সাহায্য চাইবে সে। পাহাড়ে উঠবে, পিশাচটার সামনে দাঁড়াবে, তার সাহায্য চেয়ে প্রার্থনা করবে।

পঞ্চাশের ওপর বয়েস, শরীরে আগের সেই শক্তি আর নেই, তবু দৃঢ় মনোবল সম্বল করে পাহাড়ের নিচে হাজির হয়েছে ভিকো আজ। পিছিয়ে যাবার উপায় নেই তার। পরিবার ও গোটা সমাজের নিরাপত্তা নির্ভর করছে তার ওপর।

পাহাড়ের দক্ষিণ প্রাচীর বেয়ে তিন ভাগের এক ভাগ দূরত্ব পেরিয়ে এসে সাঙ্ঘাতিক হাঁপিয়ে গেল ভিকো, কিন্তু তারপরও সে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থামল না, নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে একেবারে চূড়ায় না পৌঁছে থামবে না। ঘাড় ফিরিয়ে একবার মাত্র পিছন দিকে তাকাল সে, দেখে নিল পাহাড়ের গোড়ায় তার ফোর্ড পিকআপ ট্রাকটা ঠিকঠাক মত আছে কিনা। তারপর আবার পাহাড় প্রাচীরের দিকে ফিরল। সিয়েরা ডে হুয়ারেজ পাহাড়শ্রেণীর পিছনে নেমে যাচ্ছে সূর্য, সেই সঙ্গে পাথরের রঙ বদলে লালচে হয়ে যাচ্ছে।

মাথা কাত করে চূড়ার দিকে তাকাল ভিকো। এখনও প্রায় দু'শো সত্তর বা দু'শো আশি ফুট উঠতে হবে তাকে অথচ আর আধঘণ্টা পর অন্ধকারে কিছু দেখা যাবে না। আরও আগে রওনা হয়নি বলে নিজেকে তিরস্কার করল সে। রাতটা পিশাচের সান্নিধ্যে কাটাবার কথা ভাবতেই তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তবে এ-ও ঠিক যে অন্ধকারে পাহাড়টা থেকে নামতে যাওয়া হবে আত্মহত্যার সামিল।

হঠাৎ একটা ছায়া আর খানিকটা ঠাণ্ডা বাতাস তাকে ছুঁয়ে সরে গেল আরেক দিকে। অপ্রত্যাশিত শীতে কেঁপে উঠল সে। ওটা কি একটা আত্মা? তার ভাই কি তাকে পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে? কিংবা হয়তো সর্বজ্ঞ পিশাচটা জানে সে আসছে, তাই সাবধান করে দিল। এ-সব ভাবতে ভাবতে উঠে যাচ্ছে ভিকো। চারপাশে তাকাচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছে শুধু সামনের খাড়া পাথর।

এর আগে যারা পাহাড়ে উঠেছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল ভিকো। ছেনি আর হাতুড়ি দিয়ে পাথরে গর্ত করা আছে, উঠতে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। চূড়া যখন আর দেড়শো ফুট দূরে, একটা পাথুরে চিমনির ভেতর ঢুকল ভিকো, চিমনিটা প্রাচীর থেকে আলাদা হয়ে সরে গেছে, ভেতরটা তির্যক ঢালের মত, মেঝেতে আলগা পাথর ছড়িয়ে রয়েছে। তেমন খাড়া নয় ঢালটা, উঠতে কষ্ট হচ্ছে না।

আবার খাড়া প্রাচীরে বেরিয়ে এল ভিকো। খানিকটা উঠতেই পৌঁছে গেল চূড়ার সমতল খোলা মেঝেতে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে সে, চারপাশে তাকিয়ে দেখল দিনের আলো দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। তারপর প্রকাণ্ড পিশাচটার দিকে তাকাল

সে। যদিও এই পাহাড়েরই পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ওটা, তবু ভিকোর মনে হলো আলোর একটা আভা বেরিয়ে আসছে ওটা থেকে। অত্যন্ত ক্লান্ত সে, কনুই আর হাঁটুর চামড়া ছিঁড়ে যাওয়ায় জ্বালা করছে, কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো তার ভয় করছে না।

সে বলল, 'আমি এসেছি।'

কোন উত্তর এল না। আওয়াজ বলতে হি হি করছে বাতাস, আর কাছেপিঠে কোথাও একটা শকুন ডানা ঝাপটাচ্ছে। বিদেহী আত্মাদের আর্তচিৎকার বা ভূতদের কান্নাকাটি, কিছুই তার কানে ঢুকল না।

'আমি এসেছি তোমার কাছে প্রার্থনা নিয়ে,' আবার বলল ভিকো।

এবারও কোন জবাব পাওয়া গেল না, তবে কারও উপস্থিতি অনুভব করে শিরদাঁড়া বেয়ে ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে এল। গলার আওয়াজ পেল ভিকো, কারা যেন কথা বলছে। শব্দগুলো তার পরিচিত নয়। তারপর দেখতে পেল কয়েকটা ছায়া আকৃতি পাচ্ছে।

লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে কিন্তু তারা যেন স্বচ্ছ। আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে অথচ ভিকোকে দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হলো না। তাদের কাপড়চোপড়ও অচেনা লাগল। কাপড় বা খরগোশের চামড়া দিয়ে তৈরি ছোট কৌপিন পরত ভিকোর প্রাচীন পূর্ব-পুরুষরা, এগুলো সেরকম নয়। এই লোকগুলোর পোশাক দেবতাদের মত। মাথায় সোনালি হেলমেট, রঙিন পালক গোঁজা। যাদের মাথায় হেলমেট নেই তারা তাদের চুল অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে সাজিয়ে রেখেছে। তাদের পোশাকের এই কাপড়ই জীবনে কখনও দেখেনি ভিকো। গিঁট বাঁধা আলখেল্লা কাঁধ ঢেকে হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসেছে, বুক খোলা, ভেতরের টিউনিকে সোনালি হাতের কাজ।

দীর্ঘ এক মিনিট পর লোকগুলো যেন বাতাসে মিলিয়ে যেতে শুরু করল, দূরে সরে যেতে যেতে অস্পষ্ট হয়ে গেল কথাবার্তার আওয়াজ। পায়ের তলার পাথরের মতই স্থির ও চুপচাপ ভিকো। কারা ওরা তার সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করে গেল? এটা কি তাহলে পরবর্তী জগতে যাবার খোলা একটা দরজা?

পাথুরে দৈত্যটার আরও কাছাকাছি চলে এল সে, কাঁপা কাঁপা হাত বাড়িয়ে ছুঁলো ওটাকে। প্রাচীন পাথর বড় বেশি গরম লাগল তার আঙুলে। তারপর, অবিশ্বাস্য ব্যাপার, সরীসৃপের মুখের একটা চোখ ঝট করে খুলে গেল–চোখটার পিছনে অপার্থিব একটা আলো।

ভয় পাবে না বলে নিজেকে সাবধান করে রেখেছে ভিকো, তারপরও শরীরটা কেঁপে উঠল তার। সে জানে, এ-সব তার কল্পনা বলে উড়িয়ে দেয়া হবে প[illegible] তবে চোখটা যে খুলেছে, আর তার ভেতরে আলো ছিল, এটা সে হাজারবার কসম খেয়ে বলতে রাজি আছে। সাহস সঞ্চয় করে হাঁটু গাড়ল সে, হাত দুটো মেলে দিল দু'দিকে, তারপর প্রার্থনা শুরু করল। এই একই ভঙ্গিতে প্রায় সারা রাত প্রার্থনা করল ভিকো। এক সময় একটা ঘোরের মত ঘুম এল চোখে।

সকালে চৈতন্য ফিরে পেয়ে চারদিকে তাকাল ভিকো। ইতিমধ্যে সূর্য উঠেছে। ভিকো দেখল সে তার ফোর্ড পিকআপ ট্রাকের সামনের সীটে বসে

রয়েছে, পাহাড়ের গোড়ায়। কাল রাতের কথা মনে পড়তে অবাক হয়ে পিশাচটার দিকে মুখ তুলে তাকাল সে।

ছয়

গোল্ডেন সুটের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে টমাস ডাফ, কমপিউটর আর লেযার প্রিন্টার নিয়ে ব্যস্তভাবে কাজ করতে দেখছে ফোর্ট দম্পতিকে। গত চারদিন প্রায় বিরতিহীন গবেষণা চালিয়ে নকশাগুলোকে শব্দ ও ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন তাঁরা।

প্রিন্টার'স ট্রে থেকে বেরিয়ে এলেই শিটগুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করে দেন স্বামী-স্ত্রীতে, তারপর উত্তেজিতভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুরু হয়ে যায়।

মুখোশের ভেতর থেকে ডাফ জানতে চাইল, 'সিম্বলগুলো ডিকোডিং করা হয়েছে? আপনাদের কাজ শেষ?'

স্ত্রীর উদ্দেশে চোখ মটকালেন ফোর্ট, তারপর সহাস্যে ডাফের দিকে ফিরে বললেন, 'হ্যাঁ, আমাদের কাজ শেষ। অত্যন্ত নাটকীয় একটা গল্প উদ্ধার করেছি আমরা। এই অর্থ উদ্ধারের ফলে ইনকাদের ইতিহাস নতুন করে লিখতে হবে। চাচাপয়াদের সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান অনেক বাড়ল।'

'জ্ঞান নিয়ে ধুয়ে খাব নাকি?' মারফি হুকের গলায় বিদ্রূপ। 'আমরা ট্রেজার চাই।'

'বলতে পারবেন ঠিক কোথায় লুকানো আছে ট্রেজার?' জিজ্ঞেস করল মাইকেল ফোম।

কাঁধ ঝাঁকালেন ফোর্ট। 'সঠিক ভাবে বলা মুশকিল।'

এক পা সামনে এগোল হুক, রাগে চোখ দুটো কঠিন হয়ে উঠেছে। 'তারমানে? এই ক'দিন তাহলে কি করলেন?'

'কি চান আপনি, একটা তীর চিহ্ন এঁকে দেখিয়ে দেব কোথায় পাওয়া যাবে?' ফোর্টের গলায় ঠাণ্ডা সুর।

'অবশ্যই, ঠিক সেটাই আমরা আশা করি!'

অভয় দিয়ে হাসল ডাফ। 'ফ্যাক্টস কি বলে শোনা যাক, মি. ফোর্ট।'

'আপনারা শুনে খুশি হবেন,' জবাব দিলেন সেলিনা ফোর্ট, 'গোল্ডেন চেইনটা বিপুল ট্রেজারের সামান্য একটা অংশ মাত্র। সুটের ইমেজগুলো থেকে আমরা যে তালিকা উদ্ধার করেছি তাতে দেখা যাচ্ছে আরও অন্তত চল্লিশ টন ট্রেজার ছিল এই সুটের সঙ্গে। অলঙ্কার আর বিভিন্ন আকারের পাত্র, মুকুট, ব্রেস্টপ্লেট, নেকলেস ছাড়াও ছিল নিরেট সোনা ও রূপা, প্রতিটি তুলতে দশজন করে লোক লাগত। এছাড়াও ছিল প্রচুর পরিমাণে পবিত্র ও মূল্যবান বস্ত্র, অন্তত দশটা সোনার খোল দিয়ে তৈরি মমি, পঞ্চাশটার ওপর সিরামিক পট ভর্তি রত্ন। আরও সময় দিলে পুরো তালিকাটা জানাতে পারব।'

মুখোশের ওপাশে তিন ভাইয়ের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ পর নিস্তব্ধতা ভাঙল ডাফ, 'সত্যি সুসংবাদ, কিন্তু কোথায় ওগুলো পাওয়া যাবে তা কি জানতে পেরেছেন?'

'সুটে খোদাই করা বর্ণনা অনুসারে,' ফোর্ট বললেন, 'একটা গুহায় লুকানো আছে সব, একটা নদীর···।'

হতাশার কালো ছায়া পড়ল হুকের চেহারায়। 'পরিচিত কোন নদী হলে এতদিনে গুহাটা লোকে দেখে ফেলেছে, ট্রেজারও লুঠ করে নিয়ে গেছে···।'

'না, আমি তা মনে করি না,' ডাফ বলল। 'হুয়াসকারের আর্টিফ্যাক্ট হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে এমন কিছু মার্কেটে কখনও আসেনি। এরকম বিপুল ট্রেজার কেউ পেলে তা গোপন করে রাখতে পারবে না।'

হুক বলল, 'আমরা হয়তো ফোর্ট দম্পতিকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করছি। কি করে বুঝব ওঁরা মিথ্যে কথা বলছেন না?'

'বিশ্বাস–এই শব্দটা আপনাদের মুখে মানায় না,' ঠাণ্ডা সুরে বললেন ফোর্ট। 'জানালা নেই এমন একটা ঘরে চার দিন আটকে রেখেছেন আমাদেরকে, অথচ বলছেন আমাদেরকে আপনারা বিশ্বাস করেন। বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনারা একটা ছেলেমানুষি খেলা খেলছেন।'

'অভিযোগ করার কোন কারণ নেই আপনাদের,' ফোম বলল। 'কাজের বিনিময়ে মোটা টাকা পাচ্ছেন আপনারা।'

গম্ভীর সুরে ফোর্ট বললেন, 'যে-কথা বলতে যাচ্ছিলাম। ইনকা আর তাদের চাচাপয়ান গার্ডরা গুহার ভেতর ট্রেজার রাখার পর লম্বা একটা টানেলের প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয়। এই টানেল পথেই গুহাটায় পৌঁছুনো যায়। মুখটা মাটি আর পাথর দিয়ে বন্ধ করার পর গাছ লাগায় ওরা, যাতে কেউ বুঝতে না পারে গুহায় যাবার টানেল বা প্যাসেজ আছে ওখানে।'

'এলাকার কোন বর্ণনা নেই?' জিজ্ঞেস করল ডাফ।

'ইনল্যাণ্ড সী-র একটা দ্বীপ, খাড়া একটা পাহাড়ের গোল চূড়া। ব্যস।'

'এক সেকেণ্ড,' চোখ গরম করে বলল ফোম। 'এইমাত্র না আপনি বললেন একটা নদীর গুহায় লুকানো আছে সব?'

মাথা নাড়লেন ফোর্ট। 'আমি বলেছি একটা গুহায়। গুহাটা নদীর ওপর এক দ্বীপে।'

'অনুবাদে কোন ভুল হয়নি তো?'

মাথা নাড়লেন ফোর্ট। 'ভুল করার প্রশ্নই ওঠে না। যদি বলেন তো পুরো গল্পটা শোনাই আপনাদের।'

'সংক্ষেপে,' বলল ডাফ।

'ঠিক আছে,' রাজি হলেন ফোর্ট। প্রিন্টার থেকে বেরিয়ে আসা কাগজের ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন, 'সুটের পিকটোগ্রাফ আমাদেরকে বলছে, ট্রেজারগুলো একটা উপকূলীয় বন্দরে বয়ে নিয়ে গিয়ে তোলা হয় অনেকগুলো নৌকা বা ভেলায়। উত্তর দিকে তাদের এই যাত্রা শেষ হতে সব মিলিয়ে ছিয়াশি দিন লাগে। শেষ বারোদিন লেগেছে একটা অন্তর্দেশীয় সাগর পেরুতে। তারপর তারা ছোট একটা দ্বীপ দেখতে পায়। উঁচু, খাড়া প্রাচীর, পানি থেকে মাথাচাড়া দিয়েছে

পাথরের তৈরি সমাধি স্তম্ভের মত। সৈকতে নৌকা ভেড়ায় ইনকারা, ট্রেজার খালাস করে, তারপর টানেল বা প্যাসেজ ধরে একটা গুহায় রেখে আসে। এখানে এসে বলা হচ্ছে, বিপুল ধন-সম্পদ একটা নদীর পাড়ের পাশে রাখা হলো।'

পশ্চিম গোলার্ধের একটা ম্যাপ খুলে সী রুট-এর ওপর চোখ বুলাল ফোম, পেরু থেকে সেন্ট্রাল আমেরিকা হয়ে মেক্সিকোর প্যাসিফিক উপকূলে পৌঁচেছে সেটা। 'ইনল্যাণ্ড সী নিশ্চয়ই গালফ অভ ক্যালিফোর্নিয়া হবে।'

'সী অভ কর্টেজ নামে বেশি পরিচিত,' বললেন ফোর্ট।

হুকও ম্যাপটা দেখছে। 'আমি একমত। বাজা-র ডগা থেকে পেরু পর্যন্ত খোলা পানি।'

'আর দ্বীপ?'

'কমপক্ষে দু'ডজন, বেশিও হতে পারে,' ফোম জবাব দিল।

'সবগুলো সার্চ করতে কয়েক বছর লেগে যাবে।'

অনুবাদ করা গ্লিফস-এর শেষ পাতাটা পড়ল হুক, তারপর কঠিন দৃষ্টিতে ফোর্টের দিকে তাকাল। 'আপনি ধোঁকা দিচ্ছেন। সুটের ইমেজে পরিষ্কার ও সঠিক গাইডলাইন থাকার কথা, যার সাহায্যে ট্রেজারের কাছে পৌঁছুনো যায়। এটা একটা ম্যাপ, কাজেই অসম্পূর্ণ হতে পারে না।'

প্রফেসর ফোর্টের চেহারা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল ডাফ। 'কথাটা কি সত্যি, মি. ফোর্ট, আপনি আমাদেরকে সব কথা বলছেন না?'

'ডিকোড করার যা ছিল সব আমরা করেছি,' বললেন ফোর্ট। 'আর কিছু নেই।'

'আপনি মিথ্যে কথা বলছেন,' বলল ডাফ, আশ্চর্য শান্ত শোনাল তার গলা।

'কোন সন্দেহ নেই,' বলল হুক। 'আসল সূত্রগুলো চেপে যাচ্ছেন ওঁরা।'

'কাজটা আপনারা ভাল করছেন না, মি. ফোর্ট,' বলল ফোম। 'আপনাদের সঙ্গে আমাদের একটা চুক্তি হয়েছে, তাই না?'

কাঁধ ঝাঁকালেন ফোর্ট। 'যতটা বোকা ভেবেছেন ততটা বোকা আমি নই,' বললেন তিনি। 'নিজেদের পরিচয় গোপন রাখছেন, এ থেকেই বোঝা যায় যে আপনারা চুক্তির মর্যাদা রাখবেন না। আমরা শতকরা বিশ ভাগ পাব, তার নিশ্চয়তা কি? কেউ জানে না আমরা এখানে বন্দী হয়ে আছি। এখানে আমাদেরকে আনা হয়েছে চোখ বেঁধে। ট্রেজার কোথায় পাওয়া যাবে বলে দিই, আর অমনি আপনারা আমাদেরকে মেরে ফেলেন, বাহ্। সেটি হবার নয়, বুঝলেন।'

'ঠিক আছে, মি. ফোর্ট, বলুন সূত্রগুলো বলার বিনিময়ে কি চান আপনি?'

'যা পাওয়া যাবে তার অর্ধেক বখরা চাই আমরা।'

ঝট করে এগিয়ে এসে ফোর্টকে ধরে শূন্যে তুলে ফেলল হুক, তারপর তাঁকে দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরে হিসহিস করে বলল, 'মেরে শালা তোমার হাড়গোড় সব গুঁড়ো করে দেব! এখনও ভাল চাও তো...।'

ডাফ লক্ষ করল, সেলিনা ফোর্ট স্বামীর এই বিপদেও এতটুকু বিচলিত নন।

ফোর্ট বললেন, হাসছেন তিনি, 'শুধু মারবেন কেন, একেবারে মেরে ফেলুন

না! কিন্তু মনে রাখবেন, আমি মরে গেলে হুয়াসকারের ট্রেজার বা গোল্ডেন চেইন আর কাউকে কোনদিন পেতে হবে না।'

'কথাটা ঠিক,' বলল ডাফ, তাকিয়ে আছে সেলিনার দিকে।

'ঠিক নয়,' বলল ফোম। 'আমরা মিসেস ফোর্টকে টরচার করব। দেখি স্বামী হয়ে কি করে শালা সহ্য করে।'

এবার শব্দ করে হেসে উঠলেন ফোর্ট। 'ভুল করছেন আপনারা। শেষ অংশটুকু অনুবাদ করাব সময় স্ত্রীকে আমি পাশে রাখিনি। ট্রেজার কোথায় আছে সে তা জানে না। আর টরচারের কথা যদি বলেন, ওকে নিয়ে যা খুশি করতে পারেন আপনারা। আমার কাছে ধন-সম্পদ অনেক বড়। স্ত্রী গেলে নতুন একটা পাওয়া যাবে, কিন্তু হুয়াসকারের গুপ্তধন জীবনে দু'বার পাওয়া যায় না।'

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধল। তিন ভাই ভাবছে, এ কেমন স্বামী যে তার স্ত্রীকে নেকড়েদের মুখে ছেড়ে দেয়?

নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ফোর্টই, 'ভেবে দেখুন, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল না?'

ভাইদের দিকে তাকাল ডাফ। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল ফোম, চেহারায় অসহায় ভাব। আর কথা না বলে ওদের দিকে পিছন ফিরল হুক, তার হাত দুটো শক্ত মুঠো পাকিয়ে আছে।

অবশেষে ডাফ বলল, 'আপনার অন্যায় দাবি মেনে নেয়ার আগে আপনার কাছ থেকে আমরা প্রতিশ্রুতি চাইব, আপনি আমাদেরকে ট্রেজারের কাছে নিয়ে যাবেন।'

'ল্যাণ্ডমার্কের বর্ণনা পেয়েছি আমি; ওগুলোই আমাদেরকে গুহার প্রবেশপথে নিয়ে যাবে,' বললেন ফোর্ট। 'ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। গুহাটার আকৃতি ও দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সম্পর্কে জানি আমি। আকাশ থেকে চিনতে পারব।'

'শতকরা ত্রিশ ভাগ,' বলল ডাফ। 'এতেই আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।'

মাথা নাড়লেন ফোর্ট। 'আধাআধি। আমার এক কথা।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর ডাফ জানতে চাইল, 'আপনি কি লিখিত চান?'

পাল্টা প্রশ্ন করলেন ফোর্ট, 'সেটা কি আদালতে দেখানো যাবে?'

'বোধহয় না।'

'সেক্ষেত্রে পরস্পরের কথার ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে আমাদের।' স্ত্রীর দিকে ফিরলেন ফোর্ট। 'দুঃখিত, প্রিয়তমা। আশা করি তুমি বুঝতে পারছ। সুযোগ জীবনে বারবার আসে না।'

সেলিনা ফোর্ট আগের মতই নির্লিপ্ত ও ঠাণ্ডা, কথা বললেন না।

'আমরা যখন পরস্পরের বিশ্বস্ত পার্টনার হলাম, মুখোশের আর দরকার কি,' বলে নিজের মুখোশ খুলে ফেলল ডাফ। 'আসুন, সবাই ভাল একটা ঘুম দিয়ে নিই। কাল তোমরা সবাই মেক্সিকোর গুআইমাস-এ যাচ্ছ, কোম্পানীর প্লেনে চড়ে।'

'গুআইমাসে কেন?' সেলিনা ফোর্ট অনেকক্ষণ পর এই প্রথম কথা বললেন।

'দুটো কারণে। প্রথমত ওটা গালফে, দ্বিতীয়ত আমার এক বন্ধু ও ক্লায়েন্ট তাঁর হাসিয়ান্দায়, বন্দরের ঠিক উত্তরে, আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাঁর এস্টেটে প্রাইভেট এয়ারস্ট্রিপ আছে। ওটাই আমাদের হেডকোয়ার্টার হতে পারে।'

'তুমি যাচ্ছ না?' জিজ্ঞেস করল ফোম।

'ওখানে আমি তোমাদের সঙ্গে দু'দিন পর মিলিত হব। ক্যানসাসে আমার একটা বিজনেস মীটিং আছে।'

'কিছু গিঁট আর কয়েলের অর্থ বের করা সম্ভব নয়।' একে একে সবার দিকে তাকাল ল্যারি কিং। কামরায় রানা আর শামিম ছাড়াও রয়েছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন ও রেডক্লিফ। 'অত্যন্ত সফিসটিকেটেড ও অ্যাডভান্সড় ডাটা অ্যানালাইসিস টেকনিক ব্যবহার করার পর আমি শুধু ঘটনার একটা আবছা ধারণা দিতে পারি।'

'তোমার মত একটা দুর্লভ প্রতিভার মুখে এ-কথা শুনতে হবে?' রেডক্লিফ হাসছেন।

'সত্যি যদি কোন নাটকীয়তা না থাকে তো আমি চললাম, লাঞ্চ খেয়ে আসি,' বলল শামিম।

'ড্রেকের কুইপু গাণিতিক তথ্যের সমষ্টি,' বলে চলেছে কিং, ওদের তির্যক মন্তব্য যেন শুনতে পায়নি। 'ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এতে দেয়া হয়নি।'

'ঠিক আছে, বুঝলাম,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'কি জানতে পেরেছ তাই আমাদের শোনাও।'

একটা পাইড প্রজেক্টর অন করল কিং, ওয়াল স্ক্রীনে একটা মানচিত্র ফুটে উঠল, তাতে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল দেখানো হয়েছে। একটা মেটাল পয়েন্টার হাতে নিল সে, অটোমোবাইল রেডিও এরিয়ালের মত টেলিস্কোপিক পয়েন্টার। 'সংক্ষেপে ইতিহাসটা হলো, ইনকা সিংহাসনের বৈধ দাবিদার হুয়াসকার তার ভাই আথাহুয়ালপার কাছে পরাজিত হন পনেরোশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে। পরাজিত হবার আগেই হুয়াসকার নির্দেশ দেন রাজকোষের ও রাজ পরিবারের অন্যান্য সমস্ত ধন-সম্পত্তি আন্দেজের ওপরে কোথাও লুকিয়ে রাখতে হবে। বন্দী থাকার সময় খুব ভুগতে হয় তাঁকে। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের খুন করা হয়, ফাঁসিতে ঝোলানো হয় স্ত্রী আর বাচ্চাদের। আর ঠিক এই বিপদের সময় ইনকা সাম্রাজ্য আক্রমণ করে বসে স্প্যানিশরা। গৃহযুদ্ধের দরুন ইনকা সেনাবাহিনী বিশৃংখল হয়ে পড়েছিল, সেই সুযোগটাই কাজে লাগান ফ্রান্সিসকো পিজারো। অল্প কিছু সৈন্যের সাহায্যে ইনকা সাম্রাজ্য দখল করে নেন তিনি।'

'হুয়াসকারের আর্মি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'নিশ্চয়ই তখনও তারা ময়দানে ছিল?'

'তা ছিল, কিন্তু তাদের কোন নেতা ছিল না,' বলল কিং। 'যদি এমন হত–এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অতীতের দিকে তাকায় ইতিহাস। দুই ইনকা রাজা যদি নিজেদের বিবাদ ভুলে এক হয়ে বিদেশী দখলদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত তাহলে কি হত? স্প্যানিশরা পরাজিত হলে দক্ষিণ আমেরিকার আজকের চেহারা

কি হত একমাত্র ঈশ্বরই তা বলতে পারেন।'

'সন্দেহ নেই আজকের মত স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলত না ওরা,' মন্তব্য করল শামিম।

'আথাহুয়ালপা যখন পিজারোর বিরুদ্ধে লড়ছেন, হুয়াসকার তখন কোথায় ছিলেন?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল, একটা চুরুট ধরাচ্ছেন।

'কাজকো-য় বন্দী ছিলেন, বারোশো কিলোমিটার দূরে, নিজ রাজধানীতে।'

একটা প্যাডে নোট নিচ্ছে রানা, জিজ্ঞেস করল, 'তারপর কি হলো?'

'নিজের মুক্তির বিনিময়ে আথাহুয়ালপা প্রস্তাব দিলেন, পিজারোকে তিনি এক ঘর ভর্তি সোনা দেবেন। এই ঘরের চেয়ে সামান্য একটু বড় ছিল সেটা।'

'তিনি কি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছিলেন?'

'তা করেছিলেন। তবে আথাহুয়ালপা ভয় পান পিজারোকে হুয়াসকার না আবার আরও বেশি সোনা দিতে চান। সেই ভয়েই ভাইকে খুন করার নির্দেশ দেন তিনি। হুয়াসকারকে পানিতে ডুবিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। তবে তার আগেই হুয়াসকার রাজকীয় ট্রেজার লুকিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।'

নীল ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'রাজা মারা গেল, তার নির্দেশ পালন করল কে?'

'নেমল্যাপ নামে এক জেনারেল,' জবাব দিল কিং। পয়েন্টার দিয়ে ম্যাপের একটা লাল রেখা অনুসরণ করল সে। রেখাটা আন্দেজের ওপর থেকে নেমে উপকূলে পৌচেছে। 'তার শরীরে রাজকীয় ইনকা রক্ত ছিল না, সাধারণ একজন চাচাপয়ান যোদ্ধা থেকে নিজ যোগ্যতায় পদোন্নতি পান, তারপর এক সময় হুয়াসকারের বিশ্বস্ত উপদেষ্টা হন। পাহাড় থেকে নামিয়ে সমস্ত ট্রেজার উপকূলে নিয়ে আসেন তিনি। তারপর পঞ্চান্নটা নৌকা সংগ্রহ করেন। উপকূলে ওগুলো নিয়ে আসতে সময় লাগে চব্বিশ দিন। সম্পদের পরিমাণ এত বেশি ছিল, নৌকায় তুলতে সময় লাগে আরও আঠারো দিন।

'তাদের নৌকাগুলো কি রকম ছিল, কি দিয়ে তৈরি—কোন রেকর্ড আছে?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'পিজারোর পাইলট রুইজ বড় আকৃতির ভেলা দেখেছেন, মাস্তুল ও চৌকো পাল সহ। অন্যান্য স্প্যানিশ নাবিকদের ভাষ্য থেকে জানা যায় ইনকারা ভেলা বানাত বালসা কাঠ, বাঁশ আর নল-খাগড়া দিয়ে। এক একটা ভেলায় ষাট জন লোক ছাড়াও মালপত্র বোঝাই করা চল্লিশটা কাঠের বড় বাক্স ধরত। পাল ছাড়াও বৈঠা ছিল ভেলাগুলোয়।'

'তারমানে কোন সন্দেহ নেই যে ইনকারা টন টন সোনা-রূপা সাগর পথে স্থানান্তর করতে পারত?'

'কোন সন্দেহ নেই, অ্যাডমিরাল।' পয়েন্টার দিয়ে আরেকটা রেখা দেখাল কিং, নেমল্যাপের ট্রেজার বহর যে পথ ধরে গিয়েছিল। 'রওনা হবার পর উত্তরের গন্তব্যে পৌঁছুতে ওদের সময় লাগে ছিয়াশি দিন।'

'কি করে বুঝলেন উত্তরে গিয়েছিল তারা, দক্ষিণে যায়নি?' জানতে চাইল শামিম।

'আমার কমপিউটর আবিষ্কার করেছে একটা কয়েলের গিঁটগুলো শুধু দিক নির্দেশ করছে–মোট চারটে দিক। ওপরের গিঁট উত্তর দিক, নিচের গিঁট দক্ষিণ দিক নির্দেশ করছে। ওই কয়েলের গা থেকে আলাদা দুটো সুতো বেরিয়েছে, সেগুলোর গিঁট পুব আর পশ্চিম দিক বোঝায়।'

'শেষ পর্যন্ত কোথায় তারা পৌঁছুল?'

'এটা বের করাই কঠিন। বালসা ভেলা, পাল সহ, ঘণ্টায় কত নটিকাল মাইল পেরুবে তার কোন রেকর্ড নেই। গোটা ব্যাপারটা অনুমান নির্ভর। বিশদ বলছি না, পরে আমার রিপোর্টটা তোমরা পড়ে নিয়ো। শুধু বলি, ওই যাত্রার দৈর্ঘ্য বের করতে গিয়ে আমার কমপিউটর দারুণ একটা কাজ করেছে–পনেরোশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দের স্রোত আর বাতাসের গতি ও দিক বিবেচনার মধ্যে এনেছে।'

মাথার পিছনে হাত রেখে চেয়ারে হেলান দিল রানা, চেয়ারটা দু'পায়ার ওপর কাত হলো পিছন দিকে। 'দেখো তো আমার অনুমান মেলে কিনা,' বলল ও। 'কর্টেজ সাগরের উজানের দিকে কোথাও পৌঁছয় ভেলার বহরটা। কর্টেজ সাগরকে গালফ অভ ক্যালিফোর্নিয়াও বলা হয়–বাজা ক্যালিফোর্নিয়া থেকে মেক্সিকো মেইন ল্যাণ্ডকে আলাদা করেছে।'

'একটা দ্বীপে পৌঁছায় ওরা,' বলল কিং। 'গুহায় লুকিয়ে রাখে সমস্ত ট্রেজার, তাতে সময় লাগে বারো দিন। কুইপু বলছে, গুহাটা খুব বড়, ওখানে পৌঁছুনোর জন্যে একটা টানেল বা প্যাসেজ আছে, শুরু হয়েছে দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু জায়গা থেকে।'

'এত সব বলতে পারছ তুমি কিছু গিঁট দেখে?' অ্যাডমিরালের গলায় অবিশ্বাস।

'আরও অনেক কথা বলতে পারছি। লাল একটা সুতো হুয়াসকারকে বোঝাচ্ছে, কালো সুতো আথাহুয়ালপার নির্দেশে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দিন, সঙ্গের জোড়া লাগানো বেগুনি সুতোটা বোঝাচ্ছে আথাহুয়ালপাকে। জেনারেল নেমল্যাপের সুতো গাঢ় নীল। ট্রেজারের বিশদ বিবরণও দিতে পারি আমরা–আমি আর আমার কমপিউটর। সংক্ষেপে বলি, গত একশো বছরে সারা দুনিয়ায় যত গুপ্তধন উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, হুয়াসকারের ট্রেজার তারচেয়ে পরিমাণে অনেক বেশি হবে।'

রানার দিকে কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন অ্যাডমিরাল, তারপর বললেন, 'তুমি দেখছি বাজি মেরে দিয়েছ হে!'

'এখনও হাতে পাইনি,' বলল রানা, ক্ষীণ হলেও মনে সন্দেহ জাগল, অ্যাডমিরাল কি ঈর্ষা বোধ করছেন?

অস্থির হয়ে উঠেছে শামিম, 'তাহলে ঠিক কোথায় রয়েছে ওগুলো?'

'কর্টেজ সাগরের একটা দ্বীপে, দ্বীপের একটা গুহায়,' বললেন অ্যাডমিরাল।

শামিম হতাশ গলায় বলল, 'কিন্তু গালফে তো দ্বীপের ছড়াছড়ি, কোন্‌টা, বুঝব কিভাবে?'

'টোয়েনটি-এইটথ্ প্যারালেল-এর নিচের দ্বীপগুলো বাদ দিতে পারি আমরা,' বলল কিং। 'রানা যেমন আন্দাজ করেছে, আমিও মনে করি, নেমল্যাপের ভেলার

বহর গালফের উজানের দিকে পৌঁছায়।'

'এখনও আপনি বলছেন না ঠিক কোথায় মাটি খুঁড়তে হবে!' শামিমের ঠোঁটে নার্ভাস হাসি।

'এমন একটা দ্বীপ, পানি থেকে যেটা টাওয়ারের মত খাড়া উঠে গেছে,' বলল কিং। 'কুইপু অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, কাজকোর সূর্য মন্দিরে।' বাজা ক্যালিফোর্নিয়া আর মেক্সিকো মেইনল্যাণ্ডের মাঝখানের সাগরকে ম্যাপে বড় করে দেখাল সে। 'এরকম বর্ণনা থাকায় তল্লাশির এলাকা অনেক ছোট হয়ে আসবে।'

চেয়ারের সামনের পায়া দুটো মেঝেতে নামিয়ে স্ক্রীনের দিকে ঝুঁকল রানা। 'অ্যাঞ্জেল ডে লা গুয়ারদা ছাড়াও আরও কয়েকটা দ্বীপ দেখতে পাচ্ছি। চল্লিশ থেকে ষাট মাইল লম্বা। প্রতিটি দ্বীপে সরু চূড়া নিয়ে পাহাড় রয়েছে কয়েকটা করে। সার্চ এরিয়া তোমাকে আরও ছোট করে আনতে হবে, কিং।'

কিং বলল, 'সব কয়েল বা গিঁটের অর্থ আমি পরিষ্কার ধরতে পারিনি। শতকরা অন্তত দশ ভাগের অর্থ অস্পষ্ট। তার মধ্যে একটা কয়েলের সম্ভাব্য অর্থ করা হয়েছে, কমপিউটরের সাহায্যে, কোন এক ধরনের দেবতা বা পিশাচ–পাথর খুদে তৈরি করা। এরকম আরেকটা কয়েলের জিওলজিকাল কোন অর্থ হয় না। ট্রেজার রাখা হয়েছে যে গুহায় তার ভেতর দিয়ে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে, এরকম অর্থহীন একটা কথা বেরিয়ে আসে।'

টেবিলের ওপর পেন্সিল ঠুকছেন রেডক্লিফ। 'দ্বীপের নিচ দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে, এরকম কখনও শুনিনি।'

'আমিও শুনিনি,' বলল কিং। 'সেজন্যেই তো কথাটা বলতে ইতস্তত করছিলাম।'

রানা বলল, 'নিশ্চয়ই গালফের চুয়ানো পানি।'

মাথা ঝাঁকালেন রেডক্লিফ। 'একমাত্র যুক্তিসঙ্গত উত্তর।'

'ল্যাণ্ডমার্কের কোন রেফারেন্স নেই?' কিংকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'দুঃখিত।'

'আচ্ছা, দেবতা বা পিশাচ, কেমন সেটা?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'কি করে বলব, আমার কোন ধারণা নেই।'

'একটা সাইনপোস্ট, ট্রেজারের পথ নির্দেশ করছে?' হাসছেন রেডক্লিফ।

'নাকি চোরদের দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে বিদঘুটে চেহারার একজন পাহারাদার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'যে-সব কয়েলের রঙ নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলোকে কি আদি চেহারায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব? মি. প্যাকার কি কাজটা পারবেন?' জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ।

'আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারি,' বলল কিং। 'তা যদি সম্ভব হয়, মানে ওই কয়েলগুলো যদি অ্যানালাইসিস করার সুযোগ দেয়া হয় কমপিউটরকে, আমি আপনাদেরকে আরও নতুন তথ্য দিতে পারব বলে আশা রাখি।'

'গোটা মেক্সিকো খোঁড়ার ধৈর্য আমার নেই,' বলল রানা। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজে বের করো ঠিক কোথায় উঁকি দিলে পাওয়া যাবে সব।'

'একটা কথা, রানা,' হঠাৎ সিরিয়াস মনে হলো অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে।

'রানা এজেন্সি ইউ. এস. কাস্টমসকে সাহায্য করছে, বিনিময়ে আমরা অর্থাৎ নুমা তোমাদেরকে সাহায্য করছি, এ পর্যন্ত ঠিক আছে সব। রানা এজেন্সিকে সাহায্য করার ব্যাপারে কংগ্রেসের বিশেষ কমিটির অনুমোদন আদায় করতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু অনুমোদন দেয়ার সময় বিশেষ কমিটি একটা শর্ত আরোপ করেছে।'

মনে মনে শঙ্কিত হলো রানা। 'কি শর্ত?'

'ট্রেজারের যে ভাগ তোমরা পাবে তা খোলা মার্কেটে বিক্রি করতে পারবে না। ন্যায্য বাজারদরে সব তোমরা ইউ.এস. কাস্টমসের কাছে বিক্রি করে দেবে।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল রানা। কয়েক হাজার কোটি টাকার আর্টিফ্যাক্ট নিয়ে কি করবে বাংলাদেশ? ওদের আসলে নগদ টাকা দরকার। সেদিক থেকে দেখলে শর্তটা ওদের অনুকূলেই যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আর্টিফ্যাক্টের ন্যায্য বাজারদর বলতে কি বোঝায়?'

'তোমরা একটা আনুমানিক দাম বলবে, আমাদের কাস্টমস সংগ্রাহকদের সঙ্গে পরামর্শ করে পাল্টা একটা দাম বলবে। আমার মনে হয় নীতিগতভাবে রাজি হলে দাম নিয়ে কোন সমস্যা হবে না।'

'আমরা রাজি,' শর্তটা মেনে নিল রানা।

সারা রাত জেগে অপ্রকাশিত একটা পাণ্ডুলিপি পড়ছেন ডেল নিকোলাস। লেখাটার নাম, দা থিফ হু ওয়াজ নেভার কট। ফিকশন নয়, অবজারভার নামে কুখ্যাত এক মহা ধুরন্ধর চোরকে খুঁজে বের করতে চাওয়ার বিশদ বিবরণ। লিখেছেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অবসরপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর ক্লার্ক সিমন। অবজারভারকে ধরার জন্যে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর আন্তর্জাতিক পুলিস- আর্কাইভ খোঁড়াখুঁড়ি করেছেন সিমন, প্রতিটি সূত্র যাচাই করে দেখেছেন, যতই তা ক্ষীণ হোক না কেন। বিশ ও ত্রিশ দশকের এই শিল্প চোর সম্পর্কে নিকোলাসের আগ্রহের কথা জানতে পেরে দীর্ঘদিন ধরে তদন্তের যে বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তা পড়তে দিয়েছেন তাঁকে। পাণ্ডুলিপির সঙ্গে একটা চিঠিও পেয়েছেন নিকোলাস, তাতে দুঃখ করে সিমন লিখেছেন, পাণ্ডুলিপিটা ছাপার জন্যে ত্রিশজন প্রকাশকের কাছে ধর্না দিয়েও কোন লাভ হয়নি, কেউ তারা এটা ছাপতে রাজি হননি। কিন্তু পড়তে শুরু করে পাণ্ডুলিপিটা ছাড়তে পারছেন না নিকোলাস। সিমনের তদন্ত অদ্ভুত সুন্দর একটা কাজ বলে মনে হচ্ছে তাঁর, মুগ্ধ হয়ে পড়ছেন তিনি। পুলিসের জানামতে অবজারভার শেষবার চুরি করে লণ্ডনে, উনিশশো উনচল্লিশ সালে। সেই চুরির প্রধান তদন্তকারী অফিসার ছিলেন সিমন। চুরি যাওয়া শিল্পকর্মের মধ্যে ছিল একটা যশুয়া রেনল্ডস, একজোড়া কনস্টেবল আর তিনটে টারনার। অবজারভারের আর সব চুরির মত এই চুরিটাও ছিল নিখুঁত, রহস্যের কোন মীমাংসা হয়নি, শিল্পকর্মগুলোও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সিমনের বক্তব্য, পারফেক্ট ক্রাইম বলে কিছু হতে পারে না। অবজারভারের পরিচয় জানার জন্যে আদাজল খেয়ে লাগেন তিনি।

একটানা পঞ্চাশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেন সিমন। অবসর নেয়ার পরও

অবজারভারের পিছনে লেগে থাকেন তিনি, সেই লেগে থাকারই ইতিহাস পাণ্ডুলিপিটা। আজ তিনি অসুস্থ, আশির ওপর বয়েস, একটা নার্সিং হোমে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন।

নিকোলাস ভাবছেন, অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা যে বইটা কেউ ছাপতে চায়নি। দা থিফ হু ওয়াজ নেভার কট ছাপা হলে চুরির অন্তত দশটা বিখ্যাত ঘটনার রহস্য ইতিমধ্যে উন্মোচিত হতে পারত।

সকাল সাতটায় পড়া শেষ করলেন নিকোলাস। বালিশে মাথা দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন সিলিঙে। তারপর তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল। হাত বাড়িয়ে ক্রেডল থেকে ফোনের রিসিভার তুললেন তিনি। ডায়াল করতে অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া মিলল, 'জিমি নক্স।'

'ডেল নিকোলাস।'

হাই তুললেন নক্স। 'কি ব্যাপার, এত সকালে? তাছাড়া, আজ না রোববার?'

'শোনো হে, আমি তোমাকে অবজারভারের আসল নাম জানাতে পারি।'

'হোয়াট!'

'আমি না, তার পরিচয় উদ্ধার করেছেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একজন ইন্সপেক্টর।'

'কি বলছেন তিনি?'

'ভদ্রলোক একটা বই লিখেছেন। শেষ পরিচ্ছেদ লেখার পর অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন নার্সিং হোমে। ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত শিল্পকর্ম চোরের নাম হলো ম্যানফ্রেড ডাফ।'

'আবার বলো।'

'ম্যানফ্রেড ডাফ। আগে কখনও শুনেছ নামটা?'

'তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ।'

'যীশুর কিরে।'

'আমার জিজ্ঞেস করতে ভয় করছে···।'

'কোরো না,' বাধা দিলেন নিকোলাস। 'জানি কি ভাবছ তুমি। সেই বাবা।'

'গুড লর্ড, ডাফ ইন্টারন্যাশনাল। ওহ্ গড, ধাঁধার সব প্রশ্নের উত্তর মিলে যাচ্ছে। ডাফরা···কিংবা যে নামেই তারা পরিচিত হোক···।'

'সেদিন ডিনারে বসে এরকমই অনুমান করেছিলাম আমি। অবজারভার একটা সাম্রাজ্য রেখে গেছে। মনে পড়ছে, অন্তত চারটে ঘটনায় ডাফ ইন্টারন্যাশনালের ওপর নজর রেখেছিলাম আমরা, কিন্তু কোন প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়নি। একবারও ভাবিনি যে অবজারভারের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ থাকতে পারে।'

'আমাদের এফবিআই-এর অবস্থাও তাই,' বললেন নক্স। 'মূল্যবান যে-কোন শিল্প বা আর্টিফ্যাক্ট চুরি হলে ওদেরকেই প্রথমে আমরা সন্দেহ করি, কিন্তু প্রমাণের অভাবে একজনকেও ধরতে পারি না। ভাবতে আশ্চর্য লাগে ডাফ ইন্টারন্যাশনালের মত এত বড় একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিরাট স্কেলে অপারেশন চালাচ্ছে অথচ কোন ক্লু নেই কেন?'

নিকোলাস বললেন, 'ওরা ভুল করে না।'

'তুমি কখনও কোন আণ্ডারগ্রাউণ্ড এজেন্টকে ভেতরে ঢোকানোর চেষ্টা করেছ?'

'দু'বার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়ে যায় ওরা, চাকরি চলে যায়।'

'আমরাও কখনও পেনিট্রেট করতে পারিনি। যারা অবৈধ শিল্পকর্ম বা আর্টিফ্যাক্ট কেনে তারাও মুখ খোলে না। ডেল, আমার মনে হয় ডিনারে বসে বা টেলিফোনে তথ্য বিনিময় বন্ধ হওয়া দরকার, তার বদলে একসঙ্গে কাজে নেমে পড়া উচিত আমাদের।'

'আমি রাজি,' প্রস্তাবটা লুফে নিলেন নিকোলাস। 'জয়েন্ট টাস্ক ফোর্স দরকার। অনুমতির জন্যে আজই আমি আমার বস্‌কে অনুরোধ করব।'

'এদিকে আমিও তাই করব।'

'ঠিক আছে, এখন তাহলে রাখি।'

'না,' বাধা দিলেন এফবিআই অফিসার নক্স। 'রাখার আগে একটা কথার জবাব দাও। গোল্ডেন মমি সুট তো হাতছাড়া করেছ। আমি জানতে চাই, সুট প্রসঙ্গে কোন অনুবাদ বিশেষজ্ঞের নাম তোমার তদন্তে ছিল কিনা।'

ব্যর্থতার কথা মনে করিয়ে দেয়ায় চেহারা ম্লান হয়ে গেল নিকোলাসের। 'এ-ধরনের গ্লিফস সম্পর্কে যারা বিশেষজ্ঞ তাঁরা কে কোথায় কি করছেন খবর নিয়েছি, কিন্তু দু'জনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ড. আইজ্যাক ফোর্ট আর তাঁর স্ত্রী সেলিনা ফোর্ট। হার্ভার্ড থেকে পিএইচডি করা নৃবিজ্ঞানী দু'জনেই। কেউ বলতে পারছে না কোথায় তাঁরা আছেন।'

হেসে উঠলেন নক্স। 'ওদেরকে যখন ডাফদের কারও সঙ্গে বসে তাস খেলতে দেখা যাবে, নরম আচরণ কোরো।'

সাত

টেক্সাসের হারলিনজেন এয়ারপোর্টে নিজের ডিসি-থ্রি নিয়ে ল্যাণ্ড করল জোসেফ বেনেটো। প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে নিচে নামতেই কাস্টমসের দু'জন এজেন্ট তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। লালচুলো অফিসার সবিনয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মি. বেনেটো? মি. জোসেফ বেনেটো, স্যার?'

'হ্যাঁ, আমি বেনেটো।' ফ্লাইট প্ল্যানের একটা কপি বাড়িয়ে দিল সে।

'আপনি কোস্টারিকা থেকে আসছেন, স্যার?' হাতের ক্লিপবোর্ডে প্ল্যানটা আটকে নিল লালচুলো অফিসার। তার সহকর্মী প্লেনে উঠে গেছে ইতিমধ্যে, ড্রাগ আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্যে।

'হ্যাঁ।'

'আপনার গন্তব্য উইচিটা, ক্যানসাস?'

'ওখানে আমার প্রাক্তন স্ত্রী ও বাচ্চারা থাকে,' বলল বেনেটো। 'প্রতি মাসে একবার বাচ্চাদের দেখতে আসি আমি। পরশু আবার দেশে ফিরে যাব।'

'আপনার পেশা…আপনি একজন কৃষক, স্যার?'

'হ্যাঁ, কফি চাষ করি।'

'আশা করি শুধুই কফি চাষ করেন,' গম্ভীর সুরে বলল লালচুলো।

'শুধু কফি চাষ করেও বিলাসবহুল জীবন কাটানো যায়,' সকৌতুকে বলল বেনেটো।

'আপনার পাসপোর্টটা দেখতে পারি, প্লীজ?'

রুটিন কখনও বদলায় না। কাস্টমসের এই লোক দু'জনই বেশিরভাগ সময় জেরা করে তাকে, অথচ এমন ভাব দেখাবে যেন কোন ট্যুরিস্ট এবারই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে বেড়াতে এসেছে। পাসপোর্টের ফটোর সঙ্গে বেনেটোর চেহারা মিলিয়ে দেখল অফিসার। গায়ের রঙ শ্যামলা, মাঝারি আকৃতি, বয়েস পঁয়তাল্লিশ। মুখ তুলে তাকাল অফিসার, বলল, 'আমাদের অফিসে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে, স্যার। আমরা আপনার প্লেন সার্চ করব। আশা করি নিয়মটা সম্পর্কে আপনার জানা আছে।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' অফিসের দিকে কয়েক পা এগিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল বেনেটো, বলল, 'অফিস থেকে আমি কি ফোন করতে পারি, ফুয়েল ট্রাক আনাবার জন্যে? উইচিটা পর্যন্ত যাবার মত ফুয়েল বোধহয় নেই।'

'হ্যাঁ, পারেন, ডেস্কের এজেন্টকে বললেই হবে।'

এক ঘণ্টা পর টেক্সাস থেকে উইচিটার পথে রওনা হয়ে গেল বেনেটো। তার পাশে কো-পাইলটের সীটে চারটে ব্রিফকেস রয়েছে, সব মিলিয়ে ষাট মিলিয়ন ডলার আছে ওগুলোয়। ব্রিফকেসগুলো প্লেনে তুলে দিয়েছে রিফুয়েলিং ট্রাকের একজন ড্রাইভার, টেক-অফ করার ঠিক আগে।

প্লেন সার্চ করে কোন ড্রাগ বা অবৈধ কিছু না পাওয়ায় কাস্টমস অফিসাররা ধরে নেয় জোসেফ বেনেটো ধোয়া তুলসী পাতা। তার ওপর ওরা কয়েক বছর ধরে নজর রাখছে, অবশেষে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে সে একজন সম্মানিত কোস্টারিকান ব্যবসায়ী, কফি চাষ করে বিপুল টাকার মালিক হয়েছে। এ-কথা সত্যি কোস্টারিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম কফি খেতের মালিক বেনেটো। তবে এ-ও সত্যি যে কফি থেকে সে যা আয় করে তারচেয়ে দশ গুণ বেশি আয় করে ড্রাগ স্মাগলিং অপারেশন থেকে। ড্রাগ ব্যবসাতে সে ব্যান্ডিয়ো ভিকি ফ্লেমিঙ্গো নামে পরিচিত।

ডাফ সাম্রাজ্যের মালিকদের মত বেনেটোও তার স্মাগলিং অপারেশন দূর থেকে পরিচালনা করে। দৈনন্দিন কাজের দায়িত্ব পালন করে তার লেফটেন্যান্টরা, কেউ ওরা তার আসল পরিচয় জানে না।

উইচিটার বিশাল এক ফার্মে আসলেও বেনেটোর এক প্রাক্তন স্ত্রী বাস করে তার চার বাচ্চাকে নিয়ে। বিবাহ বিচ্ছেদে রাজি হবার পর বেনেটো তাকে ফার্মটা উপহার হিসেবে দিয়েছে। ফার্মে একটা এয়ারস্ট্রিপ বানানো হয়েছে, সে যাতে কোস্টারিকা থেকে নিয়মিত এসে বাচ্চাদের দেখে যেতে পারে, আর সেই সুযোগে ডাফ পরিবারের কাছ থেকে চুরি করা শিল্পকর্ম ও আর্টিফ্যাক্ট কিনতে পারে।

কাস্টমস ও ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্টরা দেশে অবৈধ কিছু ঢুকল কিনা দেখতে চায়, দেশ থেকে কি বেরিয়ে গেল তা নিয়ে তাদের তেমন মাথাব্যথা নেই।

ফসল ভরা এক খেতের মাঝখানে সরু এয়ারস্ট্রিপটা, শেষ বিকেলে ল্যাণ্ড করল বেনেটো। সোনালি একটা জেট দেখতে পেল সে, স্ট্রিপের একপাশে পার্ক করা রয়েছে। জেটের পাশে নীল রঙের বিরাট এক তাঁবু ফেলা হয়েছে, সেদিকে তাকিয়ে ককপিট থেকেই হাত নাড়ল বেনেটো। তারপর প্লেন থেকে নেমে তাঁবুর দিকে এগোল। সঙ্গে তিনটে ব্রিফকেস নিয়েছে।

তাঁবুর ভেতর চেয়ারে বসে আছে টমাস ডাফ, চেয়ার ছেড়ে বেনেটোকে আলিঙ্গন করল সে, বলল, 'জোসেফ, প্রিয় বন্ধু, কেমন আছ তুমি?'

'ভাল আছি, টমাস, ভাল আছি। আশা করি বরাবরের মত এবারও তুমি আমাকে খুশি করতে পারবে।'

'আরে, ভাই, তুমি আমার সেরা ক্লায়েন্ট, তোমাকে খুশি করার জন্যে কি না করতে পারি আমি।'

'জবাই করার আগে ফুলিয়ে নিচ্ছ গরুকে?' বেনেটো হাসছে।

'এসো, ব্যবসা শুরুর আগে গলাটা ভিজিয়ে নিই,' পর্দা সরিয়ে তাঁবুর আরেক পাশে বেনেটোকে নিয়ে এলো ডাফ, ল্যাটিন আমেরিকান এক তরুণী শ্যাম্পেন পরিবেশন করল।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে বেনেটো জিজ্ঞেস করল, 'কি কি এনেছ, বন্ধু? সব বাছাই করা জিনিস তো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ডাফ বলল, 'এবার আমি তোমার জন্যে পেরু থেকে ইনকাদের দুর্লভতম আর্টিফ্যাক্ট সংগ্রহ করে এনেছি। আমেরিকান সাউথওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের অত্যন্ত মূল্যবান কিছু ধর্মীয় জিনিস-পত্রও আছে। আন্দেজ থেকে সদ্য আসা আর্টিফ্যাক্ট পেলে তোমার কালেকশনের মর্যাদা বহুগুণ বেড়ে যাবে।'

'ভাই রে, আমার যে আর তর সইছে না।'

'তাঁবুর ওপাশটায় আমার লোকজন সব সাজিয়ে রেখেছে, একটু পরই দেখতে পাবে।'

দুর্লভ বস্তু সংগ্রহ করা একটা নেশা, এই নেশা কাউকে একবার পেয়ে বসলে তার পক্ষে যে কোন অপরাধ করা সম্ভব। বেনেটো তার সংগ্রহের সত্তর ভাগই সংগ্রহ করেছে ডাফের কাছ থেকে, গত বিশ বছর ধরে। চুরি করা এ-সব শিল্পকর্ম বা আর্টিফ্যাক্ট ডাফ যে তাকে প্রকৃত মূল্যের চেয়ে পাঁচ-সাত গুণ বেশি দামে বিক্রি করেছে তা সে জানে, কিন্তু সেজন্যে অসন্তুষ্ট নয়। সম্পর্কটা দু'জনের জন্যেই সুবিধেজনক। বেনেটো তার ড্রাগ ব্যবসা থেকে লাভ করা টাকা খরচ করার একটা পথ পেয়েছে, আর ডাফ চুরি ও নকল করা শিল্পকর্ম বেচে নগদ টাকা পাচ্ছে।

'আন্দেজ থেকে আসা আর্টিফ্যাক্ট এত মূল্যবান কেন?' দ্বিতীয় গ্লাসটা খালি করে জানতে চাইল বেনেটো।

'ওগুলো চাচাপয়ান।'

'চাচাপয়ান শিল্পকর্ম আমি কখনও দেখিনি।'

'খুব কম লোকই দেখেছে,' জবাব দিল ডাফ। 'আন্দেজের সিটি অভ ডেড থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে ওগুলো। এসো, নিজের চোখেই দেখো,' বলে তাঁবুর দ্বিতীয় পর্দাটা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল সে।

উত্তেজনার কারণেই বেনেটো লক্ষ করল না তাঁবুর এক কোণে ছোট একটা গ্লাস কেস রয়েছে। সরাসরি তিনটে টেবিলের দিকে এগোল সে। ভেলভেট দিয়ে ঢাকা ওগুলো। একটা টেবিলে রয়েছে বস্ত্র সম্ভার। দ্বিতীয়টায় শুধু সিরামিক। তৃতীয়টায় মনোমুগ্ধকর হস্তশিল্প, সবই প্রি-কলম্বিয়ান অ্যান্টিকস। রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে থাকল বেনেটো, একসঙ্গে এত আর্টিফ্যাক্ট আগে কখনও দেখেনি সে। 'এ তো রীতিমত অবিশ্বাস্য! তুমি দেখছি নিজেকেও এবার ছাড়িয়ে গেছ, হে।'

কথা না বলে সগর্বে হাসছে ডাফ।

প্রতিটি আর্টিফ্যাক্ট খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল বেনেটো। এমব্রয়ডারির কাজ করা বস্ত্র, দুর্লভ রত্নখচিত সোনার অলঙ্কার, সিরামিকের পাত্র–প্রতিটি জিনিস তার বিস্ময়ের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। 'তাহলে এই তোমার চাচাপয়ান আর্ট?'

'প্রতিটি অথেনটিক, আসল জিনিস।'

'এ ট্রেজার সবই কবর থেকে এসেছে?'

'হ্যাঁ, রাজ পরিবার ও ধনী ব্যবসায়ীদের সমাধি থেকে।'

'অপূর্ব!'

'এরকম আগে কখনও দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল ডাফ।

পাল্টা প্রশ্ন করল বেনেটো, 'এরকম আরও আছে?'

'আমার কাছে চাচাপয়ান এই-ই আছে।'

'টমাস, ভাই আমার, দামী দু'একটা জিনিস সরিয়ে রাখোনি তো?'

'কি বলছ! যা আছে এখানেই সব। সব এক জায়গায় রেখেছি, কারণ এগুলো আমি একটা দুটো করে বিক্রি করব না। তোমাকে বলার দরকার করে না, তোমার মত আরও পাঁচজন ক্লায়েন্ট এগুলো দেখার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।'

'কাউকে দেখাবার দরকার নেই। এগুলোর জন্যে তোমাকে আমি চার মিলিয়ন ডলার ক্যাশ দেব।'

'তুমি জানো, দর-দাম নিয়ে আমি সময় নষ্ট করি না। এগুলো একদামে বিক্রি হবে।'

'কত?'

'ছয় মিলিয়ন।'

কয়েকটা আর্টিফ্যাক্ট সরিয়ে টেবিলে জায়গা করল বেনেটো। পাশাপাশি রাখল ব্রিফকেসগুলো, তারপর সেগুলো খুলে বলল, 'কিন্তু আমি মাত্র পাঁচ মিলিয়ন নিয়ে এসেছি।'

'সেক্ষেত্রে তোমার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আমার কিছু করার নেই।'

'তারমানে এই দামে তুমি রাজি নও?' অবাক হবার ভান করল বেনেটো।

'আমি অসহায়, জোসেফ।'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি তোমার সেরা ক্লায়েন্ট।'

'ভুলছি না,' বলল ডাফ। 'এ-ও সত্যি যে তুমি আমার ভাইয়ের মত। তোমার গোপন তৎপরতা সম্পর্কে একা শুধু আমি জানি, আমার গোপন তৎপরতা সম্পর্কেও পরিবারের বাইরে একা শুধু তুমি জানো। তারপরও কেন যে তুমি প্রতিবার কেনাবেচার সময় এমন দর কষাকষি করো বুঝি না।'

হঠাৎ গলা ছেড়ে হেসে উঠল বেনেটো। তারপর বলল, 'সত্যি, কি লাভ! তুমি জানো যে আমার এত টাকা আছে যা দু'হাতে ওড়ালেও শেষ হবার নয়। আর্টিফ্যাক্টগুলো দখল করতে পারলে সুখী মনে হয় নিজেকে। ঠিক আছে, দেখি প্লেনে আর টাকা আছে কিনা।' তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল সে।

'বাকি ব্রিফকেসটা নিয়ে একটু পরই ফিরে এল বেনেটো। বলল, 'এতে আরও দেড় মিলিয়ন আছে। তুমি বলছিলে আমেরিকান সাউথওয়েস্ট-এর কিছু ধর্মীয় জিনিস-পত্র আছে, সেগুলোও পাচ্ছি তো?'

'অতিরিক্ত পাঁচ লাখ ডলারের বিনিময়ে ওগুলো তুমি নিতে পারো,' বলল ডাফ। 'ওই যে, ওই কোণে, গ্লাস কেসের ভেতর।'

এগিয়ে এসে কাঁচ মোড়া কেসটার ঢাকনি তুলল বেনেটো, তাকিয়ে থাকল অদ্ভুত আকৃতির মূর্তিগুলোর দিকে। বুঝতে পারছে এগুলো সাধারণ কোন মূর্তি নয়, যদিও দেখে মনে হবে কোন বাচ্চা ছেলে আনাড়ি হাতে তৈরি করেছে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে জানে, এগুলো অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস। 'হোপি?'

'না, মনটোলো। খুবই প্রাচীন।'

পরীক্ষা করে দেখার জন্যে কেসের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল বেনেটো। একটা মূর্তি ধরতেই ছ্যাঁৎ করে উঠল তার বুক। হঠাৎ শীত অনুভব করল সে। মূর্তিটা স্পর্শ করায় তার মনে হলো না যে সে বহুকাল আগের মরা কটনউড-এর শিকড় ছুঁয়েছে। মূর্তিটা যেন জ্যান্ত কোন মেয়ের মাংসল বাহু। বেনেটোর আরও মনে হলো, যেন একটা গোঙানির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে।

'শুনলে?' জিজ্ঞেস করল সে, মূর্তিটা তাড়াতাড়ি রেখে দিল কেসের ভেতর।

চোখে প্রশ্ন, ডাফ বলল, 'কি শুনব?'

'এ-সব মূর্তি আমার ভাই দরকার নেই।' কেসটার কাছ থেকে পিছিয়ে এলো বেনেটো। ওগুলোর ভেতর আত্মা আছে। তুমি, ভাই, এখুনি এ-সব এখান থেকে নিয়ে যাও। তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, বেঘোরে প্রাণ হারাতে না চাইলে নষ্ট করে ফেলো সব।'

বিকেলে ওদের সবাইকে চা খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছে কংগ্রেস সদস্যা লরেলি ভ্যান্স। নুমার কর্মকর্তা হিসেবে রেডক্লিফকে আগে থেকেই চেনে সে, আর শামিমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে রানা। রেডক্লিফের গাড়িতে চেপে রওনা হয়েছে ওরা, রানা বসেছে পিছনের সীটে একা। ওর হাতে সী অব কর্টেজ-এর একটা গাইড, পড়ার ফাঁকে ফাঁকে প্যাডে নোট নিচ্ছে।

লরেলির ফ্ল্যাটে পৌঁছেও বোটার'স গাইডে চোখ বুলাচ্ছে রানা। চা পান চলছে, শামিম জিজ্ঞেস করল, 'কোনও সমাধান পেলে, রানা?'

'সাগরের সারফেস থেকে পঞ্চাশ মিটার উঁচু, গালফের ভেতর ও চারপাশে

এরকম দ্বীপের সংখ্যা প্রায় একশো,' গাইড থেকে মুখ তুলে বলল রানা। এগুলো থেকে ছ'টা বেছে নিয়েছি আমি, বাকিগুলো জিওলজিকাল প্যাটার্নের সঙ্গে মেলে না।'

'দেখতে পারি, কোথায় তোমরা সার্চ করতে যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল লরেলি।

জ্যাকেটের পকেট থেকে গোল পাকানো একটা কাগজ বের করল রানা, টেবিলের ওপর সিধে করল সেটা। 'ছোট থেকে বড় করা গালফের ফটো। কুইপুর বর্ণনার সঙ্গে কিছু কিছু মেলে, এরকম দ্বীপগুলো বৃত্ত এঁকে দেখিয়েছি আমি।'

রানা এজেন্সির এই কেসটা সম্পর্কে আগাগোড়া সবই ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে লরেলির, কৌতূহলী হয়ে ফটোটার ওপর ঝুঁকে পড়ল সে। দেখেই বুঝতে পারল, একটা জিওফিজিকাল অরবিটিং স্যাটেলাইট থেকে তোলা হয়েছে ফটোটা, কর্টেজ সাগরের উজানের দিকটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। রানার বাড়ানো হাত থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে চোখে ঠেকাল সে। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল, 'ধরে নিচ্ছি, আকাশ থেকে সম্ভাব্য এলাকা সার্ভে করবে তোমরা।'

'হ্যাঁ।'

'প্লেন থেকে?'

'হেলিকপ্টার থেকে।'

'এলাকাটা তো বিরাট, হেলিকপ্টার কাভার করতে পারবে? বেস হিসেবে কি ব্যবহার করতে চাও?'

'পুরনো একটা ফেরিবোট। টপ ডেকটা এত বড়, হেলিকপ্টার ওঠা-নামা করতে পারবে অনায়াসে।'

লরেলি বলল, 'প্রমিজিং ট্রেজার সাইট পেলে, তারপর কি করবে?'

'দ্বীপটার জিওলজি স্টাডি করার পর মাটি বা পাথর খোঁড়ার কাজ শুরু করব,' জবাব দিল রানা। 'কিন্তু, লরেলি, তুমি যেন একটু বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছ?'

রানার প্রশ্নের উত্তর দিল না লরেলি, নতুন আরেকটা প্রশ্ন করল সে, 'পারমিট? গুপ্তধনের সন্ধানে মেক্সিকোর যেখানে সেখানে খুঁড়ে বেড়াবে, ওরা বাধা দেবে না?'

মাথা চুলকে রানা বলল, 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বলছেন, আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখুনি কাউকে কিছু জানানো চলবে না। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গুপ্তধন খুঁজছি, এ খবর রটে গেলে ট্রেজার হান্টাররা হাজারে হাজারে ছুটে আসবে, লাফিয়ে পড়বে আমাদের ঘাড়ে। জানা কথা, মেক্সিকো সরকারও ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে আমাদেরকে। তারচেয়ে...।'

'মুখ না খোলার এই কৌশল আমিও সমর্থন করি,' ধীরে ধীরে বলল লরেলি। 'তবে একটা কথা ভেবে দেখতে বলি। ধরো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হলো তোমাদের ওপর, জেরা করতে শুরু করল তারা। তোমাদের টিমে বীমা হিসেবে কেউ যদি থাকে, ভাল হয় না?'

তীক্ষ্ণ হলো রানার দৃষ্টি। 'একজন পাবলিক রিলেশন্স এক্সপার্টকে সঙ্গে রাখতে বলছ?'

'না। বোনা-ফাইড, পরিচয়-পত্রধারী একজন আমেরিকান কংগ্রেস সদস্যার

কথা বলছি।'

'তুমি?'

'অসুবিধে কি? হাউসের স্পীকার আগামী হপ্তা থেকে অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করছেন। ওয়াশিংটন থেকে দিন কয়েকের জন্যে পালাতে পারলে ভালই লাগবে আমার।'

রানা বা লরেলির দিকে না তাকিয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে শামিম, বলল, 'আমার মনে হয় টিমে আপনার উপস্থিতি আমাদের মধ্যে অন্তত একজনকে অনুপ্রাণিত করবে।'

লরেলির হাতের ওপর হাত রাখল রানা। 'কিন্তু আমরা যদি ব্যর্থ হই, আর সব যদি জানাজানি হয়ে যায়, বিরাট একটা স্ক্যাণ্ডাল হবে সেটা। নিজেকে তার সঙ্গে জড়ানো কি উচিত হবে তোমার?'

'ফলাফল বড়জোর এই হতে পারে যে ভোটাররা মুখ ফিরিয়ে নেবে, পরবর্তী টার্মে আমি আর কংগ্রেসে বসতে পারব না,' বলল লরেলি, হাসছে সে। 'ভালই হবে সেটা, তোমার হাত ধরে বেরিয়ে পড়ব অ্যাডভেঞ্চারে।'

'দেখো দেখি প্রধান চূড়াটার আরও কাছাকাছি যেতে পারো কিনা,' মারফি হুক তার ভাই মাইকেল ফোমকে বলল। ছোট একটা ফ্লাইং বোটের কন্ট্রোলে রয়েছে ফোম। 'ছোট চূড়াটা একটু বেশি চোখা, বর্ণনার সঙ্গে ঠিক মেলে না।'

'কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

প্লেনের সাইড উইণ্ডো দিয়ে তাকাল হুক, চোখে বিনকিউলার। 'এই দ্বীপটাও হতে পারে, কিন্তু কি ধরনের ল্যাণ্ডমার্ক খুঁজতে হবে জানতে পারলে সুবিধে হত।'

দ্বীপটার নাম আইলা ডানজান্তে। একপাশের পাহাড় খাড়া, তিন বর্গ মাইল পাথুরে কাঠামো, কর্টেজ সাগর থেকে তেরোশো বারো ফুট উঁচু। রিসর্ট শহর লরেটো-র ঠিক দক্ষিণে ওটা। জোড়া এঞ্জিন বিশিষ্ট বাফিন CZ-410 ঘুরিয়ে নিল ফোম, পাহাড়টাকে আরও কাছ থেকে দেখতে চায়। 'চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে মেলে। বোট ভেড়াবার মত দুটো সৈকত দেখতে পাচ্ছি। ঢালের গায়ে গিজগিজ করছে গুহামুখ। তোমার কি মনে হচ্ছে?'

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের প্যাসেঞ্জার সীটের দিকে একবার তাকাল হুক। 'আমার ধারণা, প্রফেসর এখনও সব কথা বলছেন না।'

'নির্দিষ্ট সাইট দেখতে পেলে আপনাদেরকে জানানো হবে, ঠাণ্ডা সুরে বলল ফোর্ট।

'আমার প্রস্তাব হলো, হ্যাচ খুলে নিচে ফেলে দেয়া হোক ওঁকে, দেখি কেমন সাঁতার কাটেন।'

হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করল ফোর্ট। 'দিন, সেই সঙ্গে গুপ্তধনের কথা ভুলে যান।'

'বারবার এই একই কথা শুনে অসুস্থ বোধ করছি আমি।'

'আইলা ডানজান্তে সম্পর্কে বলুন,' ফোমের গলায় আদেশের সুর। 'বর্ণনার সঙ্গে মেলে?'

হুকের হাত থেকে বিনকিউলারটা ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল প্রফেসর ফোর্ট। কথা না বলে দ্বীপের ভাঙাচোরা রিজ-এর ওপর চোখ বুলাল কিছুক্ষণ। তারপর বিনকিউলার ফেরত দিয়ে হেলান দিল সীটে। 'এটা আমরা খুঁজছি না।'

ফোর্টের গলাটা টিপে ধরার জন্যে হুকের হাত দুটো নিশপিশ করছে, মুঠো পাকিয়ে নিজেকে দমন করল সে। এক মিনিট পর একটা বোটার'স গাইড খুলল, ঠিক যেরকম ব্যবহার করছ রানা। 'পরবর্তী সার্চ পয়েন্ট আইলা কারমেন। সাইজ–একশো পঞ্চাশ বর্গ কিলোমিটার। লেংথ–ত্রিশ কিলোমিটার। কয়েকটা চূড়া তিনশো মিটারের কিছু উঁচু।'

'ওটাও বাদ,' বলল ফোর্ট। 'অনেক বড় হয়ে যায়।'

'তারপর রয়েছে আইলা চোলা, ছোট একটা পাহাড় আছে, মাথাটা সমতল। একটা লাইট টাওয়ার আছে, অল্প কয়েকটা কুঁড়েঘর।'

'ওটাও বাদ,' বলল ফোর্ট।

'তাহলে চলুন বাহিয়া কয়োটি দেখে আসি,' বলল হুক। 'ওদিকে দ্বীপ আছে ছ'টা, প্রকাণ্ড পাথরের স্তূপ সাগর থেকে মাথাচাড়া দিয়ে আছে।'

প্লেনটাকে আড়াই হাজার ফুটে তুলে এনে কোর্স বদল করল ফোম, উত্তর দিকে যাচ্ছে। পঁচিশ মিনিট পর উপসাগর ও লম্বা পেনিনসুলার ওপর চলে এল প্লেন। নিচে নেমে এসে পাথুরে দ্বীপগুলোকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল সে।

'আইলা গুয়াপা আর আইলা বার্গো, দুটোরই সম্ভাবনা আছে,' বলল হুক। 'দুটোই খাড়াভাবে সাগর থেকে উঠেছে, শরীরটা বাঁকা করে নিচে তাকাল ফোর্ট। 'ওগুলোর কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হচ্ছে না আমার...,' হঠাৎ থেমে আবার হুকের হাত থেকে বিনকিউলারটা ছিনিয়ে নিলে। '...ওদিকের দ্বীপটা!'

'কোনটা?' বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল হুক। 'দ্বীপ তো মোট ছ'টা।'

'দেখতে হাঁসের মত, যেন পিছন দিকে তাকিয়ে আছে।'

'আইলা বার্গো। প্রোফাইল মেলে। তিন দিকে খাড়া গা, গোল চূড়া। কাঁধের নিচে একটা সৈকতও আছে।'

'ওটাই,' উত্তেজনায় কেঁপে গেল ফোর্টের গলা। 'নির্ঘাত ওটাই।'

ফোম জিজ্ঞেস করল, 'কি করে বুঝলেন?'

মুচকি একটু হাসি ফোর্টের চেহারায় ফুটতে গিয়েও ফুটল না। 'আমার অনুভূতি তাই বলছে।'

বিনকিউলারটা নিয়ে চোখে তুলল হুক। 'দেখে মনে হচ্ছে পাথরে কি যেন একটা খোদাই করা রয়েছে।'

'ওটার দিকে খেয়াল দেয়ার দরকার নেই,' বলল ফোর্ট, কপাল থেকে গড়িয়ে নেমে আসা ঘামের একটা ধারা মুছল রুমাল দিয়ে। 'ওটার কোন তাৎপর্য নেই।'

হুক বোকা নয়। তার মনে হলো ইনকাদের রেখে যাওয়া সাইনবোর্ড হতে পারে ওটা, গুপ্তধনের কাছে পৌঁছুনোর প্যাসেজ বা টানেলটা নির্দেশ করছে। তবে কিছু না বলে চুপ করে থাকল।

'সৈকতে ল্যাণ্ড করব আমি,' জানাল ফোম। 'অন্তত আকাশ থেকে দেখে মনে হচ্ছে চূড়ায় ওঠা কঠিন হবে না।'

মাথা ঝাঁকাল হুক। 'ল্যাণ্ড করো।'

সৈকতের সামনে পানির ওপর দিয়ে দু'বার আসা-যাওয়া করল ফোম, নিশ্চিতভাবে জেনে নিল পানির ঠিক নিচে মগ্ন চূড়া আছে কিনা। তারপর ধীরে ধীরে নীল সাগরে নামিয়ে আনল প্লেনটাকে।

থ্রটল পিছিয়ে আনতে পাওয়ার সাপ্লাই কমে গেল, ধীর গতিতে সৈকতের দিকে এগোল তাদের বাহন। তীর যখন আর দেড়শো ফুট দূরে, হুইলগুলো রিলিজ করল ফোম। একটু পরই বালি পেল চাকা, ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে দ্বীপে। দু'মিনিট পর ফেনা থেকে তীরে উঠে পড়ল প্লেন, ভেজা হাঁসের মত গা থেকে পানি ঝরছে।

কাঠের তৈরি একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এল দু'জন জেলে, হাঁ করে তাকিয়ে আছে প্লেনটার দিকে। ইগনিশন সুইচ অফ করে প্রপেলার থামাল ফোম। প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে নিচে নামল হুক ও ফোর্ট, সবশেষে ফোম। দরজা ও কার্গো হ্যাচে তালা দেয়া হলো। সাবধানের মার নেই, জেলে দু'জনকে নগদ টাকা দিয়ে প্লেনটাকে পাহারা দিতে রাজি করিয়ে ফেলল ফোম। তারপর সরু, অস্পষ্ট পায়ে চলা পথ ধরে দ্বীপের মাথার দিকে এগোল দলটা।

প্রথম দিকে ঢাল বেয়ে উঠতে অসুবিধে হলো না, তারপর চূড়া যত কাছে চলে এল ততই খাড়া হতে শুরু করল পাথুরে ঢাল। মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে সী-গাল, চিৎকার করছে, নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। হঠাৎ একটা সী-গাল মল ত্যাগ করল প্রফেসর ফোর্টের কাঁধে।

পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত নয় ফোর্ট, তার ওপর প্রচুর মদ খায়, ঢাল বেয়ে উঠতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে। কাঁধের ওপর শার্টের দিকে তাকিয়ে থাকল সে, পাখিটাকে গাল দেয়ার শক্তিও নেই। মুখে চওড়া হাসি, পাখিটাকে স্যালুট করল হুক।

এক সময় বড় একটা পাথর টপকাল সে, অমনি দৃষ্টিপথে চলে এল নীল সাগর। চ্যানেলের ওপর দিয়ে দূরে তাকাল সে, সাদা বালির সৈকত সহ প্লাইয়া এল দ্বীপ আর সিয়েরা এল কার্ডোনাল পাহাড়টা দেখতে পেল সামনে।

দাঁড়িয়ে পড়েছে ফোর্ট, হাপরের মত ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে। মনে হলো টলে পড়ে যাবে, এই সময় তার একটা হাত ধরে টান দিলে ফোম, তুলে আনল সমতল চূড়ায়। 'কেউ আপনাকে বলেনি মদ খেলে পাহাড়ে চড়া যায় না?'

কথা না বলে চুপ করে থাকল ফোর্ট। হঠাৎ করেই তার সমস্ত ক্লান্তি যেন দূর হয়ে গেল। গভীর মনোযোগ ভরা দৃষ্টি ফুটল চোখে। ফোমকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিল সে, হোঁচট খেতে খেতে একটা পাথরের দিকে এগোল। প্রাইভেট কার-এর মত আকার হবে সেটার, আনাড়ি হাতে খোদাই করা কোন এক পশুর আকৃতি। মাতালের মত টলতে টলতে সেটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে ফোর্ট, হাত বুলাচ্ছে গায়ে। 'কুকুর,' হাঁপানোর ফাঁকে হিসহিস শব্দে বলল সে। 'কিছু না, স্রেফ একটা কুকুর।'

'কুকুর নয়, কয়োটি,' বলল হুক। 'জেলেরা কুসংস্কারে বিশ্বাস করে, তাদের ধারণা এই কয়োটি তাদেরকে আর তাদের বোটকে রক্ষা করবে আপদ-বিপদ

থেকে, সেজন্যেই পাথর কেটে এ-সব তৈরি করে তারা।'

ফোম জিজ্ঞেস করল, 'পাথরের একটা মূর্তি নিয়ে এত কেন মাথাব্যথা আপনার?'

'আমি একজন নৃবিজ্ঞানী, প্রাচীন একটা ভাস্কর্য আমার জ্ঞানের পরিধি অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে।'

একদৃষ্টে ফোর্টের দিকে তাকিয়ে আছে হুক। মাতাল প্রফেসর ট্রেজারের অবস্থান যে ফাঁস করে ফেলেছে, এ-ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহ নেই। ভাবছে এখুনি লোকটাকে খুন করে ফেলবে কিনা। কিনারা থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে সরাসরি ফেনার মধ্যে পড়বে। কারও কিছু এসে যাবে না। লাশটা সম্ভবত হাঙরের খোরাক হবে। 'আপনি বুঝতে পারছেন, প্রফেসর, আপনাকে আমাদের আর দরকার নেই?'

হাসল ফোর্ট। 'আমাকে ছাড়া আপনাদের চলবে না।'

'ধোঁকা দিতে চেষ্টা করবেন, সেটাই স্বাভাবিক,' বলল হুক। 'এখন যেহেতু জানি ভাস্কর্য সহ একটা পাহাড় খুঁজছি আমরা, আপনাকে ছাড়া কেন আমাদের চলবে না?'

'পাথুরে ভাস্কর্য মাত্র একটা চিহ্ন, ইনকারা এরকম আরও অনেকগুলো চিহ্ন রেখে গেছে। গুপ্তধন পেতে হলে সবগুলো সনাক্ত করতে হবে।'

হুকের ঠোঁটে শয়তানি হাসি। 'আপনি হয়তো এখন বলবেন, আইলা সার্গো ট্রেজার সাইট নয়, যাতে ফিরে গিয়ে পরে আবার খোঁড়াখুঁড়ির জন্যে আসতে পারেন একা।'

'দ্বীপের মাথাটা বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিন, তারপর দেখুন কি পান,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল ফোর্ট। 'হাজার বছরেও হুয়াসকারের ট্রেজার খুঁজে পাবেন না। বললাম তো, আমাকে ছাড়া আপনাদের চলবে না।'

'উনি হয়তো ঠিক কথাই বলছেন,' শান্ত গলায় বলল ফোম। 'আর যদি মিথ্যে কথাই বলেন, পরে এসে নিজেরা খুঁড়তে পারব আমরা। যেদিক থেকেই দেখা হোক, আমরা ঠকছি না।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল হুক, তারপর হঠাৎ হাসল সে। ফোর্টের কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'হতাশার কারণে প্রলাপ বকছিলাম, কাজেই ভুলে যান সব। চলুন গোসল করে ঠাণ্ডা হই, তারপর নাস্তা খেয়ে তাজা হয়ে নিই, কি বলেন?'

ফোম বলল, 'আবার আমরা কাল আসব, কেমন?'

হুকের মনে একটা সন্দেহ জেগেছে, তাই প্লেনে ফিরে এসেই প্রফেসর ফোর্টের মদের বোতলটা থেকে এক ঢোক হুইস্কি খেল সে। হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ; কোথায় হুইস্কি, এ তো স্রেফ পানি। পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল। সন্দেহ নেই, প্রফেসর ফোর্ট অত্যন্ত বিপজ্জনক ও চতুর একটা চরিত্র। সে নিজে যেহেতু একজন খুনী আরেকজন খুনীকে তাই সহজেই চিনতে পারছে। প্রথমে তার সন্দেহ হয়েছিল, এখন শুধু সন্দেহ নয়, পুরোপুরি চিনতে পারছে।

নীল মোজাইক করা সুইমিং পুল থেকে উঠে এসে একটা লাউঞ্জ চেয়ারে গা

এলিয়ে দিল সেলিনা ফোর্ট। লাল একটা বিকিনি তার একহারা গড়নের খুব সামান্যই ঢাকতে পেরেছে। রোদ এখনও বেশ গরম, পানির ফোঁটাগুলো গা থেকে মুছতে ইচ্ছে করল না। ঘাড় ফিরিয়ে হাসিয়ান্দার দিকে তাকিয়ে একজন চাকরকে ডেকে জিন চাইল। আচরণ দেখে মনে হবে হাসিয়ান্দার সেই যেন মালিক, এখানে তাকে জিম্মি করে রাখা হয়নি। টহলরত গার্ডদের সে দেখেও না দেখার ভান করে।

হাসিয়ান্দাটা তৈরি করা হয়েছে পুলের চারধারে, রঙ-বেরঙের ফুলগাছ সহ বিরাট একটা বাগানও আছে। হাসিয়ান্দার প্রতিটি জানালা ও ঝুল-বারান্দা থেকে সাগর দেখা যায়। তার স্বামীকে নিয়ে ট্রেজার খুঁজতে গেছে ওরা, সময়টা সে বেডরূমে শুয়ে বসে কাটানোর চেয়ে পুল আর বাগানে কাটাতেই বেশি পছন্দ করে। চাকরটা দ্বিতীয়বার ভরে দিয়ে গেল তার গ্লাস। ছোট টেবিলটা থেকে হাতঘড়ি তুলে সময় দেখল সে। পাঁচটা বাজে। ফিরে আসার সময় হয়েছে ওদের, ভাবল সে। জিনে শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল, ইচ্ছে হলো চোখ বুজে একটু ঝিমিয়ে নেয়। তন্দ্রা মত আসছে, মনে হলো দূর থেকে কাছে চলে আসছে একটা গাড়ি, সম্ভবত হাসিয়ান্দার গেটের সামনে দাঁড়িয়েও পড়ল।

একটু পরই যখন হঠাৎ ঘুম ভাঙল, শীত অনুভব করল মিসেস ফোর্ট। গায়ে রোদ লাগছে না বুঝতে পেরে আন্দাজ করল মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে সূর্য। তারপর সে চোখ মেলল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠল একজন লোককে তার ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। মেঘের ছায়া নয়, অচেনা আগন্তুকের ছায়া পড়েছে তার গায়ে।

লোকটা তাকিয়ে আছে নিস্পলক দৃষ্টিতে, চোখ দুটো যেন কোন জ্যান্ত মানুষের নয়। তার চেহারাতেও কোন ভাব ফুটে নেই। ঝোড়ো কাকের মত লাগছে দেখতে, যেন দীর্ঘদিন রুগ্ন ছিল। মিসেস ফোর্ট শিউরে উঠল, যেন হঠাৎ হিম বাতাস লেগেছে তার গায়ে। লোকটা ভুলেও একবার অনাবৃত শরীরের দিকে তাকাচ্ছে না, ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল তার কাছে। মনে হলো লোকটা যেন তার ভেতরটা দেখে নিচ্ছে। 'কে আপনি?' জিজ্ঞেস করল সে। 'আপনি মি. ডাফের কাজ করেন?'

কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, লোকটা জবাব দিল না। তারপর যখন কথা বলল, বলার সুরে কোন উত্থান-পতন থাকল না, যেন একটা রোবটের গলা, 'আমার নাম মোপাক ডেলগাডো।' ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল লোকটা।

আট

নিজের ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, ডেল নিকোলাস ও জিমি নক্স কামরার ভেতরে ঢুকতে তাঁদের দিকে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি, মুখে আন্তরিক হাসি। 'আরাম করে বসুন আপনারা, প্লীজ।'

'আমাদেরকে সাক্ষাৎ দান করতে রাজি হয়েছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল,' নিকোলাস বললেন।

'এফবিআই আর কাস্টমসের সঙ্গে আগেও কাজ করেছে নুমা। সবাই আমরা সন্তুষ্ট।' বাক্স থেকে চুরুট বের করলেন অ্যাডমিরাল, তবে ধরালেন না। 'কফি চলবে তো?'

মাথা ঝাঁকালেন নক্স। 'আমার জন্যে ব্ল্যাক, ধন্যবাদ।'

নিকোলাস বললেন, 'আমারটায় চিনি থাকবে না।'

সোফিয়া, প্রাইভেট সেক্রেটারি, কফি পরিবেশন করল। অ্যাডমিরাল জানতে চাইলেন, 'বলুন, আপনাদের জন্যে কি করতে পারি আমি?'

'অ্যাডমিরাল,' নক্স খানিক ইতস্তত করে বললেন, 'আমরা আসলে একটা বিষয়ে তদন্ত করতে এসেছি। ইকুয়েডর সরকার অভিযোগ করেছে তাদের দেশ থেকে মূল্যবান একটা আর্টিফ্যাক্ট চুরি গেছে। আমরা সন্দেহ করছি জিনিসটা বেআইনীভাবে আমাদের দেশে আনা হয়েছে, এবং এই মুহূর্তে সেটা নুমার কারও কাছে আছে।'

এতক্ষণে চুরুটটা ধরালেন অ্যাডমিরাল। ধীরে ধীরে শুরু করলেন তিনি। প্রথমে ইনকা রাজপুত্রদের যুদ্ধ সম্পর্কে বললেন, তারপর ড্রেক কুইপু সম্পর্কে, সবশেষে ব্যাখ্যা করলেন কিভাবে নুমার কম্পিউটরের সাহায্যে ল্যারি কিং কুইপুর অর্থ উদ্ধার করেছে।

'কিন্তু নুমা ট্রেজার হান্টিং শুরু করতে যাচ্ছে, আপনি নিশ্চয়ই এ-কথা বলতে চাইছেন না?' জিজ্ঞেস করলেন নিকোলাস।

'নুমা নয়, রানা এজেন্সি,' জবাব দিলেন অ্যাডমিরাল। 'নুমা ওদেরকে আনঅফিশিয়ালি সাহায্য করছে।'

'কিন্তু ইকুয়েডর সরকার আমাদের সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছে, অ্যাডমিরাল,' বললেন নক্স। 'তাছাড়া, যে-কোন আর্টিফ্যাক্ট বিনা অনুমতিতে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসা গুরুতর অপরাধ…।'

হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল। 'ব্যাখ্যা করতে দিন আমাকে, প্লীজ। ইকুয়েডর সরকারকে দিয়ে প্রতিবাদ করিয়েছি আমরাই। বুদ্ধিটা রানা এজেন্সির ডিরেক্টরের, আমি তাঁকে সমর্থন করেছি। ব্যাপারটা খুলে বলি। ইকুয়েডরের পার্বত্য এলাকায় তুমুল গেরিলা যুদ্ধ চলছে। কর্তৃপক্ষ কুইপুটা খুঁজে বের করার এবং খুঁজে পাবার পর যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসার অনুমতি দিতে পারছিল না, এ-কারণে যে তাহলে গেরিলা ও দেশের লোকজন ভাববে অমূল্য জাতীয় সম্পদ বিক্রি করে দিয়েছে সরকার। তাই কুইপুটা তারা এক বছরের জন্যে নুমা ও রানা এজেন্সিকে ধার দিতে রাজি হয়েছে। আমরা যখন একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওটা ওদেরকে ফিরিয়ে দেব, ওদেরকে সবাই তখন দেশপ্রেমিক হিরো হিসেবে শ্রদ্ধা জানাবে।'

'কিন্তু, স্যার, এ-সব আপনি এফবিআই বা কাস্টমসকে জানাননি কেন?' প্রশ্ন করলেন নিকোলাস।

'প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছি,' জবাব দিলেন অ্যাডমিরাল। 'তিনি যদি হোয়াইট

হাউসের মাধ্যমে আপনাদের এজেন্সিকে জানাতে ব্যর্থ হন, দায়ী করুন হোয়াইট হাউসকে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নক্স বললেন, 'একটা সমস্যার সমাধান পাওয়া গেল। তবে, অ্যাডমিরাল, আপনার সঙ্গে কথা বলার পর বুঝতে পারছি আরেকটা সমস্যা তৈরি হয়েছে।'

নক্সের দিকে তাকালেন নিকোলাস। 'অদ্ভুত কাকতালীয় ব্যাপারই বলতে হবে।'

'কাকতালীয় ব্যাপার?' কৌতূহলী হলেন অ্যাডমিরাল।

'ব্যাপারটা হলো, প্রায় পাঁচশো বছর পর হুয়াসকার ট্রেজার রহস্যের দুটো গুরুত্বপূর্ণ সূত্র মাত্র পাঁচ দিনের ব্যবধানে দুটো আলাদা উৎস থেকে বেরিয়ে এসেছে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল। 'ঠিক বুঝলাম না।'

টিয়াপোলোর গোল্ডেন বডি সুট সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলেন নিকোলাস। সবশেষে ডাফ ইন্টারন্যাশনাল সম্পর্কে তাঁদের অভিযোগ সম্পর্কেও সংক্ষেপে বললেন।

'তার মানে কি আপনি বলতে চাইছেন যে ঠিক এই মুহূর্তে আরও একটা টিম হুয়াসকারের ট্রেজার খুঁজছে?' অ্যাডমিরাল হতভম্ব।

মাথা ঝাঁকালেন নক্স। 'টিম না বলে বলা উচিত একটা ইন্টারন্যাশনাল সিণ্ডিকেট। চুরি করা শিল্পকর্ম, আর্টিফ্যাক্ট বেচা-কেনা, নকল করা, পাচার করাই তাদের ব্যবসা। বছরে কয়েকশো মিলিয়ন ডলার রোজগার করে, এক পয়সাও ট্যাক্স না দিয়ে।'

নিকোলাস বললেন, 'শুধু উনিশশো নব্বুইয়ের এপ্রিল মাসেই বোস্টনের গার্ডনার মিউজিয়াম থেকে দু'শো মিলিয়ন ডলার দামের মাস্টারপীস চুরি গেছে।'

'আমরা আসলে বিলিয়ন ডলার লেনদেন হচ্ছে এমন একটা বেআইনী ইণ্ডাস্ট্রির বিরুদ্ধে লড়ছি, অ্যাডমিরাল।'

'এত টাকা দিয়ে বেআইনী জিনিস কেনে কারা?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'চাহিদার চেয়ে সরবরাহ অনেক কম, অ্যাডমিরাল। চুরি বা লুঠের জন্যে দায়ী আসলে ধনী সংগ্রাহকরা, কারণ বাজারে তাঁরাই চাহিদার সৃষ্টি করেন। আণ্ডারগ্রাউণ্ড ডিলারের কাছ থেকে এ-সব জিনিস কেনার জন্যে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তাঁরা। ক্রেতার তালিকায় রয়েছেন রাষ্ট্রপ্রধান, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, সফল চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব, ধনী ব্যবসায়ী, ড্রাগ ডিলার।'

'রেকর্ড করা হয়নি এরকম আর্টিফ্যাক্ট চুরি গেলে কারও বোধহয় কিছু করার থাকে না,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'কিন্তু পরিচিত পেইন্টিং বা ভাস্কর্য নিশ্চয়ই উদ্ধার করা সম্ভব হয়?'

'মাঝে মধ্যে ভাগ্য সহায়তা করে, ওগুলো আমরা উদ্ধার করতে পারি, কিন্তু বেশিরভাগই চিরকালের জন্যে হারিয়ে যায়,' বললেন নক্স।

নিকোলাস বললেন, 'রানা এজেন্সি হুয়াসকারের গুপ্তধন খুঁজছে, নুমা

আনঅফিশিয়ালি হলেও ওদেরকে সাহায্য করছে। অ্যাডমিরাল, এই ব্যাপারটা থেকে আমরা একটা সুবিধে পেতে ইচ্ছুক।'

'কি রকম?' সাবধানে জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

'দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ক্রিমিনাল পরিবার বলতে আমরা ডাফদেরকে বুঝি। আর্টিফ্যাক্ট আর হট আর্ট চুরির ব্যবসা করে কয়েক হাজার মিলিয়ন ডলার কামিয়েছে ওরা। আমরা ওদেরকে এই সুযোগে ফাঁদে ফেলে ধরতে চাই।'

'আমি শুনছি,' বললেন অ্যাডমিরাল।

'হুয়াসকারের গুপ্তধন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী বানিয়ে দিতে পারে একজন মানুষ বা একটা পরিবারকে,' চাপা গলায় বললেন নিকোলাস। 'এটা পারার জন্যে পাগলা কুকুর হয়ে যাবে ডাফরা, অনেক ভুল-ভাল করে বসবে। গুপ্তধন যদি পেয়ে যায় ওরা, আড়াল থেকে আমরা দেখার সুযোগ পাব কিভাবে আর্টিফ্যাক্ট পাচার করে, কোথায় লুকিয়ে রাখে—অর্থাৎ তাদের বেআইনী ব্যবসার খুঁটিনাটি সব তথ্য আমাদের জানা হয়ে যাবে...।'

'এবং ওদেরকে হাতেনাতে ধরা সম্ভব হবে?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসলেন নক্স।

অস্বস্তি বোধ করছেন অ্যাডমিরাল। 'আপনাদের বক্তব্য পরিষ্কার হওয়া দরকার। আপনারা কি চাইছেন হুয়াসকারের গুপ্তধন খুঁজতে নিষেধ করি আমরা রানা এজেন্সিকে?'

'জ্বী, স্যার,' বললেন নিকোলাস। 'ঠিক সেটাই চাইছি আমরা।'

'আমরা জানি,' নক্স বললেন, 'রানা এজেন্সির ডিরেক্টর মি. মাসুদ রানা নুমার অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টরও বটেন, আপনি নিষেধ করলে আপনার কথা তিনি শুনবেন।'

মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল। 'শুনবে কিনা জানি না, তবে জানি যে এ-ধরনের অনুরোধ করা অন্যায় ও অভদ্রতা। পেরু সরকারের সঙ্গে রানা এজেন্সির একটা চুক্তি হয়েছে, নুমা সেখানে কোন পক্ষ নয়। তাছাড়া, আমরা রানা এজেন্সিকে সাহায্য করব বলে কথাও দিয়েছি। ঐ পরিস্থিতিতে ওদেরকে নিষেধ করার প্রশ্নই ওঠে না।'

'তাহলে...,' শুরু করলেন নক্স।

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে অ্যাডমিরাল বললেন, 'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। শুনুন। গুপ্তধন খুঁজে বের করা সহজ কাজ নয়, সম্ভাবনার হার হলো দশ লাখ ভাগের এক ভাগ। সূত্র পাবার জন্যে আপনারা এমন লোককে জেরা করতে পারেন না যে পনেরোশো শতাব্দীতে মারা গেছে। রানা এজেন্সির কুইপু আর আপনাদের গোল্ডেন মমিতে শুধু কর্টেজ সাগরে এক রহস্যময় দ্বীপের কথা অস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। এ এমন একটা ক্লু, একশো ষাট হাজার বর্গ কিলোমিটারে ছড়িয়ে থাকা খড়ের মধ্যে থেকে একটা সুঁইকে খুঁজে বের করতে বলছে। আমি ধরে নিচ্ছি এ-ধরনের তল্লাশির খেলায় ডাফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যামেচার। কাজেই হুয়াসকারের গুপ্তধন খুঁজে পাবার সম্ভাবনা তাদের খুবই কম।'

'আপনি বলতে চাইছেন, রানা এজেন্সির সম্ভাবনা বেশি?'

'এ-ধরনের কাজে মাসুদ রানার অভিজ্ঞতা আছে, তার সাফল্যের রেকর্ডও খুব ভাল।'

'তাহলে, অ্যাডমিরাল, আমাদের অনুরোধ আপনি রক্ষা করতে পারছেন না?' শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলেন নিকোলাস।

'ডাফ ইন্টারন্যাশনাল যেমন গুপ্তধন খুঁজছে, রানা এজেন্সিও তেমনি খুঁজবে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'আমরা বরং এখন থেকে রানা এজেন্সিকে আরও বেশি মাত্রায় সাহায্য করব। ডাফ পরিবার জানবেই না যে তাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে নুমার লোকজন বা এয়ারক্রাফট ব্যবহার করবে রানা এজেন্সি, ফলে ডাফ ক্রিমিনালরা দেখলেও কিছু সন্দেহ করতে পারবে না। প্রথমে ওরাই যদি গুপ্তধন পেয়ে যায়, আমি অনুরোধ করব রানা এজেন্সি যাতে সরে আসে। তারপর আমাদের কাস্টমস ও এফবিআই যা করার করবে। শুধু একটা কথা, ডাফদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হুয়াসকারের গুপ্তধন রানা এজেন্সির হাতে তুলে দিতে হবে। ঠিক আছে?'

'আর যদি রানা এজেন্সি গুপ্তধন পেয়ে যায়?'

'সেক্ষেত্রেও চিনি ছড়িয়ে পিঁপড়ে ডাকার ব্যবস্থা করা হবে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ডাফ পরিবারকে ভাবার সুযোগ দেয়া হবে তারাই হুয়াসকারের গুপ্তধন আবিষ্কার করেছে। তারপর যা করার করবেন আপনারা। তবে আসল কথাটা মনে রাখবেন, গুপ্তধন যদি পাওয়া যায়, তা সে যারাই আবিষ্কার করুক, তিন ভাগে ভাগ হবে–যে দেশের সম্পদ, যে দেশে পাওয়া যাবে, আর রানা এজেন্সি–অর্থাৎ বাংলাদেশ।'

নিকোলাস আর নক্স পরস্পরের দিকে তাকালেন। তারপর অ্যাডমিরালের দিকে ফিরে একযোগে মাথা ঝাঁকালেন দু'জনেই।

আরিজোনা ছাড়িয়ে এসে আরও পঞ্চাশ মাইল গাড়ি হাঁকাল রানা, কলোরাডো নদী পেরিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় ঢুকল, তারপর বাম দিকে বাঁক ঘুরে উঠে পড়ল ইন্টারস্টেট হাইওয়ে এইট-এ, সোজা চলে গেছে মেক্সিক্যালি-র দিকে।

'সীমান্ত আর কতদূরে?' জিজ্ঞেস করল লরেলি।

'মেক্সিকো এখান থেকে বিয়াল্লিশ কিলোমিটার,' বলল রানা। 'ওখান থেকে সান ফিলিপি একশো ষাট কিলোমিটার। ডকে যেখানে মি. রেড- ক্লিফকে নিয়ে শামিম অপেক্ষা করছে ওখানে আমরা ডিনারের সময় পৌঁছুব।'

'ফ্রিজ কিন্তু খালি, পানি ছাড়া কিছু নেই,' বলল লরেলি, 'অথচ আমার খিদে পেয়েছে।' গাড়িটা তারই।

স্টিয়ারিং হুইল থেকে একটা হাত তুলে লরেলির হাঁটুর ওপর রাখল রানা, চাপ দিল মৃদু। 'সেক্ষেত্রে প্যাসেঞ্জারকে হাসি-খুশি রাখতে হবে আমার, খিদের কথা যেন ভুলে থাকে।'

'কেন, এদিকে কোথাও কিছু পাওয়া যাবে না?' হতাশ গলায় জিজ্ঞেস করল লরেলি। 'তাহলে সামনের ওই ট্রাকটা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে কেন?'

জানালা দিয়ে মাথা বের করে তাকাতে 'খাঁ-খাঁ মরুভূমির মাঝখানে, রাস্তার

ধারে, একটা সাইনবোর্ড দেখতে পেল রানা, কাত হয়ে থাকা একটা খুঁটির মাথায়। তাতে লেখা–হাইফাই কাফে, দু'মিনিটের রাস্তা। রাস্তার ধারেই কাফেটা, সঙ্গেই গ্যাস স্টেশন। একটা মাত্র ট্রাক দেখা গেল, লোকজন তেমন চোখে পড়ল না। বাতিল একজোড়া রেলগাড়ির বগি জোড়া লাগিয়ে কাফে বানানো হয়েছে, ভেতরে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাল ওরা। কাউন্টারের পিছন থেকে মাথা তুলল এক বৃদ্ধ, এক গাল হেসে বলল, 'ওয়েলকাম, ওয়েলকাম। বলুন কি দরকার আপনাদের।'

'স্যাণ্ডউইচ আর বিয়ার,' বলল লরেলি।

'এই কাফে আর গ্যাস স্টেশনের মালিক কি আপনিই?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কাউন্টারে বিয়ার আর স্যাণ্ডউইচ রেখে বৃদ্ধ জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, আমিই। আগের মালিকের কাছ থেকে কিনে নিয়েছি।'

বিয়ারে চুমুক দিয়ে রানা বলল, 'ভাবছি এদিকে রেলগাড়ির বগি এল কিভাবে? এদিকে কি কোন কালে রেললাইন ছিল?'

হেসে উঠে বৃদ্ধ বললেন, 'আমরা আসলে পুরনো একটা মেইন লাইনের ওপর বসে আছি। ইয়ামা আর এল সেন্ট্রো-র মাঝখানে চলাচল করত। ভাল ব্যবসা না হওয়ায় উনিশশো সাতচল্লিশে বাতিল করা হয় লাইনটা। সাউদার্ন প্যাসিফিকের এক এঞ্জিনিয়ার এই বগি দুটো কিনে নিয়ে আসে এখানে। স্ত্রীকে নিয়ে রেস্তোরাঁ আর গ্যাস স্টেশন চালাত সে। মেইন ইন্টারস্টেট রোড এখান থেকে অনেক দূরে তো, তাই খুব একটা লোকজন দেখা যায় না এদিকে।'

'এদিকে তো শুধু বালিয়াড়ি দেখতে পাচ্ছি, মাইলের পর মাইল,' বলল রানা। 'আপনি একা থাকেন কিভাবে, একঘেয়ে লাগে না?'

'শুধু বালিয়াড়ি বলবেন না,' জবাব দিলেন বৃদ্ধ, 'ওগুলোর ভেতর প্রচুর হাড় পাবেন আপনি। ইয়ামা থেকে বোরিগো স্প্রিং চারশো কিলোমিটার, গরমের দিনে এই দূরত্ব পেরোতে গিয়ে পাইওনিয়ার আর মাইনাররা অনেকে মারা পড়েছে।'

'তারমানে কলোরাডো নদী পেরুবার পর আর কোথাও পানি নেই?' জানতে চাইল লরেলি।

'নেই, যতক্ষণ না আপনি বোরিগো স্প্রিঙে পৌঁছুবেন। লোকগুলো মারা যাবার পর হয়তো জানতে পেরেছে যে পানি থেকে মাত্র পাঁচ মিটার দূরে পড়ে রয়েছে তাদের লাশ।'

হতভম্ব দেখাল লরেলিকে। 'কি যেন ধরতে পারিনি আমি।'

'সারফেসে কোন পানি নেই,' ব্যাখ্যা করলেন বৃদ্ধ। 'কিন্তু বালির নিচে গোটা একটা নদী রয়েছে, সেই নদী কোথাও কোথাও কলোরাডোর মতই চওড়া আর গভীর।'

কৌতূহল হলো রানার। 'মরুভূমির নিচে প্রচুর পানি আছে এমন তো কখনও শুনিনি।'

'দুটো বাস্তব উদাহরণ দিতে পারি। একটা নেভাডা থেকে দক্ষিণে গেছে, মোজ্যাভ ডেজার্টের তলা দিয়ে, পশ্চিমে ঘুরে মিলিত হয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেসের নিচে প্যাসিফিকে। দ্বিতীয়টা ক্যালিফোর্নিয়ার ইমপেরিয়াল ভ্যালির নিচে দিয়ে

পশ্চিমে এগিয়েছে, তারপর দক্ষিণ দিকে ঘুরে পড়েছে কর্টেজ সাগরে।'

'কি প্রমাণ নদীগুলোর অস্তিত্ব আছে?' জানতে চাইল লরেলি। 'কেউ কোনদিন দেখেছে?'

'প্রথমটা একজন এঞ্জিনিয়ার দেখেছেন, তেল খুঁজতে গিয়ে,' বললেন বৃদ্ধ। 'আর দ্বিতীয়টা সম্পর্কে পুরনো একটা গল্প প্রচলিত আছে। একজন প্রসপেক্টর-এর গল্প। সে একটা সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করে, সুড়ঙ্গটা এমন একটা গভীর গুহায় গিয়ে মিশেছে যার ভেতর দিয়ে একটা নদী বইছে।'

কুইপুর অনুবাদে কি বলা হয়েছে ঝট করে মনে পড়ে গেল রানার, টান পড়ল পেশীতে। 'এই আণ্ডারগ্রাউণ্ড নদীর কোন বর্ণনা দেয়নি সে?'

গল্প করার লোক পেয়ে ভারি খুশি বৃদ্ধ। 'তার নাম লেফ হান্ট। তার গল্প হলো, উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে ক্যাসল ডোম মাউন্টেনে সে একটা সুড়ঙ্গ খুঁজে পায়। জায়গাটা এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়, উত্তর-পুব দিকে। সুড়ঙ্গটার মুখ থেকে কয়েকটা গুহার ভেতর দিয়ে মাটির দুই কিলোমিটার গভীরে নেমে যায় সে, দেখতে পায় একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড নদী বিশাল এক খাদের নিচে দিয়ে সবেগে বয়ে যাচ্ছে। হান্ট দাবি করে এখানেই সে সোনা ভর্তি বালির সন্ধান পায়।'

'এ নিয়ে একটা ছবি হয়েছে, ছবিটা আমি দেখেছি,' মন্তব্য করল লরেলি।

'গিরিখাদ থেকে নিয়ে আসা হান্টের বালি পরীক্ষা করে সরকারী অফিসের লোকজন বলল, এই বালি প্রতি টন তিন হাজার ডলারে বিক্রি করা যাবে। সে-সময় সোনার আউন্স ছিল মাত্র বিশ ডলার পঁয়ষট্টি সেন্ট।'

'আণ্ডারগ্রাউণ্ড গিরিখাতে বা নদীতে পরে আর ফিরে যায়নি-হান্ট?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'যায়নি মানে! কিন্তু এবার সে একা নয়, সোনার লোভে চারদিক থেকে ছুটে আসে হাজার হাজার লোক। রেগে গিয়ে সুড়ঙ্গটা ডিনামাইট ফাটিয়ে বন্ধ করে দেয় সে, মুখ থেকে একশো মিটার ভেতরে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় পাহাড়টার অর্ধেক ধসে পড়ে। হান্ট বা তার পিছু নেয়া লোকজন পরে আর পাথর সরিয়ে সুড়ঙ্গটা খুঁজে বের করতে পারেনি।'

'মাইনিং টেকনোলজির অনেক উন্নতি হয়েছে,' বলল রানা। সুড়ঙ্গটা আবার খুঁজে বের করা কঠিন কোন কাজ নয়।'

'তা নয়, তবে খরচ হবে দুই মিলিয়ন ডলার,' বললেন বৃদ্ধ। 'হান্টের গল্প মিথ্যেও হতে পারে, কাজেই ঝুঁকি নিতে রাজি নয় কেউ।' একটু থেমে বৃদ্ধ আবার বললেন, 'আবার একথাও শোনা যায় যে পরে হান্ট সুড়ঙ্গে ঢোকার আরেকটা পথ খুঁজে পেয়েছিল, কিন্তু বেরিয়ে আসতে না পেরে সেখানেই মারা যায়।'

'আপনি দেখা যাচ্ছে বিশ্বাস করেন হান্টের নদী কর্টেজ সাগরে গিয়ে মিশেছে, কি করে বুঝলেন ক্যালিফোর্নিয়া ছাড়িয়ে প্যাসিফিকে পড়েনি?'

'সুড়ঙ্গের ভেতর ব্যাকপ্যাক আর ক্যানটিন হারিয়ে ফেলে হান্ট। ছ'মাস পরে সেগুলো গালফের সৈকতে ভাসতে দেখা গেছে। ওগুলোয় হ্যান্টের নাম লেখা ছিল। তাছাড়া, কিছু লাশও পাওয়া গেছে...।'

'লাশ?'

'লেক কোকোপা-য় নিখোঁজ জেলেটার কথাই ধরুন,' চাপা গলায় বললেন বৃদ্ধ, যেন ভয় পাচ্ছেন কেউ তাঁর কথা শুনে ফেলবে। 'কিংবা ধরুন সেটান সিঙ্ক-এ যে-দু'জন ডাইভার অদৃশ্য হয়ে গেল তাদের কথা। তাদের লাশের যে-টুকু অবশিষ্ট ছিল গালফে ভাসতে দেখা গেছে। এ-সব যে সত্যি, শেরিফ'স ডিপার্টমেন্টে খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন।'

'সিঙ্ক আর লেকটা কোথায়?' প্রশ্ন করল রানা।

'লেক কোকোপা, যেখানে জেলে নিখোঁজ হয়, ইয়ামার দক্ষিণ-পুবে। সেটান সিঙ্ক মেক্সিকোয়, সিয়েরা এল মেয়র মাউন্টেনের গোড়ায়। আপনি হান্টের পাহাড় থেকে শুরু করে, লেক কোকোপার ভেতর দিয়ে, তারপর সেটান সিঙ্ক ছুঁয়ে সোজা কর্টেজ সাগর পর্যন্ত একটা রেখা টানতে পারবেন।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'বলতে পারবেন ঠিক কোথায় হান্টের জিনিস-পত্র আর লাশগুলো পাওয়া গিয়েছিল?'

'ম্যাচারো পয়েন্টে, পশ্চিম তীরে। সান ফিলিপি থেকে দুই কি তিন কিলোমিটার ওপরে।'

রানার দিকে তাকাল লরেলি। 'আমাদের গন্তব্য।'

আবার গাড়ি ছেড়ে দিয়ে লরেলিকে বলল রানা, 'একবার মনে হলো গপ্পোবাজ বুড়ো বোধহয় আমাকে ট্রেজার সাইটের হদিশ বলে দিচ্ছে।'

'ল্যারি কিঙের অনুবাদে তো দ্বীপের নিচে এক নদীর কথা বলা হয়েছেই,' জবাব দিল লরেলি।

'তবু জিওলজিকালি সম্ভব বলে মনে হয় না।'

ঠোঁটে নতুন করে লিপস্টিক লাগাবার জন্যে রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকাল লরেলি। 'নদীটা যদি অনেক নিচে থাকে, হয়তো গালফের তলা দিয়ে চলে গেছে।'

'হতে পারে, কিন্তু কয়েক কিলোমিটার কঠিন পাথর ড্রিল না করে জানার কোন উপায় নেই।'

'ব্যাপক খোঁড়াখুঁড়ি না করে ট্রেজার পাবার সত্যি কোন আশা আছে কি?'

ওরা যখন সান ফিলিপিতে পৌঁছুল, গাড়ি চালাচ্ছে লরেলি, পিছনের সীটে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে রানা। শহরের ভেতর দিয়ে সাবধানে এগোল লরেলি, দক্ষিণে বাঁক নিয়ে ব্রেকওয়াটার-এনক্লোজড হারবারে চলে এলো। আশা করেছিল ঘুমন্ত একটা জেলেদের গ্রাম দেখতে পাবে, তার বদলে অসংখ্য হোটেল-রেস্তোরাঁ চোখে পড়ল। পর্যটন ব্যবসা ভালই চলে এখানে।

মান্ধাতা আমলের ফেরিবোটের পাশে গাড়ি থামাল সে। সীটের ওপর ঘুরে বসে হাত দিল রানার গায়ে। 'উঠে পড়ো, রানা।'

সীটের ওপর বসল রানা, চোখ মিটমিট করে জানালা দিয়ে ফেরিবোটটার দিকে তাকাল। 'টোয়াইলাইট জোনে ছিটকে পড়লাম, নাকি টাইম মেশিনে চড়ে অতীতে ফিরে এসেছি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'কোনটাই না। সান ফিলিপির হারবারে রয়েছ, আর তাকিয়ে আছ তোমার

বাড়ির দিকে, আগামী দু'হপ্তা যেখানে থাকবে তুমি।'

'মাই গড! এই আমাদের ফেরিবোট? এটা তো যতটুকু ভেসে আছে তারচেয়ে বেশি ডুবে আছে, লরেলি!'

'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে বাতিল জিনিস।'

ওদেরকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল শামিম আর রেডক্লিফ, গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক ধরে ডকে নেমে এলো। ওরা দু'জনও গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

'কেমন হলো জার্নিটা?'

'রানার নাক ডাকার ব্যাপারটা বাদ দিলে চমৎকার,' বলল লরেলি।

তার দিকে বেজার মুখে তাকাল রানা। 'মিথ্যে কথা, ঘুমের মধ্যে আমার নাক ডাকে না।'

ঠোঁট টিপে আকাশের দিকে তাকাল লরেলি। 'বারবার গুঁতো মারায় আমার কনুইয়ের চামড়া উঠে গেছে।'

'ফেরিবোট দেখে কি মনে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল শামিম। 'উনিশশো তেইশ সালে তৈরি, এটার পর সম্ভবত আর কোন স্টীমবোট তৈরি করা হয়নি।'

চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে বোটটার দিকে ভাল করে তাকাল রানা। আকারে বিরাট, দু'শো ত্রিশ ফুট। এক সময় পাঁচশো প্যাসেঞ্জার ছাড়াও বহন করত ষাটটা গাড়ি। লম্বা কালো খোলের ওপর দু'তলা সাদা সুপারস্ট্রাকচার, আপার ডেকে রয়েছে চিমনি আর দুটো পাইলটহাউস—দুটো দুই প্রান্তে। বেশিরভাগ ফেরির মতই এটারও সামনে বা পিছন থেকে কার্গো তোলা বা খালাস করা যায়। সুপারস্ট্রাকচারের মাঝখানে রঙ দিয়ে লেখা হয়েছে নামটা—প্ল্যাটফর্ম। 'এই বাতিল জিনিস কোত্থেকে আপনি যোগাড় করলেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তাড়াহুড়োর মধ্যে এরচেয়ে ভাল কিছু যোগাড় করা যায়নি,' বললেন রেডক্লিফ। 'হেলিকপ্টার ল্যাণ্ড করতে পারবে, এতেই আমি খুশি। অ্যাডমিরালও খুশি, সস্তায় ম্যানেজ করা গেছে বলে। প্রথমে কয়লায় চলত, পরে তেলে চালাবার ব্যবস্থা করা হয়। এঞ্জিনের অবস্থা ভালই আছে। ঘণ্টায় বিশ মাইল যায়।'

'বিশ নট?' জিজ্ঞেস করল লরেলি।

'ফেরিবোটের স্পীড মাইলে হিসাব করা হয়,' বললেন রেডক্লিফ।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'আর ক্রু?'

'একজন এঞ্জিনিয়ার, একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট, দু'জন ডেকহ্যাণ্ড।' হঠাৎ হাসলেন রেডক্লিফ। 'আমি হেলমে থাকব, আপনি মি. শামিমকে নিয়ে ফ্লাইং মেশিনে চড়ে গালফে ঘুরে বেড়াবেন।'

'হেলিকপ্টার… কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন ওটাকে?'

'অটো ডেকের ভেতর।'

শামিমের দিকে ফিরল রানা। 'সার্চ প্যাটার্ন ঠিক করেছ?'

মাথা নাড়ল শামিম। 'ফুয়েল রেঞ্জ আর ফ্লাইট টাইম হিসাব করে বের করেছি, সার্চ প্যাটার্ন ঠিক করবে তুমি।'

'তিন দিনের মধ্যে কাজটা শেষ করা যাবে?'

'ভুলে যাবার আগে বলে ফেলি।' রানার দিকে তাকালেন রেডক্লিফ। 'সকালে

অ্যাডমিরাল আপনাকে যোগাযোগ করতে বলেছেন। ইতিমধ্যে কেনেডি সেন্টারে পৌঁছে গেছেন তিনি।'

'মাফ করবেন,' বলল লরেলি। 'আমি দু'একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

চুপ করে গেল সবাই। রানা বলল, 'কার এত সাহস কংগ্রেস সদস্যাকে কথা বলতে না দেয়!'

'প্রথম প্রশ্ন, আমার ক্যাডিলাকের দাম এক লাখ ডলার, ওখানে ফেলে রাখলে যদি চুরি হয়ে যায়?'

জবাব দিলেন রেডক্লিফ, 'মি. রানা আপনাকে বলেননি? আপনার গাড়ি আর আমাদের ট্রেইলর ফেরিতে তোলা হবে।'

'বোটে বাথ ও শাওয়ার আছে কি?'

'ওপরের প্যাসেঞ্জার ডেকে লেডিস রেস্টরুম আছে চারটে, শাওয়ার আছে ক্রুদের কোয়ার্টারে।'

'যাক, লাইন দিতে হবে না।'

'তোমার শেষ প্রশ্ন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার খিদে পেয়েছে,' বলল লরেলি, 'আমরা খাব কখন?'

বাজা-র আকাশে কোথাও এতটুকু মেঘ নেই। দুনিয়ার এই এলাকায় সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয়, গরমের দিনে ঝড় বা জোরালো বাতাস কখনোই দেখা যায় না।

পাইলট হাউসে রয়েছেন রেডক্লিফ, হুইলের দায়িত্বে। একটা লাউঞ্জ চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে লরেলি, পরনে বিকিনি। হারবার থেকে রওনা হয়ে দক্ষিণে ঘুরে গেল ওদের ফেরিবোট।

হেলিকপ্টারটা পরীক্ষা করে ট্যাংকে তেল ভরছে শামিম, ওদিকে স্যাটেলাইট ফোনে ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে কথা বলছে রানা। এক ঘণ্টা পর, ফেরিবোট পয়েন্ট এস্ট্রেলা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, ফোন রেখে দিয়ে ফ্লাইট প্যাডে নেমে এল ও। ফ্লাইট প্যাডটা তৈরি করা হয়েছে ফেরির সামনের ডেকে। নুমার নীল কপ্টারে চড়ে সীট বেল্ট বাঁধল, সঙ্গে সঙ্গে বাহনটাকে আকাশে তুলে ফেলল শামিম। তীর বরাবর সমান্তরাল রেখা ধরে কোর্স সেট করল সে।

'এতক্ষণ ধরে মি. হ্যামিলটনের সঙ্গে কি কথা বললে তুমি?' জিজ্ঞেস করল শামিম। ইতিমধ্যে কপ্টারটাকে আড়াই হাজার ফুট, অর্থাৎ আটশো মিটারে তুলে এনেছে সে। 'কিং নতুন কোন ক্লু পেয়েছে নাকি?'

কো-পাইলটের সীটে বসে নেভিগেটরের দায়িত্ব পালন করছে রানা। 'না, কিং কোন চমক দিতে পারেনি। তবে নতুন একটা কথা বলেছে বটে। তার বিশ্বাস, যে সুড়ঙ্গ ধরে ট্রেজারের গুহায় যেতে হবে সেটার মাথায় একটা পিশাচ বসে আছে–মানে একটা মূর্তি আর কি।'

'কিন্তু রহস্যময় নদীর কথা কিছু বলেনি?'

'এ-ব্যাপারে এখনও সে অন্ধকারে।'

'মি. হ্যামিলটন কি বললেন?'

'এফবিআই আর কাস্টমস তাঁকে জানিয়েছে, আমরা শুধু একা নই, একটা গ্যাং-ও হুয়াসকারের ট্রেজার খুঁজছে। এই গ্যাংটা অনেক দিন থেকে পুরনো আর্ট ও আর্টিফ্যাক্ট চুরি করে কালো বাজারে বিক্রি করছে।'

'বলো কি! আমাদের তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বী আছে?'

'গ্যাং মানে একটা পরিবার। সারা দুনিয়া জুড়ে চোরাই মালের ব্যবসা করছে তারা।'

'একটা পরিবার?'

'ডাফ ইন্টারন্যাশনাল,' বলল রানা। 'অ্যাডমিরাল জানালেন, টমাস ডাফ বেআইনী ব্যবসা থেকে আয় করে বছরে আশি মিলিয়ন ডলার।'

'হুয়াসকারের ট্রেজার খুঁজছে, ভাল কথা। কতদূর এগিয়েছে ওরা? ওদের হাতে কোন সূত্র আছে কি?'

'এফবিআই আর কাস্টমসের ধারণা ওদের হাতে আমাদের চেয়ে ভাল ক্লু আছে।'

'তা কি করে হয়! ড্রেকের কুইপু তো একটাই, তাই না? সেটা আমাদের হাতে। কাজেই আমরাই প্রথমে ট্রেজার খুঁজে পাব।'

'পেলেও, ওদের হাতে সব তুলে দিতে হবে।'

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল শামিম। 'হেঁয়ালি কোরো না তো। বুঝিয়ে বলো।'

'যদি আমরা আগে পাই, এলাকা ছেড়ে সরে আসতে হবে আমাদেরকে, ওরা যাতে দখল করতে পারে ট্রেজার।'

'দিয়ে দিতে হবে?' শামিম হতভম্ব। 'কি বলছ? কেন?'

'কেন আবার, অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে হচ্ছে,' তিক্তস্বরে বলল রানা।

'কিন্তু এরকম একটা উদ্ভট অনুরোধ করা হবে কেন?'

'এফবিআই আর কাস্টমস যাতে অনুসরণ করে ওদেরকে ওদের আস্তানায় ধরতে পারে,' বলল রানা। 'তা ধরতে পারলে ওদের বিরুদ্ধে গুরুতর অনেকগুলো কেস প্রমাণ করা সহজ হয়ে যাবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর শামিম জিজ্ঞেস করল, 'তুমি রাজি হলে কেন?'

'হতে হলো। নুমা আমাদেরকে অনেক কাজে সাহায্য করে, আমাদেরকেও করতে হয়। ভেবে দেখলাম, হারাবার কিছু নেই। সবই তো আবার ফিরে পাব,' কথা শেষ করে সূর্যের দিকে হাত তুলল রানা। 'ওয়ান-ওয়ান-ও ডিগ্রীতে কোর্স সেট করো।'

কোর্স অ্যাডজাস্ট করল শামিম। 'প্রথম দফায় তুমি গালফের ওদিকটা চেক করতে চাইছ?'

'আমরা যা খুঁজছি তার সঙ্গে মাত্র চারটে দ্বীপের বৈশিষ্ট্য মেলে। আমরা একটা গ্রিড তৈরি করেছি ঠিকই, তবে আমি ওটার আউটার পেরিমিটার থেকে সার্চ শুরু করতে চাই। পিছু হটে বেশি সম্ভাবনাময় টার্গেটের দিকে আসব।'

'পাগল না হলে যে-কোন মানুষ মাঝখান থেকে শুরু করত,' নিঃশব্দে হাসছে শামিম।

‘কেন, তুমি জানো না?’ জবাব দিল রানা। ‘মজা লোটে তো পাগলরাই।’

নয়

চারদিন হন্যে হয়ে খুঁজেও কোন লাভ হলো না। মাইকেল ফোম হতাশ, মারফি হুক গুম মেরে গেছে, আইজ্যাক ফোর্ট হতভম্ব হয়ে পড়েছে। জিওলজিকাল কাঠামোর সঙ্গে মেলে, কর্টেজ সাগরের এমন প্রতিটি দ্বীপের ওপর দিয়ে উড়ে গেছে তারা। বেশ কয়েকটারই চূড়া দেখে মনে হয়েছে মানুষের হাতে খোদাই করা পাথর আছে ওখানে। কিন্তু আরও নিচু দিয়ে উড়ে যাবার সময় বা ঢাল বেয়ে ওঠার পর দেখা গেছে পাথরের যে আকৃতিকে ভাস্কর্য বা পিশাচ মূর্তি বলে মনে হয়েছিল তা স্রেফ ওদের কল্পনা ছিল।

নিজের শিক্ষা ও জ্ঞানের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে ফোর্ট। বিফল হবার পর দিশেহারা বোধ করছে সে। পাথুরে মূর্তিটা থাকার কথা ইনল্যাণ্ড সী-র একটা দ্বীপে। গোল্ডেন মমি সুটের পিকটোগ্রাফে স্পষ্ট সে-কথাই বলা আছে। তার অনুবাদেও কোন ভুল নেই। নিজের ওপর যার এত বিশ্বাস, ব্যর্থতা তাকে তো হতভম্ব করবেই।

হুকের অকস্মাৎ নীরবতা লক্ষ করেও চিন্তায় পড়ে গেছে প্রফেসর ফোর্ট। সে ভাবছে, বেজন্মাটা শত্রুতা বা রাগ কিছুই দেখাচ্ছে না। কেন, কারণটা কি?

হুক চুপচাপ বটে, তবে সারাক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করছে সব কিছু। তার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই ভয়ে শিরশির করে উঠছে ফোর্টের গা।

ফোর্টের দিশেহারা বোধ করার কারণ ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। হুককে সে যদি একজন খুনী হিসেবে চিনে ফেলে থাকে, ধরে নেয়া যেতে পারে হুকও তাঁর ভেতর একজন খুনীর অস্তিত্ব আবিষ্কার করে ফেলেছে।

তবে একটা ব্যাপারে সন্তুষ্টবোধ করার কারণ আছে প্রফেসর ফোর্টের। হুক সর্বজ্ঞ নয়। তার জানার কথা নয়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছাড়া দুনিয়ার কোন জীবিত মানুষের পক্ষেই জানা সম্ভব নয় যে প্রফেসর আইজ্যাক ফোর্ট, শ্রদ্ধেয় নৃবিজ্ঞানী, এবং তার স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া নৃবিজ্ঞানী সেলিনা ফোর্ট বেশ কয়েক বছর ধরে বিদেশী টেরোরিস্ট লীডারদের খুন করার দায়িত্ব পালন করে আসছে। অ্যাকাডেমিক পরিচয়-পত্র থাকায় আর্কিওলজিকাল প্রজেক্টের কনসালট্যান্ট হিসেবে বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাদের জন্যে খুব সহজ। আশ্চর্য হলেও সত্যি, তাদের তৎপরতা সম্পর্কে সিআইএ কিছুই জানে না। তারা অ্যাসাইনমেন্ট পায় ফরেন অ্যাকটিভিটিজ কাউন্সিল নামে প্রায় অপরিচিত একটা এজেন্সির কাছ থেকে। এজেন্সির অফিস হোয়াইট হাউসের নিচে ছোট্ট একটা বেসমেন্ট রূমে।

সীটে নড়েচড়ে বসল ফোর্ট, গালফের একটা চার্ট দেখছে। এক সময় বলল, ‘কোথাও কিছু একটা ভুল আছে।’

ঘড়ি দেখল ফোম। ‘পাঁচটা। দিনের আলো থাকতে ল্যাণ্ড করতে চাই। আজকের মত শেষ করা যাক।’

সামনের দিগন্তে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হুক। অদ্ভুতই বলতে হবে, শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাকে। সে কোন মন্তব্য করল না।

'জিনিসটা এখানেই কোথাও থাকার কথা,' বলল ফোর্ট, চার্টে ক্রস চিহ্ন দেয়া দ্বীপগুলোর ওপর চোখ বুলাচ্ছে।

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ওটাকে আমরা পাশ কাটিয়ে উড়ে এসেছি,' বলল ফোম।

ফোর্টকে এখন যেহেতু অন্য এক দৃষ্টিতে দেখছে হুক, তার প্রতি খানিকটা শ্রদ্ধাবোধও জাগছে মনে, সম পেশার লোকেদের মধ্যে এ-ধরনের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ প্রায়ই দেখা যায়। হুক আরও একটা জিনিস উপলব্ধি করছে, প্রফেসরের কাঠামোটা রোগা-পাতলা হলে কি হবে, শরীরে যথেষ্ট শক্তি রাখে সে, তার রিফ্লেক্সও খুব ভাল। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওঠার সময় তার হাঁপানো, মদ খেয়ে মাতাল হওয়া স্রেফ অভিনয় মাত্র। অন্তত দুটো ক্ষেত্রে গর্ত টপকাবার জন্যে পাহাড়ী ছাগলের মত লাফ দিয়েছে সে। প্রায় অনায়াসে আরেকবার একটা পাথর সরিয়েছে পথ থেকে, ওজনে সেটা তার চেয়ে ভারিই হবে।

হুক বলল, 'এমনও হতে পারে, যে ইনকা ভাস্কর্য আমরা খুঁজছি তার কোন অস্তিত্বই নেই, নষ্ট হয়ে গেছে।'

সীপ্লেনের পিছনের সীট থেকে মাথা নাড়লেন ফোর্ট। 'আমার তা মনে হয় না। ভেঙে গেলেও টুকরোগুলো আমি চিনতে পারতাম।'

'সেগুলো হয়তো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রাচীন স্কাল্পচার মিউজিয়ামে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রদর্শনের জন্যে জোড়া লাগানো হয়েছে, এরকম ঘটনা অনেক ঘটনার কথা জানি আমি।'

'মেক্সিকান আর্কিওলজিস্টরা বড় আকারের কোন পাথরের মূর্তি সরিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রদর্শনের আয়োজন করলে জানতাম আমি,' বললেন ফোর্ট।

'তাহলে ব্যাখ্যা করুন, যেখানে ওটা থাকার কথা সেখানে নেই কেন?'

'বুঝতে পারছি না,' স্বীকার করলেন ফোর্ট। 'হাসিয়ান্দায় পৌঁছেই নোটগুলো আবার চেক করব আমি। ছোট্ট কোন ক্লু হয়তো চোখ এড়িয়ে গেছে, গোল্ডেন মমি অনুবাদ করার সময়।'

'আশা করি কাল সকাল হবার আগেই ক্লুটা আপনি পেয়ে যাবেন, 'শুকনো গলায় বললেন হুক।

সেই সকাল ন'টা থেকে কন্ট্রোলে রয়েছেন ফোম, ক্লান্তিতে ঘুম এসে যাচ্ছে তাঁর। কন্ট্রোল কলাম দুই উরুর মাঝখানে চেপে ধরে থার্মোস থেকে এক কাপ কফি ঢাললেন, কিন্তু চুমুক দিতেই বিকৃত হয়ে উঠল মুখ। শুধু ঠাণ্ডা নয়, তেতো বিষের মত লাগল। অকস্মাৎ মেঘের তলায় নীল কি যেন একটা ঝিক করে উঠল, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেলেন তিনি। বাফিন ফ্লাইং বোটের জানালা দিয়ে ডান দিকটা দেখিয়ে বললেন, 'গালফের এই অংশে আগে তো কোন হেলিকপ্টার দেখিনি।'

হুক সেদিকে তাকাবারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। 'সম্ভবত মেক্সিকান নেভী পেট্রলে বেরিয়েছে।'

'জেলেরা কেউ বিপদে পড়েছে কিনা দেখছে বোধহয়,' মন্তব্য করলেন ফোর্ট।

মাথা নাড়লেন ফোম। 'নীল রঙের সামরিক হেলিকপ্টার হয়?'

হুক জানতে চাইলেন, 'গায়ে কিছু লেখা নেই?'

বিনকিউলার তুলে উইণ্ডস্ক্রীনের ভেতর দিয়ে তাকালেন ফোম। 'ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সির। কপ্টার। গালফে ওরা কি করছে বলো তো?'

'সারা দুনিয়ায় সাগর নিয়ে গবেষণা করে ওরা,' বললেন ফোর্ট, গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

কেউ লক্ষ করল না, শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে হুকের। তাঁর মনে পড়ে গেছে পেরুতে তাদের অপারেশন ভণ্ডুল করে দিয়েছিল বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর দু'জন অফিসার। পরে যখন ফটোগ্রাফার হপকিন্স, আর্কিওলজিস্ট ড. জুলিয়া ও পেরুবিয়ান ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে পালাচ্ছিল তারা, ধাওয়া করে ডাফ ইন্টারন্যাশনালের একটা হেলিকপ্টার। সেটাও হারাতে হয়েছে। পরে তিনি শুনেছেন যে তাদেরকে সাগর থেকে উদ্ধার করেছিল নুমার রিসার্চ শিপ শী লায়ন। সেই নুমার হেলিকপ্টার কর্টেজ সাগরে কেন? কি করছে তারা? 'ফোম,' খানিক ইতস্তত করে বললেন তিনি, 'পেরুতে যারা আমাদের ক্ষতি করেছিল তাদের সঙ্গে নুমার সম্পর্ক থাকতে পারে। পালাবার সময় নুমার একটা জাহাজই উদ্ধার করেছিল তাদেরকে।'

'এই ব্যাপারটার সঙ্গে কোন যোগাযোগ আছে বলে মনে হয় না,' জবাব দিলেন ফোম।

'পেরুতে কে আপনাদের কি ক্ষতি করেছিল?' প্রশ্ন করলেন ফোর্ট।

'আপনার জানার দরকার নেই,' বললেন হুক, ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হেলিকপ্টারে প্যাসেঞ্জার ক'জন?'

'মডেলটা দেখে মনে হচ্ছে চারটে সীট আছে। তবে আমি পাইলট ছাড়া আর মাত্র একজনকে দেখতে পাচ্ছি।'

'ওরা কি এদিকে আসছে, না চলে যাচ্ছে?'

'তির্যক একটা ফ্লাইট পাথ ধরে আসছে, তবে উড়ে যাবে আমাদের দুশো মিটার ওপর দিয়ে।'

'তুমি ওপরে উঠে ওটার কাছাকাছি যেতে পারো, আমি যাতে ভাল করে একবার দেখতে পাই?'

'যার লাইসেন্স নেই, অ্যাভিয়েশন অথরিটি তার লাইসেন্স কাড়তে পারবে না,' হাসছেন ফোম। 'বললে পাইলটের কোলে বসিয়ে দিতে পারি তোমাকে।'

'ব্যাপারটা কি নিরাপদ?' জানতে চাইলেন ফোর্ট।

সবগুলো দাঁত দেখিয়ে ফোম জবাব দিলেন, 'নির্ভর করে দ্বিতীয় পাইলটের ওপর।'

চোখে বিনকিউলার তুলে নীল কপ্টারের দিকে তাকালেন হুক। পেরুর সিঙ্ক হোলের কাছে যেটা নেমেছিল এটা সেরকম নয়। নিজেকে তিনি অভয় দিলেন,

আন্দেজে যারা আকাশ থেকে পড়েছিল এরা তারা হতে পারে না। বিনকিউলার সামান্য ঘুরিয়ে ককপিটে তাকালেন তিনি। আর কয়েক সেকেণ্ড পরই ভেতরের লোক দু'জনকে দেখতে পাবেন। অজানা কোন কারণে টান পড়ল তাঁর নার্ভে।

'তোমার কি মনে হয়?' জিজ্ঞেস করল শামিম। 'এরাই কি?'

'হতে পারে।' চোখে একজোড়া ন্যাভাল গ্লাস, হেলিকপ্টারের নিচে তাকিয়ে সীপ্লেনটাকে দেখছে রানা। 'আগেই লক্ষ করেছি, একটা দ্বীপকে ঘিরে মিনিট পনেরো চক্কর দিল পাইলট। সম্ভবত প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের।'

'অ্যাডমিরাল বলছিলেন আমাদের চেয়ে দু'দিন আগে সার্চ শুরু করেছে ওরা,' বলল শামিম। 'এখনও খুঁজছে, তারমানে পায়নি কিছু।'

হাসল রানা। 'আমাদের তাতে খুশি হবার কিছু নেই।'

'ওরা যদি না পায়, আমরাও যদি না পাই, তাহলে ধরে নিতে হবে ইনকারা আমাদেরকে বোকা বানিয়েছে।'

'উঁহু, না। ভেবে দেখো। একই এলাকায় দুটো দল সার্চ করছি আমরা, অথচ জানি দুটো আলাদা উৎস থেকে পাওয়া সূত্র ব্যবহার করছি আমরা। আমাদের কাছে রয়েছে ইনকা কুইপু, ওদের কাছে রয়েছে গোল্ডেন মমি সুটে খোদাই করা নকশা। ইনকারা কাউকে যদি বোকা বানাতে চাইত, দুই সেট আলাদা সূত্র আমাদেরকে দুটো আলাদা লোকেশনে নিয়ে যেত। না, ইনকারা ধোঁকা দেয়নি। গুপ্তধন আছে। আমরা আসলে ঠিক জায়গাটা খুঁজে পাচ্ছি না।'

'ধরে নেয়া চলে দু'দলই আমরা প্রতিটি দ্বীপ কাভার করেছি, জিওলজিক্যাল কাঠামোর সঙ্গে যেগুলো মেলে। তাহলে পাচ্ছি না কেন পেশাচটাকে?'

চোখ ইশারায় সাগর দেখাল রানা। 'ওখানে কোথাও আছে। আছে গত পাঁচশো বছর ধরে। আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না।'

সীপ্লেনের দিকে হাত তুলল শামিম। 'বন্ধুরা উঠে আসছে, ভাল করে দেখতে চায় আমাদের। চাও খসিয়ে দিই?'

'পারবে না। আমাদের চেয়ে ওদের এয়ারস্পীড ঘণ্টায় আশি কিলোমিটার বেশি। কোর্স সোজা রেখে বোটের দিকে ফিরে চলো । এমন কিছু কোরো না যাতে সন্দেহ হয় ওদের।'

'বাফিন সীপ্লেন,' বলল শামিম। 'সুন্দর, তাই না?'

জবাব না দিয়ে রানা বলল, 'একটু যেন বেশি কাছে সরে আসছে।'

'বোধহয় গায়ের লেখাগুলো পড়তে চায়।'

চোখে বিনকিউলার তুলে সীপ্লেনের ককপিটে তাকাল রানা। ওদের কপ্টারের কাছ থেকে এখন মাত্র পঞ্চাশ মিটার অর্থাৎ একশো চৌষট্টি ফুট দূরে ওটা, পাশাপাশি ছুটছে।

'কি দেখতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল শামিম।

'বিনকিউলার তুলে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে এক লোক,' বলল রানা, হাসলেও কোন্ শব্দ হলো না।

'মেয়ে নয় তো?'

সীপ্লেনের প্যাসেঞ্জার এক মুহূর্তের জন্যে বিন কিউলার নামিয়ে চোখ রগড়াল, তারপর আবার তাকাল। হাত যাতে না কাঁপে, শরীরে কনুই চেপে ধরল রানা। চোখ থেকে যখন বিনকিউলার নামাল, মুখের হাসি উবে গেছে। 'পেরুর এক পুরানো বন্ধু,' অবাক গলায় বলল ও।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল শামিম। 'কি বললে? পুরানো বন্ধু?'

'সেই জাল লোকটা, ড. গ্যারি রুবিনের জায়গায় অভিনয় করছিল। ব্যাটা নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নিতে চাইবে।' হাসিটা ফিরে এল রানার মুখে, তবে শয়তানি ভাব নিয়ে। তারপর একটা হাত তুলে নাড়ল ও।

অপ্রত্যাশিতভাবে মুখোমুখি হওয়ায় রানা যদি অবাক হয়ে থাকে, হুক হয়েছেন স্তম্ভিত। 'তুমি!' আঁতকে উঠলেন তিনি।

'কি বললে?' জিজ্ঞেস করলেন ফোম।

যে লোক তার মহা ক্ষতি করেছে তাকে দেখতে পেয়ে মাথাটা যেন ঘুরে গেছে হুকের, ঠিক বুঝতে পারছেন না দৃষ্টিভ্রম কিনা। বিনকিউলার অ্যাডজাস্ট করে ভাল করে তাকালেন। না, কোন সন্দেহ নেই। মুখে শয়তানি হাসি, হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে। বিনকিউলার সামান্য একটু ঘোরাতে পাশে বসা শামিমকেও চিনতে পারলেন তিনি, বুকের ভেতর আরেকবার লাফিয়ে উঠল তার হৃৎপিণ্ড। ফোম, পেরুতে এই লোকগুলোই আমাদের সর্বনাশ করেছিল,' ভারি গলায় বললেন তিনি।

ফোম বিশ্বাস করতে পারছেন না। 'তা কি করে হয়। তুমি ভুল করছ না তো?'

'প্রশ্নই ওঠে না, ওদের চেহারা আমার মনে গেঁথে আছে। ওরা আমাদের পরিবারকে কয়েক মিলিয়ন ডলারের আর্টিফ্যাক্ট থেকে বঞ্চিত করেছে, ফোম।'

ওদের কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন ফোর্ট। 'ওরা এখানে কেন?' জানতে চাইলেন তিনি।

'এটা একটা জিজ্ঞেস করার কথা হলো? কেন আবার, গুপ্তধনের খোঁজে। আমাদের প্রজেক্টের তথ্য কেউ একজন নিশ্চয়ই পাচার করেছে।' চোখ গরম করে ফোর্টের দিকে তাকালেন হুক। 'নুমায় নয়তো আমাদের ভালমানুষ প্রফেসরের বন্ধু আছে।'

'সরকারী অফিসারদের সঙ্গে বছরে একবার দেখা হয় আমার, পনেরোই এপ্রিলে, যেদিন আমি ইনকাম ট্যাক্সের ফাইল জমা দিই,' শান্ত সুরে বললেন ফোর্ট। 'যারাই হোক ওরা, আমার বন্ধু নয়।'

ফোম দ্বিধাগ্রস্ত। 'একটা কথা ঠিক। বাইরের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগ পাননি প্রফেসর। আমাদের সিকিউরিটিতে কোন খুঁত নেই। তবে লোকগুলোর আসল পরিচয় জানা গেলে...।'

'ওরা বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর দু'জন অফিসার,' বললেন হুক। 'আর্কিওলজিস্ট ড. জুলিয়া, একজন ফটোগ্রাফার ও কয়েকজন পেরুবিয়ান স্টুডেন্টকে উদ্ধার করেছিল কুয়ার কাছ থেকে। রানা ও শামিম। ওদের মধ্যে

রানাই বেশি বিপজ্জনক। আমার লোকজনকে সে-ই কচুকাটা করেছে। ডেলগাডোকে পুরুষত্বহীন করার জন্যেও সে দায়ী। নুমার সঙ্গে ওদের কি সম্পর্ক আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'এখন তাহলে কি করা উচিত আমাদের?' জিজ্ঞেস করলেন ফোম।

'পিছু নিয়ে দেখে আসা দরকার কোত্থেকে ওরা অপারেশন চালাচ্ছে।'

'পিছু নিতে গেলে ফুয়েলে কুলাবে না,' বললেন ফোম।

'তাহলে যেভাবে হোক নিচে নামাও ওদের, হেলিকপ্টার ক্র্যাশ করাও,' হিসহিস করে বললেন হুক।

মাথা নাড়লেন ফোম। 'ওরা সত্যি যদি বিপজ্জনক লোক হয়, নিশ্চয়ই সঙ্গে অস্ত্র আছে, কিন্তু আমাদের কাছে নেই। আপাতত ছেড়ে দেয়া যাক, হুক, পরে আবার সুযোগ আসবে।'

'নুমাকে ওরা কাভার হিসেবে ব্যবহার করছে,' বললেন হুক। 'আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে চায়।'

'কি বলছেন ভেবে দেখুন,' ফোর্টের গলায় ঝাঁঝ। 'কোথায় সার্চ করতে হবে এটা জানা ওদের পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয়। গোল্ডেন মমির ইমেজ আমি আর আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ ডিকোড করার সুযোগ পায়নি। হয় এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার, নয়তো আপনি দৃষ্টিভ্রমের শিকার।'

ফোর্টের কথা শুনতে পেলেন না হুক। মোপাক ডেলগাডোর কথা ভাবছেন তিনি। বিস্ময় ও ভয় কাটিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছেন ধীরে ধীরে, মাথায় একটা বুদ্ধি গজাচ্ছে। শত্রুর বিরুদ্ধে পাগলা একটা কুকুরকে লেলিয়ে দেয়ার কথা ভাবছেন তিনি। 'এবার তোমাদের রক্ষা নেই,' বিড়বিড় করলেন আপনমনে।

জেট নিয়ে ফিরে এসেছেন টমাস ডাফ, সেলিনা ফোর্টকে সঙ্গে নিয়ে হাসিয়ান্দায় অপেক্ষা করছেন। ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত চেহারা, প্রফেসর ফোর্টকে নিয়ে তাঁর দুই ভাইও ফিরলেন। 'ওঁরা বসার পর ডাফ বললেন, 'কিছু পেয়েছ কিনা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে না। চেহারা দেখেই সব বুঝতে পারছি।'

'পাইনি, তবে পাব,' একটা হাই তুলে বললেন ফোম। 'পিশাচটা ওখানেই কোথাও আছে।'

'আমি আর আগের মত ভরসা পাচ্ছি না,' নিচু গলায় বললেন প্রফেসর, হাত বাড়িয়ে বোতল থেকে খানিকটা জিন ঢাললেন একটা গ্লাসে। 'সার্চ করার মত আর খুব কম দ্বীপই বাকি আছে।'

এগিয়ে এসে ডাফের পিঠে একটা হাত রাখলেন হুক। 'আমরা ভেবেছিলাম আরও তিন দিন আগে ফিরবে তুমি।'

'হ্যাঁ, দেরি হয়ে গেল। ভাল একটা ব্যবসা পেয়ে গেলাম। বারো লাখ সুইস ফ্র্যাঙ্ক লাভ হয়েছে আমাদের।'

'কে কিনল ওগুলো?' জানতে চাইলেন হুক। 'কোন ডিলার?'

'একজন কালেক্টর। এক সৌদি শেখ।'

'আর বেনেটোর সঙ্গে কেমন হলো ব্যবসা?'

'তাকে আমার পুরো লট বিক্রি করেছি, শুধু ইণ্ডিয়ান পুতুলগুলো ছাড়া। কি কারণে কে জানে, ওগুলো দেখে ভয় পেয়ে যায় সে।'

হেসে উঠলেন হুক। 'অনেকেরই ধারণা, এ-সব জিনিস অভিশপ্ত, সংস্পর্শে এলে ক্ষতি হয়ে যাবে।'

ফোম জিজ্ঞেস করলেন, 'পুতুলগুলো তুমি ফিরিয়ে এনেছ? ওগুলো আমি একবার দেখতে চাই।'

'প্লেনের কার্গো হোল্ডে আছে, ব্লাক্সের ভেতর,' জিনের গ্লাসে চুমুক দিলেন ডাফ। 'তোমরা কিন্তু আমাকে হতাশ করলে। আমি একটা সুখবরের আশায় বসে ছিলাম।'

'চেষ্টা তো কম করিনি,' জবাব দিলেন ফোর্ট। 'কলোরাডো নদীর দক্ষিণ থেকে সান লুকাস পর্যন্ত সব ক'টা দ্বীপ পরীক্ষা করেছি, কিন্তু কোন পিশাচ দেখতে পাইনি।'

'বরং একটা খারাপ খবর এনেছি,' বললেন হুক। 'পেরুতে যারা আমাদের ক্ষতি করল, মনে আছে? ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আমাদের।'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলেন ডাফ। 'কি বলছ!'

'ঠিকই বলছি। সন্দেহ নেই, আমাদের মত ওরাও হুয়াসকারের গুপ্তধন খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'আমারও তাই ধারণা,' বললেন ফোম। 'তা না হলে ওই একই এলাকায় ওদেরকে দেখা যাবে কেন?'

'তারমানে? ওরা জানবে কিভাবে হুয়াসকারের গুপ্তধন কোথায় পাওয়া যাবে?'

এবার সেলিনা ফোর্টও আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেন, 'ওরা হয়তো তোমাদেরকে অনুসরণ করছিল,' স্বামীকে বললেন তিনি। খালি একটা গ্লাস বাড়িয়ে দিলেন, ফোর্ট সেটা ভরে দিচ্ছেন।

মাথা নাড়লেন ফোম। 'ওদের হেলিকপ্টারের চেয়ে আমাদের সীপ্লেনের ফুয়েল রেঞ্জ অনেক বেশি, প্রায় দ্বিগুণ।'

ডাফের দিকে ফিরে ফোর্ট বললেন, 'আমার স্ত্রীর কথায় যুক্তি আছে। হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে, এটা বিশ্বাস্য বলে মনে হয় না।'

'ব্যাপারটা আমরা কিভাবে সামলাব?' জানতে চাইলেন হুক।

ঠোঁট টিপে হাসলেন ডাফ। 'আমার ধারণা, এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন মিসেস ফোর্ট।'

'আমি?' সেলিনা ফোর্ট বিস্মিত। 'কিন্তু আমি তো শুধু বলেছি...।'

'ওরা নিশ্চই আমাদেরকে অনুসরণ করছিল...।'

'তো?'

চোখ সরু করে মিসেস ফোর্টের দিকে তাকালেন ডাফ। 'লোকাল ল এনফোর্সমেন্টে আমাদের লোক আছে, মাসে মাসে টাকা পায়। এবার তাদের কাজ দেখাবার পালা। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা কোথায় থেকে অপারেশন চালাচ্ছে, ওদের কাছ থেকে জেনে নেব আমরা। তারপর আমরাই ওদেরকে অনুসরণ করব।'

দশ

সন্ধ্যা হবার আধ ঘণ্টা আগেই প্ল্যাটফর্মের লোডিং ডেকে হেলিকপ্টার নামিয়ে আনল শামিম। এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন ডেকহ্যাণ্ড, কর্ডোনো আর রোজাস, কপ্টারটাকে ঠেলে গুহা আকৃতির অটো ডেকে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখবে।

রোটর ব্লেডের নাগালের ঠিক বাইরে লরেলি দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশে রেডক্লিফ। ওদের সঙ্গে আরও দু'জনকে দেখা গেল, ফেরির প্রকাণ্ড সুপারস্ট্রাকচারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

ককপিটের জানালা দিয়ে মাথা বের করে তাকাল শামিম, রেডক্লিফ চিৎকার করে জানতে চাইলেন, 'এনি লাক?'

জবাবে হাসল শামিম

হেলিকপ্টারের প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে নিচে নামল রানা, অতিথি দু'জনকে দেখতে পেয়ে কপালে তুলল ভুরু। 'ভাবিনি আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে, এখানে তো নয়ই,' বলল ও।

ড. জুলিয়ার ঠোঁটে মিষ্টি হাসি। রানার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল হপকিন্স, বলল, 'এভাবে হুট করে চলে আসায় আপনি কিছু মনে করেননি তো, মি. রানা?'

'আরে না। খুশি লাগছে আমার। সবার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে হপকিন্স বলল, 'আশা করিনি একজন কংগ্রেস সদস্যা ও নুমার অ্যাসিস্ট্যান্ট এখানে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবেন। সত্যি ভাগ্যবান মনে হচ্ছে...।'

'পেরুর অ্যাডভেঞ্চার সম্পর্কে ড. জুলিয়ার মুখে শুনলাম সব,' বলল লরেলি। 'দারুণ ইন্টারেস্টিং জীবন তাঁর।'

হেলিকপ্টার থেকে নেমে সকৌতুকে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল শামিম। 'সুন্দরী মেয়েরা না থাকলে কোন কিছুই জমে না,' বলল সে। 'কিন্তু ব্যাপারটা কি? এটা কি পুনর্মিলন, নাকি মমি শিকারীদের কনভেনশন?'

'তাই তো, কর্টেজ সাগরে কি উপলক্ষে আগমন আপনাদের?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তিনজন ভদ্রলোক আমাদেরকে অনুরোধ করলেন আমরা যেন পেরুর কাজ ফেলে আপনাদের সঙ্গে যোগ দিই,' জবাব দিল জুলিয়া।

রেডক্লিফের দিকে তাকাল রানা। 'তিনজন ভদ্রলোক মানে?'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানাকে এক টুকরো কাগজ দেখালেন রেডক্লিফ। 'এই ফ্যাক্স থেকে শুধু জানা গেছে ওরা আসছেন। এটা পাবার এক ঘণ্টা পর হাজির হলেন ওঁরা একটা চার্টার করা বোট নিয়ে বললেন। আপনারা না ফিরলে কিছুই ব্যাখ্যা করবেন না।'

'তিন ভদ্রলোকের একজন ছিলেন পেরু সরকারের এক কর্মকর্তা, দ্বিতীয়জন ইউ. এস. কাস্টমসের এক অফিসার, তৃতীয়জন রানা এজেন্সির একজন কর্মকর্তা,

নাম সোহেল আহমেদ,' বলল হপকিন্স।
'আমাদেরকে বলা হলো আপনারা হুয়াসকারের গুপ্তধন পাবার পর ওগুলোর ছবি তুলতে হবে আমাদের,' ব্যাখ্যা করল জুলিয়া। 'আমাকে অনুরোধ করার কারণ আন্দিয়ান কালচার ও আর্টিফ্যাক্ট সম্পর্কে বুঝি আমি, আর সবাই জানে যে আমি যেখানে থাকব ফটোগ্রাফার হিসেবে হপকিন্সও সেখানে থাকবে।'
'ওরা বলল আর আপনারা আসতে রাজি হয়ে গেলেন?'
রানার প্রশ্নের জবাব দিল হপকিন্স, 'আরও রাজি হলাম এই জন্যে যে শুনলাম আন্দেজে যে স্মাগলারদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল তাদের সঙ্গে আণ্ডারগ্রাউণ্ড আর্ট ডিলার ফ্যামিলির সম্পর্ক আছে, তারাও নাকি হুয়াসকারের গুপ্তধন খুঁজছে।'
'ডাফ পরিবার?'
মাথা ঝাঁকাল হপকিন্স। 'ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে যোগ দিলে ড. গ্যারি রুবিনের খুনীকে ধরার একটা সুযোগ পেতে পারি।'
'এক মিনিট,' বলল শামিম। 'ডেলগাডো আর সলপেমাচাকোর সঙ্গে ডাফ পরিবারের সম্পর্ক আছে নাকি?'
'কেন, আপনারা জানেন না? সল্পেমাচাকো তো ডাফ পরিবারই।'
রানা ও শামিম পরস্পরের দিকে তাকাল। পরস্পরের মনের কথা পড়তে পারল ওরা, গ্যারি রুবিনের ছদ্ম-পরিচয়ধারী লোকটার সঙ্গে ওদের দেখা হয়ে গেছে, এটা কাউকে জানানো চলবে না। প্রসঙ্গ বদলে জুলিয়াকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'কুইপুর মেসেজ কি জানা গেছে বলা হয়েছে আপনাদের? মানে ব্রিফ করা হয়েছে?'
'হয়েছে,' বলল জুলিয়া। 'কি অনুবাদ করা হয়েছে সব আমরা জানি।'
'কে জানাল?'
'কাস্টমস অফিসার। তিনি কাগজে লেখা অনুবাদ এফবিআই-এর একজন কর্মকর্তার কাছ থেকে পান।'
রানার চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল। 'বাকি থাকল শুধু প্রেস মিডিয়াকে ডেকে সব বলে ফেলা। ওয়াশিংটন এরপর হয়তো হলিউডকে মুভি রাইট বিক্রি করবে।'
'ব্যাপারটা যদি রটে যায়,' বলল শামিম, 'সারা দুনিয়া থেকে ছুটে আসবে ট্রেজার হান্টাররা।'
অসম্ভব ক্লান্তবোধ করছে রানা। সারা শরীর অসাড় লাগছে, পিঠ আর ঘাড় টনটন করছে ব্যথায়। জুলিয়ার দিকে ফিরে বলল, 'দুঃখিত, শুধু শুধু কষ্ট করে এলেন আপনারা।'
জুলিয়া অবাক। 'তারমানে কি আপনারা ট্রেজার সাইট খুঁজে পাননি?'
'কেউ বলেছে পেয়েছি?'
'বলেনি, তবে সেরকমই আভাস দেয়া হয়েছে।'
'না,' বলল রানা। 'পাথরের কোন পিশাচ আমরা দেখতে পাইনি।'
'কুইপুতে যে সিম্বল মার্কার আছে, আপনি তার সঙ্গে পরিচিত, মিস জুলিয়া?' প্রশ্ন করলেন রেডক্লিফ।

'হ্যাঁ,' ইতস্তত না করে জবাব দিল জুলিয়া। 'দা ডেমোনিয়া ডেল মুয়েরটস।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'দা ডেমন অব দা ডেড। ড. লোপেজ আমাদের বলেছেন। আংশিক চিতা, আংশিক সাপ, আংশিক শকুন। মৃতদের কেউ বিরক্ত করলে দাঁত বসায় তার গায়ে।'

'শরীর আর ডানায় আঁশ আছে,' বলল জুলিয়া।

'কি খোঁজা হচ্ছে তা যখন জানা আছে,' বলল লরেলি, 'না পাবার কারণ কি!'

'কাঠামোর সঙ্গে মেলে এমন সবগুলো দ্বীপ পরীক্ষা করেছি আমরা, কোন লাভ হয়নি,' বলল শামিম।

'ঠিক,' বলল রানা। 'আমরা কোন পিশাচ দেখিনি।'

ম্লান হয়ে গেল জুলিয়ার চেহারা। 'তাহলে ব্যাপারটার কোন গুরুত্ব নেই, স্রেফ একটা গুজব বা মিথ্যা।'

কাঠের প্যাসেঞ্জার বেঞ্চের ওপর ধপ করে বসে পড়ল শামিম। 'আমি হতাশ।'

তার পাশে বসে পড়লেন রেডক্লিফও, মাথায় হাত দিয়ে। 'আমিও,' ধীরে ধীরে বললেন তিনি। 'অ্যাডমিরালকে তাহলে জানাই, প্রজেক্ট বন্ধ করে ফিরে যাচ্ছি আমরা।'

'সীপ্লেনে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরাও নিশ্চয়ই হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে যাবার কথা ভাবছে,' বলল শামিম।

'ফিরে গেলেও আবার আসবে ওরা,' বলল রানা। 'বিলিয়ন ডলারের ট্রেজার, এত সহজে হাল ছাড়বে না।'

অবাক হয়ে তাকালেন রেডক্লিফ। 'ওদের সঙ্গে আপনাদের দেখা হয়েছে নাকি?'

'পাশ কাটিয়েছি আমরা,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'হাত নেড়েছি।'

'দুঃখ এই যে ড. রুবিনের খুনীকে ধরা গেল না,' বলল হপকিন্স।

জুলিয়া তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আমরা বরং পেরুতে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিই।'

'সবাই এত খাটাখাটি করল, আর এই তার ফল?' লরেলি ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না।

'আমি এখন গোসল করব, বিয়ার খাব দুটো, ডিনারে বসে সাবাড় করব একটা স্টেক, তারপর সারারাত নাক ডেকে ঘুমাব। সকালে…কি করব সকালে? আর কোন কাজ নেই আমার, কুৎসিত পিশাচটাকে খুঁজে বের করা ছাড়া। সবাই হতাশায় হাবুডুবু খাও, চোখে অন্ধকার দেখো, আমি কিন্তু পরাজয় মানতে রাজি নই।'

সবাই এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা যেন পাগল হয়ে গেছে। নিস্তব্ধতা ভাঙল শামিম, 'হঠাৎ তুমি কি ভেবে এত উৎসাহ বোধ করছ?'

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'আজ রাতে কার রান্নার পালা?'

হাত তুললেন রেডক্লিফ। 'আমার। হঠাৎ এ প্রশ্ন?'

'কারণ খাওয়াদাওয়ার পর একটা প্ল্যান তৈরি করব আমি,' বলল রানা। 'সেই প্ল্যান ধরে খুঁজলে কুৎসিত পিশাচটাকে পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।'

'কোন্ দ্বীপে খুঁজবেন আপনি?' জানতে চাইল জুলিয়া, ক্ষীণ হলেও তার গলায় বিদ্রূপের সুর।

'কোন দ্বীপে নয়,' রহস্য থাকল রানার জবাবে। 'দ্বীপ বাদ। হুয়াসকারের গুপ্তধন আছে শুকনো ডাঙায়।'

দেড় ঘণ্টা পর, হেলমে রয়েছে শামিম, ফেরিবোট প্ল্যাটফর্ম উত্তরের পথ ধরে ফিরে যাচ্ছে সান ফিলিপির দিকে। গ্যালিতে রয়েছেন রেডক্লিফ, ডিনার তৈরিতে ব্যস্ত, তাঁকে সাহায্য করছে হপকিন্স। রানাকে খুঁজতে বেরিয়েছে লরেলি, কিন্তু কোথাও দেখতে পাচ্ছে না। শেষে এঞ্জিন রূমে নেমে এল সে। দেখল একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসে রয়েছে রানা, গল্প করছে চীফ এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। লরেলির হাতে বিয়ারের কয়েকটা ক্যান, পা টিপে টিপে ওর ঠিক পিছনে এসে দাঁড়াল সে।

বিল লুসিয়ো, চীফ এঞ্জিনিয়ার, প্রকাণ্ডদেহী যুবক, কাজ করতে করতে গল্প করছে। 'সুসি, আমার বউ। তার অভিযোগ, আমি নাকি এই এঞ্জিনকে তার চেয়ে বেশি ভালবাসি। আমি বলি, আমার জীবনের অর্ধেক হলে তুমি, বাকি অর্ধেক এই এঞ্জিন।'

তাল মিলিয়ে রানা বলল, 'মেশিনের প্রতি পুরুষদের ভালবাসা মেয়েরা কোনদিন বুঝবে না।'

'গ্রিজ মেখে পিচ্ছিল হয়ে থাকা গিয়ার আর পিস্টনকে কিভাবে ভালবাসা যায় কোন মেয়ের তা বোধগম্য হবার কথাও নয়,' রানার পিছন থেকে মন্তব্য করল লরেলি, খালি হাতটা দিয়ে রানার গলা জড়িয়ে ধরল। 'কারণ ওগুলো পাল্টা ভালবাসে না।'

হেসে উঠল লুসিয়ো। 'আমরা ধরা পড়ে গেছি, মি. রানা!'

'এভাবে আড়াল থেকে কথা শোনা অন্যায়!'

রানার হাতে বিয়ারের ক্যানগুলো ধরিয়ে দিয়ে লরেলি বলল, 'মেয়েদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে জানলে আসতাম না। দশ মিনিটের মধ্যে ডিনার পরিবেশন করা হবে, কথাটা বলতে এসেছিলাম।'

কার ডেক থেকে মই বেয়ে নিচে নেমে এল কর্ডোনা। স্প্যানিশ ভাষায় লুসিয়োর সঙ্গে কথা বলল সে।

রানার দিকে ফিরে লুসিয়ো বলল, 'মি. রানা, কর্ডোনা বলছে একটা প্লেনের আলো দেখতে পেয়েছে ও। আলোটা গত আধ ঘণ্টা ধরে ফেরিকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'শুভ লক্ষণ।'

'শুভ লক্ষণ মানে?' রানার হাত ধরে ঝাঁকি দিল লরেলি।

'আমাদের প্রতিপক্ষ,' হাসিমুখে বলল রানা। 'আমাদের মত ওরাও ব্যর্থ হয়েছে। তারমানে এখন ওরা আমাদেরকে অনুসরণ করবে। ফলে আমরা কিছু সুবিধে পাব।'

ডাইনিং হলে ত্রিশটা টেবিল, তার একটায় বসে ডিনার খেলো ওরা। টেবিল

পরিষ্কার করার পর একটা নটিক্যাল ও দুটো জিওলজিক্যাল আর ল্যাণ্ড সার্ভে ম্যাপের ভাঁজ খুঁজল রানা। ওর কথাগুলো এত পরিষ্কার ও স্পষ্ট, বুঝতে কারও অসুবিধে হচ্ছে না।

'ল্যাণ্ডস্কেপ আগের মত নেই, গত প্রায় পাঁচশো বছরে অনেক বদলেছে।' ম্যাপগুলো এক করে সাজাল রানা, তারপর একটা কাগজে উত্তর গালফ থেকে শুরু করে ক্যালিফোর্নিয়ার কোচেলা ভ্যালি পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন বিশাল মরু এলাকাটা আঁকল। 'আজ যেখানে আমরা কলোরাডো মরুভূমি আর সলটন সাগরের ওপরে ইমপেরিয়াল ভ্যালি দেখতে পাচ্ছি, কয়েক হাজার বছর আগে ওখানে ছিল কর্টেজ সাগর। শত শত বছর ধরে বন্যা হয়েছে কলোরাডো নদীতে, বিপুল পলি বয়ে এনেছে সাগরে, এভাবে ধীরে ধীরে একটা অববাহিকা তৈরি হয়, সাগরের উত্তর এলাকায় একটা বাঁধ বা পাঁচিল মাথাচাড়া দেয়। পলির এই বাঁধ পিছনে রেখে যায় বিপুল জল, পরে যেটার নামকরণ করা হয় লেক কাহুইলা। তীরে যেসব ইণ্ডিয়ানরা বাস করত, সম্ভবত তাদের নামেই। বেসিনটাকে ঘিরে রেখেছে ছোট ছোট পাহাড়, সেগুলোর কিনারা ধরে হাঁটার সময় এখনও পুরানো ওয়াটারলাইন দেখতে পাওয়া যায়, আর মরুভূমিতে পাওয়া যায় ছড়িয়ে থাকা সী-সেল।'

'ওটা শুকাল কবে?' জানতে চাইল জুলিয়া।

'এগারোশো থেকে বারো খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।'

'তাহলে সলটন সী এল কোত্থেকে?'

'মরুভূমিতে সেচ দেয়ার জন্যে একটা খাল কাটা হয়, কলোরাডো নদীর পানি আনার জন্যে। উনিশশো পাঁচ সালে অস্বাভাবিক বৃষ্টি ভারি হয়েছিল, নদীর স্রোত খালের পাড় ভেঙে ফেলে, ফলে মরুভূমির নিচের অংশে পানি ঢুকে পড়ে। তাড়াহুড়ো করে বাঁধ তৈরি করে তা ঠেকানো সম্ভব হলেও, তার আগেই এত বেশি পানি বেরিয়ে এসেছে যে সলটন সী তৈরী হয়ে যায়–যার সারফেস সী লেভেল থেকে আশি মিটার নিচে। আসলে ওটা বড় একটা লেক, শেষ পর্যন্ত লেক কাহুইলার দিকে এগোবে। সেচের জন্যে খাল কেটে পানি বের করে নেয়া হচ্ছে বলে এখনকার আকৃতি বদলাচ্ছে না।'

কোত্থেকে যেন মেক্সিকান ব্র্যাণ্ডির একটা বোতল বের করলেন রেডক্লিফ। 'সবাইকে উৎসাহিত করার জন্যে সাময়িক বিরতি,' বললেন তিনি। গ্লাসের অভাবে প্লাস্টিকের কাপে পরিবেশন করা হলো। 'আ টোস্ট টু সাকসেস।' নিজের কাপটা উঁচু করলেন তিনি।

'অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে এসব জিনিস না থাকলে জমে না,' স্বীকার করল শামিম, যদিও নিজে সে মদ্যপান করল না।

লরেলি বলল, 'আমরা আশায় আশায় আছি, রানা নিশ্চয়ই কোন সমাধান দিতে পারবে।'

'দেখা যাক,' সাবধানে বলল জুলিয়া। 'আগে সব কথা শুনি।'

কথা না বলে ম্যাপগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়ল রানা, লাল ফেল্ট-টিপ পেন দিয়ে মরুভূমির ওপর একটা বৃত্ত আঁকল। 'চোদ্দশো শতাব্দীতে মোটামুটি এই জায়গা জুড়ে বিস্তৃত ছিল গালফ, নদীর জমে ওঠা পলি উত্তরে এগোবার আগে।'

'যুক্তরাষ্ট্র আর মেক্সিকোর বর্তমান সীমান্ত থেকে এক কিলোমিটার দূরেও নয়,' মন্তব্য করলেন রেডক্লিফ।

'এলাকাটা এখন লাগুনা সালাডা নামে পরিচিত, বেশিরভাগ কাদা আর জলা।'

'এই জলার প্রসঙ্গ উঠছে কেন?' জনতে চাইলেন রেডক্লিফ।

উজ্জ্বল হয়ে আছে রানার চেহারা। 'ইনকা ও চাচাপয়ানরা যে দ্বীপে হুয়াসকারের গোল্ডেন চেইন লুকিয়ে রেখেছিল সেটা এখন আর কোন দ্বীপ নয়।' চেয়ারে হেলান দিল ও, ব্র্যাণ্ডির কাপে চুমুক দিচ্ছে, কথাটার তাৎপর্য হজম করার সুযোগ দিয়ে চুপ করে থাকল।

ম্যাপগুলোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই, রানার তৈরি প্রাচীন তীররেখাগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছে। রানার আঁকা খুদে একটা সাপের দিকে সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট করল জুলিয়া। জলাভূমি আর লাস টিনাজাস মাউন্টেনের মাঝখানে উঁচু হয়ে থাকা একটা পাথরকে পেঁচিয়ে আছে সাপটা।

'এটার কি তাৎপর্য?'

'জায়গাটা চিহ্নিত করেছি,' বলল রানা।

জিওলজিক্যাল সার্ভে ম্যাপটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন রেডক্লিফ। 'দেখা যাচ্ছে আপনি একটা ছোট পাহাড়কে নির্বাচন করেছেন, চূড়াটা পাঁচশো মিটারের কিছু কম উঁচু।'

'তারমানে ষোলোশো ফুটের মত,' বলল শামিম।

'কি নাম ওটার?' জিজ্ঞেস করল লরেলি।

'সেরো এল ক্যাপিরোট,' জবাব দিল রানা। 'ক্যাপিরোট-এর ইংরেজি মানে লম্বা ও চোখা হ্যাট।'

'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন এই অদ্ভুত জায়গার মাঝখানে উঁচু একটা পাথরের ওপর হুয়াসকারের গুপ্তধন পাওয়া যাবে?'

রানা বলল, 'ম্যাপটা ভাল করে দেখুন, জলার পাশে মরুভূমির ওপর বেশ কয়েকটা ছোট পাহাড় রয়েছে, যেগুলোর চূড়া চোখা। আমরা যেটা খুঁজছি তার বর্ণনার সঙ্গে সবগুলো মেলে। তবে সেরো এল ক্যাপিরোটই আমার পছন্দ।'

'এরকম অটল সিদ্ধান্তে আসার কি কারণ?' জিজ্ঞেস করল জুলিয়া।

'নিজেকে একজন ইনকা ধরে নিয়ে চিন্তা করে বের করতে চেয়েছি দুনিয়ায় গ্রেটেস্ট ট্রেজার কোথায় লুকিয়ে রাখা যেতে পারে। আমি যদি জেনারেল নেমল্যাপ হতাম, একটা সাগরের উজানে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন একটা দ্বীপ খুঁজতাম, দখলদার স্প্যানিশদের কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে কোথাও। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সেরো এল ক্যাপিরোট পর্যন্তই যেতে পারতেন তিনি, আর ওটার উচ্চতার জন্যে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে।'

ফেরির প্যাসেঞ্জার ডেকের পরিবেশ হঠাৎ বদলাতে শুরু করেছে। ব্যর্থতা ও পরাজয় সবাই প্রায় মেনেই নিয়েছিল, একা শুধু রানা বাদে। ওর আশা ও উৎসাহ এই মুহূর্তে সবার মধ্যে সংক্রমিত হচ্ছে। এমন কি জুলিয়াও সবার সঙ্গে দাঁত বের করে হাসছে। যেন মনে হচ্ছে আর কোন সন্দেহ নেই, এবার নির্ঘাত হুয়াসকারের

গুপ্তধন পাওয়া যাবে। সবাই যেন নিশ্চিত সেরো এল ক্যাপিরোটের চূড়ায় পাথরে খোদাই করা পিশাচ মূর্তি পাবে ওরা।

ওরা যদি জানত সব কথা রানা বলেনি, আনন্দটুকু মাটি হয়ে যেত। রানা উপলব্ধি করছে সঠিক সিদ্ধান্তেই পৌঁচেছে ও, তারপরও ছোটখাট কিছু সন্দেহ রয়ে গেছে ওর মনে।

আরও একটা ব্যাপারে চিন্তিত রানা। ড. গ্যারি রুবিনের খুনীকে যে চিনতে পেরেছে ওরা, সে যে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের একজন সদস্য, ও বা শামিম সে-কথা কাউকে জানায়নি এখনও। ওদেরকে ডাফ বলা হোক বা সলপেমাচাকো, গুপ্তধন উদ্ধারের এক পর্যায়ে ওদের সঙ্গে সংঘর্ষ একটা বাধবেই, কোন সন্দেহ নেই। রানা যে ট্রেজার সাইট আবিষ্কার করে ফেলেছে, প্রতিপক্ষ এখনও তা জানে না। তবে পিছু নিয়ে ঠিকই জানবে ওরা। তারপর কি হবে বলা কঠিন। ইউ. এস. কাস্টমস আর এফবিআই যত প্রতিশ্রুতিই দিক, হুয়াসকারের গুপ্তধন ডাফদের হাতে এবার পড়লে তা পরে আর উদ্ধার করা সম্ভব হবে কি?

মোপাক ডেলগাডোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে রানার। ঠাণ্ডা, প্রাণহীন চোখ লোকটার, আহত অবস্থায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রতিপক্ষ শুধু ডাফরা নয়, এই বিপজ্জনক লোকটাও প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবে।

এগারো

সান ফিলিপির উত্তরে চলে এল প্ল্যাটফর্ম, প্যাডলহুইলের আলোড়নে পিছনের পানিতে লাল পলি দেখা যেতে নোঙর ফেলা হলো। কয়েক কিলোমিটার সামনে কলোরাডো নদীর মুখ, অগভীর আর চওড়া, দিগন্তের দিকে হাঁ করে আছে। ঘোলা, লবণাক্ত পানির দু'দিকে বিস্তৃত হয়ে আছে খাঁ খাঁ কাদাময় সমতল ভূমি, পুরোপুরি উদ্ভিদ বর্জিত। গোটা বিশ্বের খুব কম গ্রহেই এরকম করুণ, কুৎসিত ও প্রাণহীন দৃশ্য চোখে পড়বে।

সেফটি হারনেস অ্যাডজাস্ট করার ফাঁকে হেলিকপ্টারের উইণ্ডস্ক্রীন দিয়ে দৃশ্যটার ওপর চোখ বুলাচ্ছে রানা। জুলিয়া বসেছে কো-পাইলটের সীটে, পিছনের প্যাসেঞ্জার সীটে শামিম ও হপকিন্স। তারপর রেডক্লিফ ও লরেলির দিকে তাকাল ও, হেলিকপ্টার থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। রেডক্লিপ দুটো আঙুল খাড়া করে ভি তৈরি করলেন, ভিক্টরি বোঝাবার জন্যে। আর লরেল একটা চুমো ছুঁড়ে দিল।

স্টিক টানল রানা, গোটা ফিউজিলাজ কাঁপতে শুরু করল। প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়ল কপ্টার। বাতাসে ওড়া একটা পাতার মত কাত হয়ে ছুটল ওদের বাহন। খানিক পর উত্তর দিকে কোর্স ধরে আরও উপরে উঠতে শুরু করল ওরা। পাঁচশো মিটারে অর্থাৎ ষোলোশো ষাট ফুটে পৌঁছে কপ্টার সিধে করে নিল রানা।

আপার গালফের কালচে-সবুজ পানির ওপর দিয়ে দশ মিনিট এগোল রানা,

তারপর ল্যাগুনা সালাডার জলাভূমির ওপর চলে এল। জলার বিরাট একটা অংশ সম্প্রতি বৃষ্টি হওয়ায় ডুবে গেছে।

কাদাময় বিশাল জলা পিছিয়ে পড়ল, কপ্টারের নিচে এখন বালিয়াড়ি, পাহাড়শ্রেণীর গোড়া থেকে একটা মিছিলের মত লাগুনা সালাডার কিনারা পর্যন্ত বিস্তৃত। এদিকের দৃশ্য চাঁদের মত ধূসর। উঁচু-নিচু পাথুরে জায়গা, মনে ভয় ধরিয়ে দেয়।

'ওদিকে একটা রাস্তা দেখা যাচ্ছে,' নিচের দিকে হাত লম্বা করে বলল জুলিয়া।

'হাইওয়ে ফাইভ,' বলল রানা। 'সান ফিলিপি থেকে মেক্সিক্যালির দিকে গেছে।'

'এটা কি কলোরাডো বনভূমির অংশ?' হপকিন্স জানতে চাইল।

'সীমান্তের উত্তরের মরুভূমিকে তাই বলা হয়, কলোরাডো নদীর সঙ্গে মিল রেখে। আসলে এ-সবই সনোরান মরুভূমির অংশ।'

'জায়গাটা সুবিধের নয়, এখানে আমি হাঁটতে রাজি হব না।'

'মরুভূমি যাদের সহ্য হয় না তারা এখানে মারা যায়,' বলল রানা। 'আর যাদের মরুভূমির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আছে তারা টিকে থাকে।'

'এখানে কি সত্যি মানুষ বাস করে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল জুলিয়া।

'বেশিরভাগই ইণ্ডিয়ান,' জবাব দিল রানা। 'সনোরান মরুভূমিই সম্ভবত দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর মরুভূমি।'

পাশের একটা জানালা দিয়ে নিচে তাকাল শামিম, চোখে বিনকিউলার। রানার কাঁধে চাপড় মারল সে। 'তোমার হট স্পট পোর্ট সাইডে এগিয়ে আসছে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, কোর্স সামান্য বদলে নিঃসঙ্গ একটা পাহাড়ের দিকে তাকাল, সরাসরি সামনে মরুভূমির মেঝে থেকে মাথা তুলেছে। সেরো এল ক্যাপিরোট মানানসই নাম। আকৃতিটা ঠিক মোচার মত না হলেও, চোখা হ্যাটের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে।

শামিম বলল, 'আমার যেন মনে হচ্ছে পশুর মত কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি চূড়ায়।'

'খানিক নিচে নেমে ওটার ওপর ঝুলে থাকব,' বলে রাখল রানা।

স্পীড কমাল ও, নিচে নামল, তারপর পাহাড়টার চূড়া লক্ষ করে এগোল। প্রথমে বার দুয়েক চক্কর দিল, তারপর স্থিরভাবে ঝুলে থাকল শূন্যে, পাথুরে পিশাচটার নাকে প্রায় নাক ঠেকিয়ে। মুখ ব্যাদান করে আছে, ক্ষুধার্ত কুকুরের মত লাগল ওটাকে।

'স্যালুট করো, বন্ধুরা,' আহ্বান জানাল রানা। 'উনি পরকালে যাবার দরজায় পাহারা দিচ্ছেন।'

'তারমানে মিথ্ নয়।' ফিসফিস করল জুলিয়া। 'সত্যি ওটার অস্তিত্ব আছে!'

'দেখে মনে হচ্ছে বয়েসের ভারে দুর্বল হয়ে পড়েছে,' বলল শামিম, শক্ত করে ধরে আছে ভাবাবেগের লাগাম।

'আপনাকে ল্যাণ্ড করতে হবে,' বলল হপকিন্স। 'আমরা ওটাকে কাছ থেকে

দেখতে চাই।'

'চারদিকে শুধু তো বোল্ডার দেখতে পাচ্ছি,' বলল রানা। 'নামার জন্যে ফাঁকা একটা জায়গা দরকার।

'কেন, ওটার সামনে তাকাও না। চল্লিশ মিটারের মত দূরে, একদম ফাঁকা আর সমতল। দেখতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল শামিম।

হেলিকপ্টার ঘুরিয়ে নিয়ে দূরে সরে এল রানা, তারপর পশ্চিম দিক থেকে চূড়াটার দিকে এগোল আবার। স্পীড কমিয়ে ধীরে ধীরে পিছিয়ে আনল স্টিক। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল নীল কপ্টার, তারপর চূড়ার একমাত্র ফাঁকা জায়গায় ল্যাণ্ড করল।

প্রথমে নিচে নামল শামিম, হাতের লাইনটা বড় একটা পাথরে জড়াল, অপরপ্রান্ত বাঁধল কপ্টারের সঙ্গে। ইতিমধ্যে এঞ্জিন বন্ধ করেছে রানা, থেমে আসছে রোটর।

লাফ দিয়ে নিচে নেমে জুলিয়ার একটা হাত ধরল হপকিন্স, নামতে সাহায্য করল তাকে। নেমেই পাথুরে মূর্তিটার দিকে ছুটল সে। সবার শেষে নামল রানা, তবে বাকি সবার পিছু নিল না। শান্ত ভঙ্গিতে চোখে বিনকিউলার তুলে আকাশের একটা দিকে তাকাল, যেদিক থেকে এঞ্জিনের ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে আসছে।

নীল আকাশের গায়ে চকচকে একটা বিন্দুর মত লাগল সী প্লেনটাকে। দুশো মিটার অর্থাৎ সাড়ে ছ'হাজার ফুট ওপরে রয়েছে পাইলট, ভেবেছে কেউ দেখতে পাবে না। রানাকে অবশ্য বোকা বানানো যায়নি। প্ল্যাটফর্ম থেকে হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে ওঠার পর থেকেই মনটা খুঁত খুঁত করছিল ওর। সীপ্লেনটাকে দেখতে পাওয়ায় ওর সন্দেহই শুধু সত্যি প্রমাণিত হলো।

সবাই ইতিমধ্যে পিশাচটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ওদের দিকে এগিয়ে আসার সময় একটু সরে গেল রানা, পাহাড়-প্রাচীরের মাথা থেকে উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল। পাঁচিল বেয়ে উঠতে হয়নি, সেজন্যে ধন্যবাদ দিল ভাগ্যকে। বাধাহীন মরুভূমির দৃশ্য শ্বাসরুদ্ধকর লাগল। অক্টোবরের সূর্য পাথর আর বালিকে উজ্জ্বল রঙ মাখিয়ে দিয়েছে। দক্ষিণে ঝলমল করছে গালফের পানি, আর সামান্য কুয়াশার ভেতর জলাভূমির দু'দিকে রাজকীয় ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে আছে পাহাড়শ্রেণী।

পাথুরে মূর্তিটার কাছে এসে রানা দেখল ওটার মাপ নিচ্ছে জুলিয়া, আর হপকিন্স বিভিন্ন দিক থেকে একের পর এক ফটো তুলতে ব্যস্ত। শামিম মূর্তিটার চারপাশে হাঁটছে, দেখছে গোপন কোন প্রবেশপথ পাওয়া যায় কিনা।

'কি বুঝছেন?' জুলিয়াকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'মানে আসল জিনিস তো?'

'চাচাপয়ান প্রভাব স্পষ্ট,' বলল জুলিয়া, উত্তেজনায় লালচে হয়ে আছে চেহারা। 'ওদের শিল্পকর্মের অসাধারণ একটা দৃষ্টান্ত।' পিছিয়ে এসে মাথা কাত করে আরেক ভঙ্গিতে তাকাল মূর্তিটার দিকে। 'লক্ষ করুন আঁশগুলোর নকশা কেমন নিখুঁতভাবে ডুপ্লিকেট করা হয়েছে। পুয়েবলো ডে লস মুয়েরটস-এ খোদাই করা পশুর গায়ে যে আঁশ দেখেছি আমরা তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।'

'টেকনিক মেলে?'

'হুবহু প্রায় এক।'

'তাহলে হয়তো একই ভাস্করের কাজ এটাও।'

'সম্ভব।' একটা হাত উঁচু করে সরীসৃপের আঁশযুক্ত ঘাড়ের নিচের অংশ ছুঁলো জুলিয়া। 'চাচাপয়ান ভাস্কর্য শিল্পীদের দাম দিত ইনকারা, ওদেরকে দিয়ে কাজ করানো বিরল কোন ঘটনা ছিল না।'

'আপনি তো আর্কিওলজিস্ট, ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারবেন? আগেকার দিনের মানুষরা এরকম অদ্ভুত প্রাণীর মূর্তি বানাত কেন? দেখলে গা ছমছম করে?'

'এটা সম্পর্কে একটা কিংবদন্তী আছে, যদিও অস্পষ্ট। এক শকুন একটা ডিম পেড়েছিল, সেটা এক চিতা খেয়ে ফেলে, পরে বমির সঙ্গে বের করে দেয়। ডিম থেকে বেরিয়ে আসে একটা সাপ, সাপটা চলে যায় সাগরে, আর ওই সাগরই তার গায়ে মাছের আঁশ লাগিয়ে দেয়। গল্পের বাকি অংশে বলা হয়েছে, পশুটা অত্যন্ত কুৎসিত বলে, আর সূর্যের দ্বারা প্রতিপালিত অন্যান্য দেবতারা তাকে এড়িয়ে চলে বলে, পাতালে নেমে গিয়ে সেখানেই বসবাস করতে শুরু করে সে, তারপর এক সময় মৃতদের প্রহরী হয়ে ওঠে।'

'কুৎসিত হাঁসের ছানা, সেই আদি রূপকথা।'

'সত্যি কুৎসিত ও,' বলল জুলিয়া, 'তবু ওর জন্যে খুব দুঃখ আর মায়া হয় আমার। ব্যাপারটা আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না, তবে মনে হয় পাথরটার যেন নিজস্ব প্রাণ আছে।'

'আমিও অনুভব করছি, পাথর ছাড়াও আর কি যেন একটা আছে।' দুটো ডানার একটা খসে পড়ে ভেঙে গেছে, টুকরোগুলোর দিকে তাকাল রানা। 'দেখে মনে হচ্ছে বেচারার খুব দুঃসময় যাচ্ছে।'

মূর্তির গায়ের নকশা ও বুলেটের তৈরি গর্তগুলোর দিকে রানার দৃষ্টি আকৃষ্ট করল জুলিয়া। 'আশ্চর্যই বলতে হবে স্থানীয় আর্কিওলজিস্টরা এটার আসল পরিচয় ধরতে পারেনি—মূল্যবান একটা শিল্পকর্ম, দুই কালচারের ফসল, বিকশিত হয়েছিল এখান থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে...।'

হঠাৎ হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'তুমি কোন শব্দ পাচ্ছ? যেন কেউ কাঁদছে?'

কান পেতে শোনার চেষ্টা করল জুলিয়া, তারপর মাথা নাড়ল। 'আমি শুধু হপকিন্সের ক্যামেরার আওয়াজ পাচ্ছি।'

শব্দটা অদ্ভুত, তবে এখন আর রানাও শুনতে পাচ্ছে না। 'বোধহয় বাতাস।'

'কিংবা হয়তো ডেমোনিয়ো ডেল মুয়েরটস যাদেরকে পাহারা দিচ্ছে তাদের কান্না।'

'কিন্তু আমি শুনেছি ওদেরকে অনন্ত শান্তিতে বিশ্রাম নেয়ার নিশ্চয়তা দেয় সে।'

হাসল জুলিয়া। 'ইনকা বা চাচাপয়ান ধর্মীয় রীতি সম্পর্কে খুব কম জানি আমরা। আমাদের এই পাথুরে বন্ধুকে যতটা ভাল বলে মনে করা হয় ততটা ভাল না-ও হতে পারে।'

জুলিয়া আর হপকিন্সকে কাজ করতে দিয়ে শামিমের কাছে চলে এল রানা। শামিমের হাতে একটা মাইনার'স পিক রয়েছে, সেটা দিয়ে পিশাচের বেদির

চারধারের পাথরে টোকা মারছে সে। 'কি, সুড়ঙ্গের কোন আভাস পেলে?'

ম্লান মুখে মাথা নাড়ল শামিম। 'সত্যি যদি কোন প্যাসেজ থাকে, পাহাড়ের অন্য কোথাও আছে।'

মাথাটা একটু কাত করে কি যেন শুনতে চেষ্টা করল রানা। 'আবার পাচ্ছি।'

'যেন একটা পরী কোথাও কাঁদছে?'

'তুমিও শুনেছ?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার মনে হয়েছে পাথরের ভেতর দিয়ে যাবার সময় বাতাস···।'

শামিমের কথা শেষ হলো না, রানা বলল, 'কিন্তু কোথায় বাতাস?'

রানা বলার পর ব্যাপারটা শামিমও উপলব্ধি করল। বিস্ময় ফুটে উঠল তার চেহারায়। জিভে ঠেকিয়ে একটা আঙুলের ডগা ভেজাল সে, বাতাস বইছে কিনা পরীক্ষা করল। 'আরে তাই তো, বাতাস তো একদম নড়ছেই না।'

'শব্দটা কিন্তু একটানা হচ্ছে না,' বলল রানা। 'কিছুক্ষণ পর পর শোনা যাচ্ছে।'

'সেটা আমিও লক্ষ করেছি,' বলল শামিম। 'নিঃশ্বাসের মত আসে, দশ সেকেণ্ড পর থেমে যায়, আবার ফিরে আসে প্রায় এক মিনিট পর।'

ক্ষীণ হেসে রানা বলল, 'এমন হতে পারে আমরা একটা গুহার ভেন্টিলেটার নিয়ে আলোচনা করছি?'

'চলো দেখি খুঁজে পাই কিনা,' ব্যগ্র সুরে বলল শামিম।

'ওটাই বরং আমাদের কাছে ধরা দিক।' একটা পাথর খুঁজে নিয়ে বসল রানা, সেটা যেন ওর নিতম্বের মাপ মত তৈরি করা। রুমাল দিয়ে অলসভঙ্গিতে সানগ্লাসের একটা লেন্স থেকে ধুলোর কণা মুছল। চোঙ বানিয়ে কানে তুলল দুই হাত, তারপর মাথাটা রাডার অ্যান্টেনার মত একদিক থেকে আরেক দিকে ঘোরাতে শুরু করল।

যেন ঘড়ির কাঁটা ধরে, নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে, কান্নার আওয়াজটা আসা-যাওয়া করছে। তিন বার শোনার পর ইঙ্গিতে শামিমকে চূড়ার উত্তর দিক বরাবর এগোতে বলল রানা। ওদের মধ্যে কোন কথা হলো না।

ঢাল বেয়ে বিশ মিটার বা পঁয়তাল্লিশ ফুটের মত নামল শামিম, তারপর দাঁড়াল। কান পেতে আছে সে, অপেক্ষা করছে রানার পরবর্তী ইশারা পাবার জন্যে। করুণ সুরটা রানার চেয়ে স্পষ্টভাবে বাজল তার কানে। তবে জানে বোল্ডারে লেগে আওয়াজটা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, মূল সুরটাও বদলে যাচ্ছে। যেখানে দাঁড়ালে জোরে শোনা যাচ্ছে সেখান থেকে রানা তাকে সরে আসার ইশারা করল। প্রতিবাদ না করে রানার নির্দেশিত জায়গার দিকে এগোল সে। কিন্তু সামনে আর এগোনো সম্ভব নয়, কারণ চূড়ার একটা পাশ এখান থেকে ঝপ করে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট নিচে নেমে গেছে। নিচে সরু একটা নালা।

পাথরের ওপর শুয়ে নালায় নামার কোন পথ আছে কিনা পরীক্ষা করছে শামিম, তার পাশে এসে বসল রানা, লম্বা করে দিল একটা হাত, হাতের তালু নিচের দিকে।

খানিক পর আবার শোনা গেল আওয়াজটা মাথা ঝাঁকাল রানা, মুখে হাসি

ফুটে উঠল। 'বাতাসের ছোঁয়া লাগছে তালুতে। পাহাড়ের গভীরে কিছু একটা আছে বা ঘটছে, যে-কারণে একটা ভেন্টিলেটার দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে বাতাস।'

'রশি আর টর্চ নিয়ে আসি আমি,' লাফ দিয়ে সিধে হয়েই কপ্টারের দিকে ছুটল শামিম। দু'মিনিটের মধ্যে জুলিয়া আর হপকিন্সকে নিয়ে ফিরে এল সে।

জুলিয়ার চোখ দুটো চকচক করছে উত্তেজনায়। 'শামিম বলছেন আপনি নাকি পাহাড়ের ভেতর ঢোকার পথ পেয়েছেন?'

'একটু পরই জানা যাবে,' বলল রানা।

নাইলন লাইনের একটা প্রান্ত বড় একটা পাথরে বাঁধল শামিম। 'কৃতিত্বটা কে পাবে?'

'টস হোক,' প্রস্তাব দিল রানা।

'হেড।'

শূন্যে একটা সিকি ডলার ছুঁড়ল রানা, টং করে পাথরের ওপর পড়ল সেটা। 'টেইল, তুমি হারলে।'

প্রতিবাদ না করে মেনে নিল শামিম, একটা লুপ তৈরি করে রানার মাথা দিয়ে গলিয়ে কাঁধের নিচে আটকাল। 'সাবধান, পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙো না আবার,' বলল সে, রানার হাতে টর্চটা ধরিয়ে দিল। খাড়া ঢাল বেয়ে নালায় নেমে যাচ্ছে রানা, লাইন ছাড়ছে শামিম।

নালার মেঝেতে নেমে মুখ তুলল রানা। 'ঠিক আছে, নেমে এসেছি।'

'কি দেখতে পাচ্ছ?'

'পাথরের গায়ে সরু একটা ফাটল, হামাগুড়ি দিয়ে কোনরকমে ঢোকা যাবে। ঢুকছি আমি।'

'রশি খুলবে না। ঢোকার মুখেই হয়তো খাদ আছে।'

ক্রল করে সরু ফাটলের ভেতর ঢুকে পড়ল রানা। প্রথম দশ ফুট খুবই সরু, কষ্ট হলো এগোতে, তারপর জায়গাটা চওড়া হয়ে গেল, অনায়াসে দাঁড়াতে পারল ও। টর্চ জ্বেলে দেয়ালের গায়ে আলো ফেলল, দেখল একটা প্যাসেজের মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, প্যাসেজটা নেমে গেছে পাহাড়ের গভীরে। প্যাসেজের মেঝে মসৃণ, কয়েক কদম পর পর পাথর কেটে ধাপ তৈরি করা।

হঠাৎ ভেজা ভেজা খানিকটা বাতাস পাশ কাটাল ওকে, যেন কোন দৈত্য নিঃশ্বাস ফেলল ওর গায়ে। পাথরের দেয়ালে আঙুল ছোঁয়াল রানা, ভিজে গেল ডগাটা। কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে প্যাসেজ ধরে নামতে শুরু করল ও। একটু পরই টান পড়ল লাইনে, দাঁড়াতে বাধ্য হলো। সামনের অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলল, একজোড়া চোখ কটমট করে তাকিয়ে আছে দেখতে পেয়ে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা।

কালো পাথরের বেদিতে আরও একটা পিশাচ রয়েছে। চূড়ার পিশাচটার মতই আকার ও চেহারা, সম্ভবত একই হাতে তৈরি, মুখ ব্যাদান করে আছে প্যাসেজের দিকে। এটার গায়ে নীলকান্তমণি বসানো, চকচকে দাঁতগুলো সাদা স্ফটিক দিয়ে তৈরি, চোখ দুটো লাল রত্ন।

রশি কেটে সামনে এগোবে কিনা চিন্তা করল রানা। না, বাকি সবার ওপর অন্যায় করা হবে। ট্রেজার চেম্বার আবিষ্কারের সময় সবাই একসঙ্গে থাকা উচিত। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফাটল গলে রোদের মধ্যে বেরিয়ে এল ও।

নালা থেকে টেনে তোলা হলো রানাকে। ওদের কারও মুখে কথা নেই, ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। কিন্তু রানা কিছু বলছে না দেখে হঠাৎ বিস্ফোরিত হলো জুলিয়া। 'কি দেখলেন? বলুন কি পেলেন আপনি?'

তাকিয়ে থাকল রানা, নির্লিপ্ত চেহারা। তারপর শব্দ না করে হাসল। 'নিচে একটা প্যাসেজ আছে, প্যাসেজের মুখে আরেকটা পিশাচ পাহারা দিচ্ছে। ওটার কথা বাদ দিলে প্যাসেজটা পরিষ্কার।'

উল্লাসে ফেটে পড়ল সবাই। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল জুলিয়া আর হপকিন্স, চেঁচামেচির মধ্যে ওদের চুমো খাবার শব্দ চাপা পড়ে গেল। রানার পিঠে এত জোরে চাপড় মারল শামিম, মনে হলো মাড়ি থেকে খসে পড়বে সবগুলো দাঁত। প্রবল উত্তেজনায় পাথরের ওপর শুয়ে নালার শেষ মাথার ফাটলটার দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, যে পথ ধরে পাহাড়ের গভীরে নেমে যাবে সবাই। ওটা যে একটা কালো অন্ধকার টানেল, সে-কথা কেউ ভেবে দেখল না। কল্পনার চোখে পাহাড়ের গভীরে লুকিয়ে রাখা গুপ্তধনও দেখতে পাচ্ছে সবাই।

একা শুধু রানা ওদের সঙ্গে যোগ দেয়নি। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আকাশের ওপর চোখ বুলাচ্ছে ও। মনে মনে জানে, দূর আকাশের কোথাও থেকে ওদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে প্রতিপক্ষ। আরও জানে, ওদেরকে অনুসরণ করে এখানেও তারা পৌঁছুবে।

***

রক্তপিপাসা-৩

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

এক

আরও এক কয়েল রশি, টর্চ ও কোলম্যান লণ্ঠন নেয়ার জন্যে হেলিকপ্টারে ফিরে এল শামিম। রশিটা নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে নিল সে, টর্চটা দিল জুলিয়াকে, কয়েকটা দেশলাই সহ কোলম্যান ধরিয়ে দিল হপকিন্সের হাতে। 'ট্যাঙ্কে গ্যাস ভরা আছে, অন্তত ঘণ্টা তিনেক আলো পাব।'

হাতের টর্চটা দেখাল জুলিয়া। 'আমি পথ দেখাই?'

কাঁধ ঝাঁকাল শামিম। 'খুশি হলাম। টানেলের ভেতর ইনকারা যদি কোন ফাঁদ রেখে গিয়ে থাকে, আমি সেটায় আটকা পড়তে চাই না। নরকে নামতে আপত্তি নেই, তবে আমার আগে কাউকে থাকতে হবে।'

জুলিয়া ঠোঁট ফোলাল। 'আপনি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন!' তার গলায় অভিযোগ।

হেসে উঠল রানা। 'বেশি বেশি ইণ্ডিয়ানা জোনস দেখার কুফল।

'টানেলের মুখ কতটুকু চওড়া?' জানতে চাইল হপকিন্স।

'জুলিয়া হয়তো হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে পারবেন,' বলল রানা। 'তবে আমাদেরকে সাপ হতে হবে।'

পাহাড়ের চূড়া থেকে উঁকি দিয়ে ফাটলটার তলায় তাকাল জুলিয়া। 'চাচাপয়া আর ইনকারা খাড়া পাহাড়ের ওপর কয়েক টন সোনা তুলল, তারপর ইঁদুরের একটা গর্তের ভেতর নামিয়ে দিল, এ বিশ্বাস করা যায় না। পাহাড়ের গোড়ায় পুরনো যে ওয়াটারলাইন দেখেছি আমরা তার ওপর কোথাও নিশ্চয়ই একটা চওড়া প্যাসেজ পেয়েছিল তারা।'

'খুঁজে বের করতে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে,' বলল হপকিন্স। 'পাথর বা ভূমি ধসে চাপা পড়ে গেছে। ভুলে যেয়ো না, পাঁচশো বছর আগের ঘটনা।'

রানা বলল, 'তাছাড়া, ইনকারা অবশ্যই সেটা বন্ধ করে রেখে গেছে।'

পুরুষরা কেউ সামনে থাকতে চাইলেও রাজি হবে না জুলিয়া। পাথরের ওপর হামাগুড়ি দেয়া আর অন্ধকার গর্তের ভেতর মাথা গলানো তার কাজ, অভ্যস্ত সে। তার পিছনে থাকল হপকিন্স আর শামিম, সবশেষে রানা।

'টানেলের ভেতর আমি যদি চাপা পড়ি, তুমি আমাকে উদ্ধার করবে তো?' রানাকে জিজ্ঞেস করল শামিম।

'যখন দেখব আমাকে উদ্ধার করার লোক আছে,' জবাব দিল রানা।

পাথুরে ধাপ বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে জুলিয়া আর হপকিন্স, দ্বিতীয় ডেমোনিয়ো ডেল মুয়েরটস পরীক্ষা করছে, এই সময় ওদের পাশে এসে দাঁড়াল শামিম আর রানা।

প্রকাণ্ড দানবটার গায়ে মাছের আঁশ আছে, প্রতিটি আঁশে নকশা খোদাই করা। সেগুলো পরীক্ষা করে জুলিয়া বলল, 'প্রথম পিশাচটার চেয়ে এটার ইমেজগুলো অনেক ভাল অবস্থায় পাচ্ছি আমরা।'

'অর্থ বের করতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল হপকিন্স।

'সময় পেলে পারব। দেখে মনে হচ্ছে খুব ব্যস্ত হাতে খোদাই করা হয়েছে।'

পাথুরে সরীসৃপের মাথা ও চোয়ালের দিকে তাকাল হপকিন্স। 'আগের দিনের মানুষরা যে পাতালকে ভয় পেত, এটা অবাক হবার মত কোন ব্যাপার না। এই পিশাচ ডায়রিয়া বাধিয়ে দেয়ার মত যথেষ্ট কুৎসিত। লক্ষ করেছেন, মনে হচ্ছে চোখগুলো যেন আমাদের প্রতিটি নড়াচড়া অনুসরণ করছে?'

'ভাল হয়ে যান,' সাবধান করে দিল শামিম।

চোখটা লাল মূল্যবান রত্ন, ধুলো পরিষ্কার করে জুলিয়া বলল, 'বারগাণ্ডি টোপাজ। সম্ভবত পুব আন্দেজের খনি থেকে তোলা।'

কোলম্যান লণ্ঠনটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল হপকিন্স, পাম্প করে ফুয়েল প্রেশার বাড়াল, তারপর দেশলাই জ্বেলে আগুন ধরাল ম্যানটলে। ত্রিশ ফুট পর্যন্ত দু'দিকেই উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল প্যাসেজ। লণ্ঠন তুলে পিশাচটার দিকে তাকাল সে। 'দ্বিতীয় পিশাচের কি দরকার ছিল?' মুগ্ধ হয়ে লক্ষ করল, দানবটা এমন নতুন লাগছে যেন কাল বা পরশু তৈরি করা হয়েছে।

সরীসৃপের মাথায় হাত বুলাল রানা। 'বীমা,' বলল ও। 'প্রথমটাকে কেউ যদি পাশ কাটিয়ে আসে, এটা তাকে বাধা দেবে।'

থুথু দিয়ে রুমালের একটা কোণ ভিজিয়ে টোপাজ চোখ দুটো মুছল জুলিয়া। 'অদ্ভুত ব্যাপার হলো, প্রাচীন যুগের বহু কালচার, একটার সঙ্গে অপরটার ভৌগোলিক বা অন্য কোন মিল নেই, অথচ একই মিথ নিয়ে হাজির হয়। ভারতে যেমন, যক্ষের ধন-সম্পদ পাহারা দেয় কেউটে সাপ।'

'এর মধ্যে আমি আশ্চর্য হবার মত কিছু দেখছি না,' বলল শামিম। 'পঞ্চাশ জনের মধ্যে উনপঞ্চাশজনই সাপকে ভয় করে।'

পিশাচটাকে আরও কিছুক্ষণ পরীক্ষা করার পর প্যাসেজ ধরে সামনে এগোল ওরা। নিচের পাতাল থেকে উঠে আসা স্যাঁতসেঁতে বাতাস লাগছে গায়ে, তা-সত্ত্বেও ঘামতে শুরু করেছে সবাই।

হপকিন্স বলল, 'এই টানেল তৈরি করতে নিশ্চয়ই ওদের কয়েক বছর লেগেছে।'

হাত তুলে লাইমস্টোন ছাদ ছুঁলো রানা। 'পাথর ভেঙে একেবারে নতুন তৈরি করেছে বলে মনে হয় না।' ফাটল হয়তো একটা ছিলই, সেটাকে বড় করেছে ওরা। তাদের পরিচয় যা-ই হোক, লোকগুলো বেঁটে ছিল না।'

'কিভাবে বলতে পারছেন?'

'ছাদ দেখে। মাথা নিচু করে রাখতে হচ্ছে না। মাথার ওপর আরও এক ফুট ফাঁক পাচ্ছি।'

দেয়ালের গায়ে একটা অগভীর তাক দেখতে পেল হপকিন্স, ভেতরে বড় একটা প্লেট বসানো। 'ভেতরে ঢোকার পর এটা নিয়ে তিনটে দেখলাম। কি কাজ

এগুলোর, কেন এভাবে রাখা হয়েছে?'

ধুলো পরিষ্কার করল জুলিয়া, চকচকে প্লেটে তার চেহারা ফুটে উঠল। 'পালিশ করা সিলভার রিফ্লেক্টর,' বলল সে। 'ভেতরের গ্যালারি আলোকিত করার জন্যে প্রাচীন মিশরীয়রাও এই টেকনিক ব্যবহার করত। প্রবেশমুখের কাছে একটা রিফ্লেক্টরে রোদ লাগে, সেই রোদ প্রতিফলিত হয়ে আরেকটা রিফ্লেক্টরে লাগে, এভাবে ভেতরে চলে আসে আলো। তেলের কুপি জ্বাললে ধোঁয়া হয়।'

'তারা কি জানত পরিবেশটাকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা হচ্ছে?' বিড়বিড় করল রানা।

ওদের পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলে ছড়িয়ে পড়ছে সামনে ও পিছনে। গা ছমছমে ভৌতিক পরিবেশ। সামনে কি আছে জানা নেই, শুধু জানে পাহাড়টার হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করছে ওরা। বাতাস এখানে এত বেশি স্যাঁতসেঁতে আর ভারি যে শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে ওদের। আরও প্রায় দেড়শো ফুট এগিয়ে এসে ছোট একটা গুহায় ঢুকল ওরা, সঙ্গে লম্বা গ্যালারি রয়েছে।

পাতালের গভীরে একটা কবরস্থানই বলা যায় গুহাটাকে, পাথর কেটে ছোট ছোট ঘর বানানো হয়েছে। মোট বিশটা মমি, সুদৃশ্য কারুকাজ করা উলেন কাপড় দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো। এরা ছিল বিশ্বস্ত প্রহরী, এমনকি মারা যাবার পরও গুপ্তধন পাহারা দিচ্ছে, এমন এক সাম্রাজ্য থেকে স্বদেশীদের ফিরে আসার অপেক্ষায় আছে যার এখন আর কোন অস্তিত্বই নেই।

'মানুষগুলো ছিল তালগাছ,' বলল রানা। 'সম্ভবত দু'শো আট সেন্টিমিটার, মানে ছ'ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা।'

প্রাইম স্পোর্টস বাস্কেটবল খেলা থাকলে টিভির সামনে থেকে কার সাধ্য শামিমকে তোলে, সে বলল, 'বেঁচে থাকলে প্রত্যেকে ওরা বিশ লাখ ডলার করে কামাত বছরে।'

উলেন কাপড়ের নকশাগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছিল জুলিয়া, সে বলল, 'শোনা যায়, চাচাপয়ারা সত্যিই খুব লম্বা হত।'

গুহার চারধারে চোখ বুলাল রানা। 'একজনকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

ওর দিকে অবাক হয়ে তাকাল হপকিন্স। 'কাকে?'

'শেষ পাহারাদারকে। একে একে সবাই মারা যাবার পর যে লোকটা তাদেরকে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করল, সে কোথায়?'

লাশ সাজানো গ্যালারির সামনে আরও বড় একটা গুহা দেখা গেল। একবার চোখ বুলিয়েই জুলিয়া জানাল, 'মারা যাবার আগে এই জায়গাটা ব্যবহার করত প্রহরীরা। চওড়া, বৃত্তাকার একটা টেবিল রয়েছে, সঙ্গে বেঞ্চ। টেবিলটা যে খাওয়াদাওয়ার কাজে ব্যবহার করা হত তাতে কোন সন্দেহ নেই। একটা সিলভার প্লেটে এখনও পড়ে রয়েছে বড় একটা পাখির হাড়। প্লেটটার পাশে সিরামিক মগ দেখা গেল বিছানাগুলো দেয়াল ঘেঁষা, কোন কোন বিছানায় এখনও নিখুঁতভাবে ভাঁজ করা রয়েছে পশমের তৈরি কম্বল। হপকিন্স দেখতে পেল মেঝেতে চকচকে কি যেন একটা পড়ে রয়েছে। জিনিসটা তুলে কোলম্যানের আলোয় ধরল সে।

'কি ওটা?' জানতে চাইল জুলিয়া।

'সোনার আঙটি, কোন নকশা নেই।'

'লক্ষণ দেখে উৎসাহ বোধ করছি,' বলল রানা। 'নিশ্চয়ই আমরা মেইন ভল্টের কাছাকাছি চলে আসছি।'

উত্তেজনা বাড়ছে, সেই সঙ্গে দ্রুত হচ্ছে জুলিয়ার শ্বাস-প্রশ্বাস। সবাইকে পিছনে ফেলে গুহা থেকে বেরিয়ে একটা টানেলের ভেতর ঢুকে পড়ল সে। টানেলের ওপর খিলান আকৃতির সিলিং, তবে প্যাসেজটা এত সরু যে পাশাপাশি দু'জন মানুষ দাঁড়াতে পারবে না। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে নেমে গেছে কে জানে কোথায়।

এক সময় পিছন থেকে শামিম জানতে চাইল, 'কারও কোন ধারণা আছে কত দূর এলাম আমরা?'

'আমার পা বলছে দশ কিলোমিটারের কম নয়,' জবাব দিল জুলিয়া, প্রশ্নটা শুনে হঠাৎ ক্লান্ত বোধ করছে সে।

লাশের গ্যালারি থেকে রওনা হবার সময় থেকে পাথুরে ধাপগুলো গুণছে রানা। 'সী লেভেল থেকে সেরো এল ক্যাপিরোটের চূড়া মাত্র পাঁচশো মিটার উঁচু। আমার হিসাবে মরুভূমির নিচে চলে এসেছি আমরা।'

'কতটা নিচে?'

'বিশ থেকে ত্রিশ মিটার।'

'ধ্যাত!' শিউরে উঠে বিরক্তি প্রকাশ করল জুলিয়া। 'কি যেন আমার মুখে ঝাপটা মারল।'

'আমারও,' বলল শামিম। 'মনে হচ্ছে যেন একটা বাদুড় বমি করে ভিজিয়ে দিয়েছে আমাকে।'

'এই ভেবে খুশি থাকো যে ভ্যাম্পায়ার প্রজাতির নয় ওটা,' কৌতুক করল রানা।

টানেল ধরে আরও দশ মিনিট নামল ওরা। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল জুলিয়া, একটা হাত তুলে বাধা দিল সবাইকে। 'শুনুন!' ফিসফিস করল সে। 'আমি একটা শব্দ পাচ্ছি।'

কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না বা নড়ল না। নিস্তব্ধতা ভাঙল শামিম। 'যেন মনে হচ্ছে কেউ একটা ট্যাপ খুলে রেখে গেছে।'

'কোন ঝর্ণা বা নদী,' মৃদু গলায় বলল রানা, বৃদ্ধ বারটেণ্ডারের কথা মনে পড়ে গেছে।

যতই সামনে এগোল ওরা সচল পানির আওয়াজ ততই বাড়ল, বদ্ধ জায়গার ভেতর জোরালো শোনাচ্ছে। ইতিমধ্যে বাতাস যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, আগের চেয়ে অনেক তাজা। ওদের এগোবার গতি বেড়ে গেল, প্রতিটি বাঁক ঘোরার সময় আশা করছে এটাই বোধহয় শেষ। তারপর অকস্মাৎ চওড়া হয়ে গেল প্যাসেজ, দু'দিকের দেয়াল প্রসারিত হয়ে হারিয়ে গেছে অন্ধকারের ভেতর। ওরা দাঁড়িয়ে আছে যেন এক বিশাল ক্যাথেড্রালে। বোঝা গেল পাহাড়ের ভেতরটা অসম্ভব ফাঁপা।

নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা গেল, সেটার প্রতিধ্বনি শতগুণ হয়ে ফিরে

এল, যেন রক কনসার্ট অ্যামপ্লিফায়ারের সাহায্যে আওয়াজটা বাড়ানো হয়েছে। চিৎকারটা জুলিয়ার গলা থেকে বেরিয়েছে। কাছাকাছি যাকে পেল তাকেই দু'হাতে আঁকড়ে ধরল সে। ব্যথা পেয়ে উফ্ করে উঠল রানা।

শামিম, যে সহজে ভয় পাবার বান্দা নয়, দেখে মনে হলো আতঙ্কে কেঁদে ফেলবে।

স্তম্ভিত পাথরে পরিণত হয়েছে হপকিন্স, লম্বা করা হাত স্থির, শক্ত হয়ে আছে লোহার মত, শেষ মাথায় ঝুলছে কোলম্যান লণ্ঠন। 'ওহ্, গুড গড,' অবশেষে আটকে রাখা দম ছাড়ল সে, চেহারায় এখনও সম্মোহিত ভাব, ওদের সামনে রোমহর্ষক দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে আছে অপলক। 'কি ওটা?'

রানার হৃৎপিণ্ড প্রায় এক গ্যালন অ্যাড্রেনালিন ছড়িয়ে দিয়েছে সারা শরীরে, তবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখল ও, সম্পূর্ণ শান্ত। খুঁটিয়ে দেখছে ও, মূর্তি নয় যেন একটা টাওয়ার, সব মিলিয়ে এমন তার চেহারা যেন কোন সায়েন্স ফিকশন বা হরর সিনেমা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

ভৌতিক মূর্তিটা ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, বিকৃত একটা মড়ার মত ভীতিকর, ঠোঁট ফাঁক হয়ে বেরিয়ে পড়েছে দাঁতগুলো, অক্ষিকোটরে গভীর গর্ত। মূর্তিমান আতঙ্কটা প্রায় সাত ফুট লম্বা, আন্দাজ করল রানা। একটা কাঁধের ওপর খাড়া হয়ে আছে হাড়সর্বস্ব হাত, মুঠোয় ধরে আছে মুগুরের হাতল, যেন কারও মাথা ফাটিয়ে দিতে উদ্যত। কোলম্যানের উজ্জ্বল আলো প্রতিফলিত হচ্ছে গা থেকে, যেন হলদেটে ফাইবারগ্লাস রেজিন দিয়ে মোড়া শরীরটা।

হুয়াসকারের গুপ্তধন যারা পাহারা দিচ্ছিল তাদের মধ্যে এই লোকটাই সবার শেষে মারা গেছে। দেখে মনে হচ্ছে স্বচ্ছ আবরণের ভেতর জ্যান্ত আর অক্ষত রয়েছে সে।

'ওর এই অবস্থা হলো কি করে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল হপকিন্স।

বিশাল গুহার ছাদটার দিকে আঙুল তাক করল রানা। 'জমিনের ওপর থেকে লাইমস্টোনের সিলিং বেয়ে পানি চোয়াচ্ছে। কার্বন ডাই অক্সাইড আছে ওতে। ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়েছে গায়ে-মাথায়, ধীরে ধীরে একটা আবরণ তৈরি হয়েছে সারা শরীরে। পেপারওয়েটের ভেতর পিঁপড়ে বা কাঁকড়া দেখেছেন কখনও? এর অবস্থাও ঠিক সেরকম।'

'কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় মারা গেল কিভাবে?' ভয় কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে জুলিয়া, রানাকে ছেড়ে দিল।

জমাট বাঁধা স্বচ্ছ আবরণের ওপর হাত বুলাল রানা। 'খোলস ভেঙে পরীক্ষা না করলে বোঝা যাবে না। অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে, তবে পদ্ধতিটা আন্দাজ করা কঠিন নয়। মারা যাচ্ছে বুঝতে পারার পর নিশ্চয়ই একটা অবলম্বনের সাহায্যে নিজেকে খাড়া রাখার ব্যবস্থা করে সে, মাথার ওপর হাতটাকেও কোনভাবে উঁচু করে রাখে। তারপর আত্মহত্যা করে, সম্ভবত বিষ খেয়ে।'

'প্রাণ দিয়ে হলেও দায়িত্ব পালন করার একটা দৃষ্টান্ত বলতে হবে,' বিড়বিড় করল শামিম।

যেন কি একটা রহস্যময় শক্তির আকর্ষণ এড়াতে না পেরে দু'পা সামনে এগোল জুলিয়া, বিস্ফারিত চোখে রোমহর্ষক মূর্তিটার দিকে মুখ উঁচু করে তাকাল। 'যে রকম লম্বা দৈহিক গড়ন আর সোনালি চুল দেখছি, চাচাপয়া বলে মনে হচ্ছে,' বলল সে।

'হ্যাঁ, অনেক লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছে ও,' বলল রানা। চোখের সামনে হাতঘড়ি তুলে সময় দেখল। 'কোলম্যান থেকে আর আড়াই ঘণ্টা আলো পাব আমরা। এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না।'

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, অদ্ভুত গুহাটা এত চওড়া যে কোলম্যানের উজ্জ্বল আলো সেটার শেষ মাথা পর্যন্ত পৌঁছায়নি। দেয়ালগুলো কত দূরে বোঝার কোন উপায় নেই। মাথার ওপর শুধু খিলান আকৃতির সিলিং দেখা যাচ্ছে, তা-ও এত উঁচু যে অস্পষ্ট লাগছে। মানুষের তৈরি এত বিরাট কোন কাঠামো আগে কখনও দেখেনি কেউ ওরা। ছাদ থেকে বিশাল থামের মত অসংখ্য ল্যাইমস্টোনের ঝুরি নেমে এসেছে, কোন কোন ঝুরি মেঝেতে স্তূপ তৈরি করেছে, কিম্ভূতকিমাকার জন্তু বা পিশাচের মত দেখতে সেগুলো। কিছুক্ষণ হাঁটার পর দেয়াল দেখতে পেল ওরা, গায়ে দাঁতের মত চকচক করছে ক্রিস্টাল।

গুহার মেঝে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে, শেষ হয়েছে একটা নদীর পাড়ে, নদীটা প্রায় একশো ফুট চওড়া হবে। কালো পানিতে আলো পড়ায় রঙ হয়ে উঠল পান্না সবুজ। 'নাইন নটস,' স্রোতের গতিবেগ আন্দাজ করল রানা। পাথর সাজানো কিনারা দিয়ে কলকল শব্দে ছুটে চলেছে পানি, প্যাসেজে থাকতে এই আওয়াজটাই শুনতে পেয়েছিল ওরা। নদীর মাঝখানে নিচু, লম্বা একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে।

মরুভূমির তলায় অচেনা একটা নদী আবিষ্কার করে বিস্মিত হলো ওরা, তবে ওদেরকে অভিভূত করে তুলল চোখ ধাঁধানো একটা দৃশ্য। এরকম দৃশ্য গত কয়েক শতাব্দীর মানুষ কোনদিন দেখেনি। নদীর মাঝখানে, দ্বীপটার ওপর, সোনা আর সোনার তৈরি আর্টিফ্যাক্টে আক্ষরিক অর্থেই একটা পাহাড় তৈরি হয়ে আছে।

কোলম্যান আর একজোড়া টর্চের আলো পড়ায় সোনার পাহাড় ওদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। কেউ ওরা কোন কথা বলল না বা একচুল নড়ল না। মনে হলো যেন স্বপ্ন দেখছে, কথা বললে বা নড়ে উঠলে ঘুমটা ভেঙে যাবে।

এখানে রয়েছে হুয়াসকারের সেই সোনার চেইন, বৃত্তাকারে কুণ্ডলী পাকানো, বৃত্তটা তেত্রিশ ফুট উঁচু। এখানে আরও রয়েছে সেই গোল্ডেন সান ডিস্ক, সূর্যমন্দির থেকে নিয়ে আসা, অদ্ভুত সুন্দর নকশা করা, কয়েকশো অমূল্য পাথর দিয়ে সাজানো। সোনার তৈরি গাছের চারা, পদ্মফুল, পাখি, মাছ ইত্যাদি সংখ্যায় এত বেশি যে গুণে যেন শেষ করা যাবে না। আরও আছে রাজা ও দেবতাদের স্বর্ণমূর্তি। বিভিন্ন আকৃতির নগ্ন নারীমূর্তিও অসংখ্য, সবই সোনার তৈরি। আর আছে অলঙ্কার ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার্য নানারকম পাত্র, বাঁশি, মুকুট–সবগুলো রত্নখচিত। বিস্ময়ের সকল সীমা ছাড়িয়ে গেল টনকে টন সোনা দিয়ে তৈরি বিছানা, চেয়ার-টেবিল সহ বিভিন্ন ধরনের ফার্নিচার দেখে। নিরেট সোনা দিয়ে তৈরি বিশাল একটা সিংহাসন রয়েছে, খানিক পর পর রূপার ফুল দিয়ে সাজানো।

এখানেই শেষ নয় সারির পর সারিতে ভূতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে, সোনার

তৈরি খোলসে আবৃত, ইনকা রাজপরিবারের বারো পুরুষ সদস্যরা। প্রত্যেকের পাশে তার নিজের বর্ম আর মুকুট রয়েছে, সঙ্গে মূল্যবান পরিচ্ছদ।

'স্বপ্নেও কখনও ভাবিনি,' নরম গলায় ফিসফিস করল জুলিয়া, 'পৃথিবীর কোথাও এরকম কালেকশন থাকতে পারে।'

শামিম আর হপকিন্স বোবা হয়ে গেছে, কেউ তারা কোন কথা বলতে পারল না। দু'জনেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকল শুধু।

'ভাবতে আশ্চর্য লাগে কয়েক হাজার কিলোমিটার সাগর পাড়ি দিয়ে এ-সব ওরা এখানে নিয়ে এল কিভাবে! তখনকার দিনে নল-খাগড়ার ভেলা ছাড়া আর কিছু বানাতে পারত না ইনকারা।' তাজ্জব হয়ে গেছে রানা।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল জুলিয়া, চেহারায় বিষণ্ণতা ফুটে উঠল। 'যদি পারেন, কল্পনা করুন। এখানে আমরা প্রি-কলম্বিয়ান যুগের সর্বশেষ সভ্যতার সর্বমোট ধন-সম্পদের ক্ষুদ্র একটা অংশ মাত্র দেখতে পাচ্ছি। বেশিরভাগই তো স্প্যানিশরা লুঠ করে নিয়ে গেছে। ভাবুন তাহলে তার পরিমাণ কি হতে পারে।'

হঠাৎ সোনার মতই ঝিলিক দিয়ে উঠল শামিমের চেহারা। 'স্প্যানিশরা যা-ই নিয়ে যাক না কেন, মাখনটুকু নিয়ে যেতে পারেনি, এ আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি।'

'দ্বীপে যাবার উপায় হবে কি?' জিজ্ঞেস করল জুলিয়া। 'আর্টিফ্যাক্টগুলো আমি পরীক্ষা করতে চাই।'

'আর আমি চাই ক্লোজআপ ছবি তুলতে,' বলল হপকিন্স।

'হেঁটে নদী পার হতে চান?' জিজ্ঞেস করল শামিম। 'বেশি না, ত্রিশ মিটার হাঁটলেই হবে। তবে স্রোতে ভেসে গেলে আমি কিছু জানি না।'

গুহার চারদিকের মেঝেতে আলো ফেলল রানা। 'দেখে মনে হচ্ছে চাচাপয়া আর ইনকারা ব্রিজটা সঙ্গে করে ফেরত নিয়ে গেছে। যা কিছু করার এখান থেকে করতে হবে, দ্বীপে যাবার কোন উপায় দেখছি না।'

'আমি টেলিফটো ব্যবহার করব, আর প্রার্থনা করব ফ্ল্যাশ যাতে অত দূরে পৌঁছায়,' বলল হপকিন্স।

শামিম জানতে চাইল, 'কি রকম দাম হবে, আন্দাজ করতে পারো?'

'আগে ওজন করতে হবে,' বলল রানা। 'তারপর জানতে হবে চলতি বাজারে সোনার কি দর। দুর্লভ আর্টিফ্যাক্ট হিসেবে দাম হাঁকতে হবে তিনগুণ বেশি।'

'এক্সপার্টরা যে মূল্য আন্দাজ করেছিলেন তারচেয়ে কয়েকগুণ বেশি হবে বলে আমার ধারণা,' বলল জুলিয়া।

'তবু কত? পনেরোশো...এক হাজার মিলিয়ন–ডলার?'

এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জুলিয়া, যেন দম ফেলতে কষ্ট হচ্ছে তার। 'আমি জানি না। বোধহয় আরও বেশি...অনেক বেশি।'

'ওগুলোর কোনোই মূল্য নেই,' বলল রানা, 'যতক্ষণ না উদ্ধার করে এখান থেকে বের করা যায়। বড় আকারের জিনিসগুলো সরানো সহজ কাজ হবে না, বিশেষ করে চেইনটা। স্রোত কিরকম জোরালো দেখতেই তো পাচ্ছি, দ্বীপটা থেকে এখানে আনতেই বারোটা বেজে যাবে। তারপর সরু প্যাসেজ দিয়ে বের

করে নিয়ে যেতে হবে পাহাড়ের চূড়ায়। ওখান থেকে নামাতে হলে হেভি ট্র্যান্সপোর্ট হেলিকপ্টার দরকার হবে। শুধু চেইনটার জন্যেই লাগবে একটা হেলিকপ্টার।'

'তারমানে মেজর একটা অপারেশন,' মন্তব্য করল হপকিন্স।

'তবে কাজটা আমাদেরকে করতে হবে না, এই যা রক্ষে।'

জুলিয়ার চোখে প্রশ্ন। 'আমাদেরকে করতে হবে না মানে? আমরা ছাড়া কে ওগুলো বের করে নিয়ে যাবে?'

'আপনি ভুলে গেছেন? একপাশে সরে দাঁড়িয়ে সলপেমাচাকো বন্ধুদের পথ ছেড়ে দিতে হবে?'

সোনা আর আর্টিফ্যাক্টের পাহাড় দেখে কথাটা সত্যি ভুলে গিয়েছিল জুলিয়া। 'এটা অন্যায়,' প্রতিবাদের সুরে বলল সে। 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ট্রেজার আবিষ্কার করেছি আমরা অথচ রিকভারি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারব না!'

'আপনি অভিযোগ করছেন না কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ওর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল জুলিয়া। 'কি বলতে চাইছেন?'

'আপনার অনুভূতি সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সচেতন করুন।'

'আপনি একটা পাগল।'

'বহুল ব্যবহৃত বাসি বিশেষণ,' মন্তব্য করল শামিম। 'নতুন কিছু বলুন।'

শামিমের কাঁধ থেকে রশির কয়েলটা নিয়ে একটা লূপ তৈরি করল রানা, লূপটা ছুঁড়ে দিল পানির ওপর দিয়ে দ্বীপ লক্ষ্য করে। সোনার তৈরি একটা বানরের গলায় আটকাল সেটা। আনন্দে হৈ-হৈ করে উঠল সবাই।

হেলিকপ্টার নিয়ে ওদের ঘাঁটি অর্থাৎ প্ল্যাটফর্মে নামার সময় কিছু একটা ঘটেছে বলে আশঙ্কা করল রানা। বাহন বা আরোহীকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে ডেকে কেউ নেই। ফেরিটাকে দেখে মনে হচ্ছে পরিত্যক্ত। অটোডেক খালি, হুইলহাউসেও কেউ নেই। নোঙর ফেলা হয়নি, অথচ ভেসেও যাচ্ছে না। অগভীর পানিতে রয়েছে ফেরি, কাদা থেকে দু'মিটার ওপরে তার খোল।

শান্ত সাগর, ফেরি দোল খাচ্ছে না। কাঠের ডেকে হেলিকপ্টার নামিয়ে এঞ্জিন বন্ধ করল রানা। ধীরে ধীরে টারবাইন আর রোটর ব্লেডের আওয়াজ থেমে গেল। পুরো এক মিনিট অপেক্ষা করল ও, কিন্তু কেউ এল না। দরজা খুলে ডেকে নেমে পড়ল। দাঁড়িয়ে আছে, জানে কিছু একটা ঘটবে।

অবশেষে একটা সিঁড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক লোক। এগিয়ে এসে রানার কাছ থেকে পনেরো-ষোলো ফুট দূরে দাঁড়াল সে। নকল চুল-দাড়ি থাকলেও এই লোকটাই যে পেরুতে ড. গ্যারি রুবিনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার।

মারফি হুকের হাসি দেখে মনে হচ্ছে অনেক কষ্টে প্রকাণ্ড একটা মাছ ধরেছে সে।

'আপনি কি পথ হারিয়ে এদিকে চলে এসেছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা, এতটুকু বিচলিত নয়।

'দেখা যাচ্ছে আপনি আমার জীবনে একটা বিচ্ছিরি অভিশাপ হয়ে উঠতে চাইছেন, মি. রানা।' এখনও হাসছে মারফি হুক।

'মন্দ লোকদের শায়েস্তা করতে পছন্দ করি আমি। আজকাল কোন্ নামটা ব্যবহার করছেন?'

'জেনে আপনার কোন লাভ হবে না, তবু বলি—আমি মারফি হুক।'

'দুঃখিত, আবার দেখা হওয়ায় খুশি হয়েছি এ-কথা বলতে পারছি না।'

আরও দু'পা এগোল হুক, রানার কাঁধের ওপর উঁকি দিয়ে হেলিকপ্টারের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল। তার হাসি ম্লান হয়ে গেল, উদ্বেগ ফুটল চেহারায়। 'আপনি একা কেন? বাকি সবাই কোথায়?'

'বাকি সবাই মানে?' না বোঝার ভান করল রানা।

'ড. জুলিয়া, স্যাম হপকিন্স আর আপনার বন্ধু মি. শামিম।'

'আরোহীদের তালিকা যখন মুখস্থ করে রেখেছেন, আপনিই বলুন কোথায় তারা।'

'প্লীজ, মি. রানা, আমার সঙ্গে চালাকি করবেন না।'

'ওদের খিদে পেয়েছিল, তাই সান ফিলিপির একটা সী ফুড রেস্তোরাঁয় নামিয়ে দিয়ে এসেছি।'

'আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।'

ফেরির ডেকে চোখ বুলাবার প্রয়োজন অনুভব করল না, রানা নিশ্চিতভাবে জানে ওর দিকে রাইফেল তাক করা আছে। তা সত্ত্বেও ঋজু ভঙ্গিতে স্থির দাঁড়িয়ে থাকল ও, ড. রুবিনের খুনীর চোখে চোখ রেখে। 'তাহলে আপনি মামলা ঠুকে দিন,' বলে হেসে উঠল ও।

'পরিস্থিতিটা আপনি বুঝতে পারছেন না, পারলে হাসি বেরুত না...।'

'কেন বুঝতে পারব না,' এখনও হাসছে রানা। 'হুয়াসকারের গুপ্তধন চান আপনি, তাই না? ওটা পাবার জন্যে দরকার হলে মেক্সিকোর অর্ধেক লোককে মেরে ফেলতেও দ্বিধা করবেন না, ঠিক?'

'সৌভাগ্যই বলতে হবে, তার কোন দরকার হবে না। যদিও স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে দশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যে-কোন ঝুঁকি নিতে উৎসাহিত করে।'

'আপনার জানতে ইচ্ছে করছে না আপনারা যেখানে তল্লাশি চালাচ্ছেন আমরাও ঠিক সেখানে কিভাবে তল্লাশি চালাই? সময়টাই বা এক কেন?'

এবার হুকের হেসে ওঠার পালা। 'সামান্য একটু চাপ দিতেই কাজ হয়েছে, মি. রানা। মি. রেডক্লিফ আর মিস লরেলি গড়গড় করে বলে দিয়েছেন ড্রেক'স কুইপু সম্পর্কে।'

'কাজটা কি ভাল করলেন? একজন কংগ্রেস সদস্যাকে টরচার করে?'

'এই না বললাম টাকার অঙ্কটা এত বড়, যে-কোন ঝুঁকি নিতে উৎসাহ পাওয়া যায়?'

'আমার বন্ধুরা কোথায়? আর ক্রুরা?'

'ভাবছিলাম কখন জিজ্ঞেস করবেন।'

'আপনি কি কোন চুক্তিতে আসতে চান, মি. হুক? নাকি ভাবছেন তার কোন

দরকার নেই?'

মাথা নাড়ল হুক। 'কেন চুক্তি করতে যাব। দেয়ার মত আপনার কিছু থাকলে তো। বিশ্বাস করতে পারি, এমন লোকও নন আপনি। তাছাড়া, সমস্ত তাসই তো আমার হাতে। সংক্ষেপে, মি. রানা, খেলা শুরুর আগেই আপনি হেরে গেছেন।'

'তাহলে উদার ও মহৎ একজন বিজয়ী হিসেবে প্রমাণ করুন নিজেকে, আমার বন্ধুদের হাজির করুন।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল হুক, একটা হাত তুলে কাকে যেন ইশারা করল। 'পাথরের সঙ্গে বেঁধে পানিতে ফেলে দেয়ার আগে আপনার শেষ সাধটা মেটানো যেতে পারে।'

দৈত্যাকার চারজন কালো লোক একটা প্যাসেজ থেকে বেরিয়ে এল, প্রত্যেকের হাতে অটোমেটিক রাইফেল। বন্দীদের এক লাইনে দাঁড় করাল তারা, হুকের পিছনে।

প্যাসেজ থেকে প্রথমে বেরিয়ে এল লুসিয়ো, পিছু পিছু এল কর্ডোনো আর রোজাস। সবার শেষে রয়েছে অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ার, তার নাম মনে নেই রানার, কিংবা হয়তো কখনও শোনেনি। প্রত্যেকের মুখে কাটা-ছেঁড়ার দাগ আর শুকনো রক্ত দেখা যাচ্ছে। তবে ক্রুদের কারও আঘাতই গুরুতর বলে মনে হলো না। অবস্থা খারাপ দেখা গেল নুমার ডেপুটি ডিরেক্টর জর্জ রেডক্লিফের। নিজের চেষ্টায় হাঁটতে পারছেন না, সশস্ত্র প্রহরীরা তাঁকে ধরে নিয়ে এল। বোঝা যায়, ভদ্রলোককে নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছে। শার্টটায় রক্ত লেগে রয়েছে, একটা কব্জিতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ঠোঁট আর চিবুক ফোলা, যেন মৌমাছি কামড়েছে। তারপর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল লরেলি ভ্যান্সকে। মুখ ঝুলে পড়েছে, নাক আর ঠোঁট ফোলা, এলোমেলো হয়ে আছে চুল, হাত ও পায়ে আঁচড়ের দাগ। তাসত্ত্বেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিতে মর্যাদা প্রকাশ পাচ্ছে, গা ঝাড়া দিয়ে একজন গার্ডের হাত সরিয়ে দিল। রানাকে দেখে হতাশা ফুটল তার চেহারায়। 'সর্বনাশ, তোমাকেও ওরা বন্দী করেছে!'

অতি কষ্টে মাথা তুলে রেডক্লিফ বিড় বিড় করলেন, 'আমি আপনাকে সতর্ক করতে চেয়েছিলাম, মি. রানা...,' গলায় জোর নেই, সব কথা শোনা গেল না।

হাসল হুক। 'ভদ্রলোক কথা বলতে কষ্ট পাচ্ছেন। উনি কি বলতে চান আমি জানি। আমরা একটা চার্টার করা ফিশিং বোট নিয়ে প্ল্যাটফর্মে আসি, বিপদে পড়ার ভান করে রেডিওটা ব্যবহার করতে চাই। ফেরিতে উঠেই আমার লোকজন ওদেরকে কাবু করে ফেলে।'

রেডক্লিফ আর লরেলির অবস্থা দেখে রানার শরীরে যেন আগুন ধরে গেছে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে লম্বা করে একবার শ্বাস টানল ও। নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিঃশব্দে প্রতিজ্ঞা করল, ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা শয়তানটাকে দেখে নেবে সে। তবে এখন নয়। বোকার মত কিছু না করলে সুযোগ ঠিকই পাওয়া যাবে।

স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কাছাকাছি রেইলিঙের দিকে তাকাল রানা, কতটা উঁচু আর দূরে দেখে নিল। তারপর আবার ফিরল হুকের দিকে। 'একজন ভদ্রমহিলার গায়ে হাত তুলতে আপনার বাধল না? তাছাড়া, কারণটা কি? ট্রেজারের লোকেশন

আপনার তো জানাই আছে।'

'ব্যাপারটা তাহলে সত্যি।' সন্তুষ্ট দেখাল হুককে। 'সেরো এল ক্যাপিরোটের চূড়ায় জন্তুটাকে আপনারা দেখতে পেয়েছেন। ওটাই তো হুয়াসকারের ধন-সম্পদ পাহারা দিচ্ছে, তাই না?'

'মেঘের আড়ালে লুকোচুরি না খেলে যদি আরেকটু নিচে নামতেন, তাহলে আপনিও ওটাকে দেখতে পেতেন।'

রানার কথা শুনে হুকের চোখে কৌতূহল ফুটল। 'আপনারা তাহলে জানতেন, আমরা অনুসরণ করছি?'

'কাল হঠাৎ আকাশে দেখা হয়ে গেল, এরপর আপনারা যে আমাদের কপ্টারটাকে খুঁজবেন, এ তো জানা কথা। আমার ধারণা, কাল রাতে আপনি গালফের দু'দিকের সবগুলো ল্যাণ্ডিং সাইটে তল্লাশি চালিয়েছেন, লোকজনকে প্রশ্ন করেছেন। সান ফিলিপির কেউ একজন কিছু না বুঝেই বলে দিয়েছে ফেরিটার কথা।'

'আপনার মাথা দেখছি ভাল কাজ করে।'

'প্রায়ই করে না। আপনার বুদ্ধিমত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে ভুল করেছি আমি। ভাবিনি বেপরোয়া অ্যামেচারের মত আচরণ করবেন। সংক্ষেপে, প্রতিযোগিতার ইতি ঘটিয়েছেন আপনি।'

'আসলে ঠিক কি বলতে চান, মি. রানা?' হুকের চোখে সন্দেহ।

'আপনি নেহাতই একটা গর্দভ, তা না হলে এতক্ষণে ঠিকই বুঝতে পারতেন। গোটা ব্যাপারটাই তো আমাদের প্ল্যানের একটা অংশ।' হাসছে রানা। 'আপনাকে ঘাঁটিতে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য ছিল, নিজের অজান্তে আমাদের সেই উদ্দেশ্যই পূরণ করেছেন।'

'এটা স্রেফ একটা নোংরা চাল। আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।'

'এটা একটা ফাঁদ, বন্ধু। বুদ্ধি খাটান, তাহলেই বুঝতে পারবেন। ড. জুলিয়া, হপকিন্স আর শামিমকে কেন আমি রেখে এসেছি? ওদেরকে আমি আপনার নোংরা হাতে পড়তে দিতে চাইনি, তাই।'

হুক ধীরে ধীরে বলল, 'বোটটা আমরা দখল করতে যাচ্ছি আপনার তা জানার কথা নয়।'

'নিশ্চিতভাবে জানতাম না, সত্যি। ধরে নিন আমার ইন্সটিংকট ওভারটাইম খাটছিল। আরও ব্যাপার আছে—রেডিওতে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি আমি, কিন্তু এখান থেকে সাড়া দেয়নি কেউ।'

ধীরে ধীরে হায়েনার হিংস্র হাসি ফুটল হুকের মুখে। 'নাইস ট্রাই, মি. রানা। বাচ্চাদের গল্প লেখক হিসেবে আপনি খুব নাম করবেন।'

'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না?' রানা যেন অবাক হয়েছে।

'একটা শব্দও না।'

'এখন তাহলে আমাদেরকে নিয়ে কি করবেন আপনি?'

'দূর, ঠাট্টা করবেন না তো!' আবার আগের মত হাসছে হুক। 'খুব ভাল করেই জানেন কি করা হবে আপনাদের নিয়ে।'

'একটু বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলা হবে না? একজন কংগ্রেস সদস্যাকে খুন করলে যুক্তরাষ্ট্র সরকার আপনাকে ছাড়বে?'

'কেউ জানবে না উনি খুন হয়েছেন,' বলল হুক। 'সব ক'জন ক্রু সহ আপনাদের ফেরিবোট স্রেফ তলিয়ে যাবে পানির নিচে। দুঃখজনক দুর্ঘটনা, কোন দিনই জানা যাবে না আসলে কি ঘটেছিল।'

'বাকি সবার কথা ভুলে যাচ্ছেন? ড. জুলিয়া, মি. শামিম, মি. হপকিন্স ক্যালিফোর্নিয়ার কাস্টমস অফিসে রয়েছেন, আপনার নাগালের বাইরে। কাস্টমস আর এফবিআই এজেন্টরা ওদের কাছ থেকে সব কথাই জানতে পারবে।'

'এটা যুক্তরাষ্ট্র নয়, আমরা স্বাধীন সার্বভৌম মেক্সিকোয় রয়েছি। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত চালাবে, কিন্তু আপনার বন্ধুরা অভিযোগ করা সত্ত্বেও কোন অপরাধ বা অশুভ কিছু ধরা পড়বে না।'

'তারমানে বলতে চাইছেন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কিনে নেবেন আপনি?'

'কিছু কিছু অফিসার ও আমলাকে ট্রেজারের ভাগ দেব বলে কথা দিয়েছি।' অস্তমান সূর্যের দিকে তাকাল হুক। 'গল্প-গুজব তো অনেক হলো, এবার কাজ শুরু করা যাক।' একজন লোকের নাম ধরে ডাকল সে, নামটা শুনে রানার শরীরে হিমশীতল একটা শিহরণ বয়ে গেল। 'ডেলগাডো, এদিকে এসো। যে ভদ্রলোক তোমাকে নপুংসক বানিয়েছেন তাকে কিছু বলবে না?'

একজন গার্ডের পিছন থেকে বেরিয়ে এল মোপাক ডেলগাডো, এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল সে। ঠোঁটের ফাঁকে দু'সারি দাঁত দেখা যাচ্ছে, শক্তভাবে সেঁটে রয়েছে পরস্পরের সঙ্গে। 'বলেছিলাম, তুমি যেমন আমাকে ভুগিয়েছ আমিও তেমনি তোমাকে ভোগাব, মনে আছে?'

'আমি জানতে চাই, কংগ্রেস সদস্যা মিস লরেলির এই অবস্থার জন্যে তুমি দায়ী কিনা?' কথা বলার সময় প্রথমে এক পা, তারপর আরও এক পা লরেলির দিকে এগোল রানা। 'যে-ই দায়ী হোক আমি তাকে খুন করব।'

হেসে উঠল হুক। 'না, মি. রানা, না। আপনি কাউকে খুন করার সুযোগ পাচ্ছেন না। এখানে খুন করার অধিকার একা শুধু আমাদের আছে।'

'নেই। এমনকি মেক্সিকোতেও সাক্ষী রেখে খুন করা হলে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়।'

'মানলাম।' তীক্ষ্ণ হলো হুকের দৃষ্টি। 'কিন্তু আপনি সাক্ষী কোথায় দেখতে পাচ্ছেন?' ফাঁকা সাগরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল সে। 'সবচেয়ে কাছের জমিন ফাঁকা মরুভূমি, এখান থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে। আর একমাত্র যে বোটটা স্টারবোর্ড সাইডে দেখা যাচ্ছে ওটা আমাদের, ভাড়া করে এনেছি।'

চোখ তুলে হুইলহাউসের দিকে তাকাল রানা। 'ফেরিবোটের পাইলট?'

একযোগে ঘুরে গেল সবগুলো মাথা, শুধু রেডক্লিফের মাথাটা বাদে। কারও চোখে ধরা না পড়ে রানার উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথাটা একবার ঝাঁকালেন তিনি, তারপর খালি পাইলটহাউসের দিকে একটা হাত তুললেন। 'ওহে, রামপাম!' চিৎকার করলেন তিনি। 'জান বাঁচাও, লুকিয়ে পড়ো কোথাও! জলদি!'

এক ছুটে রেইলিং টপকে সাগরে পড়ার জন্যে মাত্র তিন সেকেণ্ড দরকার ছিল

রানার।

চোখের কোণ দিয়ে অকস্মাৎ নড়াচড়াটা দেখে ফেলল দু'জন গার্ড, ঝট করে ঘুরেই অটোমেটিক রাইফেল থেকে এলোপাতাড়ি গুলি করল। লক্ষ্য স্থির করেনি, দেরিও করে ফেলেছে। নিচে পড়ল রানা, অদৃশ্য হয়ে গেল ঘোলা পানির তলায়।

দুই

অলিম্পিক কমিটির বিচারকরা উপস্থিত থাকলে মুগ্ধ হতেন, ডুব সাঁতারে বিশ্ব রেকর্ড তৈরি করছে রানা। কলোরাডো নদী থেকে প্রচুর পলি এসে জমা হয়ে আছে সাগরের এদিকটায়, রানাকে ঢেকে রাখল ঘোলা পানি, ব্রাশ ফায়ারের একটা গুলিও ওকে স্পর্শ করল না। ওপরে এখন আর আলো নেই দেখে বুঝতে পারল, প্ল্যাটফর্মের তলা দিয়ে স্টারবোর্ড সাইডে চলে আসছে ও। ভাগ্যগুণে পানিতে লাফিয়ে পড়েছে ঠিক সময় মত। জোয়ার শুরু হয়েছে, সাগরের তলা থেকে দুই মিটার ওপরে ভাসছে ফেরিবোট।

স্টারবোর্ড সাইডে প্যাডেল হুইল রয়েছে, নিরাপদ আশ্রয় হতে পারে। প্যাডেল হুইল থেকে প্রায় ছ'ফুট দূরে পানির ওপর মাথা তুলল রানা। তাজা বাতাস পেয়ে অসাড় ভাবটা দ্রুত কেটে যাচ্ছে। ওর প্ল্যানটা কি বুঝতে পেরে হুকের গার্ডরা যদি এখন স্টারবোর্ড সাইডে ছুটে আসে তাহলেই সর্বনাশ। পোর্টসাইড থেকে এখনও গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। যাক, এখনও ব্যাপারটা ধরতে পারেনি ওরা।

দূরত্ব দেখে নিয়ে প্রকাণ্ড প্যাডেল হুইলের নিচে চলে এল রানা ডুব সাঁতার দিয়ে। তারপর মাথার ওপর হাত তুলে ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল। কাঠের বীম ঠেকল আঙুলে। ওটা ধরে মাথা তুলল পানির ওপর। দেখে মনে হলো এলোমেলো ভাবে সাজানো অসংখ্য কাঠের অবলম্বনের মাঝখানে আটকা পড়েছে ও।

প্রকাণ্ড, বৃত্তাকার পাওয়ার ট্রেন-এর দিকে তাকাল রানা, পানির ভেতর দিয়ে ওটাই টেনে নিয়ে যায় ফেরিকে। রেডিয়াল টাইপ কাঠামো, আগেকার দিনে ফ্লাওয়ার ও স মিলে পাওয়ার সাপ্লাই দেয়ার জন্যে যে-ধরনের ওয়াটার হুইল ব্যবহার করা হত। শক্তিশালী কাস্ট-আয়রন দিয়ে তৈরি হাব বা চক্রনাভি বসানো হয়েছে ড্রাইভশ্যাফটে, সকেটগুলো কাঠের বাহুতে জোড়া লাগানো, বাহুগুলো বৃত্তের মাঝখান থেকে দু'দিকে তেত্রিশ ফুট লম্বা। বাহুর শেষ মাথাগুলো লম্বা প্ল্যাঙ্ক-এর সঙ্গে বোল্ট দিয়ে আটকানো, প্ল্যাঙ্কগুলোকে বলা হয় ফ্লোট। ফ্লোটগুলো অনবরত ঘোরে, নেমে যায় পানিতে, চাপ দেয় পিছনে, ফলে সামনে এগোয় ফেরি। একই ধরনের দুটো ইউনিট, বোটের দুই ধারে, খোলের ভেতর প্রকাণ্ড হুডের নিচে বসানো রয়েছে।

একটা ফ্লোট ধরে ঝুলে থাকল রানা, ছোট এক ঝাঁক মাছ ওর পা দুটোকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। মেইনটেন্যান্স-এর জন্যে প্যাডেলহুইলে নামতে হয় ক্রুদের, নামার জন্যে একটা অ্যাকসেস ডোর আছে। রানা সিদ্ধান্ত নিল পানিতেই থাকবে।

কাঠের বাহুগুলো বেয়ে ওপরে উঠছে, এই সময় যদি দরজা খুলে যায়, নির্ঘাত গুলি খেয়ে মরতে হবে।

অটো ডেক থেকে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ ভেসে আসছে, সেই সঙ্গে মাঝেমধ্যে দু'এক পশলা গুলির শব্দ। ডেকে কি ঘটছে বুঝতে পারছে রানা। ছুটোছুটি করছে হুকের গার্ডরা, পানিতে সামান্য আলোড়ন দেখলেই গুলি করছে। গলার আওয়াজও পাচ্ছে ও, তবে কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না। ফেরির পঞ্চাশ মিটারের মধ্যে বড় কোন মাছ থাকলে গুলি খেয়ে মারা যাচ্ছে, সন্দেহ নেই।

যেমন আশা করেছিল ও, অ্যাকসেস ডোরের তালা খোলার শব্দ হলো। মাথাটা পানির আরও নিচে নামিয়ে নিল ও, যদিও ফ্লোটটা এখনও ওকে আড়াল করে রেখেছে।

'শালাকে দেখতে পাচ্ছ?' ডেলগাডোর গলা।

'এদিকে মাছ ছাড়া কিছু নেই,' উত্তর দিল একজন।

'কিন্তু পানির ওপর তাকে মাথা তুলতে দেখা যায়নি। যদি মরে গিয়ে না থাকে, নিশ্চয়ই জাহাজের নিচে কোথাও লুকিয়ে আছে।'

'এখানে কেউ লুকিয়ে নেই, আমি অন্তত কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। আমার ধারণা, গুলি খেয়ে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে…।'

'লাশটা না দেখা পর্যন্ত শান্তি পাব না,' কর্কশ সুরে বলল ডেলগাডো।

'লাশ পেতে চাইলে হুক দিয়ে কাদা আঁচড়াতে হবে।'

'চলো তাহলে,' বলল ডেলগাডো। 'ফিশিং বোট ফিরে আসছে, ফরওয়ার্ড বোর্ডিং র‍্যাম্পে যাই।'

কান পেতে থাকল রানা, দরজায় তালা লাগানোর আওয়াজ হবে। কিন্তু দরজাটা বন্ধ না করেই চলে গেল লোক দু'জন। তারপর ফিশিং বোট ভিড়ল ফেরির গায়ে। হুক আর তার লোকজনদের নিয়ে যাবে। রানা ভাবছে, রেড ক্লিফ আর লরেলি কি মনে করল কে জানে। ওদেরকে বিপদের মুখে ফেলে একা নিজের জান নিয়ে পালিয়ে এসেছে ও।

প্রায় এক ঘণ্টা পর ফিশিং বোটের শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতে শুনল রানা। তারপর ফেরি থেকে আকাশে উঠল হেলিকপ্টার।

অন্ধকার নামল। পানিতে আলোর কোন প্রতিফলন নেই। রানা ভাবছে, ফেরি ছেড়ে যেতে এত দেরি করল কেন ওরা? মরা মানুষ জ্যান্ত হয়ে উঠতে পারে, কাজেই কোন সন্দেহ নেই যে দু'একজনকে ফেরিতে রেখে গেছে ওরা। ও মারা গেছে, এটা নিশ্চিতভাবে না জানা পর্যন্ত হুক বা ডেলগাডো বন্দীদের খুন করবে না। ও বেঁচে থাকলে কর্তৃপক্ষকে, বিশেষ করে নিউজ মিডিয়াকে সব কথা ফাঁস করে দেবে।

ফ্লোট থেকে সরে এল রানা, খোলের নিচে ডাইভ দিল। কাদা এখনও খোলের কাছাকাছি রয়েছে, যেন আগের চেয়েও বেশি কাছাকাছি মনে হলো। অথচ জোয়ারের সময় উল্টোটা হবার কথা। একটা এগজস্ট পাইপকে পাশ কাটাবার সময় জোরালো টান অনুভব করল ও। বুঝতে বাকি থাকল না যে সীকক খুলে দেয়া হয়েছে। এ নিশ্চয়ই ডেলগাডোর কাজ। প্ল্যাটফর্মকে ডুবিয়ে দিচ্ছে

সে

ফেরিবোটের শেষ মাথার দিকে সাঁতরাচ্ছে রানা। ঝুঁকি নিয়ে পানির ওপর মাথা তুলল, খোলের পাশে। মাথার ওপর ঝুলে রয়েছে ডেক, যদিও সেখানে কেউ আছে কিনা দেখতে পেল না। কোন শব্দও আসছে না।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর এন্ট্রি-এগজিট র‍্যাম্পের কিনারা দিয়ে উঁকি দিল রানা। গোটা প্ল্যাটফর্ম অন্ধকারে ডুবে আছে। ডেকগুলো ফাঁকা ও নিষ্প্রাণ। হেলিকপ্টারটা নেই। অমঙ্গল আশঙ্কা করে শিউরে উঠল রানা।

ওর ধারণা ভুলও হতে পারে। লরেলি ও রেডক্লিফকে হয়তো ইতিমধ্যে মেরে ফেলা হয়েছে। চোখে অন্ধকার সয়ে আসার পর সিদ্ধান্ত নিল, বোটে উঠবে ও। ফ্রিজের ভেজিটেবল ড্রয়ারে একটা কোল্ট পয়েন্ট ফরটি ফাইভ রাখা আছে ওর, প্রথম কাজ সেটা হাতে পাওয়া।

খুব সাবধানে, কোন শব্দ না করে, ডেকে উঠে এল রানা। পাঁচ সেকেণ্ড লাগল ডেক পেরুতে, ট্রেইলারের দরজা খুলে লাফ দিল ভেতরে। ওর প্রতিটি নড়াচড়া এখন ক্ষিপ্র। ফ্রিজ খুলে টান দিল ড্রয়ারে। যেভাবে রেখে গিয়েছিল সেভাবেই পড়ে রয়েছে অস্ত্রটা। কিন্তু ওটা হাতে নিতেই হতাশ বোধ করল। হালকা লাগছে। পাইড টেনে ম্যাগাজিন বের করল, ম্যাগাজিন ও ফায়ারিং চেম্বার দুটোই খালি। স্টোভের পাশের দেরাজটা খুলল রানা, ভেতরে ছুরি রাখা হয়। নেই, ছুরিগুলোও সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

তারমানে একমাত্র অস্ত্র বলতে ফাঁকা কোল্ট অটোমেটিক।

ওরা যে ফেরিতে আছে, সে-ব্যাপারে রানার মনে কোন সন্দেহ নেই। এখনও কিছু করছে না কেন, তা-ও জানে ও। ওকে নিয়ে খেলছে ডেলগাডো। একে বলে ইঁদুরকে নিয়ে বিড়ালের খেলা। ট্রেইলারের বিছানায় বসে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করছে ও, কি করবে এখন।

শত্রুরা কি ভাবছে? ও নিরস্ত্র। ডুবন্ত একটা জাহাজ থেকে ওর পালিয়ে যাবার সব রাস্তা বন্ধ। ঠিক আছে, ওদেরকে তা-ই ভাবতে দেবে ও। ডেলগাডোর যদি কোন ব্যস্ততা না থাকে, ওরও কোন তাড়াহুড়ো নেই।

ভিজে কাপড়চোপড় খুলে গা মুছল রানা। তারপর গাঢ় গ্রে রঙের প্যান্ট পরল, শার্ট পরল কালো, পায়ে গলাল একজোড়া ক্যানভাস শূ। সম্পূর্ণ শান্ত ও, একটা স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে ধীরে ধীরে খেলো। হারানো শক্তি অনেকটাই ফিরে এসেছে, সেই সঙ্গে আত্মবিশ্বাস। বিছানার নিচে ছোট একটা দেরাজ আছে, সেটা খুলে লেদার গান পাউচের ভেতর কি কি আছে দেখল। স্পেয়ার ম্যাগাজিন গায়েব হয়ে গেছে, যেমন আশা করেছিল। তবে ছোট একটা টর্চ পাওয়া গেল। আর দেরাজের এক কোণে পড়ে রয়েছে ভিটামিন এ. সি. আর বীটা ক্যারোটিন-এর একটা প্লাস্টিক বোতল। বোতলটা ঝাঁকাল ও, শব্দ হচ্ছে শুনে হাসল।

ছিপি খুলে আটটা পয়েন্ট ফরটিফাইভ ক্যালিবার বুলেট বের করল রানা। পরিস্থিতি অনুকূল হয়ে উঠছে, ভাবল সে। ডেলগাডোর কাজ পুরোপুরি নিখুঁত নয়। ম্যাগাজিনে সাতটা বুলেট ভরল, বাকি একটা থাকল ফায়ারিং চেম্বারে। এখন রানা পাল্টা গুলি করতে পারবে, এবং অগভীর পানির তলায় খোল স্থির হবার পর

প্ল্যাটফর্মও লোয়ার ডেক পর্যন্ত ডুববে, তার বেশি নয়।

হাতঘড়ি দেখল রানা। ট্রেইলারে ঢোকার পর বিশ মিনিট পেরিয়েছে। কাপড়ের দেরাজ ঘেঁটে একটা গাঢ় নীল স্কি মাস্ক পেয়ে গেল, মাথায় গলিয়ে নিল সেটা। তারপর চেয়ারে পড়ে থাকা প্যান্টের পকেট হাতড়াতে হাতে চলে এল ওর সুইস আর্মি নাইফটা। ছোট একটা আঙটা ধরে টান দিতেই ট্রেইলারের মেঝে ফাঁক হয়ে গেল, খুলে গেল ট্র্যাপ-ডোর। ভেতর থেকে স্টোরেজ বক্স তুলে মেঝেতে রাখল, ট্র্যাপ-ডোর দিয়ে ভেতরে ঢুকে শুয়ে থাকল, শুধু মাথাটা দরজার বাইরে বেরিয়ে আছে। আর কিছু করার নেই, অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কান পেতে থাকো। কিন্তু কোথাও কোন শব্দ নেই। ওদের ধৈর্যের প্রশংসা না করে পারা যায় না।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল রানা, যখন দেখল কারও আসার কোন লক্ষণ নেই, গড়ান দিয়ে খোলা একটা হ্যাচের দিকে এগোল। তারপর একটা কম্প্যানিয়ন ল্যাডার বেয়ে ঢুকে পড়ল এঞ্জিন রুমে। ডেলগাডো ওকে কোন সুযোগ দেবে না, কাজেই খুব সাবধান ও, কোন শব্দ করছে না।

এঞ্জিন রুম খালি মনে হলো। পরমুহূর্তে টান পড়ল পেশীতে। মৃদু, ভোঁতা একটা আওয়াজ হচ্ছে, যেন মুখে কিছু গোঁজা অবস্থায় কথা বলতে চাইছে কেউ। প্রকাণ্ড এ-ফ্রেমের দিকে টর্চের আলো ফেলল রানা, ওয়াকিং বীম-এর অবলম্বন ওটা। ওদিকে কেউ আছে। একজন নয়, চারজন।

লুসিয়ো, অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ার আর দু'জন ডেক হ্যাণ্ড, রোজাস ও কর্ডোনা। সবাই ঝুলছে, মাথাগুলো নিচের দিকে। হাত-পা শক্ত করে বাঁধা, মুখে টেপ, চোখে করুণ আবেদন। চারজনকেই মুক্ত করল রানা।

'ভার্জিন মেরী আপনার মঙ্গল করুন,' আশীর্বাদ করল লুসিয়ো। 'ওরা আমাদেরকে ভেড়ার মত জবাই করতে যাচ্ছিল।'

'শেষ কখন দেখেছেন ওদেরকে?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'দশ মিনিটও হয়নি। যে-কোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে আবার।'

'বোট ছেড়ে আপনাদেরকে পালাতে হবে।'

'কবে লাইফবোট নামিয়েছি মনে নেই।' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল লুসিয়ো। 'ডেভিট আর মোটরে বোধহয় মরচে ধরে গেছে। বোটও বোধহয় ভেঙে গেছে।'

'সাঁতার জানেন তো?'

মাথা নাড়ল লুসিয়ো। 'কোনরকম। কর্ডোনা তা-ও জানে না। সেইলররা পানিতে নামতে পছন্দ করে না।' হঠাৎ উজ্জ্বল দেখাল তার চেহারা। 'তবে গ্যালির কাছে রেইলিঙে বাঁধা একটা ভেলা আছে, ছ'জনের জায়গা হবে।'

ওদেরকে পাঠিয়ে দিল রানা, বলল দশ মিনিটের মধ্যে ওকে দেখতে না পেলে ওরা যেন ভেলা নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। আপার ডেকে ওঠার আগে আরেকবার পানিতে নামল ও, সীকক-এর ভালভগুলো অফ করল। আবার বোটে ওঠার আগে ভাবল কম্প্যানিয়ন ল্যাডার বা স্টেয়ারওয়ে ব্যবহার করবে না। মনে একটা অস্বস্তি, ওর প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ করছে ডেলগাডো।

আবার প্যাডেলহুইলে চলে এল রানা, মনে আছে অ্যাকসেস ডোর বন্ধ করা হয়নি। এঞ্জিন রূম হয়ে উঠে পড়ল টপ ডেকে। প্রথমে পাইলটহাউস দুটো সার্চ করল, তারপর গ্যালি আর ক্রুদের কোয়ার্টার। রেডক্লিফ বা লরেলিকে পাওয়া গেল না।

সাবধানের মার নেই, হামাগুড়ি দিয়ে কাজ করছে রানা, প্রতিটি আড়াল ব্যবহার করছে। প্রায় গোটা জাহাজ সার্চ করা হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্যে হলেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো খুনী লোকগুলো চলে গেছে।

সতর্ক অপরাধী নিয়ম ভাঙেনি। রেডক্লিফ আর লরেলিকে জীবিত সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কারণ শত্রুপক্ষের সন্দেহ রানা এখনও বেঁচে আছে। ওদের দু'জনের মাথার ওপর তলোয়ার ঝুলছে সত্যি, তবে রানার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সেটা নামবে না।

দশ মিনিট পুরো হতে চলেছে। আর কিছু করার নেই রানার। শুধু একটা ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করতে হবে, লুসিয়ো যাতে ভেলা নিয়ে নিরাপদে পালাতে পারে। ওরা চলে গেলে সাঁতার দিয়ে তীরে পৌঁছুনোর চেষ্টা করবে ও।

ডেকের ওপর খালি পায়ের শব্দ, এত অস্পষ্ট যে কান পেতে না থাকলে শোনা যেত না। পরবর্তী দু'সেকেণ্ডে নতুন জীবন ফিরে পেল রানা। ক্ষিপ্রবেগে ডেকের ওপর হাঁটু আর কনুই দিয়ে পড়ল ও, নির্ভেজাল রিফ্লেক্স অ্যাকশন। ও যদি ঝট করে ঘুরে দাঁড়াত, টর্চের বোতামে চাপ দিয়ে অটোমেটিকের ট্রিগারে টান দিত, এতক্ষণে ম্যাশেটির আঘাতে দুই হাত আর মাথাটা খসে পড়ত শরীর থেকে। ওকে নাগালের মধ্যে না পেয়ে বাতাস কাটল সেটা, শিস দেয়ার মত শব্দ হলো।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসা লোকটা সম্মুখগতি রোধ করতে পারল না। হামাগুড়ি দিয়ে থাকা রানার সঙ্গে বাড়ি খেল তার হাঁটু, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দড়াম করে আছাড় খেলো ডেকের ওপর, হাত থেকে ছুটে যাওয়া ম্যাশেটি রেইলিঙের ওপর দিয়ে উড়ে গেল। একটা গড়ান দিয়ে আততায়ীর ওপর টর্চের আলো ফেলল রানা, একই সঙ্গে গুলি করল। তালা লেগে গেল কানে, বগলের ঠিক নিচে বুকে লাগল বুলেট। হাঁপিয়ে ওঠার শব্দ করল খুনী, তারপর স্থির হয়ে গেল।

'দারুণ দেখালে, জ্যান্ত লাশ,' লাউডস্পীকার থেকে ভেসে এল ডেলগাডোর গলা। 'বেরিয়াল ছিল আমার সেরা লোক।'

জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না রানা। পরিস্থিতিটা বোঝার জন্যে দ্রুত কাজ করছে ওর মাথা। হঠাৎ করে উপলব্ধি করল, খোলা ডেকে পা ফেলার পর থেকে ওর নড়াচড়ার ওপর নজর রাখছিল ডেলগাডো। গোপনীয়তা রক্ষার আর কোন প্রয়োজন নেই। ওরা জানে সে কোথায়, কিন্তু ওদেরকে সে দেখতে পাচ্ছে না। লুকোচুরি খেলা শেষ। এখন শুধু আশা ও প্রার্থনা করতে পারে রানা, লুসিয়োরা যাতে ভেলাটা নিরাপদে পানিতে নামাতে পারে।

লাউড স্পীকারের আওয়াজ লক্ষ্য করে আরও তিনটে গুলি করল ও।'

'ব্যর্থ হয়েছ।' হেসে উঠল ডেলগাডো। 'এমন কি কাছাকাছিও আসছে না।'

খানিক পর পর একটা করে গুলি করে যতটা সম্ভব দেরি করিয়ে দিচ্ছে রানা।

এক সময় খালি হয়ে গেল কোল্ট। আর কিছু করার নেই ওর। পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠল ডেলগাডো বা তার কোন শিষ্য ফেরিবোটের নেভিগেশন আর ডেক লাইট জ্বেলে দেয়ায়। এই মুহূর্তে খালি মঞ্চে, স্পটলাইটের মাঝখানে রানা যেন একজন অভিনেতা। একটা বাল্কহেডের গায়ে পিঠ চেপে গ্যালির বাইরে রেলিঙের দিকে তাকাল ও। রশিগুলো কাটা, ঝুলছে–ভেলাটা নেই। আলো জ্বলে ওঠার আগেই সঙ্গীদের নিয়ে পানিতে নেমে পড়েছে লুসিয়ো।

'কোন সুযোগ তোমার পাওনা হয়নি, তবু দয়া করছি,' হাস্যমুখর গলায় বলল ডেলগাডো। 'এখুনি ধরা দাও, কথা দিচ্ছি তাড়াতাড়ি মৃত্যু হবে। আর যদি বাধা দাও, সময় নিয়ে একটু একটু করে মারব।'

বিরতি। সময় বয়ে যাচ্ছে।

'সিদ্ধান্ত নিতে দেরি কোরো না। আমাদের আরও...।'

সন্দেহ নেই, রানার মনোযোগ ধরে রাখার চেষ্টা করছে ডেলগাডো, এই ফাঁকে খুনীদের একজন এগিয়ে আসছে। কাউকে সুযোগ দিতে রাজি নয় রানা। ডেকের ওপর দিয়ে ছুটল ও, রেইলিং টপকে লাফ দিল পানিতে।

দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে ছুটে এল ডেলগাডো, টপ ডেকের কিনারা থেকে নিচের দিকে তাকাল। 'দেখতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল সে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গাঢ় পানির ওপর রানাকে খুঁজছে।

'না, ডেলগাডো। নিশ্চয় আবার খোলের নিচে লুকিয়ে পড়েছে।'

'কিন্তু দেখতে পাচ্ছ, পানি কেমন ঘোলা হয়ে গেছে? আমার মনে হয় কাদার ভেতর ডুবে মারা গেছে।'

'এবার আমরা কোন ঝুঁকি নেব না। ডুপেক, গ্রেনেডের বাক্সটা নিয়ে এসো। শালাকে আমরা ছাতু বানিয়ে ফেলব। খোল থেকে পাঁচ মিটার দূরে ফেলো, বিশেষ করে প্যাডেল হুইলের চারপাশের পানিতে।'

রানার পতন সাগরের মেঝেতে একটা গর্ত তৈরি করেছে। ধাক্কাটা এত জোরালো হয়নি যে শারীরিক কোন ক্ষতি করতে পারে। তবে মিহি পলি ছড়িয়ে পড়ল বিশাল এক মেঘের মত। সেই মেঘের ভেতর গা ঢাকা দিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে দূরে সরে এল ও।

যতটুকু পারা যায় ডুব সাঁতার দিল রানা। পানির ওপর মাথা তুলল সাবধানে, ধীরে ধীরে। জানে, কালো পানিতে স্কি মাস্ক পরা ওর মাথা ওপর থেকে দেখা যাবে না। একশো মিটার দূরে সরে এল ও, ফেরির আলো ওর নাগাল পাচ্ছে না। আপার ডেকের লোকগুলোকে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল। ভাবল, পানিতে ওরা গুলি করছে না কেন? তারপর বিস্ফোরণের ভোঁতা আওয়াজ ঢুকল কানে, টাওয়ারের মত উঁচু হলো সাদা পানি, সেই সঙ্গে একটা চাপ অনুভব করল, মনে হলো ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বের করে নেবে।

তারমানে পানির নিচে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওকে খুন করতে চাইছে ওরা। পর পর চারটে গ্রেনেড ফাটল, সবগুলো প্যাডেল হুইলের কাছাকাছি। আরও দূরে সরে এসে বিস্ফোরণের ধাক্কা থেকে নিজেকে রক্ষা করল রানা। বোট থেকে ওর দূরত্ব আরও যদি ত্রিশ মিটার কম হত, শুধু বিস্ফোরণের এই ধাক্কাতেই অচেতন হয়ে

পড়ত ও। দূরত্ব তার চেয়েও কম হলে ছাতু হয়ে যেত শরীর।

আকাশে মেঘ নেই, ধ্রুবতারা দেখে বুঝতে চেষ্টা করল কোথায় রয়েছে। চোদ্দ কিলোমিটার দূরে গালফের নির্জন পশ্চিম তীর সবচেয়ে কাছাকাছি জমিন। স্কি মাস্ক খুলে চিৎ হলো রানা, তারা জ্বলা আকাশের দিকে মুখ করে সাঁতরাতে শুরু করল। এগোচ্ছে পশ্চিম দিকে।

সাঁতারে বিশ্ব রেকর্ড করার মত দক্ষতা রানার নেই। দু'ঘণ্টা পর মনে হলো প্রতিবার হাত তোলার সময় বিশ পাউণ্ড বোঝা তুলছে ও। ছ'ঘণ্টা পর পেশীগুলো তীব্র ব্যথায় প্রতিবাদ শুরু করল। তারপর প্রচণ্ড ক্লান্তিতে অবশ হয়ে পড়ল শরীর, অনুভূতি ও বোধশক্তি ভোঁতা হয়ে যাওয়ায় ব্যথা লাগছে না। বয় স্কাউটদের পুরানো কৌশল ব্যবহার করল ও–প্যান্ট খুলে পায়া দুটোর শেষ প্রান্তে গিঁট তৈরি করল, তারপর মাথার ওপর বাতাসে ঘোরাল। বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থামার সময় ভেসে থাকতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গেল এভাবে।

কেউ উদ্ধার করবে, এই আশায় অপেক্ষা করতে রাজি নয় রানা। ওর মনে আছে, রেডক্লিফ আর লরেলিকে ধরে নিয়ে গেছে শত্রুরা। জানে, একমাত্র সেই ওদেরকে বাঁচাতে পারে।

পুব আকাশের তারাগুলো ঝাপসা হতে শুরু করেছে, পায়ের তলায় বালি ঠেকল। টলতে টলতে সৈকতে উঠে এল রানা। তারপর পড়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল ও।

এফবিআই ও ইউ.এস. কাস্টমসের যৌথ একটা দল হানা দিল ডাফ ইন্টারন্যাশনাল বিল্ডিঙে, আশা বেআইনীভাবে আমদানি করা এবং দেশের বিভিন্ন মিউজিয়াম থেকে চুরি যাওয়া বিপুল পরিমাণ আর্টিফ্যাক্ট আর পেইন্টিং উদ্ধার করা সম্ভব হবে। ত্রিশজন সশস্ত্র এজেন্ট ঢুকে পড়ল ভেতরে, এফবিআই-এর তরফ থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন জিমি নক্স, আর কাস্টমসের তরফ থেকে ডেল নিকোলাস। সব মিলিয়ে প্রায় দুশো কর্মচারী কাজ করছে বিল্ডিঙের ভেতরে, কিন্তু তারা সবাই ডাফ পরিবারের বৈধ ব্যবসা দেখাশোনা করে, অবৈধ ব্যবসা সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই। যাই হোক, সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে এফবিআই অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হলো । তারপর শুরু হলো সার্চ। খবর নিয়ে আগেই জানা হয়েছে যে ডাফরা তিন ভাই মেক্সিকোয় গেছে ট্রেজারের খোঁজে, পরিবারের বাকি সবাই ইউরোপে বেড়াচ্ছে।

গোটা বিল্ডিং তল্লাশি করে কোন আর্টিফ্যাক্ট বা অন্য কিছু পাওয়া গেল না। প্রচুর কাগজ-পত্র ও ফাইল ঘেঁটে দেখা হলো, কিন্তু বেআইনী কোন ব্যবসার প্রমাণ পাওয়া গেল না। হতাশায় মুষড়ে পড়ার অবস্থা, এই সময় দু'জন কাস্টমস এজেন্ট, উইলিয়াম বুন ও ডিক কারমার, রিপোর্ট করল যে ওদের গ্রাউণ্ড পেনিট্রেটিং সোনিক/রাডার ডিটেকটরে সরু একটা ফাঁক ধরা পড়েছে–ওয়্যারহাউসের মেঝে থেকে নিচের দিকে চলে গেছে ফাঁকটা। টমাস ডাফের প্রাইভেট চেম্বারে তল্লাশি চালাচ্ছিল ওরা, এই সময় ব্যাপারটা ধরা পড়ে।

ওদেরকে নিয়ে টমাস ডাফের বাথরুমে চলে এলেন ডেল নিকোলাস, সঙ্গে

এফবিআই-এর জিমি নক্সও রয়েছেন। দেয়াল পরীক্ষা করতেই রহস্যটা ফাঁস হয়ে গেল। বাথটাবটাই আসলে এলিভেটর, আণ্ডারগ্রাউণ্ডের গোপন আস্তানায় পৌঁছুনোর পথ।

বাথটাবে বসে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে নামলেন ওঁরা, এলিভেটরের বোতামগুলো রয়েছে টাব-এর গায়েই, মার্বেল পাথরের ঢাকনি দিয়ে আড়াল করা ছোট্ট একটা ফাঁকের ভেতর। গোপন আস্তানাতেও টমাস ডাফের একটা প্রাইভেট চেম্বার আছে। এলিভেটর থেকে সেখানে নামলেন ওঁরা। একটার পর একটা বিরাট আকারের কামরা পেরুলেন, হাজার হাজার আর্টিফ্যাক্ট দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সবাই।

ওপরতলায় ফিরে এসে কাস্টমস আর এফবিআই-এর দুই প্রতিনিধি বৈঠকে বসলেন। ডাফ পরিবারকে জেল খাটাবার মত যথেষ্ট প্রমাণ তাঁরা পেয়ে গেছেন, কিন্তু জেলের ভাত খাওয়াতে হলে প্রথমে তাদেরকে গ্রেফতার করতে হবে। ডাফরা তিন ভাই রয়েছে মেক্সিকোয়, কালকের কাগজে যদি আজকের এই অপারেশনের খবর ছাপা হয় সন্দেহ নেই মেক্সিকো থেকে পালাবে তারা, কিংবা মেক্সিকোরই আণ্ডারগ্রাউণ্ডে গা ঢাকা দেবে। দীর্ঘ আলোচনার পর ঠিক হলো, অপারেশনের খবর ছাপা হোক আপত্তি নেই, তবে তারা বেআইনীভাবে আমদানি করা আর্টিফ্যাক্ট দেখতে পেয়েছেন, এই খবরটা চেপে যাবেন। মিডিয়াকে জানাতে হবে, তাঁদের অপারেশন ব্যর্থ হয়েছে।

বিল ভিকোর গ্রামে একশো ছিয়াত্তরজন মানুষ বাস করে, তাদের বেশিরভাগই বেঁচে আছে লাউ, মটরশুঁটি আর শিম ফলিয়ে। তবে জ্বালানি ও বেড়ার কাঠ কেনার জন্যে কেউ কেউ মদ তৈরি করে। ইদানীং অবশ্য রোজগারের আরেকটা রাস্তা বেরিয়েছে। মনটোলো আদিবাসীদের মেয়েরা চিরকালই মাটির হাঁড়ি-পাতিল ও পানপাত্র তৈরি করতে দক্ষ, আজকাল সেগুলোর চাহিদা খুব বেড়ে গেছে।

পনেরো বছর একটা র‍্যাঞ্চে কাউবয় হিসেবে কাজ করার পর জমা টাকা দিয়ে নিজেই একটা ছোটখাট র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলেছে ভিকো। উত্তর বাজা-র আর সব আদিবাসীদের তুলনায় সে আর তার স্ত্রী কনসুয়েলা অনেক ভালই আছে বলতে হবে। ভিকো গরু-মোষ দেখাশোনা করে, আর কনসুয়েলা পানপাত্র তৈরি করে।

দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে রোজকার মত ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ল ভিকো, বিশাল জায়গা জুড়ে চরতে থাকা গরুর পালগুলোকে দেখে আসবে। দুর্গম পাথুরে এলাকা, বিশেষ করে বাছুরগুলো প্রায়ই আহত হয়ে পড়ে থাকে।

ঘোড়া নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভিকো, এই সময় সরু ট্রেইলের ওপর লোকটাকে দেখতে পেল সে, তাদের গ্রামের দিকে আসছে। লোকটাকে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারল না সে। সঙ্গে কোন ক্যানটিন বা ব্যাকপ্যাক নেই, এমনকি মাথায় একটা হ্যাটও নেই। চেহারা ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত, তবে দীর্ঘ পদক্ষেপে হাঁটার মধ্যে দৃঢ় একটা ভঙ্গি আছে। হাতে তেমন কোন কাজ নেই, ট্রেইলের দিকে ঘোড়া ছোটাল ভিকো।

ঘুম ভাঙার পর হাঁটতে শুরু করে ইতিমধ্যে প্রায় চোদ্দ কিলোমিটার মরুভূমি

পেরিয়েছে রানা। সূর্য এখন মাথার ওপর, গরম রোদে চাঁদি ফেটে যাবার অবস্থা। প্রথম দিকে থুথু গিলে গলা ভিজিয়েছে, এখন তা-ও নেই।

ওর প্ল্যানটা হলো মেক্সিকো হাইওয়ে ফাইভ-এ পৌঁছুনো। বিশ বা ত্রিশ কিলোমিটার পথ। ওখানে পৌঁছুতে পারলে মেক্সিক্যালি পর্যন্ত যাবার জন্যে কোন একটা ট্রাকে জায়গা করে নিতে পারবে। তারপর সীমান্ত পেরিয়ে ক্যালিক্সিকো-য়। তবে পথে যদি বাজা টেলিফোন কোম্পানীর কোন পে-বুদ পাওয়া যায় তাহলে আর এত কষ্ট করতে হবে না ওকে।

ঘুম ভাঙার পর প্রথমেই রেডক্লিফ আর লরেলির কথা মনে পড়ে যায় রানার। ডেলগাডো ওর লাশ পায়নি, কাজেই মারফি হুক ধরে নেবে বেঁচে আছে ও। সেক্ষেত্রে রেডক্লিফ আর লরেলিকে মেরে ফেলতে সাহস পাবে বলে মনে হয় না। তবে টরচার করবে, লোকটা স্যাডিস্ট। কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদেরকে তার উদ্ধার করতে হবে।

দু'ঘণ্টা হাঁটার পর সরু একটা মেঠো পথ পেল রানা, সেটা ধরে হাঁটছে, ত্রিশ মিনিট পর লোকটাকে ঘোড়ার পিঠে দেখতে পেল। মাথায় কাউবয় হ্যাট, পরনে লম্বা হাতা সহ সুতি শার্ট, রঙচটা ডেনিম প্যান্ট, পায়ে কাউবয় বুট। রোগা-পাতলা গড়ন, বোঝার উপায় নেই বয়স পঞ্চাশ নাকি সত্তর।

'গুড আফটারনুন।' রানার ঠোঁটে ক্লান্ত হাসি।

অচেনা লোকদের সঙ্গে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে ভিকো, তার নিজের ভাষা মনটোলান। তবে মোটামুটি ইংরেজিও জানে সে। 'আপনি জানেন, এটা প্রাইভেট ইণ্ডিয়ান ল্যাণ্ড?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না, দুঃখিত। তীরে ভেসে এসেছি, চেষ্টা করছি হাইওয়ে বা একটা টেলিফোনের কাছে পৌঁছতে।'

'বোট হারিয়েছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, একরকম তাই বলা যায়।'

'আমাদের মীটিং হাউসে ফোন আছে। আসুন আমার সঙ্গে।' ইঙ্গিতে ঘোড়ার পিছনে চড়তে বলল ভিকো। 'কাছেই আমাদের গ্রাম।'

'ধন্যবাদ, আমি কৃতজ্ঞ,' বলল রানা। 'আমার নাম মাসুদ রানা।' ঘোড়ার পিঠে, ভিকোর পিছনে উঠে বসল ও।

'বিল ভিকো।'

আধ ঘণ্টা ঘোড়া ছোটাবার পর ছোট একটা উপত্যকায় নেমে এল ওরা। অগভীর একটা ঝর্ণা দেখা গেল, প্রাচীন এক স্প্যানিশ মিশনের ধ্বংসাবশেষকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। মিশনটা বিধ্বস্ত হয় তিনশো বছর আগে, বিদেশী-ধর্ম-বিরোধী ইণ্ডিয়ানদের হাতে। ধসে পড়া ইঁটের দেয়াল আর ছোট একটা কবরস্থান ছাড়া নেই কিছু। পাহাড়ের উঁচু ঢালে প্রাচীন স্প্যানিয়ার্ডদের যে কবরস্থান ছিল সেটা এখন ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা পড়ে গেছে। নিচের ঢালে নতুন কিছু কবর দেখা গেল। বিশেষ করে একটা সমাধি ফলকে চোখ আটকে গেল রানার। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল ও, কয়েক পা হেঁটে এসে দাঁড়াল কবরটার সামনে। পাথরের গায়ে খোদাই করা লেখাগুলো এখনও পড়া যায়।

বিটি ইবসেন মার্টিন
২/১১/২৪-২/৩/৩৪
'সূর্য তোমার ওপর উষ্ণ করুণা বর্ষণ করুক
অন্ধকার রাতে কিছু তারা তোমাকে আলো দিক
ম্লান সকালে ফুলের কাছ থেকে পাও সুগন্ধ
আর গোধূলিবেলায় ঈশ্বর তোমাকে ভালবাসা দিন।'

'কে ছিল মেয়েটা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা নাড়ল ভিকো। 'বুড়োরা কেউ বলতে পারেন না। তাঁরা বলেন, গভীর রাতে অচেনা কোন লোক কবর দিয়ে গেছে।'

চোখ তুলে যতদূর দৃষ্টি যায় সানোরান মরুভূমির ওপর চোখ বুলাল রানা। মৃদুমন্দ বাতাস সুড়সুড়ি দিচ্ছে ওর ঘাড়ে। লাল লেজের একটা চিল চক্কর মারছে আকাশে। পাথর আর বালির জগৎ, খানিক পরপর দুর্গম গিরিখাদ। রাতে কয়োটি আর শিয়ালের ডাক শোনা যায়। মাটি পাবার জন্যে এই জগৎ আদর্শ হতে পারে, ভাবল ও। 'বাকি পথটুকু আমি হেঁটে যাব,' ভিকোকে বলল রানা।

ঘোড়সওয়ারের পিছু পিছু পাহাড় থেকে নেমে এল ও। কয়েকটা ফার্ম আর র‍্যাঞ্চকে পাশ কাটাল ওরা। অগভীর একটা ঝর্ণার পাশে তিনটে বাচ্চা মেয়েকে খেলা করতে দেখা গেল, তরুণীরা কিনারায় বসে কাপড় কাচছে। কাজ ছেড়ে অবাক হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল তারা। রানা হাত নাড়ল, তবে সাড়া দিল না কেউ, কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি নিজেদের কাজ শুরু করল আবার।

গ্রামটায় বেশ কয়েকটা দালান রয়েছে। বাড়িগুলো বেশিরভাগই কাঠের তৈরি, তবে ইঁটের গাঁথুনিও চোখে পড়ল। রাস্তার ধারে বিদ্যুৎ আর টেলিফোন লাইন।

ছোট একটা দালানের সামনে ঘোড়া থেকে নামল ভিকো। 'আমাদের মীটিং হাউস,' বলল সে। 'ভেতরে ফোন আছে। আপনাকে পয়সা দিতে হবে।'

মানিব্যাগটা এখনও ভিজে, সেটা থেকে এটি-অ্যাণ্ড-টি কার্ড বের করে দেখাল ও। 'নো প্রবলেম।'

পথ দেখিয়ে ওকে ছোট একটা অফিসে নিয়ে এল ভিকো। কয়েকবার রিঙ হতে অপারেটরকে পাওয়া গেল। ক্রেডিট কার্ডের ও ফোনের নম্বর জানাল রানা। মেক্সিকান অপারেটর একজন আমেরিকান অপারেটরের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিল। মেয়েটা ইনফরমেশন ডেস্কের সঙ্গে জুড়ে দিল লাইনটা, ক্যালিক্সিকো কাস্টমস অফিসের নম্বর পাওয়া গেল ওখান থেকে। ওই নম্বরে ডায়াল করল রানা। খানিক পর পাওয়া গেল শামিমকে, তার সঙ্গে হপকিন্স আর জুলিয়াও আছে। কি ঘটেছে সংক্ষেপে ওদেরকে জানাল রানা। শামিম বলল, 'তোমাকে আনার জন্যে একটা কপ্টার পাঠিয়ে দিচ্ছি, গ্রামের নামটা বলো।' ভিকোর কাছ থেকে জেনে নিয়ে নামটা বলল রানা—ক্যানিয়ন ওমেটেপেক। রিসিভার নামিয়ে রাখল ও, ভিকোকে বলল, 'আমার বন্ধুরা আমাকে নিতে আসছে।'

'গাড়ি করে?'

'হেলিকপ্টারে।'

'আপনি তাহলে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ?'

হেসে ফেলল রানা। 'আমার গুরুত্ব আপনাদের গ্রামের মাতবরের চেয়ে কম।'

'আমাদের কোন মাতবর নেই। বুড়োরা সবাই এক জায়গায় বসে আদিবাসীদের সমস্যাগুলো দেখেন। আপনাকে ক্লান্ত লাগছে, বোধহয় খিদেও পেয়েছে। আসুন আমার সঙ্গে, আমার বউ আপনাকে দেখে খুশি হবে।'

খেতে বসে গল্প করছে ভিকো। তার বউ কনসুয়েলা ছোটখাট একটা হস্তিনী, সরল চেহারায় সারাক্ষণ হাসি লেগে আছে। রানার একটা কথায় মাথা নাড়ল ভিকো, 'না, আমরা শান্তিতে নেই। গ্রামগুলো থেকে পবিত্র প্রতিমা সবই প্রায় চুরি হয়ে গেছে। ওগুলোর অভাবে আমাদের তরুণ-তরুণীরা যৌবনে পা দিলেও স্বীকৃতি পাচ্ছে না। আমাদের সমাজে প্রতিমা পূজার মাধ্যমে এ স্বীকৃতি পেতে হয়।'

'প্রতিমা চুরি হয়ে গেছে?' আনমনে বলল রানা। 'গুড গড। ডাফরা দায়ী নয় তো!'

'কি বললেন, সিনর?'

রানা ব্যাখ্যা করল, চোরেদের একটা পরিবার আন্তর্জাতিক কুখ্যাতি অর্জন করেছে, যাদের কাজই হলো প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট সাধারণ চোরদের কাছ থেকে সস্তায় কিনে নিয়ে ধনী সংগ্রাহকদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করা। তারপর জানতে চাইল, 'আপনাদের প্রতিমাগুলো কি রকম দেখতে?'

মেঝে থেকে এক মিটার, হাত দিয়ে দেখাল ভিকো। 'এরকম উঁচু, ওগুলোর মুখ আমাদের পূর্ব-পুরুষরা বহু শতাব্দী আগে কটনউড গাছের শিকড় দিয়ে বানিয়েছিলেন। চোরেদের ওই পরিবারটির নাম ডাফ?'

'ডাফ ওদের পারিবারিক নাম। তবে ওদের সংগঠনের গোপন একটা নাম আছে—সল্পেমাচাকো।'

'এরকম শব্দ আগে কখনও শুনিনি। কি মানে এর?'

'ইনকা কিংবদন্তীর একটা সাপ, ঘাড়ে কয়েকটা মাথা।'

'আগে কখনও শুনিনি।'

'কিংবদন্তীর আরেকটা দানব বা পিশাচের সঙ্গে এটার সম্ভবত সম্পর্ক আছে, পেরুর লোকেরা ওটাকে ডেমোনিয়ো ডেল মুয়েরটস বলে। পাতালপুরী পাহারা দেয়াই তাদের কাজ।'

নিজের পেশীবহুল হাতের দিকে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে থাকল ভিকো। 'এরকম পৌরাণিক একটা পিশাচ আমাদেরও আছে, সিনর। তার কাজ পাতালপুরী থেকে মৃত লোকজন যাতে পালাতে না পারে সেটা দেখা। জীবিতদেরও সে ভেতরে ঢুকতে দেয় না। এখান থেকে বেশি দূরে নয়, একটা পাহাড়ে থাকে সে।'

'সেরো এল ক্যাপিরোট,' বিড়বিড় করল রানা।

'আপনি বিদেশী লোক হয়ে তা জানবেন কিভাবে?' তীক্ষ্ণ হলো ভিকোর দৃষ্টি।

'ওই পাহাড়ের চূড়ায় আমি উঠেছি। ওটার ডানা আছে, তাই না? মাথাটা সাপ। তবে আমি আপনাকে হলফ করে বলতে পারি, ওটাকে ওখানে পাতালপুরী পাহারা দেয়ার জন্যে বা মৃত লোকদের বিচার করার জন্যে রাখা হয়নি।'

'আপনি দেখছি আমাদের এদিক সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন।'

'আসলে প্রায় কিছুই জানি না। বিশেষ করে পিশাচ সম্পর্কে জানার খুব আগ্রহ আমার। আপনি নিশ্চয়ই আরও অনেক গল্প জানেন। দু'একটা আমাকে শোনান না।'

'আর একটা মাত্র কাহিনী জানা আছে আমার,' বলল ভিকো। 'রিকো আকোস্টা, গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ, পুরানো দিনের কথা মাঝে-মধ্যে বলেন আমাদের। বিশাল সব পাখির কথা বলেন তিনি, সাদা ডানা ছিল ওগুলোর। পানির ওপর দিয়ে ভেসে দক্ষিণ থেকে এসেছিল। সেই পাখির পিঠে দেখা গেছে সোনালি দেবতাদের। সে বহুকাল আগের কথা, পুরানো সাগরের একটা দ্বীপে বিশ্রাম নিয়েছিলেন তাঁরা। দেবতারা চলে যাবার সময় ওই পাথরের পিশাচটাকে রেখে যান। আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে সাহসী যে-ক'জন লোক পানি পেরিয়ে দ্বীপে যায় কেউ তারা ফিরে আসতে পারেনি। তখনকার মানুষরা এ-সব দেখে ভয় পেয়ে যায়, পাহাড়টাকে তারা পবিত্র বলে ভাবতে শুরু করে।' মরুর দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল সে। 'সেই প্রাচীন কাল থেকে লোকমুখে প্রচার হয়ে আসছে এই গল্প। আমাদের আজকালকের ছেলেপিলেরা, যারা আধুনিক স্কুলে পড়াশোনা করছে, তাদের ধারণা এ স্রেফ রূপকথা ছাড়া কিছু নয়।'

'রূপকথার সঙ্গে ঐতিহাসিক সত্যও মিশে আছে,' বলল রানা। 'আমার কথা বিশ্বাস করুন, সেরো এল ক্যাপিরোট-এ বিপুল গুপ্তধন জমা আছে। দক্ষিণ থেকে আসা সোনালি দেবতারা ওখানে রেখে গেছে ওগুলো। ওরা আসলে দেবতা ছিল না, ওরা ছিল পেরু থেকে আসা ইনকা।'

'সেরো এল ক্যাপিরোটে গুপ্তধন আছে!' হাঁ হয়ে গেল ভিকো।

'ওই পাহাড়ের ভেতর কিছু লোক ঢুকতে চাইছে, ইনকাদের রেখে যাওয়া যা কিছু আছে সব লুঠ করে নিয়ে যাবে।'

'সম্ভব নয়।' মাথা নাড়ল ভিকো। 'সেরো এল ক্যাপিরোট পবিত্র স্থান, ওখানে গেলে কেউ ফিরে আসে না। পিশাচ তাকে...'

'পিশাচকে ওরা ভয় পায় না।'

'আমরা লোকাল পুলিসের কাছে অভিযোগ করব।'

'অফিসাররা ডাফদের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে চুপ করে বসে থাকবে।'

'এই ডাফরাই কি আমাদের প্রতিমা চুরি করিয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ভিকো।

'হ্যাঁ।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভিকো বলল, 'তাহলে চিন্তার কিছু নেই। কারণ প্রতিমা যারা অপবিত্র করে তাদের পরিণতি কি হয় সবাই আমরা জানি।'

'কি হয়?'

'সবাই ওরা অপঘাতে মারা যাবে, সিনর।'

'আপনি সত্যি এ-সব বিশ্বাস করেন?'

'করি না মানে! ইতিমধ্যেই আমি স্বপ্নে দেখেছি প্রতিমা চোরেরা পানিতে ডুবে মারা যাচ্ছে।'

অসহায় একটা ভঙ্গি করে চুপ করে গেল রানা।

তিন

হাসিয়ান্দার মেইন রুমে বসে ডেলগাডোর সঙ্গে বাকি সবাই আলোচনা করছে।

টমাস ডাফ বলল, 'প্রতিপক্ষরা যে বোকা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওরা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে কোথায় আছে হুয়াসকারের গুপ্তধন। এখন শুধু আমাদের ঠিক করতে হবে কিভাবে ওগুলো ওখান থেকে তুলে আনা যায়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কামরার বাকি সবার ওপর চোখ বুলাল ডেলগাডো। ফায়ার প্লেসের চারপাশে সোফায় বসে আছে টমাস ডাফ, মাইকেল ফোম, মারফি হুক ও প্রফেসর আইজ্যাক ফোর্ট। কারও চেহারাতেই কোন ভাব নেই, তবে পরিবেশে বিজয়ের উল্লাস অনুভব করা যায়।

হুক জানতে চাইল, 'ড. জুলিয়া ফটোগ্রাফার হপকিন্স আর শামিম সম্পর্কে কিছু জানা গেল?'

'সীমান্তের ওপারে আমার কনট্যাক্ট-এর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি, ফেরিতে আপনাকে মাসুদ রানা সত্যি কথাই বলেছিল—ওদের তিনজনকে ক্যালিক্সিকোর কাস্টমস অফিসে নামিয়ে দিয়ে আসে সে,' জবাব দিল ডেলগাডো।

ফোর্ট বলল, 'তারমানে ফেরিতে ফাঁদ পাতা হতে পারে, মাসুদ রানা তা আগেই আঁচ করতে পেরেছিল।'

'ফেরিতে একা ফিরতে দেখেই বোঝা গেছে সেটা।' ডেলগাডোর দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল হুক। 'হাতে পেয়েও তাকে তুমি ধরে রাখতে পারোনি।'

'শুধু তাকে নয়, ক্রুদেরও তুমি পালাতে দিয়েছ,' বলল ফোম।

'আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, রানা পালাতে পারেনি। ফেরির চারপাশে গ্রেনেড ফাটিয়ে তাকে আমরা মেরে ফেলেছি। আর ক্রুদের প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, মেক্সিকান পুলিস অফিসাররা আপনাদের টাকা খেয়েছে, ওরা দেখবে লোকগুলো যেন মুখ খুলতে না পারে।'

'তা না হয় হলো,' বলল ফোম। 'তবু পরিস্থিতি ভাল মনে হচ্ছে না। মাসুদ রানা, জর্জ রেডক্লিফ, মিস জুলিয়া, মি. হপকিন্স, চার-চারজন মানুষ নিখোঁজ-ফেডারেল এজেন্টরা মৌমাছির মত দলে দলে ছুটে আসবে।'

মাথা নাড়ল ডাফ। 'এখানে তাদের আইনগত কোন কর্তৃত্ব নেই। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের বন্ধু, ওদেরকে ঢুকতেই দেবে না।'

ডেলগাডোর দিকে চোখ গরম করে তাকাল হুক। 'তুমি বলছ, রানা মারা গেছে। তাহলে তার লাশ কই?'

পাল্টা চোখ গরম করে তাকাল ডেলগাডো। 'রানা এই মুহূর্তে মাছের খোরাক হিসেবে ওদের ডাইনিং টেবিলে। আমার কথায় ভরসা রাখুন।'

'লাশ না দেখা পর্যন্ত আমি নিশ্চিত হতে পারি না!'

ফোম বলল, 'তুমি তো ফেরিবোটটাও ডোবাতে ব্যর্থ হয়েছ। সীকক খুলে

দেয়ার আগে তোমার উচিত ছিল ওটাকে গভীর সাগরে সরিয়ে নেয়া।'

'আরও ভাল হত ওটায় আগুন ধরিয়ে দিলে,' বলল ডাফ। 'নুমার ডেপুটি ডিরেক্টর রেডক্লিফ আর কংগ্রেস সদস্যা মিস লরেলি পুড়ে মরলে আমি খুশিই হতাম।'

হুক বলল, 'সে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পুলিস কমাণ্ড্যান্ট হোসে মেনান্দেজ তদন্ত করার পর রিপোর্ট দেবেন, মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনায় মিস লরেলি আর মি. রেডক্লিফ সহ ফেরিবোট ধ্বংস হয়ে গেছে।'

ডাফ বলল, 'তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। আমেরিকান ল এনফোর্সমেন্ট অফিসাররা লোকাল ইনভেস্টিগেশনে সন্তুষ্ট হবে না, বিশেষ করে মাসুদ রানা যদি বেঁচে থাকে।'

'এত করে বলছি সে বেঁচে নেই...।

প্রথমে ডেলগাডো, তারপর ফোমের দিকে তাকাল ডাফ। 'ধারণার ওপর ভরসা করে আমরা জুয়া খেলতে পারি না। আমেরিকান আর মেক্সিকান সরকার যদি জয়েন্ট ইনভেস্টিগেশন শুরু করতে চায়, মেনান্দেজ খুব বেশি হলে দু'চার দিন তা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল হুক। 'গুপ্তধন নিয়ে লাপাত্তা হবার জন্যে দু'চারদিনই যথেষ্ট।'

'মাসুদ রানা যদি বেঁচেও থাকে, আপনাদের বিরুদ্ধে সে কোন প্রমাণ হাজির করতে পারবে না,' বললেন ফোর্ট। 'কে বিশ্বাস করবে আর্ট ডিলার পরিবার হিসেবে সবাই যাদেরকে সম্মান করে তারা একজন কংগ্রেস সদস্যা ও নুমার ডেপুটি ডিরেক্টরকে নির্যাতন করে মেরে ফেলেছে? আপনারা বরং মেনান্দেজকে বলুন তিনি যেন মাসুদ রানার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন—গুপ্তধন নিজে দখল করার লোভে এই সব অপরাধ সে-ই করেছে।'

'আইডিয়াটা মন্দ নয়,' বলল ডাফ। 'শুধু পুলিস ডিপার্টমেন্টে নয়, সামরিক বাহিনীতেও আমাদের প্রভাবশালী বন্ধু আছে, মাসুদ রানাকে মেক্সিকোয় দেখা গেলে গ্রেফতার করা কোন সমস্যা হবে না।'

'বেশ, যা ভাল বোঝো করো,' বলল হুক। 'আর ওদের কি হবে? আমাদের হাতে যারা বন্দী? আমরা কি ওদেরকে এখুনি খতম করব?'

'পাহাড়ের নিচে গুহার ভেতর যে নদী আছে ওটায় ফেলে দিলে কেমন হয়?' জানতে চাইল ডেলগাডো। 'লাশগুলো এক সময় গালফে যাবে। মাছের ঠোকর খাওয়ায় চিনতে একটু কষ্ট হবে, তবে সবাই জানবে ডুবে মারা গেছে।'

'দারুণ আইডিয়া!' খুশি হলো ডাফ। 'কারও কোন আপত্তি আছে?' কেউ আপত্তি করল না, শুধু প্রফেসর ফোর্টের চেহারা কেমন যেন শুকিয়ে গেল।

'কমাণ্ড্যান্ট মেনান্দেজের সঙ্গে যোগাযোগ করছি আমি,' বলল হুক। 'কি করতে হবে তাকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

ঠিক হলো আমেরিকান ইনভেস্টিগেটরদের চোখকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে স্মোক-স্ক্রীনের আয়োজন করবে হুক, দলের বাকি সবাই কাল সকালে গুপ্তধন তুলে আনতে যাবে। হাসিয়ান্দার একজন চাকর ভেতরে ঢুকল, হাতে পোর্টেবল টেলিফোন। রিসিভার তুলে ডাফ শুধু শুনল, যোগাযোগ কেটে দিয়ে হাসল সে।

'ভাই, মনে হচ্ছে কোন সুখবর?' জিজ্ঞেস করল ফোম।

'ফেডারেল এজেন্টরা আবার আমাদের ওয়্যারহাউস ফ্যাসিলিটিতে হানা দিয়েছে।'

'বলছেন এটা দুঃসংবাদ নয়?' প্রফেসর ফোর্ট হতভম্ব।

'প্রায় নিয়মিত ঘটছে,' বলল ডাফ। 'বরাবরের মত এবারও খালি হাতে ফিরে যেতে হয়েছে ওদেরকে।'

এরপর সবাইকে হুইস্কি পরিবেশন করা হলো। মনে মনে প্রত্যেকে উত্তেজনা বোধ করছে, হুয়াসকারের গুপ্তধনে কালই ওদের হাত পড়বে। একা শুধু মারফি হুককে একটু অন্যমনস্ক দেখাল। রানার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে তার। ফেরিতে তাকে সে কি বলল? বলল, এটা একটা ফাঁদ, বন্ধু। তার এ-কথার মানে কি?

মাসুদ রানা কি ইঙ্গিতে কিছু বলতে চেয়েছে? নাকি মারা যাচ্ছে বুঝতে পেরে তাকে মিছিমিছি ভয় দেখাতে চেয়েছে? তবে এ-সব নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার সময় নেই হাতে। মন একটু খুঁতখুঁত করলেও, রানাকে ভুলে থাকার চেষ্টা করল সে।

আর এটাই হলো তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল।

খাড়া সিঁড়ি বেয়ে হাসিয়ান্দার নিচে সেলারে নেমে এলেন সেলিনা ফোর্ট, হাতে একটা ট্রে। সিঁড়ির গোড়ায় ডেলগাডোর একজন সশস্ত্র গার্ড দাঁড়িয়ে আছে, পাহারা দিচ্ছে বন্দীদের। 'দরজা খোলো,' তাকে বললেন তিনি।

'আমার ওপর হুকুম আছে ভেতরে কাউকে ঢুকতে দেয়া যাবে না,' বলল গার্ড, চেহারায় ইতস্তত ভাব।

'গাধা নাকি। দেখতে পাচ্ছ না ওদের জন্যে খাবার এনেছি?'

মাথা নাড়ল গার্ড। 'দুঃখিত।'

'তাহলে বাড়ির কর্তাকে ডেকে বলি, তুমি আমাকে রেপ করার চেষ্টা করেছ।'

'কী!' হাঁ করে তাকিয়ে থাকল গার্ড, বিশ্বাস হচ্ছে না একজন ভদ্রমহিলা এরকম একটা কথা বলতে পারেন। ট্রেতে কি আছে দেখে নিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল সে, দরজার তালা খুলে সরে দাঁড়াল এক পাশে। 'ডেলগাডোকে বলবেন না।'

'তুমি আসলেই একটা গাধা। সে-ই তো আমাকে পাঠিয়েছে,' বলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন সেলিনা ফোর্ট। ভেতরে আলো খুব কম। পাথুরে মেঝেতে শুয়ে আছেন রেডক্লিফ, তাঁকে দেখে উঠে বসলেন। পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে লরেলি।

'আচ্ছা, এবার ওরা একজন মহিলাকে পাঠিয়েছে!' বলল লরেলি।

ট্রেটা তার হাতে ধরিয়ে দিলেন সেলিনা। 'এতে কিছু স্যাণ্ডউইচ আর কয়েক বোতল বিয়ার আছে, ধরুন।' ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, গার্ডের মুখের ওপর দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজাটা। আবার যখন মুখোমুখি হলেন লরেলির, চোখে সয়ে এসেছে অন্ধকার। লরেলির চেহারা দেখে আঁতকে উঠলেন। চোখের চারপাশ আর ঠোঁট এখনও ফুলে রয়েছে। গায়ের কাপড়চোপড় বেশিরভাগই ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে, অল্প যে-টুকু ছিল তাই দিয়ে বুক আর নাভির নিচেটা ঢেকে রেখেছে। 'বাস্টার্ডস!' নিচু গলায় বললেন তিনি। 'সত্যি আমি দুঃখিত। আপনাদের এই হাল করেছে

জানলে সঙ্গে করে কিছু ওষুধ-পত্রও আনতাম।'

মেঝেতে হাঁটু গাড়ল লরেলি, রেডক্লিফের হাতে একটা বিয়ার ধরিয়ে দিল। কিন্তু হাত দুটো জখম হওয়ায় বোতলের ছিপি তিনি খুলতে পারলেন না, তাকেই খুলে দিতে হলো।

'ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল?' সেলিনার দিকে মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন রেডক্লিফ।

'আমি সেলিনা ফোর্ট, আর্কিওলজিস্ট। আমার স্বামী একজন নৃবিজ্ঞানী। টমাস ডাফ আমাদেরকে ভাড়া করেছে...।'

'তার মানে হুয়াসকারের গুপ্তধন খুঁজছে ওরা, আর আপনারা ওদেরকে সাহায্য করছেন?' জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ।

'হ্যাঁ, টিয়াপোলোর গোল্ডেন বডি সুটের ইমেজ ডিসাইফার করেছি আমরা...।'

'ওটার কথা জানি আমরা,' মাথা ঝাঁকালেন রেডক্লিফ।

লরেলি খেতে ব্যস্ত, কথা বলছে না। বিয়ারের বোতলটা খালি করে জিজ্ঞেস করল, 'তা এখানে আপনি কি করছেন?'

'আমাদেরকে ওদের লোক বলে ভাববেন না,' বললেন সেলিনা। 'ডাফ আর তার ভায়েরা গুপ্তধন পেলেই আমাদেরকে খুন করবে।'

'কি করে বুঝলেন?'

'এ-ধরনের লোকদের সঙ্গে আগেও আমাদের দেখা হয়েছে। কি ঘটতে পারে আমরা তা আন্দাজ করতে পারি।'

'আপনাদের খুন করবে। আর আমাদের?'

ওদেরকে নিয়ে ডাফ পরিবার কি প্ল্যান করেছে, সংক্ষেপে বলে গেলেন সেলিনা।

'মাই গড!' রেডক্লিফ যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। 'ওরা পাগল নাকি? ঠাণ্ডা মাথায় যুক্তরাষ্ট্রের একজন কংগ্রেস সদস্যাকে খুন করার কথা ভাবছে!'

'বিশ্বাস করুন, ওদের বিবেক বলে কিছু নেই। নিজেদেরকে এত বেশি ক্ষমতাবান মনে করে...'

সেলিনাকে বাধা দিয়ে লরেলি জানতে চাইল, 'আরও আগে কেন আমাদেরকে মেরে ফেলেনি?'

'ওদের ভয় ছিল আপনাদের বন্ধু মাসুদ রানা কিডন্যাপিঙের কথা ফাঁস করে দেবে। কিন্তু এখন ওরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, ভাবছে...।'

'ফেরিবোটের ক্রুরা?' জিজ্ঞেস করল লরেলি। 'ওরা তো সব জানে।'

'লোকাল পুলিস টাকা খেয়েছে, ওদেরকে আটক করবে, মুখ খুলতে দেবে না।' সেলিনাকে ইতস্তত করতে দেখা গেল, তারপর বললেন, 'শুনে খারাপ লাগবে তাই এতক্ষণ বলিনি। আপনাদের বন্ধুকে নিয়ে এখন আর চিন্তিত নয় ওরা। মোপাক ডেলগাডো কসম খেয়ে বলছে, এখানে আপনাদেরকে সরিয়ে আনার পর সে আর তার লোকজন ফেরির চার ধারে গ্রেনেড ফাটিয়ে মি. রানাকে ছাতু বানিয়ে ফেলেছে।'

স্থির পাথর হয়ে গেল লরেলি। সমস্ত রক্ত নেমে গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল

চেহারা। এতক্ষণ তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যেভাবেই হোক শত্রুদের হাত থেকে পালাতে পেরেছে রানা। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল সে, সারা শরীর কাঁপছে।

দেয়াল ধরে দাঁড়ালেন রেডক্লিফ। তাঁর চেহারায় শোক বা দুঃখের ছাপ নেই, লোহার মত কাঠিন্য ফুটে উঠেছে। 'মাসুদ রানা মারা গেছে? ডেলগাডোর মত একটা নেড়ি কুত্তা তার মত একজন মানুষকে খুন করে কিভাবে?'

রেডক্লিফের চাপা গর্জন শুনে থতমত খেয়ে গেলেন সেলিনা। 'দেখুন, এ-সব আমি আমার স্বামীর কাছ থেকে জেনেছি,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললেন তিনি। 'ডেলগাডো অবশ্য স্বীকার করেছে যে লাশটা সে দেখেনি, তবে জোর দিয়ে বলছে...'

টলতে টলতে দাঁড়াল লরেলি। 'আপনি বলছেন, ওরা আপনাদেরকেও মেরে ফেলার প্ল্যান করেছে?' জিজ্ঞেস করল সে। চেহারা আগের মতই ফ্যাকাসে, তবে চোখ দুটো থেকে যেন আগুন ঝরছে।

'হ্যাঁ, আমাদের মুখও বন্ধ করা হবে,' বললেন সেলিনা।

লরেলি বলল, 'কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে না আপনি উদ্বিগ্ন।'

'কারণ আমার স্বামীর একটা প্ল্যান আছে...।'

'পালাবার?'

মাথা নাড়লেন সেলিনা। 'পালাবার সুযোগ যখন খুশি তৈরি করে নিতে পারি আমরা। আমরা প্ল্যান করেছি হুয়াসকারের গুপ্তধনের ওপর ভাগ বসাব।'

রেডক্লিফের চোখে অবিশ্বাস, বললেন, 'আপনারা কি সত্যি বিজ্ঞানী?' লরেলির সঙ্গে চোখাচোখি হলো তাঁর, চোখ ইশারায় কি যেন একটা চেপে যেতে বলল সে।

'একটা তথ্য দিই, তাহলে আমাদেরকে বুঝতে সুবিধে হবে,' বললেন সেলিনা। 'ফরেন অ্যাকটিভিটিজ কাউন্সিলের হয়ে একটা অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করার সময় পরস্পরের প্রেমে পড়ি আমরা।'

'ফরেন অ্যাকটিভিটিজ...আগে কখনও শুনিনি,' বললেন রেডক্লিফ।

'আমি শুনেছি,' বলল লরেলি। 'এফএসি হোয়াইট হাউস থেকে পরিচালিত গোপন একটা অর্গানাইজেশন। ওটার অস্তিত্ব সম্পর্কে কংগ্রেসও কোন নিরেট প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেনি।'

'ওটার কাজ কি?'

'বন্ধু নয় এমন সব রাষ্ট্রের ইন্টেলিজেন্স-এর ক্ষতি করার জন্যে এই অর্গানাইজেশন থেকে এজেন্ট পাঠানো হয়। গোটা বিষয়টা একা প্রেসিডেন্ট নিয়ন্ত্রণ করেন,' জবাব দিলেন সেলিনা।

লরেলি বলল, 'সংক্ষেপে প্রেসিডেন্টের ভাড়া করা খুনী আপনারা। বিজ্ঞানী হিসেবে কাভার নিয়ে আছেন...।'

'খুনী, স্বীকার করতে আপত্তি নেই,' বললেন সেলিনা। 'তবে, একটু ভুল হলো। আমরা চাকরি থেকে অবসর নিয়েছি। কাভার বলুন আর যা-ই বলুন, সত্যি আমরা বিজ্ঞানী। একটা আন্তর্জাতিক ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিকে মাঝে-মধ্যে

তথ্য সরবরাহ করি। নামটা বলা যাবে না। ওরা আমাদেরকে এজেন্সির সদস্য হবার প্রস্তাব দিয়েছে, তবে এখনও আমরা সিদ্ধান্ত নিইনি।'

'তা নাহয় বুঝলাম, কিন্তু হুয়াসকারের গুপ্তধনে কিভাবে ভাগ বসাতে চান আপনারা?' জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ। 'ডেলগাডো আর ডাফদের সহজ পাত্র ভাববেন না।'

'তা ভাবছিও না। কিভাবে কি করতে হবে জানা আছে আমাদের। হুয়াসকারের সোনা গুহা থেকে বের করা হোক, তারপর দেখবেন।'

'তারমানে চারদিকে শুধু লাশ দেখতে পাব আমরা।'

'ট্রেজার হান্টে আপনারাও জড়িয়ে পড়েছেন, এটা জানতে পেরে ডাফরা আসলে দিশেহারা হয়ে পড়ে,' বললেন সেলিনা। 'সেই থেকে একের পর এক শুধু ভুলই করে যাচ্ছে। যাকে বাধা বলে মনে করছে তাকেই কিডন্যাপ করে আনছে, খুন করে ফেলছে। ভাগ্যই বলতে হবে, এখনও আপনাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সত্যি কথা বলতে কি, আপনাদেরকে বাঁচিয়ে রেখে বোকামির পরিচয় দিচ্ছে ওরা।'

'মানে বলতে চাইছেন ওদের জায়গায় আপনারা হলে...?'

মাথা ঝাঁকালেন সেলিনা। 'হাতে একবার রক্ত লাগার পর থামা উচিত হয়নি। ওদের জায়গায় আমরা হলে অনেক আগেই মারা যেতেন আপনারা।'

সেনাবাহিনীর ছোট একটা দল রাতারাতি কমাণ্ড পোস্ট খাড়া করল, সেরো এল ক্যাপিরোটের গোড়া থেকে চারদিকে দু'মাইল মরুভূমি সীল করে দিল সম্পূর্ণ। ডাফদের অনুমতি ছাড়া ঢুকতে বা বেরিয়ে যেতে পারবে না কেউ। পাহাড়টার মাথা বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম ও লোকজনে ভরে উঠল, গুপ্তধন উদ্ধারের গোটা অপারেশনটাই চালানো হচ্ছে আকাশ থেকে। নুমার চুরি করা হেলিকপ্টারে নতুন রঙ লাগানো হয়েছে, গায়ে লেখা হয়েছে 'ডাফ ইন্টারন্যাশনাল'। হাসিয়ান্দা থেকে পাহাড়ের মাথায় বারবার আসা-যাওয়া করছে সেটা। তারপর এক সময় একটা মেক্সিকান আর্মি ট্রান্সপোর্ট হেলিকপ্টারকে দেখা গেল, পাহাড়টার ওপর ল্যাণ্ড করছে। মিলিটারি এঞ্জিনিয়ারদের একটা ডিটাচমেন্ট, পরনে কমব্যাট ফেটিগ, লাফ দিয়ে নিচে নামল। পিছনের কার্গো ডোর খুলে ছোট একটা ফর্কলিফট, কেবলের কয়েকটা কয়েল ও বড়সড় একটা উইঞ্চ নামাল তারা।

সনোরা রাজ্যের অফিসাররা ডাফদের টাকা খেয়ে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স আর পারমিট হস্তান্তর করেছে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে, টাকা ছাড়া চেষ্টা করলে সময় লাগত কয়েক মাস বা বছর। শুধু ঘুষ নয়, ডাফরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এলাকায় তারা নতুন স্কুল, রাস্তা, একটা হাসপাতাল ইত্যাদি তৈরি করে দেবে। মেক্সিকান সরকারের ওপর মহলের অজ্ঞাতে দুর্নীতিপরায়ণ আমলারা সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা করছে। বাজা পেনিনসুলায় সামরিক ঘাঁটি আছে, টমাস ডাফের অনুরোধে সেখান থেকে এঞ্জিনিয়ারদের একটা কনটিনজেন্ট পাঠানোর অনুমতি পেতে কোন অসুবিধে হয়নি। তাড়াহুড়ো করে একটা চুক্তির খসড়া তৈরি করা হয়েছে, তাতে সই করবে ডাফ ইন্টান্যাশনালের তরফ থেকে টমাস ডাফ ও

সনোরা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ট্রেজার ডিপার্টমেন্টের প্রতিমন্ত্রী। চুক্তি খসড়ায় বলা হয়েছে হুয়াসকারের গুপ্তধন উদ্ধার করা সম্ভব হলে ডাফ ইন্টান্যাশনাল শতকরা পঁচিশ ভাগ পাবে। উদ্ধার করার সমস্ত খরচ তাদের। বাকি সব রাজ্য সরকারের কোষাগারে জমা পড়বে। বলাই বাহুল্য, চুক্তির শর্ত পূরণ করার কোন ইচ্ছে ডাফদের নেই। হুয়াসকারের গুপ্তধনে তারা কাউকে ভাগ বসাতে দেবে না।

গোল্ডেন চেইন সহ গুপ্তধনের বেশিরভাগ পাহাড়ের মাথায় তুলে আনার পর রাতের অন্ধকারে সব পাঠিয়ে দেয়া হবে আরিজোনা সীমান্তের খানিক দক্ষিণে, ওদিকের নির্জন অলটার মরুভূমিতে একটা মিলিটারি এয়ারস্ট্রিপ আছে। ওখানে পৌঁছুনোর পর সব একটা কমার্শিয়াল জেট ট্রান্সপোর্টে তোলা হবে, প্লেনটার গায়ে ইতিমধ্যেই বিখ্যাত এক এয়ারলাইন কোম্পানীর নাম লেখা হয়েছে। ওখান থেকে ডাফদের গোপন ডিসট্রিবিউশন ফ্যাসিলিটিতে রওনা হবে জেট, সেটা মরক্কোর উত্তর উপকূলে।

দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়ান্দা থেকে সবাইকে তুলে আনা হলো পাহাড়ের মাথায়। কারও কোন ব্যক্তিগত জিনিস ফেলে আসা হয়নি। শুধু টমাস ডাফের প্রাইভেট জেটলাইনারটা এয়ারস্ট্রিপে রয়ে গেছে, সেটাও মুহূর্তের নোটিশে টেক-অফ করার জন্যে তৈরি।

পরে, আরও একটু বেলা হতে, লুরেলি ও রেডক্লিফকেও মুক্ত করে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে পাহাড়ের মাথায়। বন্দীদের সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ করতে নিষেধ করে দিয়েছে হুক, তা সত্ত্বেও ওদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছেন সেলিনা, খাইয়েছেনও। পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে ওরা কেউ পালাতে পারবে না জেনে কেউ তাদেরকে পাহারা দিচ্ছে না, নিজেদের ইচ্ছে মত এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতে পারছে।

পাহাড়ের ভেতর ঢোকার সরু ফাঁকটা খুঁজে বের করে ফেলল ফোম, দেরি না করে সামরিক বাহিনীর দক্ষ লোকদের লাগিয়ে দিল ওটাকে বড় করার কাজে। নিজে সে পেছনে থেকে গেল, ডাফ আর হুক একদল এঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে প্যাসেজ ধরে এগোল, সঙ্গে থাকলেন ফোর্ট দম্পতি। ওদের সঙ্গে পোর্টেবল ফ্লুরোসেন্ট লাইট রয়েছে।

দ্বিতীয় পিশাচটার কাছে পৌঁছুল দলটা, আলতো আদরে ওটার চোখ স্পর্শ করলেন সেলিনা, ঠিক যেভাবে জুলিয়া ছুঁয়েছিল। রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'অপূর্ব শিল্পকর্ম। এর বুঝি কোন তুলনা হয় না।'

'সম্পূর্ণ অক্ষত,' মন্তব্য করলেন ফোর্ট।

'কিন্তু ভেঙে ফেলতে হবে,' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল হুক।

'মানে? কি বললেন?'

'ওটাকে সরানো সম্ভব নয়। দেখতে পাচ্ছেন না, কুৎসিত দানবটা টানেলের বেশিরভাগ দখল করে রেখেছে। পাশ দিয়ে, ওপর দিয়ে বা পায়ের ফাঁক দিয়ে চেইনটা টেনে আনা সম্ভব নয়।'

হাঁ হয়ে গেলেন ফোর্ট, বিশ্বাস করতে পারছেন না। 'এটা অমূল্য, ভেঙে

ফেলেন কি করে?'

'প্রয়োজনের তাগিদে,' বলল ডাফ। 'দুঃখজনক, তবে উপায় নেই।'

ধীরে ধীরে কঠিন হলো ফোর্টের চেহারা. স্ত্রীর দিকে ফিরে সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বললেন, 'প্রয়োজনে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।'

সেলিনাও ব্যাপারটা বাধ্য হয়ে মেনে নিলেন। গুপ্তধনে ভাগ বসাতে চাইলে এরকম অনেক ব্যাপারেই চোখ বুজে থাকতে হবে তাঁদেরকে।

এঞ্জিনিয়াররা সামান্য বিস্ফোরক বসাল পিশাচটার গোড়ায়. টানেল ধসে পড়ার ঝুঁকি নিতে রাজি নয় কেউ এরপর ওরা প্রথম গুহাটায় ঢুকল, যেখানে প্রহরীদের মমি রাখা আছে। ঢোকার পর বেরুবার নাম করছেন না ফোর্ট দম্পতি, মমিগুলোকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছেন তাঁরা। 'পরে সময় দেবেন. এখন চলুন সামনে কি আছে দেখি,' তাগাদা দিল ডাফ।

স্বচ্ছ স্ফটিকে আবৃত সর্বশেষ প্রহরীকে দেখে বোবা হয়ে গেল সবাই। 'প্রাচীন এক চাচাপয়া,' বিড়বিড় করে বললেন ফোর্ট। 'মারা যাবার সময়ই নিজেকে এভাবে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করে গেছে। এটা বিস্ময়কর একটা আবিষ্কার।'

সেলিনা বললেন, 'খুবই উঁচু পদের বীরযোদ্ধা ছিল লোকটা।'

'তা না হলে এতবড় দায়িত্ব তাকে দেয়া হত না।'

'কত দাম হতে পারে এটার?' জিজ্ঞেস করল হুক।

তার দিকে তাকালেন ফোর্ট, চোখে তিরস্কার। 'এটা সাধারণ কোন জিনিস নয়, মি. হুক। অতীতে উঁকি দেয়ার জন্যে একটা জানালা। এর দাম হিসাব করা সম্ভব নয়।'

ডাফ বলল, 'আমি এক কালেক্টরকে চিনি, আট থেকে দশ মিলিয়ন ডলার দেবে সে।'

'চাচাপয়া যোদ্ধা বিজ্ঞানের প্রাপ্য,' বললেন ফোর্ট। 'অতীতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র ওটা, একটা মিউজিয়ামে রাখতে হবে।'

'ঠিক আছে, প্রফেসর, ওটা আপনার ভাগে পড়ল—আপনার জিনিস দান করলে কারও কিছু বলার নেই।'

ফোর্টের অন্তরে দ্বন্দ্ব দেখা দিল, তার ছাপ পড়ল চেহারাতেও। একজন বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর একটা আদর্শ আছে বৈকি, সেই আদর্শের সঙ্গে তাঁর লোভের সংঘর্ষ বেঁধে গেছে। হুয়াসকারের গুপ্তধন ধন-সম্পদের চেয়ে বড় কিছু, এরকম একটা উপলব্ধি হলো তাঁর। নিজেকে তাঁর নোংরা আর পাপী মনে হলো। তারপর তিনি লোভ সংবরণ করার শক্তি পেলেন। স্ত্রীর হাতটা ধরে চাপ দিল মৃদু. বললেন, 'ঠিক আছে, তাই হবে।'

হেসে উঠল ডাফ। 'ভেরি গুড। চলুন, দেখা যাক সামনে কি আছে।'

কয়েক মিনিট পর কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে এক লাইনে পাতাল নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল সবাইকে, থরে থরে সাজানো সোনার পাহাড় যেন জাদু করে ফেলেছে। ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পের আলো পড়ায় পাহাড়টা থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে সোনালি রশ্মি। সবাই শুধু গুপ্তধনই দেখতে পাচ্ছে, খরস্রোতা নদীটার যেন কোন তাৎপর্য নেই।

'কল্পনাতীত,' ফিসফিস করল ডাফ। 'একসঙ্গে এত সোনা আগে কখনও দেখিনি আমি।'

'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গুপ্তধন,' মন্তব্য করলেন ফোর্ট।

স্বামীর একটা বাহু শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন সেলিনা। 'ওগো, আমার মাথা ঘুরছে!'

মুগ্ধ বিস্ময়ের ভাবটা সবার আগে কাটিয়ে উঠল হুক। 'শালারা বেজন্মা ছিল,' অভিযোগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করল সে। 'এমন একটা দ্বীপের ওপর গুপ্তধন রেখে গেছে, ওটার চারপাশে তীব্র স্রোত। উদ্ধার করতে বারোটা বেজে যাবে।'

'চিন্তার কিছু নেই,' বললেন ফোর্ট 'আমাদের সঙ্গে কেবল আর উইঞ্চ আছে। আমি ভাবছি পেশী আর রশি সম্বল করে ওগুলো তারা ওখানে নিয়ে গেল কি করে!'

সোনার তৈরি একটা বাঁদরকে ঘিরে চক্কর দিলেন সেলিনা। 'অদ্ভুত ব্যাপার!'

তার দিকে তাকাল ডাফ। 'কি?'

কাত হয়ে পড়ে থাকা বাঁদরটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন সেলিনা। বাঁদরটার গোড়ায় কি যেন লেখা রয়েছে। 'দেখে মনে হচ্ছে দ্বীপ থেকে এটাকে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে এদিকে।'

নদীর কিনারায় কিছু দাগ দেখা যাচ্ছে, যেন বালি আর ক্যালশিয়াম ক্রিস্টালের ওপর দিয়ে টেনে আনা হয়েছে বাঁদরটাকে। 'আরে, তাই তো!'

ফোর্ট বলল, 'লেখাগুলো পড়া যায়?'

একজন এঞ্জিনিয়ার বাঁদরটার দিকে আলো ফেলল। সেলিনা লেখাগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়ল। 'আরে, এ যে দেখছি ইংরেজি!'

'কি লেখা রয়েছে? পড়েন তো!'

সেলিনা পড়তে শুরু করলেন-

'সল্‌পেমাচাকো সদস্যদের স্বাগতম
চুরি করা বা চুরি করা বস্তু সংগ্রহ ছাড়া
জীবনে আর যদি কোন উদ্দেশ্য না থাকে
তাহলে আপনারা ঠিক জায়গাতেই পৌঁচেছেন।
ছোট একটা পরামর্শ, শুধু যেগুলো ভোগ করতে
পারবেন সেগুলো নিন।
- ড. জুলিয়া, স্যাম হপকিন্স, শামিম আহমেদ
ও মাসুদ রানা।'

কয়েক মুহূর্ত কারও মুখে কথা নেই, তারপর খেঁকিয়ে উঠল ডাফ, 'কি ঘটছে এখানে, হুক? এই নোংরা রসিকতার মানে কি?'

হুকের চেহারায় অনেকগুলো ভাঁজ পড়ল। 'মাসুদ রানা ভাব দেখিয়েছিল, ওদের ওপর আমরা নজর রাখছি তা ওরা জানে। আমরা ওদের ফাঁদে ধরা পড়ছি, এ-কথাও বলেছিল,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করল সে। 'তবে ওরা যে পাহাড়ের ভেতর ঢুকে গুপ্তধন দেখে গেছে, তা বলেনি।'

'যেচে পড়ে এত সব তথ্য জানাল কেন? এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন রহস্য

আছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল হুক। 'কিছুই এসে যায় না, সে বেঁচে থাকলে তো।'

স্বামীর দিকে তাকালেন সেলিনা। 'মিস জুলিয়াকে আমি চিনি, সান অ্যান্টিনিয়োর একটা কনফারেন্সে একবার পরিচয় হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, তাঁর কাজ সম্পর্কে জানি আমি।' ডাফের দিকে তাকালেন ফোর্ট। 'আপনি আমাদেরকে বলেছিলেন, কংগ্রেস সদস্যা মিস লরেলি আর নুমা ট্রেজার খুঁজছে। এর সঙ্গে যে প্রফেশনাল আর্কিওলজিস্টরাও জড়িত, সে-কথা বলেননি।'

'তাতে কিছু আসে যায়?'

'ব্যাপারটা আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে সন্দেহ করছি আমি.' সাবধান করলেন ফোর্ট। 'আপনার জায়গায় আমি হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সোনা উদ্ধার করে কেটে পড়তাম।'

'মাসুদ রানা মারা গেছে, কাজেই আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই,' আবার বলল হুক। 'এই লেখাগুলো লেখা হয়েছে ডেলগাডো তাকে মেরে ফেলার আগে।' কথাগুলো জোর দিয়েই বলছে, তবে ঘামতে শুরু করেছে সে।

দ্রুত বদলে যাচ্ছে ডাফের চেহারা, শক্ত হয়ে উঠল চোয়াল, চোখে হিংস্র দৃষ্টি ফুটল। 'এই বিপুল পরিমাণ গুপ্তধন পেয়েও নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করল না, উদ্ভট একটা মেসেজ রেখে চলে গেল, এ আমাকে বিশ্বাস করতে বোলো না! এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে। আমি ওদের প্ল্যানটা জানতে চাই।'

'গুপ্তধন এখন আমাদের দখলে,' হুক বলল। 'কেউ ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলে স্রেফ মারা যাবে। তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি।'

কথাগুলো এমন হুমকির সুরে বলা হলো, বিশ্বাস করল সবাই। শুধু সেলিনা বাদে, খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিলেন বলে হুকের ঠোঁট জোড়া কাঁপতে দেখেছেন তিনি।

চার

আন্তর্জাতিক সীমান্তের একশো গজ দূরেও নয়, কাস্টমস বিল্ডিঙের কনফারেন্স রুমে মেক্সিকান আমলার সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হলো ওদের। গলভেস্টন থেকে ডেল নিকোলাস ও জিমি নক্স পৌঁছুনোর খানিক পর ওয়াশিংটন থেকে স্বয়ং জর্জ হ্যামিলটনও হাজির হয়েছেন এখানে। দেয়াল ঘেঁষে চেয়ারে বসে আছে হপকিন্স, জুলিয়া আর শামিম। রানা বসেছে অ্যাডমিরালের ডান পাশে। তাঁর বাম পাশে বসেছেন রিচার্ড বেনিং, এলাকায় ইউ. এস. কাস্টমসের চীফ এজেন্ট তিনি। মেক্সিকান আমলা ফার্নান্দেজ ফেজিয়োর সঙ্গে তিনিই কথা বলছেন।

ফেজিয়ো বেশ লম্বা, চোখে চশমা, চেহারা দেখে মনে হয় ধূর্ত শিয়াল।

'আমি এর ব্যাখ্যা চাই, সিনর ফেজিয়ো,' বললেন বেনিং। 'এ-ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এর আগে আপনাদের এলাইট ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট, বিশেষ করে ইন্সপেক্টর বার্টি ও নর্দার্ন মেক্সিকো ইনভেস্টিগেশন ডিভিশনের চীফ

সিনর পোয়াকারেস-এর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছে আমার। এবারে ন্যাশনাল অ্যাফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে আপনাকে কেন পাঠানো হলো? আমার তো ধারণা, সরকারের ওপর মহলকে এ-সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়েছে।'

হাত তুলে অসহায় একটা ভঙ্গি করলেন ফেজিয়ো। তাঁর চোখে পলক পড়ছে না, মুখের হাসিও স্থির। 'ইন্সপেক্টর বার্টি হঠাৎ একটা কেসের দায়িত্ব পেয়ে হারমোসিলো-য় গেছেন। আর সিনর পোয়াকারেস অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

'শুনে দুঃখ পেলাম,' বললেন বটে, তবে বেনিঙের গলায় সামান্যতম সহানুভূতিও নেই। 'তবে আমি আপনাদের পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে চাই, আপনারা আমার কাছ থেকে সম্ভাব্য সবরকম সহযোগিতা পাবেন।'

'ইউ.এস. অ্যাটর্নি অফিসের বিশ্বাস করবার কারণ ঘটেছে টমাস ডাফ, মাইকেল ফোম ও মারফি হুক নামে তিন ভাই ফরজারি, শিল্পকর্ম চুরি ও আর্টিফ্যাক্ট পাচারের একটা আন্তর্জাতিক অপারেশন চালাচ্ছে। আমরা আরও বিশ্বাস করি, তারা আমাদের একজন সম্মানী কংগ্রেস সদস্যা ও নামকরা এক গবেষণা সংস্থার কর্মকর্তাকে অপহরণ করেছে।'

মুখের হাসি চওড়া হলো আরও, ফেজিয়ো বললেন, 'উদ্ভট অভিযোগ। ডাফ ইন্টারন্যাশনাল, সবাই জানেন আপনারা, দীর্ঘদিন সুখ্যাতির সঙ্গে নিজেদের ব্যবসা করে আসছে। টেক্সাসের ডাফ ফ্যাসিলিটিতে আপনারা আবার হানা দিয়েছেন, কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পাননি সেখানে।'

নক্স বিস্মিত হলেন, 'সে খবরও আপনার কাছে পৌঁছে গেছে?'

'আপনারা যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন তাঁরা কেউ মেক্সিকোয় কোন অপরাধ করেননি। তাঁদেরকে বিরক্ত করার কোন অধিকার আমাদের নেই।'

'মিস লরেলি আর নুমার ডেপুটি ডিরেক্টর মি. রেডক্লিফকে উদ্ধার করার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন আপনি?'

'পুলিসের একটা বিশেষ টিম কেসটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, সিনর,' ফেজিয়ে আশ্বাস দিয়ে বললেন। 'উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে মুক্তিপণের টাকা যোগাড় করেছেন। আমার কথায় ভরসা রাখুন, অপহরণের জন্যে যে ডাকাত দল দায়ী তাদেরকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করা হবে, জিম্মিদেরও উদ্ধার করা হবে সুস্থ অবস্থায়।'

'কিন্তু আমাদের সোর্স বলছে, অপহরণের জন্যে দায়ী ডাফরা।'

মাথা নাড়লেন ফেজিয়ো। 'না, আমাদের কাছে প্রমাণ আছে, এর জন্যে দায়ী একদল সশস্ত্র ডাকাত।'

'আর ফেরিবোটের ক্রুরা? তাদের কোন খবর নেই কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

রানার দিকে কটমট করে তাকালেন ফেজিয়ো। 'এখানে এ-ব্যাপারটার কোন গুরুত্ব নেই। মি. রানা, আপনাকে আমি জানিয়ে রাখছি—আমাদের পুলিস স্টেশনে চারটে সই করা অভিযোগ নামা দায়ের করা হয়েছে, যাতে অভিযোগ করা হয়েছে এই অপহরণের জন্যে আপনি দায়ী। অভিযোগ করা হলেই আমরা সত্যি বলে ধরে নিই না, তদন্ত করে দেখছি।'

'কে অভিযোগ করল? আমার মোটিভ সম্পর্কে কিছু বলেনি তারা?'

'মোটিভ কি তা দেখা আমার কাজ নয়, মি. রানা। আমি সাক্ষী প্রমাণের ওপর নির্ভর করি। তবু যখন প্রসঙ্গটা তুললেন, শুনুন তাহলে। অভিযোগ করেছে প্ল্যাটফর্মের ক্রুরা, তারা বলছে গুপ্তধনের লোকেশন জানার জন্যে কংগ্রেস সদস্যা মিস লরেলি ও নুমার ডেপুটি ডিরেক্টর মি. রেডক্লিফকে আপনি খুন করেছেন।'

'আপনাদের পুলিস অফিসাররা এটা যদি গেলে, মনে করতে হবে তাদের মতিভ্রম ঘটেছে,' রাগ চেপে মন্তব্য করল শামিম।

'কেউ অভিযোগ করলে আমাদের কি করার আছে বলুন!'

'আচ্ছা, বলুন তো, সিনর ফেজিয়ো, ওরা আপনাকে কত পার্সেন্ট সোনা দিতে রাজি হয়েছে?'

'পাঁচ...,' নিজেকে সামলাতে দেরি করে ফেললেন ফেজিয়ো।

'আপনি বলতে চাইছিলেন, শতকরা পাঁচ ভাগ?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করলেন বেনিং।

মাথাটা বার কয়েক এদিক ওদিক কাত করলেন ফেজিয়ো, তারপর কাঁধ ঝাঁকালেন। 'না, সে-ধরনের কিছু আমি বলতে চাইনি।'

'দেখা যাচ্ছে গভীর একটা ষড়যন্ত্র চলছে অথচ আপনার বস্ বা বসেরা সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আছেন,' বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

'কোথাও কোন ষড়যন্ত্র চলছে না, অ্যাডমিরাল। সনোরান রাজ্য সরকার ডাফ ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে একটা চুক্তি করতে যাচ্ছে, হুয়াসকারের গুপ্তধন যাতে মেক্সিকোর মাটিতেই রেখে দেয়া সম্ভব হয়...।'

'হুয়াসকারের গুপ্তধন তো পেরুর,' বাধা দিয়ে বলল জুলিয়া। 'ডিসেন্সি বলে একটা কথা আছে, মেক্সিকো সরকারের উচিত ছিল পেরুভিয়ানদের ডেকে ভাগ নিতে অনুরোধ করা।'

'পারস্পরিক বিষয়ে রাষ্ট্রগুলো এভাবে কাজ করে না, ড. জুলিয়া। তাছাড়া, হুয়াসকারের গুপ্তধন সম্পর্কে অনেক বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। আমি যতটুকু জানি, ওই গুপ্তধন উদ্ধার করতে যে খরচ পড়বে তারপর লাভ কিছু থাকে কিনা সন্দেহ। ডাফ ইন্টারন্যাশনাল নিজেরা প্রায় কিছুই নেবে না, এলাকার উন্নয়নে খরচ করে যাবে।'

'আপনি তাহলে কিছুই জানেন না,' মুখের ওপর বলে বসল জুলিয়া। 'হুয়াসকারের ট্রেজার আমি নিজের চোখে দেখেছি। কনজারভেটিভ হিসাবেও তিন বিলিয়ন ডলার দাম হবে ওগুলোর।'

'কিন্তু ডাফ ইন্টারন্যাশনালের হিসাবটাই বিশ্বাসযোগ্য, কারণ বাজারে ওরা শ্রদ্ধেয় ডিলার হিসেবে পরিচিত,' বললেন ফেজিয়ো। 'ওদের হিসাবে খুব বেশি হলে ত্রিশ মিলিয়ন ডলার হতে পারে।'

'ট্রেজার যদি নগণ্যই হবে তাহলে তা উদ্ধারের জন্যে এত ব্যাপক আয়োজন করা কেন?' জানতে চাইলেন ডেল নিকোলাস।

'কোথায় ব্যাপক আয়োজন! পাঁচ কিংবা দশজন লেবার লাগানো হয়েছে পাহাড়ের ভেতর থেকে ওগুলো তোলার জন্যে।'

'সনোরা রাজ্য সরকারের পক্ষে কে সই করছেন চুক্তিতে?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। 'তাঁর কি এ-ধরনের একটা চুক্তিতে সই করার ক্ষমতা আছে?'

'রাজ্যের একজন প্রতিমন্ত্রী,' বললেন ফেজিয়ো। 'অবশ্যই তাঁর ক্ষমতার মধ্যে পড়ে এটা।'

'কিন্তু আপনাদের জাতীয় সরকারের একজন পুরোদস্তুর মন্ত্রী যে এই মুহূর্তে লণ্ডনে রয়েছেন, রানা এজেন্সির সঙ্গে হুয়াসকারের গুপ্তধন সম্পর্কে একটা চুক্তি করার জন্যেই ওখানে গেছেন তিনি, এবং তৃতীয় একটা পক্ষ হিসেবে সেখানে উপস্থিত রয়েছেন পেরু সরকারের একজন মন্ত্রী, সে খবর কি আপনারা রাখেন, সিনর ফেজিয়ো?'

বিষম একটা ধাক্কা খেয়েছেন ফেজিয়ো। এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন অ্যাডমিরালের দিকে যেন তাঁর কথা তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না।

অ্যাডমিরাল আবার বললেন, 'কাল সকালে আপনাদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মীটিং আছে আমার। তাঁকে আমি সমস্ত ব্যাপারই জানাব। বলব, আপনাদের সিকিউরিটি ফোর্স কংগ্রেস সদস্যা মিস লরেলিকে টরচার করছে, যুক্তরাষ্ট্রের গোপন রাষ্ট্রীয় তথ্য আদায় করার জন্যে।'

'কি বলছেন! এরকম একটা নির্জলা মিথ্যে অভিযোগ আপনি করতে পারেন না!'

'অ্যাডমিরাল এ-ধরনের কৌশলে অভ্যস্ত,' বলল রানা। 'টিট ফর ট্যাট। কি ভাবেন নিজেকে, একা আপনি শুধু দিনকে রাত করতে পারেন?'

'মীটিং শেষ হয়ে গেছে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'কাল এই সময় আপনাদের সরকারকে জানিয়ে দেয়া হবে আমরা কি করতে যাচ্ছি। শুধু একটা কথা বলি, যুক্তরাষ্ট্রের একজন আইনপ্রণেতাকে কোন রাষ্ট্র যদি আটক রেখে টরচার করে, নুমার ডিরেক্টর হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের স্পেশাল ফোর্সকে ডাকার ক্ষমতা আমার আছে।'

কাঁপতে শুরু করলেন ফেজিয়ো। 'আমি অসুস্থ বোধ করছি,' বিড়বিড় করলেন তিনি, মনে হলো নাকের ডগা থেকে চশমাটা পড়ে যাবে। 'বুঝতে পারছি না সামান্য একটা ব্যাপারে স্পেশাল ফোর্সকে ডাকার প্রশ্ন কেন উঠবে...।'

'চুপ করুন!' ধমক দিলেন অ্যাডমিরাল। 'মিস লরেলি আর মি. রেডক্লিফকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফেরত চাই আমি, বহাল তবিয়তে। এক মিনিটও যদি দেরি হয়, বহু লোক হতাহত হবে।'

কাঁপতে কাঁপতেই কনফারেন্স রূম ত্যাগ করলেন ফেজিয়ো। তিনি চলে যেতেই ডেল নিকোলাস জিমি নক্সকে বললেন, 'আর যাই হোক, আমরা যে ডাফদের ইল্লিগ্যাল স্টোরেজ ফ্যাসিলিটি আবিষ্কার করেছি তা এখনও কেউ জানে না।'

'ব্যাপারটা আরও দু'দিন গোপন থাকা দরকার।'

'চুরি করা জিনিসের তালিকা তৈরি করেছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সংখ্যায় এত বেশি, তালিকা তৈরি করতে কয়েক হপ্তা লেগে যাবে।'

'কোন প্রতিমা দেখেছেন ওখানে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'সাউথওয়েস্টার্ন,

ইণ্ডিয়ান রিলিজিয়াস আইডল? কটনউড কেটে তৈরি করা?'

মাথা নাড়লেন নক্স। 'না, তেমন কিছু চোখে পড়েনি।'

'যদি পান, প্লীজ জানাবেন আমাকে। আমার এক ইণ্ডিয়ান বন্ধু ওগুলো ফেরত পেলে খুশি হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে অ্যাডমিরালের দিকে ফিরলেন নক্স। 'কি বুঝলেন, অ্যাডমিরাল?'

'হাতে চাঁদ ধরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ডাফরা। আমার মনে হচ্ছে ওদেরকে গ্রেফতার করা হলে সনোরা রাজ্যের লোকজন জেলের তালা ভেঙে বের করে আনবে।'

'লরেলি বা মি. রেডক্লিফকে ছাড়লে বিপদ আছে ওদের...', বলল রানা, চিন্তিত।

'কথাটা বলতে খারাপ লাগছে,' মৃদু কণ্ঠে বললেন নিকোলাস। 'ওঁরা হয়তো এরইমধ্যে মারা গেছেন।'

মাথা নাড়ল রানা। 'তা আমি বিশ্বাস করব না।'

কনফারেন্স রুমের মেঝেতে পায়চারি শুরু করলেন অ্যাডমিরাল। 'এমন কি প্রেসিডেন্ট যদি গোপন ফোর্স পাঠাবার অনুমতি দেনও, মিস লরেলি ও মি. রেডক্লিফকে কোথায় পাওয়া যাবে আমরা জানি না।'

শামিম বলল, 'আমার ধারণা ওদেরকে ওই পাহাড়েই আটকে রেখেছে ডাফরা।'

'হাসিয়ান্দায় সার্চ করে যখন পাওয়া যায়নি, বোধহয় পাহাড়েই রেখেছে,' সায় দিলেন নিকোলাস।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালা দিয়ে বাইরে, সীমান্তের ওপারে তাকালেন নক্স। 'মেক্সিকোর মাটিতে এফবিআই হানা দিতে পারে না।'

'কাস্টমসও পারে না,' বললেন নিকোলাস।

ফেডারেল এজেন্টদের দিকে তাকাল রানা। 'আপনারা পারেন না, তবে নুমা পারে।'

সবাই ওরা রানার দিকে তাকালেন। অ্যাডমিরাল জানতে চাইলেন, 'কি বলতে চাইছ, রানা?'

'নুমার পক্ষ থেকে আমরা মেক্সিকোয় ঢুকে ওদের দু'জনকে উদ্ধার করতে পারি।'

'সীমান্ত পেরুনো কোন সমস্যা নয়,' বললেন নিকোলাস। 'কিন্তু ডাফদের পক্ষে রয়েছে সনোরান পুলিস ও মিলিটারি। স্যাটেলাইট ফটোয় তো দেখলেনই, সেরো এল ক্যাপিরোটের মাথায় ও চারপাশে গিজগিজ করছে ওরা। পাহাড়টার দশ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছুতে পারবেন কিনা সন্দেহ।'

'আমি এমন একটা পথ ধরে যেতে চাইছি, ওরা আমাদেরকে দেখতে পাবে না,' বলল রানা।

হঠাৎ হাসি ফুটল অ্যাডমিরালের মুখে। 'খুলে বলো, রানা। কাস্টমস আর এফবিআই পারে না, অথচ নুমা পারে, কি সেটা? তুমি কি মরুভূমির ওপর দিয়ে

সাঁতরে যেতে চাও?'

'না, ওপর দিয়ে নয়,' শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। 'তলা দিয়ে।'

সিয়েরা এল মেয়র পাহাড়ের গোড়ায়, মেক্সিক্যালি থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দক্ষিণে, পাহাড়-প্রাচীরের পাশে একটা গর্ত আছে, গর্তের নিচে রয়েছে প্রকৃতির তৈরি একটা টানেল। কয়েক লাখ বছর আগে প্রাচীন এক সাগরের দীর্ঘস্থায়ী আলোড়নে তৈরি হয়েছে টানেলটা, প্রায় খাড়াভাবে নেমে গেছে ছোট একটা গিরিখাদের তলায়। ওই খাদের মেঝেতে, মরুভূমির নিচে থেকে আসা পানি জমতে শুরু করে। পানিটা এত স্বচ্ছ আর হালকা নীল যে গ্রাউণ্ড লেভেল থেকে দেখে মনে হবে সিঙ্কহোলটা তলাবিহীন।

হলুদ নাইলন লাইন নেমে গেছে গর্তের ভেতর, সেদিকে তাকিয়ে রানা ভাবল, পেরুর সিঙ্কহোলের সঙ্গে মেক্সিকোর এই স্যাটান্‌স্ সিঙ্ক-এর কোন মিল নেই। গর্তের কিনারায়, একটা পাথরের ওপর বসে আছে ও। হাফটনী একটা পিকআপ ট্রাকের পাশে লন চেয়ারে বসে রয়েছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। ট্রাকের পাশে আরেকটা স্টেশন ওয়াগন। দুটোরই অবস্থা খুব কাহিল, বাজা ক্যালিফোর্নিয়া নর্ট-এর লাইসেন্স প্লেট লাগানো।

চোখে বিনকিউলার, এক হাতে বিয়ারের ক্যান, চারদিকে দৃষ্টি বুলাচ্ছেন অ্যাডমিরাল। পুরানো ট্রাকের সঙ্গে মিল রেখে কাপড়চোপড় পরেছেন তিনি, দেখে মনে হবে আমেরিকান ভবঘুরে, উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরে বেড়ানো, আর যেখানে সেখানে ক্যাম্প ফেলে রাত কাটানোয় অভ্যস্ত।

সনোরান মরুভূমিতে এত রকম বুনো ফুলগাছ, দেখে অবাক লাগছে তাঁর। দিনে প্রচণ্ড গরম, রাতে প্রবল শীত, এগুলো বেঁচে থাকে কি করে! দূরে দেখা গেল কয়েকটা ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছে। পাথরের ওপর দু'একটা সাপ আর ইঁদুরও দেখতে পেলেন তিনি।

'পুলিস-টুলিস আসছে নাকি?' অ্যাডমিরালকে ঢাল বেয়ে পানির দিকে এগিয়ে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করল রানা, নাইলন লাইনটা দু'হাতে শক্ত করে ধরে আছে ও।

'সাপ আর ইঁদুর ছাড়া কিছু দেখলাম না।' পানির দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'কতক্ষণ হলো নেমেছে ওরা?'

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'আটত্রিশ মিনিট।'

'ওরা যদি আধুনিক ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করত, এতটা দুশ্চিন্তায় ভুগতে হত না।' লোকাল কাস্টমস এজেন্টের কাছে পুরনো ডাইভ গিয়ার যা পাওয়া গেছে তাই দিয়ে কাজ চালাচ্ছে ওরা।

'ও-সব ওয়াশিংটন থেকে এসে পৌঁছুতে ছ'ঘণ্টা লাগার কথা,' বলল রানা। 'ওদেরকে বাঁচাতে হলে প্রতিটি মিনিট এখন গুরুত্বপূর্ণ। বসে না থেকে প্রাথমিক কাজটা সেরে নিচ্ছি, তাতেও ওই ছ'ঘণ্টাই লাগছে।'

'এ-ধরনের একটা বিপজ্জনক প্ল্যান নিয়ে কাজ করা স্রেফ পাগলামি,' এর আগেও কথাটা বলেছেন তিনি।

'অন্য কোন বিকল্প আছে কি?'

'তুমি এমন কি জানোও না যে আদৌ এটা সম্ভব কিনা...।'

'ওরা সিগন্যাল দিচ্ছে,' বলল রানা, ওর হাতের লাইনে টান পড়েছে। 'উঠে আসছে ওরা।'

রানা লাইন টানতে শুরু করল, দু'হাঁটুর মাঝখানে আটকে রীলটা ঘোরাতে শুরু করলেন অ্যাডমিরাল। দুশো মিটার লাইনের অপরপ্রান্তে, সিঙ্কহোলের ভেতরে রয়েছে ডাইভাররা। পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেল, অ্যাডমিরাল ও রানা দু'জনেই হাঁপিয়ে গেছে, লাইনের লাল গিঁটটা উঠে এল। আর পঞ্চাশ মিটার নিচে ওরা।

কিছুক্ষণ পর রশিটা ছেড়ে দিল রানা। 'ওদেরকে আমি দেখতে পাচ্ছি, নিজেরাই এবার উঠে আসতে পারবে।'

পানির ওপর মাথা তুলল প্রথমে শামিম, জোড়া এয়ার ট্যাঙ্ক খুলে ধরিয়ে দিল অ্যাডমিরালের হাতে, তারপর রানার বাড়ানো হাত ধরে উঠে পড়ল। তারপর দেখা গেল ড. বুকহিলকে। ভদ্রলোক ইউ.এস. জিওলজিকাল সার্ভের একজন হাইড্রোলজিস্ট, সান ডিয়াগোয় ছিলেন, অ্যাডমিরাল যোগাযোগ করার এক ঘণ্টা পর একটা চার্টার করা প্লেনে চড়ে ক্যালিক্সিকোয় চলে আসেন। মরুভূমির নিচে নদীর কথা শুনে প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন অ্যাডমিরাল তাঁর সঙ্গে কৌতুক করছেন, পরে ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে হাতের সব কাজ ফেলে ডাইভ দেয়ার জন্যে চলে এসেছেন। এয়ার রেগুলেটরের মাউথপীস মুখ থেকে খুলে রানাকে তিনি বললেন, 'পানির এত বড় উৎস আমি কল্পনাও করিনি।'

'তারমানে নদীতে পৌঁছুনোর একটা পথ পেয়েছেন আপনারা!' রানা উল্লসিত।

'সিঙ্কহোল নেমে গেছে প্রায় ষাট মিটার, নিচের ফিডিং স্ট্রীম অনেকগুলো সরু ফাটলের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে একশো বিশ মিটারের মত এগিয়ে নদীটার সঙ্গে মিশেছে,' ব্যাখ্যা করল শামিম।

হুড খুলে ফেললেন বুকহিল, লাল দাড়ি দেখা গেল মুখে। 'অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। আমার ধারণা, সনোরান মরুভূমির নিচে দশ থেকে পনেরো মিলিয়ন একর-ফুট পানি বইছে প্রতি বছর।'

'আপনার কি ধারণা, এ নদীরই একটা অংশ সেরো এল ক্যাপিরোটের তলায় বইছে?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

'কোন সন্দেহ নেই,' বললেন বুকহিল। 'নদীটার অস্তিত্ব নিজের চোখে দেখার পর এখন আমি বাজি ধরে বলতে পারি লেফ হান্ট ক্যাসল ডোম মাউন্টেনের নিচে যে স্ট্রীমের কথা বলেছিল, এটা সেটাই।'

'তাহলে হান্টের সোনা ভর্তি গিরিখাদের অস্তিত্ব সত্যি আছে।' হাসছে রানা।

'গল্পটা আপনি শুনেছেন?'

'এখন আর গল্প নয়।'

'সত্যি হয়তো নয়,' বললেন বুকহিল। 'আমি এই আবিষ্কারের তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করছি। কয়েক মিলিয়ন জমি চাষাবাদের আওতায় চলে আসবে। হাজার হাজার মানুষ কাজ পাবে। গরু-ছাগলের জন্যে ঘাস পাওয়া যাবে। গোটা

মরুভূমিকেই হয়তো আমরা বাগান হয়ে উঠতে দেখব।'

ডাইভ ইকুইপমেন্টগুলো স্টেশন ওয়াগনে তোলা হলো। অ্যাডমিরাল রানার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় বললেন, 'দু'ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসছি।'

সীমান্তের এপারে, মার্কিন এলাকায়, ক্যালিক্সিকোর খানিক পশ্চিমে ছোট একটা এয়ারপোর্ট আছে। নুমার একটা প্লেন ল্যাণ্ড করল, থামল এসে বড়সড় কাস্টমস সার্ভিস ভ্যানের পাশে। কার্গো হ্যাচ থেকে বের করে ভ্যানে তোলা হলো আণ্ডারওয়াটার সারভাইভাল ইকুইপমেন্ট, এই সময় স্টেশন ওয়াগন নিয়ে ওখানে পৌঁছুল অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন ও শামিম। নিকোলাস ও নক্স আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন।

'তালিকা মিলিয়ে সব জিনিস আনতে হিমশিম খেয়ে গেছি আমরা,' জানাল পাইলট। 'তবে এনেছি সবই।'

'হোভারক্রাফটের প্রোফাইল নিচু করতে পেরেছে আপনাদের এঞ্জিনিয়াররা?' জানতে চাইল শামিম। রানার অনুরোধ মনে আছে তার।

'তাড়াহুড়োর মধ্যে তা-ও করা হয়েছে,' বলল পাইলট। 'এঞ্জিনিয়াররা বলেছেন, ওয়াণ্ডারউইঙ্ককে মডিফাই করে ম্যাক্সিমাম হাইট সিক্সটি-ওয়ান সেন্টিমিটারে নামানো হয়েছে।'

'ওয়াশিংটনে ফিরে সবাইকে আমি ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাব,' বললেন অ্যাডমিরাল।

ভ্যানের পিছনের কার্গো ডোর বন্ধ করা হয়েছে, এই সময় কাস্টমসের একটা গাড়িতে করে পৌঁছুলেন রিচার্ড বেনিং। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছেন তিনি। 'সমস্যা, অ্যাডমিরাল!'

'কি সমস্যা?' জিজ্ঞেস করলেন নিকোলাস।

'মেক্সিকান বর্ডার-পুলিস এইমাত্র সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে।'

'কমার্শিয়াল ট্রাফিকও?'

'স-ব। সামরিক হেলিকপ্টার ওদের আকাশে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে, কোন প্লেন বা গাড়ি দেখলে ফিরে আসতে বাধ্য করবে।'

অ্যাডমিরালের দিকে ফিরলেন নিকোলাস। 'তারমানে ব্যাপারটা ওরা আঁচ করতে পেরেছে।'

'আমার তা মনে হয় না। সিঙ্কহোলে আমাদেরকে কেউ ঢুকতে দেখেনি।'

'তাহলে সিনর ফেজিয়ো ডাফদের সাবধান করেছেন, ডাফরা রাজ্য সরকারের অফিসারদের ধরেছে।'

'মি. রানা কোথায়?' জানতে চাইলেন নক্স।

'সীমান্তের ওপারে একা হয়ে গেছে সে,' বলল শামিম, চিন্তিত।

প্লেনের গায়ে ঘুসি মারলেন অ্যাডমিরাল। 'সব ভেস্তে গেল!'

নক্স তাঁর ফেডারেল এজেন্টদের দিকে তাকালেন। 'এঁদেরকে সেটান সিঙ্ক-এ পৌঁছে দেয়ার নিশ্চয়ই কোন উপায় আছে, তোমরা কি বলো?'

বেনিং ও নিকোলাস দৃষ্টি বিনিময় করলেন, তারপর হাসলেন। 'এসকোবার

সম্পর্কে সারা দুনিয়ার লোক জানে,' বললেন বেনিং। 'কিন্তু আমরা সবাই কি তার গ্যারেজ সম্পর্কে জানি?'

'ব্যাপারটা কি? খুলে বলুন।'

'জুয়ান এসকোবার সীমান্তের ঠিক ওপারে, মেক্সিকোয় থাকত,' ব্যাখ্যা করলেন বেনিং, 'তবে এপারে তার একটা রিপেয়ার গ্যারেজ ছিল। ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি তার সম্পর্কে কিছু জানার আগে বেশ কয়েকবার বিপুল পরিমাণে নারকোটিক পাচার করে সে। আমাদের এজেন্টরা তদন্ত করতে গিয়ে দেখে কি, এসকোবারের বাড়ি থেকে একটা টানেল শুরু হয়েছে, সীমান্তের বেড়ার তলা দিয়ে চলে এসেছে গ্যারেজের নিচে। গ্রেফতার করতে দেরি হয়ে যায়, আমরা তাকে ধরার আগেই গ্যারেজটা বন্ধ করে দেয় সে, সপরিবারে অদৃশ্য হয়ে যায়।'

'আমাদের এক এজেন্ট,' বললেন নিকোলাস, 'হিসপানিক, এসকাবারের ওই বাড়িতে বাস করে এখন, তার গ্যারেজটাও সেই চালায়।'

বেনিং হাসলেন। 'অন্যান্য ড্রাগ ব্যবসায়ীরা যখনই টানেলটা ব্যবহার করতে চেয়েছে, তার মাধ্যমে আমাদের কাস্টমস আর ডিইএ খবর পেয়ে গেছে, এভাবে বিশজনের মত লোককে গ্রেফতার করতে পেরেছি আমরা।'

'তারমানে কি টানেলটা এখনও খোলা আছে?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'তা নেই, তবে খোলা যায়।'

'আমরা কি আমাদের ইকুইপমেন্ট নিয়ে ওই পথে ওপারে যেতে পারব?' শামিমকে দেখে মনে হলো তাকে যেন প্রস্তাব দেয়া হয়েছে ইচ্ছে করলে এই সুন্দর পৃথিবীতে আরেকবার জন্ম নিতে পারে সে।

মাথা ঝাঁকালেন বেনিং। 'ভ্যানটা নিয়ে গ্যারেজে ঢুকে পড়ব। সঙ্গে কিছু লোক নেব, তারা এসকোবারের বাড়ি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাবে ইকুইপমেন্টগুলো। তারপর ওগুলো আমাদের আন্ডারকভার এজেন্টের ট্রাকে তোলা হবে—গ্যারেজের ভেতর করা হবে কাজটা, কাজেই কেউ দেখতে পাবে না। ওই ট্রাক ওদিকের সবাই চেনে, পুলিস বা আর কেউ থামাবে বলে মনে হয় না।'

শামিমের দিকে ফিরলেন অ্যাডমিরাল। 'হ্যালো, ইয়ং ম্যান, বন্ধুর জন্যে জান হারাতে রাজি তো? নিষেধ অমান্য করে ভেতরে ঢুকলে মেক্সিকান পুলিস দেখামাত্র গুলিও করতে পারে।'

শামিম হাসল না। 'আমি তৈরি, অ্যাডমিরাল।'

পাঁচ

সকাল থেকে পাঁচবার পাথুরে পিশাচের গায়ে হেলিকপ্টারের ছায়া পড়ল। দুটো মিলিটারি হেলিকপ্টার আগেই নেমেছে, একপাশে রাখা হয়েছে বিরাট আকৃতির উইঞ্চ, ওটার সঙ্গে প্রায় একই আকৃতির পাওয়ার ইউনিট. বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অল্প একটু জায়গায় নেমে এল পুলিস বাহিনীর কপ্টারটা। পিছনের সীটে বসে রয়েছেন

বাজা নর্ট-এর পুলিস কমাণ্ড্যান্ট হোসে মেনান্দেজ। জানালা দিয়ে পাহাড় চূড়ার ওপর লোকজনের কর্মব্যস্ততা দেখলেন তিনি, কপালে চিন্তার রেখা। নিচে নামলেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল ডেলগাডোর একজন শিষ্য। তাঁর মনে পড়ল, এই লোককে তিনি একবার গ্রেফতার করেছিলেন লা পাজ-এ, সশস্ত্র ডাকাতির অভিযোগে। পাঁচ বছর জেল খেটে বেরিয়েছে সে। লোকটা যদি তাঁকে চিনতে পেরে থাকে, কোন আভাস দিল না। তার পিছু নিয়ে একটা অ্যালুমিনিয়াম হাউস ট্রেইলারে ঢুকলেন তিনি। ট্রেজার রিকভারি প্রজেক্টের অফিস হিসেবে আকাশ পথে আনা হয়েছে এটা।

ট্রেইলারের দেয়ালে আধুনিক ও মূল্যবান তৈলচিত্র দেখে বিস্মিত হলেন মেনান্দেজ। একটা অ্যান্টিক সিংহাসনে বসে রয়েছে টমাস ডাফ, তার সামনের টেবিলটাও তাই–কোন এক দেশের সম্রাট ব্যবহার করতেন। ডাফের দু'পাশে বসেছে তার দুই ভাই। ট্রেইলারে আরও উপস্থিত রয়েছেন ন্যাশনাল অ্যাফেয়ার ডিপার্টমেন্টের ফানার্ন্দেজ ফেজিয়ো ও বাজা পেনিনসূলা, উত্তর মেক্সিকোর সামরিক বাহিনীর কমাণ্ডার কর্নেল টুলটেক।

কথা না বলে শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হলো মেনান্দেজকে, তারপর ইঙ্গিতে একটা চেয়ারে বসতে বলা হলো। প্রায় নগ্ন, অপরূপ সুন্দরী এক তরুণী উদয় হলো, পরিবেশন করল শ্যাম্পেন ও ক্যাভিয়ার। সবাইকে একটা স্কেচ দেখাল ডাফ, পাহাড়ের নিচে টানেলটা কিভাবে গুহাগুলোর দিকে এগিয়েছে ওটায় তা দেখানো হয়েছে।

'মরুভূমির অতটা নিচে থেকে এই বিপুল পরিমাণ সোনা তুলে আনা সহজ কাজ হবে না,' বলল সে। 'টানেলটা আরেকটু চওড়া হলে খুশি হতাম আমি।'

'কাজ কেমন এগোচ্ছে?' মেনান্দেজ জানতে চাইলেন।

'খানিক আগে সবচেয়ে কঠিন কাজটা ধরা হয়েছে। নদীর ওপার থেকে হুয়াসকারের চেইন এপারে আনা হয়েছে। এই মুহূর্তে টানেলে রয়েছে সেটা।' হাতঘড়ি দেখল ডাফ। 'এখন থেকে আধ ঘণ্টার মধ্যে কেটে ছোট করা হবে ওটা। মরক্কোয় নিয়ে যেতে হলে এছাড়া কোন উপায় নেই।'

'মরক্কোয় কেন?' ফেজিয়ো জিজ্ঞেস করলেন। 'আরিজোনা, গলভেস্টনে আপনাদের অত বড় ওয়্যারহাউস থাকতে?'

'নিরাপত্তার কারণে। অন্তত আর্টিফ্যাক্টের এই চালানটা আমরা যুক্তরাষ্ট্রে রাখতে চাই না। মরক্কোর সামরিক বাহিনীর কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে, সম্ভাব্য সবরকম প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করবে তারা। এগুলো মরক্কোয় পাঠাবার আরেকটা কারণ আছে। ডিসট্রিবিউশন সেন্টার হিসেবে মরক্কো আদর্শ একটা জায়গা।'

'বাকি সব আর্টিফ্যাক্ট কিভাবে বের করে আনা হবে?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল টুলটেক।

'নদীর এপারে আনা হবে ভেলায় তুলে। তারপর স্কি-রানার লাগানো প্ল্যাটফর্মে তুলে টানেলের ভেতর দিয়ে টেনে আনা হবে।

'তাহলে দেখা যাচ্ছে উইঞ্চটা রিকুইজিশন করে একটা কাজের কাজই করেছি

আমি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, কর্নেল। আপনার ধার দেয়া হেলিকপ্টারটাও খুব উপকারে লাগছে। আশা করছি আজ সন্ধে ছ'টার মধ্যেই সমস্ত গোল্ডেন আর্টিফ্যাক্ট লোড করা হয়ে যাবে।'

শ্যাম্পেনের গ্লাসটা সুন্দরীর ট্রে থেকে নিলেও, মেনান্দেজ এখনও তাতে চুমুক দেননি। 'ট্রেজার মাপার কোন ব্যবস্থা করা যায় কি?'

'প্রফেসর ফোর্ট আর তাঁর স্ত্রী বলছেন, দেড়শো থেকে দুশো টনের মত হবে।'

'গুড গড!' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিড়বিড় করলেন কর্নেল টুলটেক। চুল তাঁর পেকে সাদা হয়ে গেলেও, প্রকাণ্ড কাঠামোয় কোন ঢিল পড়েনি। 'আমার কোন ধারণা ছিল না...।'

ফোম বলল, 'আর্কিওলজিস্টরাও থ মেরে যাবেন।'

'আর দাম?' জিজ্ঞেস করলেন মেনান্দেজ।

'আমাদের প্রাথমিক ধারণা ছিল সাতশো মিলিয়ন ডলার,' বলল হুক। 'এখন মনে হচ্ছে হাজার মিলিয়ন ধরাই ভাল।'

ডাহা মিথ্যে কথা। দেড়শো থেকে দুশো টন সোনার বাজার দরই দু'হাজার মিলিয়ন ডলারের বেশি। তাছাড়া, ওগুলো শুধু সোনা নয়, আর্টিফ্যাক্ট; সে-কারণে সোনার যে দাম তারচেয়ে দুই বা এমনকি তিনগুণ দামও পাওয়া যেতে পারে। ন্যায্য দাম পাওয়া গেলে তিন বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে।

মেনান্দেজ ও টুলটেকের দিকে তাকিয়ে হাসল ডাফ। 'এর মানে হলো, বাজা ক্যালিফোর্নিয়া নর্ট-এর লোকজন তাদের এলাকায় এবার সত্যিকারের উন্নয়নের ছোঁয়া দেখতে পাবে।'

মেনান্দেজ আড়চোখে কর্নেল টুলটেকের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'ট্রেজারের দাম যখন হিসাবের চেয়ে এত বেশি দাঁড়াচ্ছে, আমার মনে হয় বোনাসের কথাটা উঠতেই পারে।'

'সুহৃদ মেনান্দেজ ঠিকই ভাবছেন,' বললেন কর্নেল। 'সত্যি কথা বলতে কি, সীমান্ত সীল করাটা আমার জন্যে সহজ কাজ ছিল না।'

ফেজিয়োও সায় দিলেন, 'স্থানীয় ব্যবসায়ী আর রাজনীতিকরা এরইমধ্যে অভিযোগ করতে শুরু করেছেন, কারণ কমার্শিয়াল ট্রাফিক বন্ধ করে দেয়ায় ট্যুরিস্টরা আসতে পারছে না। আমাদের দু'জনকেই এর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে।'

'বোনাস কি রকম হওয়া উচিত, কিছু ভেবেছেন?' কর্নেল টুলটেককে জিজ্ঞেস করল ডাফ।

'আরও দশ মিলিয়ন ডলার, নগদ,' বললেন ফেজিয়ো, তাঁর চোখের পাতা একটুও কাঁপল না।

মুহূর্তের জন্যে হলেও হতচকিত দেখাল কর্নেল টুলটেক ও মেনান্দেজকে, তবে তারপরই তাঁরা একযোগে সায় দিলেন। 'হ্যাঁ, ঠিকই আছে।'

হুক বলল, 'বুঝতে পারছেন তো, হিসাব যা-ই করা হোক, বিক্রির সময় এত দাম আমরা পাব না। পুলিস কমাণ্ড্যান্ট মেনান্দেজ খুব ভাল করেই জানেন যে চুরি

করা আর্টিফ্যাক্ট বিক্রি করতে গেলে আসল দামের মাত্র বিশ ভাগ পাওয়া যায়।'

'দশ মিলিয়ন,' নিজের কথা থেকে একচুল নড়তে রাজি নন ফেজিয়ো।

আরও প্রায় দশ মিনিট এই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলল। অবশেষে ওদের দাবিই মেনে নিতে হলো ডাফকে। 'ঠিক আছে, আপনারাই জিতলেন। অতিরিক্ত আরও দশ মিলিয়ন ডলার পাবেন।'

গুহার ভেতরটা ঠাণ্ডা, ছেঁড়া কাপড়ে হি হি করছে লরেলি। রেডক্লিফ তাকে জড়িয়ে ধরে আছেন, যতটুকু শরীরের উষ্ণতা দেয়া শোভন ততটুকু দিচ্ছেন। লাইমস্টোনের গায়ে সরু একটা ফাটল, তার ভেতর বন্দী করে রাখা হয়েছে ওদেরকে। জায়গাটা এত নিচু যে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। আর একটু আরাম পাবার জন্যে নড়লেই ফাঁক দিয়ে অস্ত্রের নল ঢুকিয়ে খোঁচা মারছে গার্ড।

ইতিমধ্যে গোল্ডেন চেইন কেটে দু'টুকরো করা হয়েছে, টানেল দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শেষ মাথায়। তখনও রেডক্লিফ ও লরেলি পাহাড়ের ওপর ছিল। উইঞ্চে তুলে গোল্ডেন চেইনের টুকরো দুটো ওপরে তোলার আয়োজন করা হচ্ছে, এই সময় ওদেরকে পাহাড়ের চূড়া থেকে টানেলে নামিয়ে আনে ডেলগাডো। ইনকা প্রহরীদের মমি যেখানে পাওয়া গেছে, সেই গুহার ভেতর এই ফাটলটায় বন্দী করে রেখেছে দু'জনকে। বলে গেছে, লরেলিকে নিয়ে বিশেষ একটা প্ল্যান আছে তার। লরেলি জানে না, ওদের খোঁজে পাহাড় চূড়ায় উঠেছেন ফোর্ট দম্পতি, কিন্তু ওদেরকে না পেয়ে আবার টানেলে নামতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন।

'পালাবার সুযোগ করে দেবেন বলে মিসেস সেলিনা আমাকে কথা দিয়েছেন,' বলল লরেলি। 'ভাবছি তাঁরা কি জানেন আমরা এখানে?'

'বোধহয় জানেন না।'

চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল, তবে কোন শব্দ করছে না লরেলি। এক সময় বলল, 'মেরে ফেলে ফেলুক, প্রার্থনা করি আমার যেন কোন অমর্যাদা না হয়। ওই লোকটা ইঙ্গিতে কি যেন বলে গেল...।'

'ওরা বোধহয় আমাদের কথা ভুলে গেছে,' বললেন রেডক্লিফ।

'তাহলে এখানে আমাদের জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে। কেউ জানে না আমরা কোথায়।'

'মাসুদ রানা আন্দাজ করে নেবেন।'

মাথা নাড়ল লরেলি। 'থামুন, প্লীজ। রানা যদি বেঁচেও থাকে, সেনাবাহিনী আর পুলিসের সঙ্গে লড়াই করে এখানে সময়মত পৌঁছুতে পারবে না সে।'

'আপনি তাঁকে চেনেন না!'

এত কষ্ট ও ভয়ের মধ্যেও হাসল লরেলি। 'চিনি বৈকি, খুব ভাল করে চিনি। হি ইজ ওনলি হিউম্যান। তাকে দিয়ে মিরাকল সম্ভব, সে নিজেও একথা বিশ্বাস করে না।'

গোল্ডেন চেইনের প্রথম অংশটা দিনের আলোয় তুলে আনার পর সবাই ঘিরে

দাঁড়াল সেটাকে। একসঙ্গে এত বেশি সোনা দেখে দম আটকে এল প্রত্যেকের। কয়েকশো বছর ধরে ধুলো লাগলেও, রোদ পড়ায় যে হলুদ উজ্জ্বলতা ফুটল তাতেই ধাঁধিয়ে গেল চোখ।

এত বছর ধরে আর্টিফ্যাক্ট চুরি করে আসছে ডাফ পরিবার, কিন্তু তারাও এর সঙ্গে তুলনা করা চলে এমন কোন শিল্পকর্ম আগে কখনও দেখেনি। সারা দুনিয়ার চারজনেরও কম কালেক্টর এই গোল্ডেন চেইন কেনার সামর্থ্য রাখে। দৃশ্যটা আরও মনোমুগ্ধকর ও অবিশ্বাস্য হয়ে উঠল দ্বিতীয় অংশটা তুলে এনে প্রথমটার পাশে রাখার পর।

'মাদার অভ হেভেন!' হাঁপিয়ে উঠে বললেন কর্নেল টুলটেক। 'একেকটা লিঙ্ক আমার কব্জির চেয়েও মোটা।'

'মানলাম ইনকারা দক্ষ স্বর্ণকার ছিল, কিন্তু এত বড় একটা চেইনে এরকম সূক্ষ্ম কাজ কিভাবে করা সম্ভব!' বিড়বিড় করল টমাস ডাফ।

জমিনে হাঁটু গেড়ে লিঙ্কগুলো পরীক্ষা করল হুক। 'অদ্ভুত ব্যাপার হলো, প্রতিটি লিঙ্ক একই মাপের, এতটুকু ছোট বড় নয়।'

চেইনের পাশ ঘেঁষে হেঁটে এলেন কমাণ্ড্যান্ট মেনান্দেজ, শেষ মাথার একটা লিঙ্ক ধরে অতি কষ্টে তুললেন তিনি। 'প্রতিটির ওজন হবে কম করেও পঞ্চাশ কিলো।'

'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ট্রেজার, কোন সন্দেহ নেই,' ফোমের গলা কাঁপছে।

ডেলগাডোর দিকে তাকাল হুক। 'হেলিকপ্টারে তোলার ব্যবস্থা করো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের লোকদের নির্দেশ দিল ডেলগাডো, তাদের সঙ্গে যোগ দিল মেক্সিকো সেনাবাহিনীর লোকজন; এমন কি মেনান্দেজ, ফেজিয়ো আর টুলটেকও হাত লাগালেন কাজে। প্রচুর ঘাম ঝরল, ফর্কলিফটের সাহায্যে অবশেষে অংশ দুটো এক জোড়া হেলিকপ্টারে তোলা হলো।

হেলিকপ্টার দুটো দিগন্তে অদৃশ্য হয়ে যেতে ডাফ তার ভাইদের বলল, 'এখন আর কেউ বাধা দিতে পারবে না আমাদের। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা, এখানের কাজ সেরে নিরাপদে বাড়ি ফিরে যেতে পারব আমরা।'

পিছনের দরজা দিয়ে সেরো এল ক্যাপিরোটে ঢুকে লরেলি ও রেডক্লিফকে উদ্ধার করার প্ল্যানটা অ্যাডমিরালের দৃষ্টিতে শুধু পাগলামি নয়, আত্মহত্যার সামিল বলে মনে হলো। তবে এ-ও তিনি জানেন, কেন রানা প্রাণের ওপর ঝুঁকিটা নিতে চাইছে। আর্টিফ্যাক্ট উদ্ধার করার এই অ্যাসাইনমেন্টটা রানা এজেন্সির, রেডক্লিফ আর লরেলি ওকে সাহায্য করতে এসে বিপদে পড়েছে, কাজেই নৈতিক দায়িত্বের তাগিদ অনুভব করছে রানা। আরও একটা ব্যাপার হলো, লরেলি আর ওর সম্পর্ক। সম্পর্কটা প্রচলিত অর্থে ভালবাসা বা প্রেম নয়, তবে তিনি আন্দাজ করতে পারেন যে পরস্পরকে ওদের অদেয় কিছুই নেই।

যদিও রানাকে বোঝা সবার পক্ষে সম্ভব নয়, ভাবলেন অ্যাডমিরাল ভালবাসার কারণে, বিবেকের তাড়নায় অনেক মানুষই নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি

নিতে পারে। রানার বেলায় আরও একটা কারণ সব সময় থাকে। সেটা হলো অজানাকে চ্যালেঞ্জ করা, শয়তানের মুখের ওপর হাসা, অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাওয়া। মুখ্যত: এই প্রবণতাই রোমাঞ্চপ্রিয় রানাকে পরিচালিত করে।

আর শামিমের ব্যাপারটা হলো, বন্ধু হলেও রানার ভক্ত সে, প্রয়োজন হলে ফুটন্ত লাভায়ও রানার সঙ্গে লাফ দিতে দ্বিধা করবে না।

অ্যাডমিরাল ইচ্ছে করলে ওদেরকে বাধা দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি নিজেও তো একজন জুয়াড়ী, অসম্ভব ঝুঁকি নিতে অভ্যস্ত বলেই নুমার মত এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানকে খাড়া রাখতে পেরেছেন। তাঁর একমাত্র দুঃখ হলো, এই অ্যাডভেঞ্চারে তিনি নেতৃত্ব দিতে পারছেন না।

হাফটনী পিকআপ ট্রাক থেকে ডাইভ গিয়ার বয়ে আনলেন তিনি, তাকালেন ড. বুকহিলের দিকে। বুকহিল টিউব আকৃতির সিঙ্কহোলের পাশে বসে রয়েছেন, ব্যস্ত হাতে স্বচ্ছ একটা টপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপের নিচে হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ম্যাপ বসাচ্ছেন। দ্বিতীয় চার্টে পরিচিত আণ্ডারগ্রাউণ্ড ওয়াটার সিস্টেম দেখানো হয়েছে। তাঁর পাশে বাকি সবাইও ব্যস্ত, ডাইভ গিয়ার, ফ্লোট ইকুইপমেন্ট সেট করছে। 'স্যাটানস্ সিঙ্কহোল থেকে সেরো এল ক্যাপিরোটের দূরত্ব, সোজা পথে, ত্রিশ কিলোমিটার,' বললেন তিনি, ঠিক কাউকে উদ্দেশ্য করে নয়।

সিঙ্কহোলের কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে পানির দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'প্রকৃতির কি ধরনের আচরণ মাটির নিচে এরকম নদী তৈরি করে?'

'প্রায় ষাট মিলিয়ন বছর আগে,' জবাব দিলেন বুকহিল, 'প্রকৃতির নড়াচড়ায় লাইমস্টোনে একটা ক্রটি দেখা দেয়। এখানে ক্রটি মানে একটা ফাটল বুঝতে হবে। সেই ফাটল ধরে ভেতরে ঢোকে পানি, লাইমস্টোন ভেঙে এক সারিতে অনেকগুলো গুহা তৈরি করে।'

রানার দিকে ফিরলেন অ্যাডমিরাল। 'ওখানে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে বলে মনে করো?'

'নাইন নট স্রোতের সঙ্গে ভেসে গেলে,' বলল রানা, 'সেরো এল ক্যাপিরোটের ভেতরে পৌঁছুতে তিন ঘণ্টা লাগবে।'

দ্বিমত পোষণ করলেন বুকহিল। 'এঁকেবেঁকে এগোয়নি, এমন নদী দেখিনি কখনও। সময়টা আরও দু'ঘণ্টা বাড়িয়ে ধরুন।'

গা থেকে কাপড় খুলছে শামিম, বলল, 'ওয়াণ্ডারউইং থাকায় সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব আমরা।'

'শুধু যদি সামনে খোলা পানিপথ পান। আপনারা অজানা একটা জগতে ঢুকছেন। কি সব বাধা অপেক্ষা করছে, আগে থেকে জানা নেই। নদীটা হয়তো হঠাৎ ঝপ করে দশতলা নিচে নেমে গেছে, কিংবা সামনে হয়তো হঠাৎ দেখতে পেলেন শুধু পাথর আর পাথর। এ-সব বাধা পেরুতে অনেক সময় বেরিয়ে যাবে...।'

'আর কিছু?' হাসছে শামিম, বুকহিলের আশঙ্কা তাকে স্পর্শ করছে না। 'রক্তচোষা বাদুড় কিংবা ছয় প্রস্থ চোয়াল সহ দানব, আমাদেরকে কাঁচা চিবিয়ে খাবে বলে অপেক্ষা করছে?'

'আমি আপনাদেরকে শুধু সাবধান থাকার পরামর্শ দিচ্ছি,' বললেন বুকহিল। 'আমার ধারণা, রিভার সিস্টেমের মূল অংশটা মাটির একটা ফল্ট-এর ভেতর দিয়ে বইছে। আমার ধারণা যদি সত্যি হয়, চ্যানেলটা এঁকেবেঁকে এগিয়েছে, তবে গভীরতা সবখানেই কমবেশি সমান।'

ভদ্রলোকের কাঁধ চাপড়ে রানা বলল, 'বুঝতে পারছি, সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।'

অ্যাডমিরাল জানতে চাইলেন, 'ওরা যখন সিঙ্কহোলের ফিডার স্ট্রীম থেকে নদীতে বেরুবে তখন কি কোন এয়ার পকেট পাবে?'

'হ্যাঁ, নদীর পানি থেকে পাথুরে সিলিং দশ ফুট উঁচু।'

'কত দূর বিস্তৃত?'

'লাইনের মাথায় আটকা ছিলাম আমরা, তীব্র স্রোতে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম, বেশি কিছু দেখার সুযোগ হয়নি।'

'ভাগ্য ভাল হলে পুরো পথেই বাতাস পাবে ওরা...।'

'ভাগ্য অনেক ভাল হতে হবে,' বললেন বুকহিল। 'পাতালের এই নদীটা অসম্ভব লম্বা।'

শামিম তার আণ্ডারওয়াটার ক্যামেরাটা দেখাল। 'আপনার জন্যে আমি প্রচুর ছবি তুলে আনব।'

'ধন্যবাদ,' বললেন বুকহিল। 'আপনাদের কাছে আরও একটা আবদার আছে আমার।'

হাসল রানা। 'বলে ফেলুন।'

রানার হাতে প্লাস্টিকের একটা ব্যাগ ধরিয়ে দিলেন বুকহিল। 'এটা একটা ডাই ট্রেসার। ট্রেজার চেম্বারে পৌঁছুনোর পর নদীতে ফেলে দিলেই হবে। স্রোতে ভেসে যাবার সময় নির্দিষ্ট সময় পরপর ডাই বেরুবে এটা থেকে। বিনিময়ে সবচেয়ে ভাল মেক্সিকান ডিনার খাওয়াব আপনাদের।'

'আপনি জানতে চান নদীর আউটলেট গালফের কোথায় বেরিয়েছে।'

মাথা ঝাঁকালেন বুকহিল। 'তাহলে গুরুত্বপূর্ণ হাইড্রোলজিক লিঙ্কটা পেয়ে যাব আমরা।'

কমিউনিকেশন সিগন্যাল কি হবে ঠিক করে নিল ওরা। সিদ্ধান্ত নিল কার কাছে কি ইকুইপমেন্ট থাকবে। রানা ওয়েট সুট পরছে, অ্যাডমিরাল বললেন, 'প্রেশারাইজড ড্রাই সুট পরছ না তাহলে?'

'নদীর পানি অত বেশি ঠাণ্ডা নয়,' বলল রানা। 'ড্রাই সুটে এয়ার ট্যাঙ্ক থাকে, নড়াচড়ায় অসুবিধে।' ব্যাকপ্যাকের বদলে নিতম্বের কাছে এয়ার ট্যাঙ্কটা হারনেস দিয়ে আটকে নিল ও, সরু প্যাসেজ দিয়ে এগোতে সুবিধে হবে। অন্যান্য আরও কিছু জিনিসের সঙ্গে এক বোতল খাঁটি অক্সিজেনও নিল, ডিকমপ্রেশনের জন্যে। সব শেষে নিল ওয়েট বেল্ট আর বয়্যান্সি কমপেনসেটর।

প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন অ্যাডমিরাল। সবাই জানে, পাতালের নদীতে যদি কোন বিপদে পড়ে ওরা, বাইরে থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না।

সিঙ্কহোলের কিনারা থেকে হড়কে পানিতে নামল রানা আর শামিম। বুকহিল ও অ্যাডমিরাল লম্বা একটা প্রেশারসীলড অ্যালুমিনিয়াম ক্যানিস্টার ধরাধরি করে তুললেন, সেটার একদিকের প্রান্ত নামিয়ে দিলেন সিঙ্কহোলে। ক্যানিস্টারটা এক মিটার চওড়া, চার মিটার লম্বা, মাঝখানে জয়েন্ট থাকায় আঁটসাঁট জায়গায় সহজে ব্যবহার করা সম্ভব। নিউট্রাল বয়্যান্সি আনার জন্যে লীড ব্যালাস্ট লাগানো আছে, জিনিসটা তাই ভারি আর অদ্ভুতদর্শন, তবে পানির তলায় একজন ডাইভার সহজেই ওটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারবে।

মাউথপীস কামড়ে ধরে মাস্ক অ্যাডজাস্ট করল শামিম, ক্যানিস্টারের সামনের প্রান্তে বসানো হ্যাণ্ডগ্রিপটা ধরল, সে এবং ক্যানিস্টার ধীরে ধীরে তলিয়ে গেল পানির নিচে। পানি থেকে মুখ তুলে বুকহিলের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল রানা।

'শুধু লক্ষ রাখবেন স্রোতের টানে আপনারা যেন ট্রেজার চেম্বারকে ছাড়িয়ে না যান,' সতর্ক করে দিলেন বুকহিল। 'ওই পজিশন থেকে গালফের যেখানে বেরিয়েছে নদীটা, দূরত্ব একশো কিলোমিটারের বেশি।'

'চিন্তা করবেন না।'

'ঈশ্বর যেন আপনাদের সঙ্গে থাকেন।'

এরপর রানা অ্যাডমিরালের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল। 'ক্রীম আর বরফ দেয়া চিঙড়ি মাছ রাখবেন আমার জন্যে, অ্যাডমিরাল।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে অ্যাডমিরাল বললেন, 'খুশি হতাম অন্য কোন পথে যদি পাহাড়টার ভেতর ঢোকা যেত।'

'এটাই সবচেয়ে নিরাপদ।'

'মিস লরেলি আর রেডক্লিফকে ফিরিয়ে আনো, রানা।' হঠাৎ উথলে ওঠা ভাবাবেগ সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন অ্যাডমিরাল।

'ওদের আপনি খুব শীঘ্রিই দেখতে পাবেন,' কথা দিল রানা, তারপর ডুব দিল পানির তলায়।

রেডিও অপারেটরের গলা ক্যাপ্টেন ডেল ফুগোর দিবাস্বপ্নটা ভেঙে দিল, মোচাকৃতি পাহাড়টার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল সে। ব্যাখ্যা করা যায় না এমন একটা কদর্য ভাব আছে সেরো এল ক্যাপিরোট আর ওটাকে ঘিরে থাকা মরুভূমিতে, ভাবল সে। 'হ্যাঁ, কি ব্যাপার, সার্জেন্ট?'

রেডিও অপারেটরকে হতভম্ব দেখাচ্ছে, তবে পিছন ফিরে থাকায় তা দেখতে পাচ্ছে না ফুগো। 'প্রতি ঘণ্টায় সিকিউরিটি পোস্টে রিপোর্ট করার কথা, কিন্তু চার আর ছ'নম্বর পোস্ট থেকে কোন সাড়া পাচ্ছি না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফুগো। ভাবল, অপ্রত্যাশিত কিছু না ঘটাই অস্বাভাবিক। কর্নেল টুলটেক তাকে নির্দেশ দিয়েছেন পাহাড়টার চারদিকে সিকিউরিটি পেরিমিটার তৈরি করতে হবে। তাঁর নির্দেশ পালন করছে সে। কোন কারণ দেখানো হয়নি, সে-ও কোন প্রশ্ন করেনি। কৌতূহল চেপে হেলিকপ্টারগুলোর আসা-যাওয়া দেখেছে ফুগো। পাহাড়ের মাথায় কি ঘটছে সে সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। 'পাঁচ নম্বর পোস্টে কর্পোরাল পিনেডার সঙ্গে যোগাযোগ করো। চার

আর ছ'নম্বরে কি ঘটছে দেখার জন্যে একজন লোক পাঠাও। 'ফিল্ড ডেস্কে বসে রিপোর্ট লিখল সে—সম্ভবত কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্টে গোলযোগ দেখা দেয়ায় চার ও ছ'নম্বর পোস্ট থেকে কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

রেডিও অপারেটর জানাল, 'পাঁচ নম্বর থেকেও কোন সাড়া পাচ্ছি না।'

এবার ফুগো ঘাড় ফেরাল। 'দেখো দেখি, তোমার ইকুইপমেন্ট কাজ করছে কি না!'

'ইয়েস, স্যার। ট্র্যান্সমিটার ঠিকমতই কাজ করছে।'

'এক নম্বর পোস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করো।'

হেডফোন অ্যাডজাস্ট করে সিগন্যাল পাঠাল রেডিও অপারেটর। কয়েক মিনিট পর ঘাড় ফিরিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'দুঃখিত, ক্যাপ্টেন। পোস্ট ওয়ানও সাড়া দিচ্ছে না।'

'আমি দেখছি।' অস্বস্তিবোধ করছে ফুগো। পোর্টেবল রেডিওটা তুলে নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল সে, এগোল কমাণ্ড ভেহিকেল-এর দিকে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে, তাকিয়ে থাকল হাঁ করে।

আর্মি কমাণ্ড ভেহিকেল দাঁড়িয়ে আছে সামনের বাঁ দিকে জ্যাক লাগানো অবস্থায়, হুইল আর স্পেয়ার টায়ার গায়েব হয়ে গেছে। 'কি ঘটছে এখানে?' আপনমনে বিড়বিড় করল সে। কর্নেল টুলটেক কি তাকে পরীক্ষা করছেন?

ঘুরল ফুগো, তাঁবুর দিকে এগোল। কিন্তু আবার তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে তিনজন লোক। তিনটে রাইফেল তার বুকের দিকে তাক করা। তার মনে প্রথম যে প্রশ্নটি জাগল সেটা হলো, ইণ্ডিয়ানরা কেন তার ইকুইপমেন্ট নষ্ট করবে? 'এটা সামরিক এলাকা,' বলল সে। 'এখানে তোমাদের প্রবেশাধিকার নেই।'

'যা বলা হবে তাই করো,' হুমকি দিল বিল ভিকো। 'তা না হলে তুমি আর তোমার লোকজন মারা পড়বে।'

হঠাৎ আন্দাজ করতে পারল ফুগো তার সিকিউরিটি পোস্টগুলোয় কি ঘটে গেছে। তবু তাজ্জব লাগছে তার কাছে। মাত্র কয়েকজন ইণ্ডিয়ান একটাও গুলি না করে চল্লিশজন দক্ষ সৈনিককে কাবু করতে পারে না। 'হাতের অস্ত্র ফেলে দাও তোমরা,' ভিকোকে বলল সে, ওকেই লীডার মনে হচ্ছে। 'তা না হলে আমার লোকজন এসে তোমাদেরকে গ্রেফতার করবে।'

'তোমার লোকজন সবাই এখন আমাদের বন্দী,' বলল ভিকো। 'ওদেরকে নিরস্ত্র করা হয়েছে।'

'অসম্ভব…।'

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ভিকো, পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে বলল, 'তাঁবুর ভেতর রেডিওটা অচল করে দাও।'

'তোমরা পাগলামি করছ। সরকারী ইকুইপমেন্ট নষ্ট করতে পারো না।'

'তোমরা আমাদের এলাকায় ঢুকে অন্যায় করেছ,' নিচু গলায় বলল ভিকো।

'আমি অর্ডার করছি, হাতের অস্ত্র ফেলে দাও,' বলে হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল ফুগো।

ঝট করে এগিয়ে এসে তার পেটে রাইফেলের মাজল চেপে ধরল ভিকো, চেহারায় কোন ভাব নেই। 'বাধা দিয়ো না। এখন যদি ট্রিগারে টান দিই, পাহাড় থেকে কেউ শুনতে পাবে না।'

হঠাৎ ব্যথা পেয়ে ফুগো বুঝতে পারল, এদের সঙ্গে চালাকি চলবে না। এই মরুভূমিতেই জন্ম ও বসবাস, গোটা এলাকায় ভূতের মত চলাফেরা করে ইণ্ডিয়ানরা। তার ওপর হুকুম আছে প্রসপেক্টর বা শিকারীদের বাধা দিতে হবে, স্থানীয় সশস্ত্র ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। হোলস্টার থেকে অটোমেটিক পিস্তলটা ধীরে ধীরে বের করে ভিকোর একজন লোকের হাতে ধরিয়ে দিল সে।

'তোমার রেডিওটাও দাও, প্লীজ।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রেডিওটা হাতবদল করল ফুগো। 'এর মানে কি? কেন তোমরা এ কাজ করছ?' জানতে চাইল সে। 'আইন ভাঙার শাস্তি কি জানো তো?'

'তোমরা আমাদের পবিত্র পাহাড়ের অমর্যাদা করছ,' বলল ভিকো। 'আইন আমরা ভাঙছি, না তোমরা? আর কোন কথা নয়। চুপচাপ আমাদের সঙ্গে হাঁটতে থাকো।'

ফুগো আর তার রেডিও অপারেটরকে আধ কিলোমিটার হাঁটিয়ে পাহাড়ের পাশে একটা ঝুল-পাথরের নিচে নিয়ে এল ওরা। পাহাড় চূড়া থেকে জায়গাটা দেখা যায় না। এখানে ফুগো তার পুরো কোম্পানীকে দেখতে পেল। জড়োসড়ো হয়ে এক জায়গায় বসে আছে সবাই, কয়েকজন সশস্ত্র ইণ্ডিয়ান তাদেরকে পাহারা দিচ্ছে।

কমাণ্ডিং অফিসারকে দেখে বন্দীরা সবাই একযোগে উঠে দাঁড়াল। দু'জন লেফটেন্যান্ট ও একজন সার্জেন্ট এগিয়ে এসে স্যালুট করল ফুগোকে।

'একজনও পালাতে পারনি?' জিজ্ঞেস করল ফুগো।

একজন লেফটেন্যান্ট মাথা নাড়ল। 'না, স্যার। হঠাৎ একেবারে ঘাড়ে এসে পড়ে ওরা।'

চারদিকে চোখ বুলিয়ে ইণ্ডিয়ানদের দেখল ফুগো। সব মিলিয়ে ষোলোজন ওরা। 'তোমরা মাত্র এই ক'জন?' তার গলায় অবিশ্বাস।

ভিকো বলল, 'এর বেশি দরকার কি?'

'আমাদের নিয়ে কি করবে তোমরা?'

'কিছুই না। কেউ যাতে আহত না হয় সেদিকে আমাদের খেয়াল আছে। তোমরা সবাই ঘণ্টা কয়েক ঘুমাও, তারপর ছাড়া পাবে। ছাড়া পেয়ে এলাকা ছেড়ে চলে যাবে।'

'আর যদি আমরা পালাবার চেষ্টা করি?'

'সেক্ষেত্রে গুলি খাবে। তোমরা খুব ভাল করেই জানো, পঞ্চাশ মিটার দূর থেকে ছুটন্ত খরগোশ ফেলে দিতে পারি আমরা।'

ফুগোর দিকে পিছন ফিরল ভিকো, পাহাড়ের দক্ষিণ প্রাচীরের গায়ে একটা ফাটলের দিকে এগোল। ইণ্ডিয়ানরা কেউ কোন কথা বলল না, ভিকোকে নিঃশব্দে অনুসরণ করল দশজন। বাকি পাঁচজন বন্দীদের ঘিরে দাঁড়াল।

এই ফাটলের ভেতর দিয়ে আগেও একবার পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছে ভিকো।

এবার ভুল পথগুলো এড়িয়ে যেতে পারল, ফলে দ্রুত উঠে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

আক্রমণ করতে যাচ্ছে ভিকো, লোক সংখ্যা আরও বেশি হলে খুশি হত। আসলে পাহাড়টাকে ভয় পায় না এমন লোক দশজনের বেশি পায়নি সে।

সমতল একটা কার্নিশে পৌঁছুল ভিকো, দম নেয়ার জন্যে থামল এখানে। পকেট থেকে একটা ঘড়ি বের করে সময় দেখল। চিন্তার কিছু নেই, বিশ মিনিট এগিয়ে আছে তারা।

অনেক ওপরে, পাহাড়ের চূড়ায়, মৌচাকের চারধারে ভেসে থাকা মৌমাছির মত শূন্যে স্থির হয়ে রয়েছে হেলিকপ্টারগুলো। বহন ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি আর্টিফ্যাক্ট ভরা হয়েছে ওগুলোয়। আকাশের আরও ওপরে ওঠার পর দিক বদল করল পাইলটরা, রওনা হয়ে গেল অলটার মরুভূমির উদ্দেশে।

কর্নেল টুলটেকের লোকজন এত ব্যস্ততার সঙ্গে কাজ করছে যে পাহাড়ের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা সিকিউরিটি ফোর্স-এর কথা তাদের মনেই নেই। চূড়ার রেডিও অপারেটর হেলিকপ্টারগুলোর সঙ্গে সারাক্ষণ যোগাযোগ রক্ষা করতে ব্যস্ত, ক্যাপ্টেন ফুগোর কাছ থেকে রিপোর্ট চাওয়ার কথা বেমালুম ভুলে গেছে। কেউ একবার উঁকি মেরে দেখল না যে তাঁবুগুলো খালি হয়ে গেছে। ইণ্ডিয়ানদের ছোট একটা দল ঢালবেয়ে উঠে আসছে চূড়ায়, তা-ও কারও নজরে পড়ল না।

পুলিস কমাণ্ড্যান্ট মেনান্দেজের দৃষ্টিকে ফাঁকি দেয়া সহজ নয়। সেরো এল ক্যাপিরোটের মাথা থেকে আকাশে উঠল তাঁর হেলিকপ্টার, হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাচ্ছেন তিনি। কপ্টারের জানালা দিয়ে পাথুরে পিশাচটার দিকে তাকিয়ে আছেন, এই সময় চোখের কোণে কি যেন ধরা পড়ল। চোখে রোদ লাগছে, একটা হাত তুলে আড়াল করলেন তিনি। আবার ভাল করে তাকাতে তাঁর মনে হলো পাথুরে পিশাচটা হাসছে।

ছয়

মনে হলো নীলচে কুয়াশা ভরা প্রকাণ্ড একটা সোডা স্ট্র-র ভেতর অবাধে খসে পড়ছে ও। সিঙ্কহোলের খাড়া শ্যাফট গোলাকার ও মসৃণ, প্রায় যেন পালিশ করা। স্বচ্ছ পানির খানিক নিচে শামিমকে দেখা না গেলে শ্যাফটটাকে তলাবিহীন বলে মনে হত ওর। ফিন নেড়ে সহজেই শামিমের নাগাল পেয়ে গেল, সে ওদের ড্রাই ট্র্যান্সপোর্ট কন্টেইনারটাকে টো করে নিয়ে যাচ্ছে, শ্যাফটের তলায় পৌঁছে বাঁক ঘুরছে ধীরে ধীরে। রানা ক্যানিস্টারের পিছনের প্রান্তটায় চাপ দিল, তারপর অনুসরণ করল ওটাকে।

ডেপথ-গজের কাঁটায় চোখ রাখল ও। ষাট মিটারের ঘরে স্থির হয়ে আছে, তারমানে একশো সাতানব্বুই ফুট গভীরতায় রয়েছে ওরা। এখান থেকে ফিডার স্ট্রীম ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠে গেছে নদীর দিকে, ফলে পানির চাপ কমে যাবে।

আন্দেজের ঢালে যে কুয়ার ভেতর নেমেছিল রানা, এটার সঙ্গে তার কোন মিল নেই। ওখানে কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট সহ একটা সেফটি লাইন ছিল।

গুহায় ঢুকে ড. জুলিয়া আর হপকিন্সকে উদ্ধার করতে যাবার সময়টা ছাড়া পানির সারফেস দৃষ্টি সীমার বাইরে ছিল না কখনও। আর এখানে ওরা এমন এক নির্ভেজাল অন্ধকারে ঢুকছে যেখানে কোন মানুষ বা অন্য কোন প্রাণী কখনও ঢোকেনি।

ক্যানিস্টার ঠেলে ফিডার স্ট্রীমের মোচড় আর বাঁকগুলো পেরিয়ে নদীর দিকে এগোচ্ছে ওরা, রানার মনে পড়ল কেভ ডাইভিং দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক স্পোর্টস-এর মধ্যে একটা। তোমার চারপাশে থাকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, জানো নিরেট পাথরের অনেক নিচে রয়েছ তুমি, সামনে কি আছে কোন ধারণা নেই, সেই সঙ্গে স্নায়ুতে আঘাত করে অটুট নীরবতা। এ-সব কারণে মানুষ পাগল হয়ে যেতে পারে, যায়ও, ট্রেনিং বা ইকুইপমেন্ট কোন সাহায্যে আসে না। আশ্চর্য এই যে তারপরও কেভ ডাইভিং-এর প্রতি মানুষের আকর্ষণ কমেনি।

নদীর দিকে এগোনো হরাইজন্টাল ফাটলটা কখনও চওড়া কখনও সরু হয়ে গেছে। সিঙ্কহোল থেকে তিনশো ফুট এগিয়ে বাইরের আলো শতকরা প্রায় নব্বুই ভাগ হারাল ওরা। হেডহ্যাট-এর সঙ্গে লাগানো ল্যাম্পের সুইচ অন করল দু'জনেই। দ্রুত আরেকবার ডেপথ গজের ওপর চোখ বুলাল রানা। পানির সারফেসের কাছাকাছি উঠে এসেছে ওরা, সারফেস এখন আর মাত্র ছেষট্টি ফুট ওপরে।

থামল শামিম, ঘুরল, হাত নাড়ল একটা। নদীতে বেরুবার আউটলেটে পৌঁছে গেছে ওরা। হাত ঝাঁকিয়ে সাড়া দিল রানা। ট্র্যান্সপোর্ট ক্যানিস্টারের স্ট্র্যাপে একটা বাহু গলাল, অকস্মাৎ তীব্র স্রোত বা অপ্রত্যাশিত আলোড়ন ওটা যাতে ওর কাছ থেকে কেড়ে নিতে না পারে।

ফাটল থেকে নদীতে বেরিয়ে আসতে কোন সমস্যা হলো না, সাহায্য করল ক্যানিস্টারটা। শামিম যতটা সম্ভব ওটার চওড়া দিক নিজের সামনে রেখেছিল, ফলে স্রোত তাকে ভাটির দিকে টান দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে রানাও ফিডার স্ট্রীম থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে।

আগেই প্ল্যান করা ছিল, শান্তভাবে কাজ শুরু করল ওরা। বয়্যান্সি কমপেনসেটর ফোলাল, ক্যানিস্টারের লীড ওয়েট রিলিজ করল, তারপর ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল ওপর দিকে, একই সঙ্গে ভাটির দিকে ভেসে যাচ্ছে। প্রায় পঞ্চাশ মিটার এগোনোর পর পানির সারফেস পেল ওরা, ওদের আলোয় বড়সড় একটা খোলা গ্যালারি দেখা গেল। সিলিঙে অদ্ভুত দর্শন কালো পাথর, লাইমস্টোন নয়। আলোটা স্থির হবার পর ভলকানিক বলে চিনতে পারল রানা। ভাগ্য ভাল, নদীটা বইছে শান্তভাবে, পাথরে বাধা পেয়ে কোন আলোড়ন সৃষ্টি করছে না। তবে প্যাসেজের দেয়াল পানি থেকে উঠে গেছে খাড়াভাবে, ওদের বিশ্রাম নেয়ার কোন সুযোগ নেই।

রেগুলেটর মাউথপীস খুলে ফেলল রানা। 'পাড়ে খোলামুখ আছে কিনা চোখ রাখো।'

'রাখছি,' কাঁধের ওপর দিয়ে বলল শামিম।

সিলিঙের প্রকৃতি বদলে গেল, ভলকানিকের বদলে লাইমস্টোন দেখা যাচ্ছে।

প্রথমে ভোঁতা লাগল কানে, তারপর গর্জনের মত কানে বাজল শব্দটা—প্যাসেজের দেয়ালে লেগে প্রতিধ্বনি তুলছে। তারমানে কি সামনে জলপ্রপাত?

'সাবধান!' চিৎকার করল রানা। 'ডিগবাজি খেতে হতে পারে!'

মাথাটা নিচের দিকে কাত করল রানা, ওর হার্ডহ্যাটের আলো যাতে সরাসরি সামনে পড়ে। অবশ্য কোন লাভ হলো না। একটু পরই পানি থেকে ওঠা বাষ্পের মত কুয়াশায় ভরে গেল গোটা প্যাসেজ। কল্পনার চোখে নিজেকে রানা দেখতে পেল নায়েগ্রা জলপ্রপাত থেকে কোন ব্যারেল ছাড়াই খসে পড়ছে। গর্জনটা এখন কান ফাটানো। চোখের পলকে কুয়াশার ভেতর হারিয়ে গেল শামিম।

রানা শুধু কোনরকমে ক্যানিস্টারটা ধরে থাকতে পারছে, ওকে গ্রাস করে ফেলল সীমাহীন এক স্প্রে, হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার কথা ওর মনে থাকল না। শরীরটা খসে পড়বে, সেজন্যে শক্ত করল পেশী। কিন্তু পতনটা ঘটল না। নদী কোন খাদে লাফ দেয়ায় গর্জনটা হচ্ছে না। আসলে লাইমস্টোনের সিলিং থেকে অঝোর বর্ষণের মত নেমে আসছে পানির অসংখ্য ধারা। তারমানে অন্য আরও একটা উৎস থেকে পাতাল নদী পানির সরবরাহ পাচ্ছে। মরুভূমির ঠিক নিচেই এ-ধরনের পানির উৎস দেখে হতভম্ব হয়ে গেল রানা।

ঝর্ণার ধারাগুলো থেকে বেরিয়ে আসার খানিক পর কুয়াশা থেকেও বেরিয়ে এল ওরা। রানা দেখল, দু'পাশে দেয়াল চওড়া হতে শুরু করেছে, ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে ছাদ, উঠে গেছে প্রকাণ্ড এক ফাঁকা চেম্বারে।

সামনে থেকে শামিম বলল, 'ত্রিশ মিটার সামনে বাঁ দিকে থামার মত একটা জায়গা আছে।'

দু'জনেই ওরা স্রোত থেকে সরে অগভীর পানিতে চলে এল। নদীর তলায় ফিন ঠেকল, ক্যানিস্টারটা টেনে নিয়ে তীরে উঠল শামিম। একটু পর তার পাশে এসে বসল রানা।

ফিন আর গগলস খুলে ফেলল ও। এয়ার ট্যাঙ্ক খুলছে, মসৃণ পাথরের ওপর দিয়ে উজানের দিকে হেঁটে গেল খানিকটা। ক্যানিস্টার থেকে নিজেকে মুক্ত করে ওর পিছু নিল শামিমও।

'এত দূর আসতে পারায় আনন্দ লাগছে আমার,' বলল সে।

'আমি বলতে পারি, এখনও বেঁচে থাকায় আমিও অখুশি নই,' জবাব দিল রানা।

'কতদূর এসেছি?'

বাহুতে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো কমপিউটরে টোকা দিল রানা। 'দুই কিলোমিটার।'

'বাকি থাকল আরও আটাশ কিলোমিটার,' বিড়বিড় করল শামিম।

'হ্যাঁ,' বলল রানা, অভয় দিয়ে হাসছে ও। 'তবে এখন থেকে আমাদের চলাফেরায় একটা স্টাইল থাকবে।'

পাঁচ মিনিট পর ওয়াণ্ডারউইং-এর আটটা এয়ার চেম্বারই ভরে ফেলা হলো,

পুরোপুরি ফোলানো হয়েছে খোল, এখন ওটা নদীর সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি। ওয়াটার রেসকিউ রেসপন্স ভেহিকেল হিসেবে পরিচিত, এই অদ্ভুতদর্শন হোভারক্রাফট পানির বিপুল আলোড়নেও ভেসে থাকে, চোরাবালিতে চলতে পারে, চলতে পারে বরফের ওপর। যুক্তরাষ্ট্রে এটা ব্যবহার করে দমকল বাহিনী আর পুলিস অসংখ্য ডুবন্ত মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে।

দশ ফুট লম্বা, পাঁচ ফুট চওড়া। একটা ফোর-সাইকেল পঞ্চাশ হর্স-পাওয়ার এঞ্জিন ওটাকে সমান সারফেসে ঘণ্টায় ষাট কিলোমিটার গতিতে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

'নুমার এঞ্জিনিয়াররা হাইট ভালই কমিয়েছে,' মন্তব্য করল শামিম।

'হরাইজন্টাল এঞ্জিন আর ফ্যান লাগাবার বুদ্ধিটা সত্যি দারুণ,' একমত হলো রানা।

'আশ্চর্য, ক্যানিস্টারের ভেতর কী পরিমাণ ইকুইপমেন্ট ভরে দিয়েছে ওরা!'

আবার রওনা হবার আগে ক্যানিস্টারের ভেতর থেকে জিনিসগুলো বের করে বেঁধে নিল ওরা। দশটা রিজার্ভ এয়ার ট্যাঙ্ক, হোভারক্রাফট রিইনফ্লেট করার জন্যে অতিরিক্ত কয়েকটা এয়ার বটল, একজোড়া এয়ারক্রাফট ল্যাণ্ডিং লাইট সহ এক সেট স্পেয়ার ব্যাটারি, ফার্স্ট এইড ইকুইপমেন্ট আর তিনটে অতিরিক্ত ব্রীদিং রেগুলেটর।

একটা ওয়াটারটাইট কন্টেইনার থেকে নিজের পয়েন্ট ফরটি-ফাইভ কোল্ট অটোমেটিক আর একজোড়া অ্যামুনিশন ক্লিপ বের করল রানা। থার্মোস ভরা কফি আর স্যাণ্ডউইচ দেখে হাসল ও। হাতে সময় কম, পিকনিক করার সুযোগ কোথায়। এক বেলা না খেলে মানুষ মরে না, আগে লরেলি আর নুমার ডেপুটি ডিরেক্টরকে বাঁচানো দরকার। অস্ত্র আর বুলেটগুলো প্লাস্টিকের একটা ব্যাগে ভরে মুখটা বন্ধ করে দিল রানা। ওয়েট স্যুটের সামনেটা চেইন টেনে খুলল, ভেতরে রেখে দিল ব্যাগটা।

কালো কলাপসিবল হোভারক্রাফটের দিকে তাকাল রানা। 'ওহ্, সার্সি, হু উইল গাইড আস অন দিস্ জার্নি,' উচ্চারণ করল ও। 'টু হেইড্স্ নো ম্যান এভার ওয়েন্ট ইন আ ব্ল্যাক শিপ।'

লকে একজোড়া বৈঠা আটকাচ্ছিল শামিম, মুখ তুলে তাকাল। 'কোথায় শুনেছ?'

'শুনিনি, পড়েছি। হোমারের অডিসি।'

'ভেরিলি অ্যামাং দা ট্রোজানস্ টু দেয়ার বি মেন দ্যাট ডাইভ,' চোখ মটকে আওড়াল শামিম। 'ইলিয়াড। আমিও হোমারের উদ্ধৃতি দিতে পারি।'

'সত্যি বলছি, বারবার তুমি আমাকে অবাক করে দাও।'

'ও কিছু না।'

হোভারক্রাফটে চড়ল রানা। 'রেডি?'

'স্টার্ট দাও।'

এঞ্জিন ফ্যানের ঠিক সামনে, স্টার্নে বসল রানা। স্টার্টার এনগেজ করতেই এয়ার-কুলড এঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে উঠল। ছোট এঞ্জিন, শব্দ খুব কম।

বোতে বসে ল্যাণ্ডিং লাইট জ্বেলে দিল শামিম, নদী ও বিশাল গহ্বর দিনের মত আলোকিত হয়ে উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে হাসল সে। তীর থেকে রওনা হলো হোভারক্রাফট, চারধারের আট ইঞ্চি চওড়া এয়ার কুশন মূল স্রোতের ভেতর ঝুলিয়ে রেখেছে ওটাকে। কন্ট্রোলের খাড়া দুটো হ্যাণ্ডগ্রিপ দু'হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে রানা, স্রোতের ওপর দিয়ে সোজা একটা পথ তৈরি করে এগোচ্ছে।

পানির সারফেস ছুঁয়ে আছে হোভারক্রাফট অথচ স্পর্শের কোন অনুভূতি নেই। বোতে বসে শামিম লক্ষ করল পানি আগের মতই স্বচ্ছ, তবে হালকা নীল থেকে হালকা সবুজ হয়ে গেছে। তলার পাথরগুলোকে মনে হলো ছড়িয়ে থাকা অলঙ্কার, রঙবেরঙের ঝাঁক ঝাঁক মাছও দেখতে পেল। ছবি তুলছে সে, নদীর সামনে কি আছে রিপোর্ট করছে রানাকে। রানা হোভারক্রাফট চালাচ্ছে, সেই সঙ্গে বুকহিলের জন্যে ডাটা রেকর্ড করছে কমপিউটরে।

প্রথম আট কিলোমিটার (পাঁচ মাইল) নির্বিঘ্নে ভালই এগোল ওরা। কোথাও কোথাও নদীটাকে তলাবিহীন মনে হলো। একের পর এক অনেকগুলো গ্যালারিকে পাশ কাটাল, খাদের দুপাশে অনেক গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। খাদের সিলিং কোথাও একশো ফুট অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ মিটার উঁচু, আবার কোথাও এত নিচু যে কোনরকমে পার হলো হোভারক্রাফট। কয়েকটা অগভীর জলপ্রপাত পড়ল সামনে, তবে পেরিয়ে আসতে অসুবিধে হলো না। এক সময় সরু একটা চ্যানেলে পড়ল হোভারক্রাফট, বোল্ডারের মাঝখান দিয়ে পথ করে নিতে হলো। তারপর প্রকাণ্ড এক গ্যালারির ভেতর দিয়ে এগোল ওরা, লম্বায় সেটা দু'মাইলের কম নয়, অদ্ভুত আকৃতির ক্রিস্টালে ঠাসা, এয়ারক্রাফট লাইটের আলোয় ঝকমক করছে।

বার দুয়েক সিলিং নেমে এসে পানির সারফেস স্পর্শ করায় ডুবে গেল প্যাসেজ। রুটিন অনুসরণ করতে হলো ওদের–ওয়াণ্ডারব্যাগ থেকে বাতাস বের করল যতক্ষণ না সেটা নিউট্রাল বয়্যান্সি পায়, আবার এয়ার ট্যাঙ্ক থেকে বাতাস নিতে হলো ওদেরকে, স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলল ডোবা প্যাসেজের ভেতর দিয়ে, চ্যাপ্টা হয়ে থাকা হোভারক্রাফট আর ওটার আনুষঙ্গিক ইকুইপমেন্টগুলো টেনে নিয়ে এল। তারপর এক সময় খোলা খাদে বেরিয়ে এসে আবার বাতাস ভরতে হলো তাতে। নিঃশব্দে কাজ করল ওরা, কেউ কোন অভিযোগ করছে না। দু'জনেই জানে পথটা নিষ্কণ্টক হবে না।

একঘেয়েমি দূর করার জন্যে গ্যালারিগুলোর নাম দিতে শুরু করল ওরা। ফান হাউস, ওয়াক্স মিউজিয়াম, শামিম'স জিমনেশিয়াম ইত্যাদি। আর নদীটার নাম দিল গঙ্গা। শামিমের খুব ইচ্ছে হলো একটা বাঁধের মত কিছু দেখতে পায়, তাহলে সেটার নাম দেয়া যাবে ফারাক্কা। তবে তার আশা পূরণ হলো না। রানা মন্তব্য করল, 'এ-ধরনের বাঁধ ক্ষতিকর, প্রকৃতি অনুমোদন করে না।'

দ্বিতীয়বার ডোবা প্যাসেজ পেরিয়ে এসে হোভারক্রাফট ফোলাল ওরা। রানা লক্ষ করল, স্রোতের গতি দুই নট বেড়ে গেছে, নদীর মেঝে আগের চেয়ে অনেক ঢালুভাবে নিচের দিকে নেমে গেছে। দ্রুতগতি নর্দমার পানিতে পড়া পাতার মত ছুটছে ওদের হোভারক্রাফট, জানে না সামনে কি অপেক্ষা করছে।

হোভারক্রাফটের গতি বাড়ছে তো বাড়ছেই। তারপর হঠাৎ পানির বিপুল এক আলোড়নের মধ্যে ঝাঁপ দিল সেটা। পান্না সবুজ পানি ফুটছে এখানে, সাদা ফেনার ভেতর মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে অসংখ্য বোল্ডার। বোল্ডারে ধাক্কা খেয়ে পিছনের প্রান্তে ভর দিয়ে খাড়া হতে চাইছে হোভারক্রাফট, তবে প্রতিবারই আবার সামনের দিকে লাফ দিয়ে বিপদ কাটাচ্ছে। এভাবেই বাঁক ঘুরল ওরা। বোটটাকে সিধে রাখার জন্যে উন্মাদের মত লড়ল রানা। আড়াআড়ি ভঙ্গিতে যদি কোন পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খায় হোভারক্রাফট, বেঁচে থাকার কোন আশা নেই। ইমার্জেন্সী বৈঠা আঁকড়ে ধরে যতটা সম্ভব ওকে সাহায্য করছে শামিম। আরেকটা বাঁক ঘোরার সময় বোল্ডারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে ল্যাণ্ডিং লাইটগুলো খসে পড়ল পানিতে। আলো পাচ্ছে এখন শুধু ওদের হার্ডহ্যাট থেকে। পানির বিপুল আলোড়ন থেকে মুক্তি পেল ওরা যেন এক যুগ পর। ধীরে ধীরে থ্রটল পিছিয়ে আনল রানা, কন্ট্রোল বার দুটো ধরল। পানির আলোড়ন না থাকলেও স্রোতের তীব্রতা বেড়ে গেছে আরও।

সামনের অন্ধকারে তাকিয়ে রয়েছে শামিম, কি আশা করছে কে জানে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, নদীটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। রানাকে সাবধান করল সে, 'আমরা একটা তেমাথায় পৌঁচেছি।'

পাল্টা চিৎকার করে রানা জানতে চাইল, 'মূল ধারা কোন্‌টা?'

'বাম দিকেরটা বড় মনে হচ্ছে।'

নদীটাকে দু'ভাগ করেছে এক সারি বোল্ডার, তীব্রগতিতে ছুটন্ত হোভারক্রাফটের সঙ্গে একটুর জন্যে ধাক্কা লাগল না। পানি এখানে আবার ফুটছে টগবগ করে। ওদের বাহনের বো সেই ফুটন্ত পানিতে ডুবে যাচ্ছে বারবার। ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে ওরা, এক সময় রানার মনে হলো শামিমকে হারিয়ে ফেলেছে ও। ওর বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। তারপর হোভারক্রাফট থেকে নেমে যেতে শুরু করল পানি, দেখা গেল আগের জায়গাতেই বসে আছে শামিম। চোখাচোখি হতে এই বিপদের মধ্যেও হাসল সে, তারপর ইঙ্গিতে নিজের কানটা দেখাল রানাকে।

বুঝতে পারল রানা। নদীর গর্জন ধীরে ধীরে কমছে। এখন আবার কন্ট্রোলের নির্দেশে সাড়া দিচ্ছে হোভারক্রাফট, তবে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে, কারণ এখনও সেটা পানিতে ভরে আছে অর্ধেক।

রানা চিৎকার করল, 'পানি সেঁচো।'

বোটের ডিজাইনাররা সম্ভাব্য সব সমস্যার কথাই মনে রেখেছিল। ছোট একটা পাম্পে লিভার ঢোকাল শামিম, বারবার সেটা আগুপিছু করল–একটা পাইপ থেকে বেরিয়ে বোটের বাইরে পড়তে শুরু করল পানি।

কিনারা থেকে ঝুঁকে নিচের দিকে তাকাল রানা। তলায় প্রচুর পাথর ছড়িয়ে রয়েছে, তবে পানির ওপর মাথাচাড়া দেয়নি একটাও। হঠাৎ রানা লক্ষ করল, পানি সেঁচা বন্ধ করে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে শামিম।

তারপর রানাও শুনতে পেল। নিকষ কালো ভাটির দিক থেকে গুরুগম্ভীর একটা গর্জন ভেসে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে নায়েগ্রা থেকে পতনের কল্পনাটা ফিরে এল রানার মনে। অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল ওর। না জানি কি আছে সামনে। এ

বিপুল জলরাশি পতনের শব্দ, কোন সন্দেহ নেই। 'তোমার বয়্যান্সি কমপেনসেটরের ইনফ্লেটর!' গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল রানার গলা।

পানির স্রোত এখন বিশ নট, তীর বেগে ছুটে চলেছে হোভারক্রাফট। কয়েক মিলিয়ন লিটার তীব্রগতি পানি ওদেরকে সবেগে টেনে নিচ্ছে, কে জানে কিসের ভেতর। সামনে একটা বাঁক দেখল ওরা, সেটা ঘুরতেই পানির কণা আর কুয়াশা গ্রাস করল ওদেরকে। গর্জনটা হয়ে উঠল কান ফাটানো।

রানার মনে কোন ভয় নেই, নেই কোন অসহায় ভাব বা হতাশা। রানা শুধু অদ্ভুত এক ধরনের অসাড়তা অনুভব করছে, যেন ওর বুদ্ধিভিত্তিক চিন্তাশক্তি কেড়ে নেয়া হয়েছে। মনে হলো এমন এক দুঃস্বপ্নের ভেতর ঢুকছে যেখানে কোন কিছুরই আকৃতি বা আদল নেই। একটা ঘোরের ভেতর উপলব্ধি করল, লাফ দেয়ার আগে এক মুহূর্তের জন্যে শূন্যে ঝুলে থাকল হোভারক্রাফট।

পতনটা অনুভব করা গেল না, বরং মনে হলো মেঘের ভেতর উড়ছে ওরা। তারপর হাত থেকে ছুটে গেল কন্ট্রোল বার দুটো, হোভারক্রাফট থেকে ছিটকে পড়ল রানা। মনে হলো শামিমের চিৎকার ঢুকল কানে, কিন্তু জলপ্রপাতের গর্জনে কথাগুলো বোঝা গেল না। গাঢ় অন্ধকারের ভেতর পতনটা যেন অনন্তকাল ধরে চলছে। আর তারপরই ঘটল সংঘর্ষ। জলপ্রপাতের মাঝখানে, গভীর একটা পুল-এ উল্কার মত পড়ল রানা। ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে এল। প্রথমে ওর মনে হলো পাথরে পড়ে রক্তাক্ত ছাতু হয়ে গেছে শরীরটা, তারপর চারপাশে পানির চাপ অনুভব করে স্বস্তিবোধ করল।

দম আটকে রেখে সারফেসের নাগাল পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল রানা। সঙ্গে ফোলানো বয়্যান্সি কমপেনসেটর থাকায় পানির ওপর মাথা তুলতে সময় নিল না, সঙ্গে-সঙ্গে তীব্র স্রোত টেনে নিল ওকে। এক বোল্ডার থেকে আরেক বোল্ডারের ধাক্কা খেতে খেতে ছুটছে শরীরটা, সংঘর্ষে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে ওয়েট স্যুট, ছুলে নিচ্ছে পা ও হাতের চামড়া। বুকে আঘাত লাগল, মনে হলো বন্ধ হয়ে যাবে হৃৎপিণ্ড। তারপর ধাক্কা খেলো মাথায়। তবে হার্ডহ্যাট থাকায় খুলির কোন ক্ষতি হলো না।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার, ওর বয়্যান্সি কমপেনসেটর এখনও ফুলে আছে। প্রায় অচেতনই বলা যায়, স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে রানা। হার্ডহ্যাটের একটা আলো ভেঙে গেছে, অপরটা থেকে অস্পষ্ট লালচে আলো বেরুচ্ছে। পায়ের নিচে পাথরের স্পর্শ পেয়ে সারা শরীরে পরম স্বস্তি অনুভব করল ও। মুখ তুলে তাকাতে দেখল তীরের কাছাকাছি ছোট্ট একটা খোলা জায়গায় সরে এসেছে। এদিকে স্রোত নেই, সাঁতার কেটে আরও একটু ভেতরে চলে এল ও, তারপর পিচ্ছিল পাথরে পা দিয়ে শুকনো শেলফে উঠে পড়ল।

একটা কব্জিতে এত ব্যথা অনুভব করল, ওখানে যেন আগুন ধরে গেছে। সম্ভবত জলপ্রপাত থেকে খসে পড়ার সময় কব্জিটার হাড় ভেঙে গেছে। শুধু ওটা নয়, বাম দিকের পাঁজরের কয়েকটা হাড়ও বোধহয় ভেঙেছে।

জলপ্রপাতের গম্ভীর গর্জন এখন মনে হচ্ছে অনেক দূরে। ধীরে ধীরে চিন্তাশক্তি ফিরে আসছে। ভাবল, সে কোথায়, স্রোত তাকে কতদূর টেনে এনেছে? হঠাৎ

শামিমের কথা মনে পড়ল। কিছু না ভেবেই চিৎকার করে ডাকল তাকে, মনে ভয়, হয়তো কোনদিনই আর তার সাড়া পাবে না।

'এদিকে, আমি এদিকে।'

আওয়াজটা অস্পষ্ট, অথচ রানার মনে হলো শামিম কথা বলছে লাউডস্পীকার থেকে। টলতে টলতে দাঁড়াল ও, শব্দের উৎস বোঝার চেষ্টা করছে। 'আবার বলো।'

'তোমার কাছ থেকে মাত্র ছ'মিটার উজানে আমি,' বলল শামিম। 'আমাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ না?'

যেন লাল একটা কুয়াশা দৃষ্টি পথে বাধা হয়ে রয়েছে। চোখ দুটো রগড়ে আবার তাকাল রানা। উপলব্ধি করল, লাল কুয়াশা আসলে ওর কপালের ক্ষত থেকে গড়িয়ে চোখে নেমে আসা রক্ত। এতক্ষণে শামিমকে পরিষ্কার দেখতে পেল ও, সামান্য দূরে চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে, শরীরের অর্ধেকটা পানিতে।

টলতে টলতে বন্ধুর দিকে এগোল রানা, ব্যথা কমাবার ব্যর্থ চেষ্টায় খামচে ধরে আছে বুক। শামিমের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। 'তোমাকে দেখে যে আনন্দ পাচ্ছি, এরকম আনন্দ শেষ কবে পেয়েছি বলতে পারব না। আমি ভেবেছিলাম হোভারক্রাফট তো গেছেই, আমাকে ফেলে তুমিও পালিয়েছ।'

'আমাদের বিশ্বস্ত বোটের যে-টুকু অবশিষ্ট আছে, ভেসে গেছে ভাটির দিকে।'

'তোমার আঘাত কি গুরুতর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

অভয় দিয়ে হাসল শামিম, একটা হাত তুলে আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করল। 'এখনও আমি হারমোনিয়াম বাজাতে পারব।'

'হারমোনিয়াম··· হোয়াট! ও জিনিস জীবনে কখনও তুমি ছুঁয়েও দেখোনি!' পরমুহূর্তে রানার চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠল। 'কোথায়? পিঠে?'

শামিম খুব দুর্বল, ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। 'ওয়াণ্ডার উইঙের সঙ্গে ছিলাম, ইকুইপমেন্ট আটকানো লাইনের সঙ্গে পা জড়িয়ে গিয়েছিল—সেই অবস্থায় ফলস থেকে নিচে পড়ি। তারপর ওটা চলে গেল একদিকে, আমি আরেকদিকে। হাঁটুর নিচে বোধহয় দুটো পা-ই ভেঙে গেছে, রানা।' সম্পূর্ণ শান্ত সে, যেন একজোড়া ফাটা টায়ারের বর্ণনা দিচ্ছে।

আলতো ভাবে বন্ধুর পা দুটো স্পর্শ করল রানা, দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করছে শামিম। 'তোমার ভাগ্য ভাল,' বলল ও। 'ফেটে গেছে, ভাঙেনি।'

রানার ওপর চোখ বুলাল শামিম। 'দেখে মনে হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন থেকে বেরিয়ে এসেছ।'

'সামান্য কেটে-ছিঁড়ে গেছে,' মিথ্যে কথা বলল রানা।

'তাহলে কথা বলার সময় হিসহিস করছ কেন, যেন দাঁতে দাঁত চেপে আছ?'

জবাব না দিয়ে বাহুতে আটকানো কমপিউটরের বোতামে চাপ দিল রানা, তারপর লক্ষ করল সেটা ভেঙে গেছে। স্ট্র্যাপ খুলে নদীতে ফেলে দিল সেটা। 'বুকহিল সাহেব কোন ডাটাই পাবেন না।'

'আমিও ক্যামেরাটা হারিয়েছি।'

'কপাল মন্দ। এ-পথে শিগগির কেউ আসছে না।'

'কোন ধারণা করতে পারো, ট্রেজার চেম্বার আর কত দূরে?'
'কি জানি। দু'কিলোমিটারের হতে পারে।'
রানার দিকে তাকাল শামিম। 'এখান থেকে একা যেতে হবে তোমাকে।'
'পাগল নাকি!'
'আমি শুধুই একটা বোঝা হয়ে থাকব।' এখন আর হাসছে না শামিম। 'আমার কথা ভুলে যাও। যেভাবে হোক ট্রেজার চেম্বারে পৌঁছুতে হবে তোমাকে। রেডক্লিফ আর লরেলির কথা মনে আছে? তুমিই ওদের একমাত্র ভরসা। তাছাড়া...।'
'তাছাড়া?'
'এত ঝুঁকি নেয়া কিসের জন্যে? আর্টিফ্যাক্ট না পাই, তার বিনিময়ে আমরা টাকা পাব, তাই না? এখানে আমার যদি মরণ হয়, তবু তাতে দুঃখ নেই, রানা। এই মুহূর্তে কথাগুলা বোধহয় বলা যায়। বড় দুর্ভাগা এক দেশে জন্মেছি, ভাই। লাখ লাখ মানুষ খেতে পায় না, চিকিৎসা পায় না, পরনের কাপড় পায় না। আমরা যদি প্রাণ দিয়ে কিছু টাকার ব্যবস্থা করতে পারি, তারচেয়ে বড় আনন্দের কাজ আর কি হতে পারে, বলো? দু'হাজার কোটি টাকা, খুব বেশি বলা যায় না, আবার কমই বা বলি কিভাবে!'
'কিন্তু, না, তোমাকে আমি এখানে ফেলে যেতে পারি না।'
'হাড় ফাটুক আর ভাঙুক, এখনও আমি ভেসে থাকতে পারব। আমাকে তুমি ফেলে যাচ্ছ না। পরে আমি তোমার পিছু নেব।'
'তবে খুব সাবধানে,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'ভেসে থাকতে পারলেও, স্রোতটাকে সামাল দিতে পারবে না। তুমি বরং তীরের কাছাকাছি থেকো, স্রোত থেকে যতটা সম্ভব দূরে।'
বেল্ট থেকে অতিরিক্ত টর্চটা খুলে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল শামিম। 'এটা তোমার লাগবে।'
টর্চটা বাহুতে আটকে নিল রানা, যেখানে কম্পিউটর ছিল। ওয়েট বেল্ট খুলে ফেলে দিল ও। 'এটার আর কোন দরকার নেই।'
'এয়ার ট্যাঙ্ক নেবে না?'
'কি দরকার।'
'যদি ডোবা কোন চেম্বারে ঢুকতে হয়?'
'ডুব সাঁতার দিয়ে পেরিয়ে যাব।'
'যাবার আগে একটা উপকার করে যাও,' বলল শামিম। 'পা দুটো এক করে বেঁধে দাও, চারদিকে যাতে ছুটোছুটি করতে না পারে।'
স্ট্র্যাপ দিয়ে শামিমের পা দুটো এক করে বাঁধল রানা, শামিম শুধু দম আটকানোর শব্দ করল। 'পিছু নেয়ার আগে অন্তত ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নেবে।'
'আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি তোমার কাজ করো—ওদের দু'জনকে বাঁচাও। আমি আমার সময় মত রওনা হব।'
'আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব।'
'তারচেয়ে বরং বড় দেখে একটা জাল যোগাড় করে রেখো।'

শামিমের বাহু ধরে চাপ দিল রানা, তারপর নেমে পড়ল নদীতে। স্রোতের মধ্যে পড়তেই টান লাগল শরীরে।

গিরিখাদের পরবর্তী বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল রানার আলো, গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল চারদিক। দুই কিলোমিটার, ভাবল শামিম। মনে মনে প্রার্থনা করল সে, শেষ এইটুকু পথ যেন বাতাসে ভরা থাকে।

সাত

বড় করে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল ডাফ। কাজগুলো সবই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে চলেছে। অপারেশন অফিস অর্থাৎ ট্রেইলার, ফর্কলিফট আর উইঞ্চ সহ কর্নেল টুলটেকের বেশিরভাগ লোকজনকে হেলিকপ্টারে তুলে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আর্মি এঞ্জিনিয়ারদের ছোট একটা দল রয়ে গেছে, শেষ বোঝাটা আর্মি হেলিকপ্টারে তোলার জন্যে। চুরি করা নুমার হেলিকপ্টারের পাশে পার্ক করা রয়েছে সেটা।

গোল্ডেন ট্রেজারের অবশিষ্ট স্তূপটার দিকে তাকাল ডাফ। আর্টিফ্যাক্ট হিসেবে একশো ছাব্বিশটা গোল্ডেন স্ট্যাচু সাত রাজার ধনই বলা যায়, প্রতিটি এক মিটার উঁচু। সে তার ভাই ফোমকে বলল, 'দুঃখ এই যে একটাও আমরা রাখতে পারব না। তবে এগুলো বেচে আমার ব্যক্তিগত কালেকশনের জন্যে বৈধ আর্টিফ্যাক্ট কিনতে পারব।'

ফার্নান্দেজ ফেজিয়ো একটা ঢোক গিলে বললেন, 'মেক্সিকো সিটিতে, আমাদের মিউজিয়ামে, এ-ধরনের আর্টিফ্যাক্ট একটাও নেই।'

'আপনার শেয়ার থেকে দু'একটা দান করতে পারেন আপনি,' ফোমের গলায় সামান্য শ্লেষ।

কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন ফেজিয়ো, কর্নেল টুলটেককে এগিয়ে আসতে দেখে চুপ করে গেলেন। 'লেফটেন্যান্ট এলমান পাহাড়ের ভেতর থেকে রিপোর্ট পাঠিয়েছে, নিচে আর কিছু নেই। ওরা ওপরে উঠেই লোড করবে। তারপর আমি এয়ারস্ট্রিপে চলে যাব ট্র্যান্সশিপমেন্ট তদারক করতে।'

'ধন্যবাদ, কর্নেল,' বলল ডাফ। 'আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, আমরাও আপনার সঙ্গে যাব।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' প্রায় খালি পাহাড় চূড়ার ওপর চোখ বুলালেন কর্নেল। 'আপনার বাকি সব লোকজন?'

ডাফের চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি। 'আমার ভাই হুক আর তার লোকজন আরও কিছুক্ষণ থাকবে এখানে, আলগা দু'একটা সুতোয় গিঁট দেয়ার প্রয়োজন আছে।'

কর্নেল কৌতুক করে বললেন, 'চারদিকে ডাকাতরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোন বিদেশীকে একা পেলে ছাড়বে না।'

লেফটেন্যান্ট এলমানের জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই, ফেজিয়ো এক পা দু'পা করে পাথুরে পিশাচটার দিকে এগিয়ে এলেন। চূড়ায় যতক্ষণ ধরে আছেন, এটার

আকর্ষণ তিনি এড়াতে পারছেন না। কাছে এসে হাত রাখলেন ঘাড়ে। সারাদিন রোদ লেগেছে, তারপরও পিশাচটার গা ঠাণ্ডা বরফ। যেন ছ্যাঁকা খেয়ে হাতটা ঝট করে ফিরিয়ে নিলেন তিনি। শুধু যে ঠাণ্ডা তা নয়, পিচ্ছিল আর কর্কশ লাগল স্পর্শটা। পিছিয়ে এলেন তিনি, ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে ইচ্ছে করছে। ঠিক সেই মুহূর্তে পিশাচটার সামনে, খাড়া নেমে যাওয়া পাহাড়ের কিনারায়, একটা মাথা উঁচু হলো। কুসংস্কার বা আধিভৌতিক কিছুতে তাঁর বিশ্বাস নেই, ফেজিয়ো থমকে দাঁড়ালেন যতটা না ভয় পেয়ে তারচেয়ে বেশি কৌতূহলে।

মাথাটা উঁচু হলো, তারপর কিনারায় উঠে এল গোটা একটা মানুষের শরীর। কি ঘটছে বুঝতে পারার আগেই ফেজিয়োর দিকে রাইফেল তাক করল লোকটা।

ভিকো বলল, 'একটু শব্দ করে দেখুন, সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবেন।' ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার প্রয়োজন নেই, সে জানে তার পিছু পিছু আত্মীয় ও বন্ধুরাও উঠে আসছে। তবে চূড়ার ওপর পরিস্থিতিটা হঠাৎ বিপজ্জনক হয়ে উঠল। কোত্থেকে কে জানে হঠাৎ করে একজন অফিসার ও কয়েকজন আর্মি এঞ্জিনিয়ার উদয় হয়েছে। তারা অবশ্য ডানে-বাঁয়ে কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা এক সারি বেঁটে ও সোনালি মানুষের দিকে এগোল—অন্তত ভিকোর দৃষ্টিতে ওগুলোকে সোনালি মানুষ বলেই মনে হলো।

এঞ্জিনিয়ারদের দেখেই হেলিকপ্টারের পাইলট স্টার্ট দিল এঞ্জিন। পাথুরে পিশাচের পাশে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে মাথার ওপর হাত তুললেন ফেজিয়ো। 'হাত নামান!' হিসহিস করে বলল ভিকো।

হাত নামিয়ে ফেজিয়ো জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের সিকিউরিটিকে ফাঁকি দিয়ে এখানে তুমি এলে কিভাবে? কি করছ তুমি এখানে?'

'এটা ইণ্ডিয়ানদের পবিত্র স্থান,' বলল ভিকো। 'আপনাদের লোভ জায়গাটার পবিত্রতা নষ্ট করছে।' পিশাচের পিছনে আরও কয়েকজন ইণ্ডিয়ান উঠে এসেছে, ভিকো ছাড়া আর কেউ তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। 'আমার দিকে আরও এগিয়ে আসুন।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে পিছন দিকে তাকালেন ফেজিয়ো। হেলিকপ্টারের কাছাকাছি চলে আসছে এঞ্জিনিয়াররা। হঠাৎ ঘুরে ছুটলেন তিনি। সেই সঙ্গে চিৎকার করছেন, 'হামলা হয়েছে! ইণ্ডিয়ানরা হামলা করেছে! গুলি করুন!'

লক্ষ্য স্থির না করেই গুলি করল ভিকো, হাঁটুর পিছনে বুলেট খেয়ে ছিটকে পড়লেন ফেজিয়ো. চোখ থেকে পড়ে গেল চশমাটা। ভিকোর লোকজন দেরি করেনি, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল তারা, হেলিকপ্টারের দিকে এগোচ্ছে। লেফটেন্যান্ট এলমান বোকা নয়, এক মুহূর্ত দেরি না করে মাথার ওপর হাত তুলল সে। তার লোকেরা এঞ্জিনিয়ার, কারও সঙ্গে অস্ত্র নেই। তারাও দেখাদেখি হাত তুলল।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে ডাফ বলল, 'ইণ্ডিয়ানরা আবার কোত্থেকে এল! এখানে ওরা কি করছে?'

'কারণ খোঁজার সময় নয় এটা,' বলল ফোম। 'চলো কেটে পড়া যাক।' ল্যাফ

দিয়ে কার্গো হ্যাচের ভেতর ঢুকে পড়ল সে, ডাফের শার্ট ধরে টান দিল।

'সোনার মূর্তিগুলো? ওগুলো তো এখনও তোলা হয়নি!'

'ভুলে যাও।'

ধস্তাধস্তি শুরু করল ডাফ। 'না!'

কর্নেল টুলটেক নড়তেচড়তে সময় নিলেন। চিৎকার করে বললেন, 'লেফটেন্যান্ট এলমান, আক্রমণ করো!'

এলমান অবাক। 'কি দিয়ে, স্যার? খালি হাতে?'

ইতিমধ্যে আকাশে উঠতে শুরু করেছে হেলিকপ্টার। একেবারে শেষ মুহূর্তে কর্নেল টুলটেক উপলব্ধি করলেন জান বাঁচানো ফরজ। ছুটলেন তিনি, কার্গো ডোর লক্ষ্য করে লাফ দিলেন। তাঁকে ধরার জন্যে হাত বাড়াল ফোম। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ঝাঁকি দিয়ে অনেকটা ওপরে উঠে পড়ল 'কপ্টার, নাগাল না পেয়ে বাতাসে খামচি মারলেন কর্নেল। ছুটছিলেন, ঝোঁকটা সামলাতে পারলেন না, কপ্টারের নিচ দিয়ে পাহাড়ের কিনারায় পৌঁছে গেলেন, যেন পানিতে ডাইভ দেয়ার জন্যে ছুটছেন। কপ্টারের খোলা দরজা থেকে ফোম দেখল কর্নেলের শরীরটা প্রতি মুহূর্তে আরও ছোট হয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে ঘন ঘন ডিগবাজি খেয়ে নেমে যাচ্ছে নিচে। অনেক নিচের পাথরে পড়ে স্থির হয়ে গেল সেটা।

কর্নেলের কপালে কি ঘটে গেছে দেখেনি ডাফ, উদ্বিগ্ন সুরে বলল, 'হুক এখনও ট্রেজার চেম্বারে রয়েছে।'

'চিন্তার কিছু নেই, তার সঙ্গে ডেলগাডো ছাড়াও আরও লোকজন আছে। ওদের কাছে অটোমেটিক রাইফেল রয়েছে, ইণ্ডিয়ানদের হান্টিং রাইফেল আর শটগান কোন কাজে আসবে না।'

হঠাৎ খেয়াল হতে ডাফ জানতে চাইল, 'কর্নেল আর ফেজিয়োকে দেখছি না কেন?'

'ফেজিয়ো গুলি খেয়েছেন আর কর্নেল পাহাড় থেকে নিচে পড়ে গেছেন।'

ডাফের প্রতিক্রিয়া সাইকিয়াট্রিস্টদের গবেষণার বিষয় হতে পারে। প্রথমে তাকে চিন্তিত দেখাল, তারপর সে গলা ছেড়ে হেসে উঠল, বলল, 'ওরা মরে গেলেই ভাল। ডাফ পরিবারের সম্পদ আরও খানিক বাড়বে।'

রানার সঙ্গে যে প্ল্যান করেছিল ভিকো সেটা সফল হয়েছে। পাহাড় চূড়া দখল করে নিয়েছে তারা, পবিত্র স্থান থেকে অশুভ শক্তিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে। তার দু'জন লোক বন্দী লেফটেন্যান্ট আর এঞ্জিনিয়ারদের পাহাড় থেকে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওদের সঙ্গে ফেজিয়োও আছেন, তবে ঠিকমত হাঁটতে পারছেন না। এঞ্জিনিয়ারদের কাঁধে ভর দিয়ে নামছেন তিনি।

চূড়ার ফাটলটা ধরে নিচের প্যাসেজে নামার খুব ইচ্ছে ভিকোর। রানা তাকে বলেছে, নিচে একটা নদী বইছে। এই নদীটা সে তার স্বপ্নে দেখেছে। কিন্তু বয়স্ক লোকগুলো পাহাড়ের ভেতর ঢুকতে ভয় পাচ্ছে। আর তরুণরা সোনার মূর্তিগুলো ছেড়ে নড়তে চাইছে না। আরও একটা কথা ভাবতে হচ্ছে ভিকোকে। সেটা হলো, যে-কোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে সৈনিকরা। সে তার লোকদের নির্দেশ দিল

'তোমরা সোনার মূর্তিগুলো নিচে নামাবার ব্যবস্থা করো। আমাকে পাহাড়ের ভেতর নামতে হবে। নদীটা না দেখা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।'

পাথুরে ছোট ফাটলটার ভেতর জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে লরেলি। নিজের ওপর করুণা হচ্ছে তার, আত্মবিশ্বাস বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। জানে না ক'টা বাজে এখন, মনে নেই শেষ কখন খেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের একজন আইনপ্রণেতা হিসেবে তার যে ক্ষমতা ও মর্যাদা, এখানে তার কোন মূল্য নেই। সে ভাবছে, এখন তার মৃত্যু হলেই ভাল।

রেডক্লিফের দিকে তাকাল সে। প্রায় ঘণ্টাখানেক হলো তিনি নড়ছেন না। লরেলি জানে, তাঁর ওপর দিয়ে কি গেছে। ডেলগাডো তাঁর কয়েকটা আঙুল মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে। শুধু আঙুল ভাঙেনি, পেটে আর মাথায় লাথি মেরেছে বারবার। তাড়াতাড়ি চিকিৎসা না পেলে ভদ্রলোক মারা যাবেন।

মাঝে-মধ্যে রানার কথা ভাবছে লরেলি। মুক্তি পাবার সম্ভাব্য সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে, এখন যদি শুধু জাদু বলে এখানে পৌঁছুতে পারে ও। ধন্য আশা কুহকিনী।

মনে পড়ল এর আগে রানা তাকে কতবার উদ্ধার করেছে। সোভিয়েত রাশিয়া তখন ভেঙে পড়েনি, ওদের একটা জাহাজে বন্দী ছিল সে। একটা হেলিকপ্টার নিয়ে আসে রানা, রুশ এজেন্টের ছদ্মবেশে। বিশজন রাশিয়ানকে একা কাবু করে সেবার তার প্রাণ রক্ষা করেছিল ও। দ্বিতীয়বার এক জাপানী ফ্যানাটিকের হাত থেকে তাকে বাঁচিয়েছিল।

লরেলি ভাবল, হাল ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। তবে এ-কথাও ঠিক যে এ-যাত্রা রানা এসে তাদেরকে উদ্ধার করবে না। সাগরে গ্রেনেড ফাটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে ওকে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, ডেলগাডোর এক লোক এসে ফাটল থেকে বেরিয়ে আসতে বলল ওদেরকে। বার কয়েক ধাক্কা দিয়ে রেডক্লিফের ঘুম ভাঙাল লরেলি। 'ওরা আমাদেরকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে চাইছে।'

নদীর ধারে স্ফটিকের ঝুরি নেমে এসেছে সিলিং থেকে, লরেলির গায়ে ভর দিয়ে সেদিকে হেঁটে এলেন রেডক্লিফ। দলের চারজন লোকের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করছে ডেলগাডো। আরেকজন লোককে চিনতে পারল লরেলি, ফেরিবোটে দেখেছিল—মারফি হুক। ল্যাটিন আমেরিকানরা শান্ত ও হাসিখুশি, তবে হুক দরদর করে ঘামছে, চেহারায় উত্তেজনা।

ওদের এক-চোখা গার্ড পিছন থেকে অটোমেটিক রাইফেলের মাজল দিয়ে গুঁতো মারল। তারপর ওদের দিকে এগিয়ে এল ডেলগাডো। লরেলির চিবুকে হাত বুলাল সে। 'আমেরিকান মেয়ে আমার খুব পছন্দ,' বলল সে। 'তুমি আমাদের আনন্দ দেয়ার জন্যে তৈরি তো?'

'বাদ দাও এ-সব,' বলল হুক। 'এখানে শুধু শুধু সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।'

'আগেই তো কথা হয়েছে. আমার সাধ আমি মেটাব,' প্রতিবাদ করল

ডেলগাডো।

লরেলি ভাবল, সর্বনাশ! ভয়ে কেঁপে উঠল সে। বলল, 'মেরে ফেলার ইচ্ছে থাকলে মেরে ফেলুন, দেরি করছেন কেন?'

'তোমার আশা পূরণ করা হবে, শিগগির।' হেসে উঠল ডেলগাডো। 'তবে তার আগে তোমাকে নিয়ে আমরা একটু ফুর্তি করব। আমার লোকেরা যদি তোমার ওপর খুশি হয়, তাহলে হয়তো অনুরোধ করবে তোমাকে যেন আমি খুন না করি। আমি তাদের অনুরোধ রক্ষাও করতে পারি। কাজেই, তোমার চেষ্টা করা উচিত ওদেরকে খুশি করা।'

'এর কোন মানে হয় না!' বিরক্তি প্রকাশ করল হুক।

'ভেবে দেখুন, মি. হুক। আমার লোকরা কি খাটনিটাই না খাটল। আপনি বলতে চান, ওদের ফুর্তি করার অধিকার নেই?'

'তোমরা খেটেছ, তার বিনিময়ে পারিশ্রমিকও পেয়েছ,' বলল হুক। 'ফুর্তি করার ইচ্ছে হলে অন্য কোথাও গিয়ে করো, এখানে কেন?'

'পারিশ্রমিক দিয়েছেন, ঠিক, কিন্তু বোনাস তো দেননি!' আবার হেসে উঠল ডেলগাডো। 'এই সুন্দরী মেয়েটা আমার লোকদের জন্যে বোনাস। এখন যদি কেউ বোনাস পেতে বাধা দেয়, ওদেরকে সামলে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে।'

পেরুভিয়ান খুনীর পাঁচ সঙ্গীর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল হুক। 'মেয়েছেলের ওপর আমার কোন লোভ নেই,' বলল সে। 'ওকে নিয়ে যা খুশি করতে পারো তোমরা। তবে মনে রেখো, হাতে আরও কাজ আছে, আমি আমার ভাইদের অপেক্ষা করিয়ে রাখতে চাই না।'

লরেলির ইচ্ছে হলো লাফ দিয়ে নদীতে পড়ে। হুককে সে বলল, 'আপনি ওদের দলের নন। আপনি জানেন আমি কে, কিসের প্রতিনিধিত্ব করি। এ-ধরনের একটা নোংরা ব্যাপার কিভাবে আপনি ঘটতে দেন?'

'বর্বর নিষ্ঠুরতা জীবনেরই অংশ,' নির্লিপ্ত সুরে জবাব দিল হুক।

'আপনি তাহলে নীরব দর্শক হয়ে থাকবেন?'

হাসল হুক। 'বোধহয় উপভোগও করব।'

ডেলগাডো বলল, 'যে-সব মেয়ে নীতিবাক্য আওড়ায় তাদেরকে নতি স্বীকার করাতে ভাল লাগে আমার।' সে তার একজন লোকের দিকে তাকাল। 'তুমি প্রথমে, জুলিয়ান। দেখা যাক খেল কেমন জমে।'

বাকি সবার চেহারায় হতাশার ছায়া পড়ল। ভাগ্যবান জুলিয়ান বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে সামনে এগোল। লরেলির একটা হাত ধরে টান দিল সে

ছোটখাট রেডক্লিফ, আহত ও অসুস্থ, হঠাৎ খেপা ষাঁড়ের মত মাথা নিচু করে ছুটে এলেন। জুলিয়ানের পেটে মাথা দিয়ে গুঁতো মারলেন তিনি। হামলাটাকে কি বলা যায়, যেন দুর্গের ফটকে ঝাঁটা দিয়ে বাড়ি মারা হলো। শুধু হাত ঝাপটা দিল প্রকাণ্ডদেহী-জুলিয়ান, খাদের মেঝেতে ছিটকে পড়লেন রেডক্লিফ।

'শালাকে নদীতে ফেলে দাও!' হুকুম দিল ডেলগাডো।

'না!' আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল লরেলির গলা চিরে। 'ফর গড'স সেক, ওঁকে

মারবেন না!'

ডেলগাডোর এক লোক রেডক্লিফের হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নদীর দিকে।

'তুমি হয়তো ভুল করছ,' বলল হুক।

চোখে রাগ, ডেলগাডো জানতে চাইল, 'মানে?'

'নদীটা সম্ভবত গালফে গিয়ে পড়েছে। লাশটা সনাক্ত করা হবে।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল ডেলগাডো, তারপর হেসে উঠল। 'পাতালের একটা নদী লাশগুলোকে সী অভ কোর্টেজ-এ পৌঁছে দেবে। আইডিয়াটা দারুণ লাগছে আমার। আমেরিকান ইনভেস্টিগেটররা ধারণাই করতে পারবে না যে যেখানে লাশগুলো পাওয়া গেছে সেখান থেকে একশো কিলোমিটার দূরে খুন করা হয়েছে ওদের।' লোকটাকে সে বলল, 'একটু দূরে ফেলো, স্রোতটা যেন ঠিকমত পায়।'

'না, প্লীজ!' লরেলির গলায় করুণ আবেদন। 'ওঁকে মারবেন না, আমি আপনাদের সব কথা শুনব।'

'এমনিতেও আমাদের সমস্ত সাধ তোমাকে পূরণ করতে হবে,' বলল ডেলগাডো।

সে থামতেই ঝপাৎ করে শব্দ হলো, নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছে রেডক্লিফকে। কালো পানিতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি।

লরেলির দিকে তাকাল ডেলগাডো, তারপর জুলিয়ানের দিকে। 'তোমাদের খেলা এবার শুরু হোক।'

তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল, কোণঠাসা বিড়ালের মত মরিয়া হয়ে হাতের বাঁকা আঙুলগুলো জুলিয়ানের চোখের ভেতর সেঁধিয়ে দিল লরেলি। চোখের ভেতর আঙুল নয়, প্রথমে ঢুকল লম্বা ও ধারাল নখগুলো। আর্তনাদ করে উঠল জুলিয়ান, লরেলিকে ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে চোখ ঢেকে বসে পড়ল সে, আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়াতে শুরু করেছে।

এগিয়ে এসে লরেলির গালে চড় মারল ডেলগাডো। টলতে টলতে পিছিয়ে এল লরেলি, তবে পড়ে গেল না। 'এই একই শাস্তি তোমাকেও দেয়া হবে,' হিসহিস করে বলল সে। 'আমার লোকেরা ফুর্তি করার পর তোমার চোখও বের করে নেবে।'

জবাব দিল না লরেলি, সবেগে লাথি মারল ডেলগাডোকে। কিন্তু লাগল না, এক পাশে সরে গিয়ে খপ করে লরেলির একটা হাত ধরে ফেলল সে। নিজের দিকে টানল তাকে, চুমো খাবার চেষ্টা করল। লরেলি তার মুখে একগাদা থুথু ছুঁড়ে মারল।

প্রচণ্ড রাগে লরেলির পেটে ঘুসি মারল ডেলগাডো।

দু'হাতে পেট খামচে ধরে গোঙাতে শুরু করল লরেলি।

'জুলিয়ান যখন পারছে না, এবার তোমরা হাত লাগাও,' নিজের লোকদের বলল ডেলগাডো। 'সবাই একসঙ্গে ছিঁড়ে খাও ওকে, আমি কিছু বলব না।'

চারজন লোক এগিয়ে এসে ধরে ফেলল লরেলিকে। পাথরের মেঝেতে শোয়ানো হলো তাকে, চেপে ধরে থাকল সবাই। ব্যথায় ও আতঙ্কে চিৎকার করছে

লরেলি। তার পরনের ছেঁড়া কাপড়গুলো টান দিয়ে খুলে নেয়া হলো। আর্মি এঞ্জিনিয়ারদের রেখে যাওয়া ল্যাম্পের আলোয় তার মাখনের মত নগ্ন চামড়া দেখে জানোয়ারগুলোর উন্মাদনা আরও বেড়ে গেল।

ডেলগাডোর এক লোক কাপড় খুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল লরেলির গায়ের ওপর। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ডেলগাডোর বাকি লোকগুলো লরেলিকে ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। নদীর দিকে মুখ করে বসেছিল তারা, দাঁড়াবার পর পিছাতে শুরু করল। অবাক বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে সবাই।

নদীর কালো পানি থেকে ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিল যেন এক দেবতা, আকৃতি দেখে মানুষ বলে মনে হলেও সে যেন এ দুনিয়ার কোন প্রাণী নয়। তার শরীর থেকে শ্যাওলা আর জলীয় উদ্ভিদ ঝুলছে, মাথায় চকচকে হেলমেট, ডান হাতের ভাঁজে আটকানো রয়েছে রেডক্লিফের অসাড় শরীর।

হুকের চেহারা এত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে যেন সাদা প্লাস্টার দিয়ে মোড়া, কপাল থেকে ঘাম ঝরছে। চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি, এক চুল নড়তে পারছে না। আর ডেলগাডো ভূত দেখার মত চমকে উঠল, কথা বলতে চেষ্টা করলেও গলা থেকে বেসুরো ও অস্পষ্ট আওয়াজ বেরুল শুধু। 'ভূ-! ভূত!'

ভূতটা ধীরে ধীরে নদীর তীরে নামাল রেডক্লিফকে। এক হাতে হেলমেট খুলল সে। অপর হাতটা ওয়েট সুটের ভেতর ঢুকে গেছে। তার কালো চোখ দেখা যাচ্ছে, কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লরেলির নগ্ন শরীরের দিকে। কৃত্রিম আলোয় চোখগুলো দু'টুকরো আগুনের মত জ্বলছে।

একজন লোক এখনও হুমড়ি খেয়ে রয়েছে লরেলির ওপর, রানার হাতের কোল্ট একবার মাত্র গর্জে উঠল। আরেক লোক এক পাশে সরিয়ে রাখা অটোমেটিক রাইফেলগুলোর দিকে এগোতে যাচ্ছে দেখে দ্বিতীয়বার ট্রিগার টানল ও। কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানে বিস্ফোরিত হলো দুটো মাথা।

বাকি সবাই লরেলির কাছ থেকে ছিটকে সরে গেল, সে যেন হঠাৎ প্লেগে আক্রান্ত হয়েছে। এক কোণে গোঙাচ্ছে জুলিয়ান, দু'হাত দিয়ে চোখ দুটো ঢেকে রেখেছে এখনও।

লরেলির গলায় এখন আর কোন চিৎকার নেই। চোখে পলকও পড়ছে না। তার ধারণা দৃষ্টিবিভ্রমের শিকার সে

বিস্ময় ও অবিশ্বাসের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠল ডেলগাডো। 'তুমি!' এখনও তার গলা থেকে আওয়াজ বেরুতে চাইছে না।

'আমাকে দেখে খুব অবাক হয়েছ মনে হচ্ছে,' মৃদু গলায় বলল রানা। 'মি. হুকও দেখছি হাঁ করে আছেন।'

'তুমি মারা গেছ। আমি তোমাকে খুন করেছি।'

'কাজে খুঁত থাকলে ফলাফলেও খুঁত থাকে।' কোল্টের মাজল একদিক থেকে আরেক দিকে ঘোরাচ্ছে রানা। লরেলিকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার আঘাত কি সিরিয়াস?'

'রানা⋯তুমি রানা?'

অতি কষ্টে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা, প্রচণ্ড ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়তে চাইছে শরীর। 'দেরি হয়ে গেল বলে দুঃখিত। তুমি কি সুস্থ, প্যাসেজ ধরে যেতে পারবে?'

গায়ের ওপর থেকে লাশটা সরিয়ে ধীরে ধীরে দাঁড়াল লরেলি। 'হ্যাঁ, পারব।' একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে আছে, খেয়াল নেই সম্পূর্ণ নগ্ন সে। হাত তুলে রেডক্লিফকে দেখাল। 'ওঁর অবস্থা খুব খারাপ, রানা।'

'এইমাত্র হুক বললেন স্বেচ্ছাসেবক হবেন তিনি, মি. রেডক্লিফকে কাঁধে করে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে দেবেন। হুক, আপনার শার্টটা লরেলিকে দিন।' কোল্টটা নাড়ল রানা।

হুক জানে যে-কোন মুহূর্তে গুলি খেতে পারে সে। দ্রুত ভাবছে নিজেকে কিভাবে বাঁচানো যায়। পাথুরে মেঝেতে ঢলে পড়ল, যেন বিস্ময়ের আঘাতে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার ডান হাতটা হাঁটুর ওপর স্থির হয়ে থাকল, পয়েন্ট থারটি এইট ক্যালিবার ডেরিঞ্জার থেকে মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার দূরে। অস্ত্রটা তার বুটের ভেতর স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো রয়েছে। 'এখানে আপনি পৌঁছুলেন কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল সে, সময় পেতে চাইছেন।

'একটা আণ্ডারওয়াটার বোটে চড়ে এসেছি আমরা।'

'আমরা?'

'দলের বাকি সবাই এখুনি পানির তলা থেকে উঠে আসবে,' বলল রানা, ধোঁকা দিচ্ছে।

হঠাৎ তার দু'জন অক্ষত লোকের দিকে ফিরে চিৎকার করল ডেলগাডো, 'লাফ দাও, কাবু করো!'

লরেলিকে রেপ করার জন্যে যে যার রাইফেল একপাশে সরিয়ে রেখেছে, খালি হাতে রানার দিকে এগোতে সাহস পেল না কেউ।

'কুত্তার বাচ্চারা!' দাঁতে দাঁত পিষল ডেলগাডো।

'তোমার স্বভাব দেখছি এখনও বদলায়নি,' বলল রানা। 'নিজের নোংরা কাজ অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিতে চাও। আমার উচিত ছিল পেরুতেই তোমাকে মেরে ফেলা।'

'আপনি কি আমাদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে চান?' অভিযোগের সুরে জিজ্ঞেস করল হুক।

'আপনি অন্তত সুবিচার আশা করতে পারেন না,' বলল রানা। 'নাকি ভুলে গেছেন ড. গ্যারি রুবিনকে খুন করেছেন?'

'খুনের বদলে খুন? কিন্তু আমাকে মেরে ফেললেও আমাদের পারিবারিক ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে না।'

'আপনি শোনেননি,' ক্লান্ত হাসি রানার ঠোঁটে। 'ডাফ ইন্টারন্যাশনাল নর্দমায় ভেসে গেছে। ফেডারেল এজেন্টরা আপনাদের গলভেস্টন ফ্যাসিলিটিতে হানা দিয়েছে। ওখানে যে ছবি আর আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া গেছে তা দিয়ে অন্তত একশোটা মিউজিয়াম ভরা যাবে!'

'অসম··· মিথ্যে কথা!'

'এফবিআই ও কাস্টমস অফিসাররা কেন আমাকে মিথ্যে তথ্য দেবেন? আপনাকে আরও জানাতে পারি, হুয়াসকারের গুপ্তধন যুক্তরাষ্ট্রে পাচার করার সময় ওঁরা আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন।'

টুইন-ব্যারেলড অস্ত্রটা থেকে হুকের হাত এখন মাত্র এক ইঞ্চি দূরে। 'ঠকতে হবে ওদের,' বলল সে। 'হুয়াসকারের গুপ্তধন যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছে না।'

'কিছু আসে যায় না,' ম্লান সুরে বলল রানা। 'ভোগ করার জন্যে আপনি থাকবেন না।'

এক পায়ের হাঁটু দিয়ে অপর পা আড়াল করে রেখেছে হুক। বুটের ভেতর থেকে ছোট্ট অস্ত্রটা বের করে আনছে। রানা যে দুর্বল ও ক্লান্ত, বুঝতে পারছে। তবে এ-ও জানে যে লক্ষ্যস্থির করে গুলি করতে হবে তাকে। একবার ব্যর্থ হলে দ্বিতীয়বার তাকে সুযোগ দেবে না রানা। 'থাকবেন না আপনি। মেক্সিকান মিলিটারি, যারা আমাদেরকে এখানে সাহায্য করছে, গুলির শব্দ অবশ্যই তাদের কানে গেছে। যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে ওরা…।'

'এতক্ষণে এসে পড়ত,' বলল রানা। 'বোধহয় ঘুমাচ্ছে।'

হুক স্বাভাবিক আলোচনার সুরে বলল, 'আমরা সবাই যদি একযোগে আক্রমণ করি ওঁকে, তাহলে কি হবে?'

হুকের কথা শেষ হওয়ামাত্র রানার দিকে লাফ দিল ডেলগাডো। তার কাছে জীবন ও মৃত্যু দুইই সমান। পুরুষত্বহীন জীবন থাকলেই কি আর না থাকলেই কি। তার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল, রানার অস্ত্র ধরা হাতটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল সে। তৈরিই ছিল রানা, গুলিটা সরাসরি ডেলগাডোর বুকে লাগল। অন্য কোন লোক হলে বুলেটের এই ধাক্কা খেয়ে স্থির হয়ে যেত, কিন্তু ডেলগাডো ছুটে আসছে। হুস করে একটা শব্দ হলো, ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে আসছে। ছুটে এসে রানার গায়ে ধাক্কা খেলো সে, নদীর দিকে পিছিয়ে গেল রানা।

ভাঙা পাঁজরে ব্যথা পেয়ে যন্ত্রণায় কাতরে উঠল ও। ডেলগাডো ওর অস্ত্র ধরা হাতটা ছাড়ছে না, ধস্তাধস্তি শুরু করল রানা। কনুই দিয়ে উরুসন্ধিতে গুঁতো মারল ও, চোখের কোণ দিয়ে দেখল ডেলগাডোর দু'জন লোক অটোমেটিক রাইফেলের দিকে এগোচ্ছে।

উরুসন্ধিতে গুঁতো খেয়ে রানার হাতটা ছেড়ে দিল ডেলগাডো। কনুই দিয়ে ঠেলে তাকে সরিয়ে দিল রানা, গুলি করল লক্ষ্য স্থির না করেই। রাইফেল নিয়ে সিধে হচ্ছিল এক লোক, তার মাথার পিছনে ঢুকল বুলেটটা। দ্বিতীয় লোকটা রাইফেল ছেড়ে দিয়ে ঘুরল, ইতিমধ্যে আবার ট্রিগার টেনে দিয়েছে রানা। বুক চেপে ধরে পড়ে গেল সে। রানা শুনতে পেল লরেলির গলা থেকে আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসছে, যেন ওকে সাবধান করতে চাইছে। হুকের দিকে তাকাল রানা, যদিও দেরি হয়ে গেছে। হুকের হাতের অস্ত্রটা দেখতে পেলেও ক্লান্ত শরীরে একটা জড়তা এসে গেছে। কোল্টটা তার দিকে ঘোরাল রানা, তবে গুলি করল হুকই আগে। গুলির শব্দ শোনার আগে বাঁ কাঁধে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা অনুভব করল ও।

ছিটকে পানিতে পড়ে গেল রানা। তারপর দুঃস্বপ্নের মত দেখল ক্রল করে ওর দিকে এগিয়ে আসছে ডেলগাডো। স্রোতের মধ্যে পড়ে তীর থেকে দূরে সরে

যাচ্ছে ও, হাত বাড়িয়ে ওর নাগাল পাবার চেষ্টা করছে ডেলগাডো।

নদীর কিনারায় এসে দাঁড়াল হুক। পানিতে ধস্তাধস্তি করছে রানা ও ডেলগাডো, গুলি করতে পারছে না। দুই হাতে কোমর জড়িয়ে ধরে পানির তলায় রানাকে নামাতে চেষ্টা করছে ডেলগাডো। ঠোঁটের কোণে হিংস্র হাসি, রানার মাথায় লক্ষ্য স্থির করল হুক। 'বিদায়, মি. রানা।'

একজোড়া শুঁড়ের মত দুটো বাহু জড়িয়ে ধরল হুকের পা। আঁতকে উঠে চোখ নামাল সে। দেখল, পানি থেকে উঁচু হচ্ছে একটা মাথা।

হুকের পা ধরে হ্যাঁচকা টান দিল শামিম। ওর মুখের সামনে বসে পড়ল হুক। বসে পড়লেও, শামিমের মাথা লক্ষ্য করে পা ছুঁড়ল সে। শামিমের আড়ষ্ট নড়াচড়া দেখে বুঝে ফেলেছে, সে আহত।

হাত-পা ছুঁড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল হুক। তার হাতে এখনও অস্ত্রটা রয়েছে, তবে গুলি আছে মাত্র একটা। রানা ও ডেলগাডোর দিকে আরেকবার তাকাল সে, পানিতে এখনও ওরা মরণপণ লড়াই করছে। স্রোতের মধ্যে পড়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে দু'জনেই। মৃদু হেসে শামিমের দিকে তাকাল আবার। পানির ওপর শুধু তার মাথাটা ভেসে আছে। দু'চোখের মাঝখানে লক্ষ্য স্থির করল সে। 'আপনাকে রক্ষা করতে পারে এমন কেউ আছে?'

জবাবে লাফ দিয়ে তার পিঠে পড়ল লরেলি, হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল মোটা গলাটা। গলা থেকে হাত দুটো অনায়াসে ছাড়িয়ে নিল হুক, ওগুলো যেন সরু পাটখড়ি, তারপর ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল তাকে।

অটোমেটিক রাইফেলগুলোর ওপর পড়ল লরেলি। সিধে হবার সময় তুলে নিল একটা, ঘুরেই ট্রিগার টেনে দিল। কিন্তু গুলি বেরুল না। তার জানা নেই, গুলি করার আগে সেফটি ক্যাচ অফ করতে হয়। হুককে এগিয়ে আসতে দেখে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল সে। হাতের ডেরিঙ্গার দিয়ে তার মাথায় বাড়ি মারল হুক।

হঠাৎ ঝট করে ঘুরলেন তিনি। জ্ঞান ফিরে পেয়ে ছোট একটা নুড়ি পাথর ছুঁড়েছেন রেডক্লিফ, হুকের কোমরে লেগেছে সেটা, তবে সে কোন ব্যথা পায়নি। রেডক্লিফ এত দুর্বল যে দাঁড়াতে পারছেন না, নদীর কিনারায় শুয়ে হাঁপাচ্ছেন। আপনমনে মাথা নাড়ল হুক, যেন এতগুলো লোককে মেরে ফেলতে হবে ভেবে দুঃখবোধ করছে। আবার শামিমের দিকে ফিরল সে, কপালে লক্ষ্য স্থির করল।

দুটো পা-ই ভেঙে গেছে, মৃত্যু আর মাত্র এক সেকেণ্ড দূরে, তারপরও হুকের দিকে মুখ তুলে ভেঙচাল শামিম, 'মর শালা!'

খাদের ভেতর গুলির শব্দটা কামান দাগার মত শোনাল, একই সঙ্গে তাজা মাংসের ভেতর সীসা বিস্ফোরিত হবার আওয়াজ ঢুকল ওদের কানে। হুক হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে বিস্ময় ফুটে উঠল শামিমের চোখে। তারপর দু'পা সামনে বাড়াল হুক, ঝপাৎ করে পড়ে গেল পানিতে।

শামিম বিশ্বাস করতে পারছে না এখনও বেঁচে আছে সে। বেঁটে-খাটো ইণ্ডিয়ান লোকটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। 'কে ভাই আপনি?' লোকটার হাতে একটা উইনচেস্টার রাইফেল, অন্ধকার থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে আলোয়।

'বিল ভিকো। আমার বন্ধুকে সাহায্য করতে এসেছি।'

মাথার ক্ষতটায় হাত চেপে লরেলি বলল, 'বন্ধু?'

'তাঁর নাম মাসুদ রানা।'

নামটা শোনামাত্র লাফ দিয়ে সিধে হলো লরেলি, ছুটে নদীর কিনারায় চলে এল। 'কোথায় সে! তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না!'

রানার নাম ধরে বার কয়েক ডাকল শামিম। তারপর নদীর তীরে মাথা ঠুকল। 'ওহ্ খোদা, না!'

অনেক কষ্টে সিধে হয়ে বসলেন রেডক্লিফ, কালো পানির দিকে তাকিয়ে আছেন। 'ভাল করে তাকান, উনি হয়তো সাঁতার কেটে ফিরে আসছেন।'

ফুঁপিয়ে উঠল লরেলি। 'এ রানার অন্যায়। আমাদেরকে বাঁচিয়ে এভাবে মরে যাওয়া উচিত নয় ওর!' বসে পড়ল সে, সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে।

তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ভিকো। তার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিল। 'কেউ যখন কোন সাহায্যে আসে না, ঈশ্বর তখন মুখ তুলে তাকান।'

'রানা আহত—ওর কব্জি ভেঙে গেছে, পাঁজরের হাড় ভেঙে গেছে, কাঁধে গুলি খেয়েছে,' বিড়বিড় করছে শামিম। 'কি করে বাঁচবে ও!'

আট

একার চেষ্টায় যতটা সম্ভব সবাইকে আরামে শুইয়ে বসিয়ে রেখে চূড়ায় ফিরে এল ভিকো। তার মুখে সব কথা শুনে বাকি ইণ্ডিয়ানরা এবার পাহাড়ের নিচে নামতে আপত্তি করল না। আর্মি এঞ্জিনিয়াররা যে-সব জিনিস রেখে গেছে সেগুলোর সাহায্যে দুটো স্ট্রেচার তৈরি করা হলো, শামিম আর রেডক্লিফকে বয়ে আনার জন্যে। বয়স্ক এক ইণ্ডিয়ান গায়ের চাদর খুলে দান করল লরেলিকে। জানাল, জিনিসটা তার স্ত্রীর নিজের হাতে বোনা।

নুমার চুরি করা হেলিকপ্টারটা ফেলে গেছে ডাফরা। কো-পাইলটের সীটে বসল লরেলি, শামিমকে ধরাধরি করে বসিয়ে দেয়া হলো পাইলটের সীটে। ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে তার চেহারা, লরেলিকে সে বলল, 'দু'জন মিলে চালাতে হবে এটাকে। পেডাল অপারেট করবে তুমি, টেইলস রোটর কন্ট্রোল করে ওটা।'

'পারব কিনা জানি না,' বলল লরেলি। 'চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

হেলিকপ্টারের রেডিওর সাহায্যে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে যোগাযোগ করল ওরা, এই মুহূর্তে কাস্টমস সার্ভিস হেডকোয়ার্টারে রয়েছেন তিনি, রিচার্ড বেনিঙের অফিসে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। রওনা হবার আগে লরেলি ও শামিম ওদের সবার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ভিকোকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিল।

ডেলগাডো ওকে টেনে পানির তলায় নামাতেই ভাঙাচোরা শরীরের চারপাশে স্রোতের চোয়াল অনুভব করল রানা, সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করল ট্রেজার চেম্বারে ওর আর ফিরে যাওয়া হবে না। একসঙ্গে দুটো ফাঁদে ধরা পড়ে গেছে ও—একজন

খুনী ওকে ধরে ঝুলে আছে, আর একটা নদী টেনে নিয়ে চলেছে নরকের দিকে।

রানা আহত না হলে ডেলগাডো ওর সঙ্গে পারত না, কারণ পানির তলায় রানার যে অভিজ্ঞতা ডেলগাডোর তা নেই। পানির তলায় মাথাটা নেমে যাবার আগে বুক ভরে বাতাস নিয়েছে ও, অক্ষত হাতটা বুকের ওপর ভাঁজ করে রেখেছে ভাঙা হাড়গুলোকে আড়াল করার জন্যে, ঢিল করে দিয়েছে শরীর, কারণ জানে ধস্তাধস্তি করলে অবশিষ্ট যে-টুকু শক্তি আছে তা-ও ব্যয় হয়ে যাবে।

কোল্টটা এখনও ধরে রেখেছে ও, যদিও পানির তলায় গুলি করলে সম্ভবত ওর হাতের সবগুলো হাড় ফেটে যাবে। অনুভব করল কোমর জড়িয়ে থাকা ডেলগাডোর আলিঙ্গন ওর নিতম্বে নেমে যাচ্ছে। খুনীটার পেশী লোহার মত শক্ত। স্রোতের মধ্যে পড়ে ডিগবাজি খাচ্ছে ওরা, তীরবেগে ভেসে চলেছে, অথচ এখনও অস্ত্রটা কেড়ে নেয়ার জন্যে বারবার ছোঁ মারছে ডেলগাডো।

দু'জনের কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। রানার মনে হলো ঘন কালির ভেতর ডুবে আছে সে।

পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড ডেলগাডোকে বাঁচিয়ে রাখল তার আক্রোশ। তার মাথায় ঢুকল না যে দু'ভাবে ডুবছে সে–গুলিতে ফুটো হওয়া ফুসফুস রক্তে ভরে যাচ্ছে, একই সঙ্গে বাতাসের বদলে পানি টানছে সে। নদীর পরবর্তী বাঁক ঘোরার সময় পায়ের তলায় যখন পাথর ঠেকল, তার অবশিষ্ট শক্তি প্রায় শেষ হয়ে গেছে। রক্ত আর পানি বমি করল সে, পাথরের ওপর পা ফেলে ঢুকে পড়ল ছোট একটা খোলা গ্যালারিতে, চোখে দেখতে না পেলেও শেষবারের মত চেষ্টা করল রানার গলা ধরতে।

পারল না। পানি থেকে উঠে আসতেই দম ফুরিয়ে গেছে তার। এতক্ষণে সে টের পেল, বুকের ফুটোটা থেকেও হড়হড় করে রক্ত বেরুচ্ছে। তাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল রানা, আবার স্রোতের মধ্যে পড়ে ভেসে গেল সে।

শরীরের ব্যথাগুলো হঠাৎ এমনভাবে ফিরে এল, যেন কেউ রানার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আগুনটা ভাঙা পাঁজর থেকে কাঁধের বুলেটের ক্ষত, সেখান থেকে ভাঙা কব্জিতে ছড়িয়ে পড়ছে। ক্লান্তিতে অসাড় লাগায় খানিকটা রেহাই পাচ্ছে ও। নদীর শুকনো তীরে ওঠার জন্যে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল কিছু দূর। নরম বালি পেয়ে শুয়ে পড়ল। তারপরই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

'হুককে ফেলে যেতে আমার মন সায় দিচ্ছে না,' ফোম বলল, মরুভূমির ওপর দক্ষিণ-পশ্চিমের আকাশে চোখ বুলাচ্ছে।

'ভুলে যাচ্ছ কেন আমাদেরই ভাই সে, বহুবার এরচেয়ে কঠিন পরিস্থিতি থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসেছে,' বলল ডাফ। 'কয়েকজন আনাড়ি ইণ্ডিয়ান ডেলগাডোর ভাড়াটে খুনীগুলোর সামনে দাঁড়াতেই পারবে না।'

'আমি আশা করেছিলাম আরও অনেক আগে বেরিয়ে আসবে হুক।'

'সে হয়তো সরাসরি মরক্কোয় দেখা করবে আমাদের সঙ্গে।'

অলটার মরুভূমির অসংখ্য বালিয়াড়ির মাঝখানে সরু একটা এয়ারস্ট্রিপের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। বছরে মাত্র দু'একবার মেক্সিকান এয়ার ফোর্স

পাইলটরা ট্রেনিঙের কাজে ব্যবহার করে এয়ারস্ট্রিপটা। ওদের পিছনে প্রকাণ্ড একটা সেভেন-ফোর-সেভেন/ফোর-জিরো-জিরো জেটলাইনার দাঁড়িয়ে রয়েছে, টেক-অফ করার জন্যে তৈরি, গায়ে মেক্সিকান ন্যাশনাল এয়ার ক্যারিয়ারের প্রতীক চিহ্ন আঁকা।

স্টারবোর্ড উইং-এর ছায়ায় সরে এসে আর্টিফ্যাক্টের তালিকাটা পরীক্ষা করল ডাফ। এই তালিকা প্রফেসর ফোর্ট আর মিসেস ফোর্ট তৈরি করেছে। মেক্সিকান আর্মি এঞ্জিনিয়াররা লোড করার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে। সোনার একটা বাঁদরের দিকে হাত তুলল ডাফ। বড় একটা ফর্কলিফটের সাহায্যে কার্গো হ্যাচে তোলা হচ্ছে। জমিন থেকে প্রায় তেইশ ফুট উঁচু সেটা। 'এটাই শেষ।'

এয়ারস্ট্রিপের চারদিকে চোখ বুলিয়ে ফোম বলল, 'ট্রেজার এক জায়গায় জড়ো করে সব আবার প্লেনে তোলা, ভেবেছিলাম কত কি-ই না ঘটতে পারে। এখন দেখছি এই জায়গাটা আদর্শ। চারদিকে বোধহয় এক দেড়শো মাইলের মধ্যে কোন বসতি নেই।'

'আমরা পরলোকগত কর্নেল টুলটেককে ধন্যবাদ দিতে পারি, এই জায়গার কথা তিনিই বলেছিলেন।'

'কর্নেলের অকালমৃত্যুতে তাঁর লোকজন কোন সমস্যা সৃষ্টি করেনি তো?'

হেসে উঠল ডাফ। 'প্রত্যেকের হাতে একটা করে সোনার বার ধরিয়ে দিয়েছি না! একেকটার ওজন একশো আউন্স।'

'দেখা যাচ্ছে উদারহস্তে দান করেছ।'

'এত ধন-সম্পদের ওপর বসে থাকলে উদার না হয়ে উপায় কি।'

'দুঃখের কথা, সিনর ফেজিয়ো তাঁর ভাগ ভোগ করতে পারলেন না।'

'হ্যাঁ, সেরো এল ক্যাপিরোট থেকে আসার সময় সারাটা পথ কেঁদেছি আমি।'

এগিয়ে এসে স্যালুট করল ডাফের পাইলট। 'আমরা রেডি, স্যার। সন্ধের আগেই টেক-অফ করা ভাল বলে মনে করছি।'

'সমস্ত কার্গো শক্ত করে বাঁধা হয়েছে তো?' জিজ্ঞেস করল ডাফ।

মাথা ঝাঁকাল পাইলট। 'জ্বী, স্যার। সব বাঁধা হয়েছে।'

'মরক্কোর নাডোর-এ পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে আমাদের?' জানতে চাইল ফোম।

'আমাদের ফ্লাইট প্ল্যান অনুসারে দশ ঘণ্টা পঞ্চান্ন মিনিট,' বলল পাইলট। 'তবে লোড খুব বেশি হওয়ায়, আর অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হবে বলে, আরও এক-দেড় ঘণ্টা বেশি লাগতে পারে।'

'হ্যাঁ, যতটা প্রয়োজন ঘুরে যাবে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত ছোঁয়া যাবে না,' বলল ডাফ। 'তারমানে কাল দুপুরের দিকে মরক্কোয় পৌঁছুব আমরা।'

'জ্বী, স্যাব,' বলে প্লেনে ফিরে গেল পাইলট।

ওরা দুই ভাইও সিঁড়ির দিকে এগোল। প্লেনে ওঠার পরও ফোম চিন্তিত সুরে বলল, 'আমাদের বোধহয় আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত ছিল।'

'পরিস্থিতি যদি খারাপ হত, রওনা হতে ইতস্তত করত না হুর্ক,' বলল ডাফ।

'অপেক্ষা করলে বড় বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়। দুশ্চিন্তা বাদ দাও তো। হুক একজন সারভাইভার।'

কয়েক মিনিট হলো আকাশে উঠে এসেছে প্লেন। আপার ডেকের ছোট প্যাসেঞ্জার কমপার্টমেন্টে বসে রয়েছে ডাফ ও ফোম, ককপিটের ঠিক পিছনে। দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে সী অভ কোর্টেজ, জানালা দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থেকে ফোম বলল, 'ভাবছি ফোর্ট দম্পতির কপালে কি ঘটল। ট্রেজারের শেষ অংশটুকু একটা স্লেজে তোলা হচ্ছে, তখনই শেষবার ওদেরকে আমি খাদের ভেতর দেখি।'

'মিস লরেলি আর মি. রেডক্লিফের সঙ্গে ওদেরও একটা ব্যবস্থা করবে হুক, আমি জানি,' বলল ডাফ। হাতে ট্রে নিয়ে তার পাশে সুন্দরী এক তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। ট্রে থেকে ওয়াইনের একটা গ্লাস তুলে নিয়ে চুমুক দিল সে।

'জানি শুনতে কেমন লাগছে, তবে কেন যেন মনে হচ্ছে ওদের ব্যবস্থা করা সহজ হবে না।'

'তোমাকে তাহলে বলেই ফেলি। হুকেরও তাই মনে হয়েছে। তার ধারণা, ওরা আসলে খুনী।'

ডাফের দিকে তাকাল ফোম। 'মিসেস ফোর্টও? তুমি ঠাট্টা করছ।'

'না, হুককে আমার সিরিয়াস বলেই মনে হয়েছে।' গ্লাসে আবার চুমুক দিল ডাফ।

ট্রে থেকে দ্বিতীয় গ্লাসটা তুলে নিল ফোম। 'মনটা আমার খুঁত-খুঁত করছে কেন বুঝতে পারছি না।'

দশ মিনিট পর সীটবেল্ট খুলে কার্গো বে-তে চলে এলো ওরা। বিপুল আর্টিফ্যাক্ট, রক্ষণশীল হিসেবেও তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার দাম, ঘুরেফিরে দেখছে। সময় বয়ে চলেছে, সেদিকে দু'জনের কারুরই খেয়াল নেই। প্রায় এক ঘণ্টা পর চমকে উঠল ডাফ, অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল ভাইয়ের দিকে। 'তোমার কি মনে হচ্ছে আমরা নিচে নামছি?'

সোনার একটা ফুলে বসা সোনারই একজোড়া প্রজাপতির গায়ে হাত বুলাচ্ছে ফোম। 'না, সেরকম কিছু অনুভব করছি না।'

জবাবটা ডাফকে খুশি করতে পারল না। ঝুঁকে একটা জানালা দিয়ে নিচে তাকাল সে। 'কিছু একটা ঘটেছে!' আঁতকে উঠল সে। 'অনেক নিচে নেমে এসেছে প্লেন।'

চোখ সরু হয়ে উঠল ফোমের, সে-ও তার সামনের জানালার দিকে ঝুঁকে পড়ল। 'হ্যাঁ, তাই তো! এখনও নামছে প্লেন। মনে হচ্ছে ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছি আমরা। নিশ্চয়ই কোন ইমার্জেন্সী দেখা দিয়েছে।'

'পাইলট আমাদেরকে জানায়নি কেন?'

ঠিক সেই মুহূর্তে ল্যাণ্ডিং গিয়ার ঝুলে পড়ার আওয়াজ পেল ওরা। জমিন আগের চেয়ে দ্রুত ওপরে উঠে আসছে। বাড়ি-ঘর, রেললাইন পেরিয়ে এল প্লেন, তারপর একটা রানওয়ের ওপর চলে এলো ওরা। কংক্রিটে চাকা স্পর্শ করল, এঞ্জিনগুলো রিভার্সে দেয়ায় আর্তনাদ করছে। গতি কমে গেল, প্লেন এখন

মন্থরবেগে ট্যাক্সিওয়ের দিকে এগোচ্ছে।

টার্মিনালের মাথায় লেখা রয়েছে 'ওয়েলকাম টু এল পাসো'।

ফোম বোবা হয়ে থাকল, বিস্ফোরিত হলো ডাফ। 'মাই গড! আমরা যুক্তরাষ্ট্রে ল্যাণ্ড করেছি!'

সামনের দিকে ছুটল সে, ককপিটের দরজায় ঘুসি মারছে। রানওয়ের অপরপ্রান্তে, একটা এয়ার ন্যাশনাল গার্ড হ্যাঙ্গারের বাইরে এসে থামল প্রকাণ্ড জেট। এতক্ষণে ককপিটের দরজা সামান্য একটু ফাঁক হলো।

'ইউ বাস্টার্ড! কি করছ তুমি? আমি তোমাকে অর্ডার করছি এখুনি আবার আকাশে তোলো...,' চোখের সামনে কালো একটা মাজল দেখে থেমে গেল ডাফ।

পাইলট এখনও তার সীটে বসে আছে, কো-পাইলট আর ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারও নিজেদের সীট ছেড়ে নড়েনি। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রফেসর ফোর্ট, তাঁর হাতে একটা নাইন-মিলিমিটার অটোমেটিক। ককপিটের ভেতরে আরও রয়েছেন সেলিনা ফোর্ট, কথা বলছেন প্লেনের রেডিওতে। তাঁর হাতেও ছোট্ট একটা হ্যাণ্ডগান রয়েছে, সেটা তিনি চেপে ধরে রেখেছেন পাইলটের ঘাড়ে।

'হঠাৎ ল্যাণ্ড করার জন্যে দুঃখিত, প্রাক্তন বন্ধু,' এমন কর্তৃত্বের সুরে বললেন ফোর্ট, ডাফ বা ফোম আগে কখনও শোনেনি। 'বুঝতেই পারছেন, প্ল্যানটায় কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।'

পালা করে গান ব্যারেল আর প্রফেসরের মুখের দিকে তাকাল ডাফ। বিস্ময়কে হটিয়ে জায়গা দখল করছে ক্রোধ। 'ইউ ইডিয়ট, ইউ ব্লাইণ্ড ইডিয়ট, কী সর্বনাশ করেছেন আপনার কোন ধারণা আছে?'

'পরিষ্কার ধারণা আছে,' বললেন ফোর্ট। 'আমি আর সেলিনা আপনার প্লেন ও হুয়াসকারের গুপ্তধন হাইজ্যাক করেছি। পুরানো সেই কথাটা আশা করি আপনাকে মনে করিয়ে দেয়ার দরকার নেই—চোরেরা পরস্পরকে সম্মান করে না।'

'আপনি যদি এখুনি প্লেনটাকে আকাশে না তোলেন,' আবেদনের সুরে বলল ফোম, 'হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়বে কাস্টমস এজেন্টরা।'

'কথাটা আপনি যখন তুললেনই, তাহলে বলি—আমার আর সেলিনার ইচ্ছেও তাই, হুয়াসকারের গুপ্তধন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিই।'

'আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! কি বলছেন নিজেও জানেন না...!'

'জানি বৈকি, বন্ধু ফোম। কি করব তা তো জানিই, কেন করব তা-ও জানি। আরও কি জানি শুনবেন? ফেডারেল এজেন্টরা হুয়াসকারের গুপ্তধন নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছে না। তারা মাথা ঘামাচ্ছে আপনাদের নিয়ে।'

'এভাবে হঠাৎ কোত্থেকে এলেন আপনারা?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল ডাফ।

'যে-সব হেলিকপ্টার সোনা পাচার করছিল তার একটায় চড়ে বসেছিলাম,' ব্যাখ্যা করলেন প্রফেসর। 'আর্মি এঞ্জিনিয়াররা আমাদের উপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, তাই প্লেনে উঠতে দেখে কিছু বলেনি। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত একটা রেস্টরূমে লুকিয়ে ছিলাম। তারপর ককপিট দখল করি।'

'ফেডারেল এজেন্টরা আপনাদের কথা বিশ্বাস করবে কেন?' জিজ্ঞেস করল ফোম।

'এক অর্থে বলা যায় এক সময় আমরাও সরকারী এজেন্ট ছিলাম,' বললেন প্রফেসর। 'এখনও আমরা এজেন্ট হিসেবে কাজ করছি, তবে সেটা একটা প্রাইভেট এজেন্সির পক্ষে। রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির নাম শোনেননি? প্রস্তাবটা আগেই দেয়া হয়েছিল, খানিক আগে আমরা সেটা গ্রহণ করেছি।' হাসলেন তিনি। 'ককপিট দখল করার পর সেলিনা রানা এজেন্সির ওয়াশিংটন অফিসের সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ করেছে। ওরা আবার যোগাযোগ করেছে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। ফলে আপনাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে সরকারের তরফ থেকে আয়োজনে কোন ক্রটি রাখা হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস।'

ডাফকে দেখে মনে হলো গুলি খাবার ভয় থাক বা না থাক, প্রফেসরের ফুসফুস টেনে ছিঁড়ে আনার জন্যে তৈরি সে। 'আপনি আর আপনার ডাইনী স্ত্রী আর্টিফ্যাক্টের ভাগ পাবার বিনিময়ে সরকারের সঙ্গে একটা গোপন চুক্তি করেছেন, তাই না?' উত্তরের জন্যে দু'সেকেণ্ড অপেক্ষা করল সে, তারপর আবার বলল, 'কত পার্সেন্ট পাচ্ছেন আপনারা? দশ, বিশ, নাকি পঞ্চাশ?'

'সরকারের সঙ্গে আমাদের কোন চুক্তি হয়নি,' ধীরে ধীরে বললেন ফোর্ট। 'আমরা জানতাম, আর্টিফ্যাক্টের ভাগ তো আমরা পাবই না, আপনারা আমাদেরকে খুন করবেন। প্রথমে প্ল্যান করেছিলাম হুয়াসকারের পুরোটা গুপ্তধন চুরি করব আমরা। তারপর ভাবলাম, এ সম্ভব নয়। তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার দাম, পরিমাণে এত বেশি যে আমরা হজম করতে পারব না। কাজেই পরে সিদ্ধান্ত নিলাম, সমস্ত ট্রেজার আমরা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেব। যদিও সে সিদ্ধান্তও পাল্টাতে হয়েছে। কারণ এইমাত্র খানিক আগে আমরা খবর পেয়েছি, হুয়াসকারের গুপ্তধন যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাচ্ছে না। সমস্ত ট্রেজার তিন ভাগে ভাগ হতে যাচ্ছে—পেরু, মেক্সিকো আর রানা এজেন্সির মধ্যে। চব্বিশ বা ছত্রিশ ঘণ্টা আগে তিন পক্ষের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছে লণ্ডনে। খবরটা শুনেই নতুন করে সিদ্ধান্ত নিলাম, এখন থেকে আমরা রানা এজেন্সির সদস্য।'

'অস্ত্র ধরার কায়দা দেখেই বোঝা যায়,' বলল ফোম, 'ছকের কথাই ঠিক। ওরা জাত খুনী।'

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন ফোর্ট। 'আপনার ভাইয়ের অন্তর্দৃষ্টি আছে। আততায়ীই আততায়ীকে চিনতে পারে।'

নিচের ডেক থেকে দরজায় ঘুসি মারার আওয়াজ ভেসে এলো। হাতের অস্ত্র নেড়ে সিঁড়িটা দেখিয়ে দিলেন ফোর্ট। 'নিচে গিয়ে দরজা খুলে দিন,' দুই ভাইকে নির্দেশ দিলেন তিনি।

তাঁর নির্দেশ অনিচ্ছাসত্ত্বেও পালন করল ওরা।

প্লেনের বাইরে একটা সিঁড়ি খাড়া করা হয়েছে, দরজা খুলে দিতে ভেতরে ঢুকলেন দু'জন ভদ্রলোক। তাঁদের পরনে বিজনেস সুট। দেখেই তাঁদেরকে ফেডারেল এজেন্ট বলে সন্দেহ করল ডাফ।

'টমাস ডাফ ও মাইকেল ফোম, আমি কাস্টমস সার্ভিসের এজেন্ট ডেল নিকোলাস, আর ইনি আমার সঙ্গে এফবিআই এজেন্ট জিমি নক্স। যুক্তরাষ্ট্রে বেআইনী আর্টিফ্যাক্ট স্মাগলিং করার জন্যে আপনাদেরকে গ্রেফতার করা হলো।

প্রাইভেট ও পাবলিক মিউজিয়াম থেকে অসংখ্য শিল্পকর্ম চুরির কথাটা এখানে উল্লেখ করছি না। অভিযোগ তো একটা নয়, ডজন ডজন, সেসব লিখিত ভাবে জানানো হবে।'

'আপনি প্রলাপ বকছেন!' ধমকের সুরে বলল ডাফ।

জবাবে দুই ভাইয়ের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন জিমি নক্স।

'ভাবিনি আপনারা সময়মত পৌঁছুতে পারবেন,' বললেন ফোর্ট। 'আমাদেরকে বলা হয়েছে আপনারা ক্যালিক্সিকোয় আছেন।'

'ওয়াশিংটন থেকে খবর পেয়েই বিশেষ ব্যবস্থায় একটা মিলিটারি জেটে উঠে বসি,' বললেন নিকোলাস।

তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে ফোম, চেহারায় ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই, কর্কশ সুরে বলল, 'একশো বছর চেষ্টা করলেও আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে নিরেট কোন প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারবেন না...।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হুয়াসকারের গুপ্তধনের দিকে ইঙ্গিত করলেন নিকোলাস। 'এগুলোকে আপনি কি বলবেন?'

'এখানে আমরা স্রেফ প্যাসেঞ্জার,' জবাব দিল ডাফ, এখন আবার তার মাথা শান্তভাবে কাজ শুরু করেছে। 'প্রফেসর ফোর্ট আর তাঁর স্ত্রী আমাদেরকে লিফট দেয়ার জন্যে প্লেনে তুলেছেন।'

'আচ্ছা। তাহলে বলুন দেখি আপনাদের গলভেস্টন ফ্যাসিলিটিতে যে বিপুল পরিমাণ আর্টিফ্যাক্ট আর শিল্পকর্ম দেখলাম, ওগুলো কোত্থেকে এলো?'

'আমাদের গলভেস্টন ওয়্যারহাউসে যা আছে সবই বৈধ,' হিসহিস করে উঠল ফোম। 'আগেও আপনারা ওখানে হানা দিয়েছেন, কিন্তু কখনোই কিছু পাননি।'

'তাই যদি হয়,' সকৌতুকে বললেন নিকোলাস, 'তাহলে টানেলটার কি ব্যাখ্যা দেবেন? যেটা বোগান স্টোরেজ কোম্পানী থেকে ডাফ ইন্টারন্যাশনালের বেসমেন্ট ওয়্যারহাউসে গিয়ে ঢুকেছে? যেখানে চুরি করা আর্টিফ্যাক্ট ও শিল্পকর্ম লুকিয়ে রাখা হয়েছে?'

দুই ভাই পরস্পরের দিকে তাকাল, রক্ত নেমে যাওয়ায় সাদা হয়ে গেছে চেহারা। প্রায় ধরা গলায় ডাফ বলল, 'এ-সব আপনি বানাচ্ছেন!'

'তাই কি? তাহলে যে-সব আর্টিফ্যাক্ট ওখানে পাওয়া গেছে তার একটা তালিকা দিই, মিলিয়ে দেখুন?'

'টানেল...ওটা কারও দেখতে পাবার কথা নয়!'

'ছত্রিশ ঘণ্টা আগে,' জিমি নক্স বললেন, 'ডাফ ইন্টারন্যাশনাল আর সলপেমাচাকো নামে আপনাদের গোপন অপারেশন চিরকালের জন্যে লালবাতি জ্বেলেছে।'

নিকোলাস বললেন, 'অবজারভার হিসেবে পরিচিত আপনার বাবা বেঁচে নেই, থাকলে তাঁকেও আমরা জেলে ভরতাম।'

ডাফকে দেখে মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে তার হার্ট অ্যাটাক করবে। আর ফোম পঙ্গু হয়ে গেছে, নড়াচড়ার শক্তিটুকুও যেন অবশিষ্ট নেই।

'আপনারা দু'জন, পরিবারের বাকি সবাই, অংশীদাররা, সহযোগীরা ও

ক্রেতারা যেদিন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বেরুবেন, সেদিন আপনাদের বয়েস হবে চুরি করা আর্টিফ্যাক্টগুলোর প্রায় কাছাকাছি।'

প্লেনের ভেতর ঢুকতে শুরু করেছে ফেডারেল এজেন্টরা। এফবিআই এজেন্টরা প্লেনের ক্রু ও সার্ভিং লেডিকে নামিয়ে নিয়ে গেল। কাস্টমস এজেন্টরা গোল্ডেন আর্টিফ্যাক্টের বাঁধন খুলতে শুরু করল। ডাফ আর ফোমকে প্লেন থেকে নামিয়ে নিয়ে যাবার পর ফোর্ট দম্পতির সঙ্গে আলাপ করছেন নিকোলাস।

'আপনারা সাহায্য করায় আমরা যে কতটুকু কৃতজ্ঞ তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ডাফ পরিবারকে কাবু করতে পারায় আর্টিফ্যাক্ট স্মাগলিং ফিফটি পার্সেন্ট কমে যাবে।'

'আমরা শুনলাম,' বললেন প্রফেসর ফোর্ট, 'হুয়াসকারের গুপ্তধন থেকে পেরু ও মেক্সিকো যে ভাগ পাবে তা তারা বিক্রি করবে না, নিজেদের মিউজিয়ামে রাখবে। আরও শুনলাম, রানা এজেন্সির ভাগটাও নাকি পেরু আর মেক্সিকো কিনে নেবে, হাতছাড়া করতে রাজি নয়। সত্যি নাকি?'

নিকোলাস হাসলেন। 'হ্যাঁ, সত্যি। রানা এজেন্সির তাতে সুবিধেই হয়েছে। ওরা সোনা বা আর্টিফ্যাক্ট নিয়ে কি করবে। বরং নগদ টাকা পেলেই খুশি।'

'কত টাকায় রফা হলো জানেন?' জিজ্ঞেস করলেন সেলিনা।

'চার হাজার কোটি টাকা,' বললেন নিকোলাস। 'কম কি!'

'আরও একটা কথা শুনলাম,' বলে স্বামীর দিকে তাকালেন সেলিনা, চুপ করে গেলেন।

ফোর্ট বললেন, 'কি জিজ্ঞেস করতে চাও করো, জানা থাকলে উত্তর দেবেন উনি।'

'না!' হঠাৎ যেন লজ্জা পেয়েছেন সেলিনা। 'তুমি জিজ্ঞেস করো।'

'কি ব্যাপার?' নিকোলাস অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন।

'না, মানে, শুনলাম...,' ইতস্তত করছেন ফোর্ট, খুক করে কাশলেন বার দুয়েক। 'শুনলাম পেরু ও মেক্সিকো সরকার নাকি একটা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। ডাফদের হাইজ্যাক করা হুয়াসকারের গুপ্তধন কোথায় আছে বলতে পারলে তাকে পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেয়া হবে। সত্যি নাকি?'

নক্স ও নিকোলাস দু'জনেই গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন। 'আরে, আপনারা জানেন না? সত্যি জানেন না? পাঁচ মিলিয়ন করে মোট দশ মিলিয়ন পাচ্ছেন আপনারা।'

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলেন। 'আরেকটা কথা,' স্ত্রীর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে ফোর্ট বললেন, 'আমরা যে রানা এজেন্সির হয়ে কাজটা করেছি, সে-খবর কি সবাইকে জানানো হয়েছে?'

মাথা নাড়লেন নিকোলাস। 'অনেকেই জানেন, তবে এজেন্সির চীফ মাসুদ রানা জানেন না। তিনি বোধহয় কোনদিনই জানতে পারবেন না। আমরা ধারণা করছি তিনি বেঁচে নেই।'

নয়

ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে পাবার সময় রানার মনে হলো কাদায় পিচ্ছিল একটা ঢাল বেয়ে উঠতে চেষ্টা করছে ও, কিন্তু যেই চূড়ার নাগাল পেতে চাইছে অমনি হড়কে নেমে আসছে নিচে, বারবার। চেতনা ফিরে পাবার সংক্ষিপ্ত মুহূর্তগুলোকে ধরে রাখার যতই চেষ্টা করুক, আবার সেই অন্ধকার গহীনে তলিয়ে যাচ্ছে। ওর মনে হলো, একবার শুধু যদি চোখ দুটো মেলতে পারে তাহলে ওর বাস্তবতায় ফেরা হয়। অবশেষে এক সময় জোর করে খুলে ফেলল চোখ জোড়া।

কবরের মত ঠাণ্ডা অন্ধকার দেখতে পেয়ে হতাশায় মাথা নাড়ল রানা, ভয় পেল আবার বোধহয় চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। আর তারপরই আগুনের ফুলকির মত ফিরে এল ব্যথাগুলো, সেই সঙ্গে পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠল। একপাশে গড়িয়ে বসল ও, মাথাটা এদিক ওদিক নেড়ে মনের অলিগলিতে জমে থাকা কুয়াশা ঝেড়ে ফেলতে চাইল। কাঁধে, বুকে আর কব্জিতে ব্যথা; নিজেকে বোঝাল, এগুলোর কথা ভুলে থাকতে হবে তাকে। কপালে হাত বুলিয়ে দেখল চামড়া উঠে যাওয়ায় ক্ষতটা চটচট করছে।

এত রক্ত ঝরেছে অথচ দুর্বলতা অনুভব করছে না, অবাকই হলো ও। জলপ্রপাত থেকে খসে পড়ার পর শামিম ওকে একটা টর্চ দিয়েছিল, বাহু থেকে খুলে বালির ওপর কাত করে রাখল সেটা, গায়ে যাতে আলো লাগে। ওয়েট সুট জ্যাকেট খুলে কাঁধের ক্ষতটা পরীক্ষা করল। কোন হাড় না ছুঁয়ে শুধু মাংস ফুটো করে বেরিয়ে গেছে বুলেটটা। বহু জায়গায় ছিঁড়ে গেলেও ওয়েট সুটটা এখনও কাঁধের ওপর চামড়ায় আঁট হয়ে সেঁটে আছে, ফলে খুব একটা রক্ত বেরুতে পারেনি। একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি, বুঝতে পেরে স্বস্তিবোধ করল ও, পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করল এবার। এ-যাত্রা বেঁচে যাবার সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায়, সন্দেহ নেই। একশো কিলোমিটার অর্থাৎ বাষট্টি মাইল পাড়ি দিতে পারলে নদী থেকে গালফে বেরুতে পারবে ও। এই বাষট্টি মাইল পেরুতে হলে ক'টা জলপ্রপাত থেকে খসে নিচে পড়তে হবে, ওর কোন ধারণা নেই। খাদটা কতবার পানিতে ডুবে যাবে তা-ও ওর জানা নেই। শুধু দূরত্বটা পেরুনোই প্রায় অসম্ভব একটা কাজ, বাধাগুলো যদি ধরা না-ও হয়।

অন্য কোন মানুষ মাটির তলায় এই অন্ধকারের ভেতর নিজেকে আবিষ্কার করলে, উদ্ধার পাবার কোন আশা নেই বুঝতে পেরে, আতঙ্কেই মারা যেত; কিংবা আঁচড়াআঁচড়ি করে দিশেহারার মত এদিক ওদিক এগোতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ত। কিন্তু রানার মনে কোন ভয় নেই।

ও ভাবল, মরতেই যদি হয়, একটু আরাম পাওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। অক্ষত হাত দিয়ে বালি সরাল, শুয়ে যাতে আরাম পায়। টর্চের আলো চারদিক চিকচিক করছে দেখে অবাক হলো ও। বালির ওপর যতদূর আলো পড়েছে ততদূর এগুলো কি চকচক করছে? এক মুঠো বালি নিয়ে আলোর সামনে ধরল।

'ওহ্ গড!' বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ দুটো। 'এ যে দেখছি সোনা!' টর্চের আলো ফেলে খাদের দেয়ালগুলো পরীক্ষা করল এবার। সরু শিরার মত অসংখ্য রেখা দেখা গেল দেয়ালে। হঠাৎ যেন উন্মাদ হয়ে গেল রানা। গলা ছেড়ে হাসতে শুরু করেছে। 'সোনার একটা খনি!' হাসি থামতে বিড়বিড় করল ও। 'মরার আগে আমি একটা সোনার খনি আবিষ্কার করেছি। কিন্তু কাউকে কোনদিন জানাতে পারব না।'

হাল ছেড়ে দেয়ার কোন মানে হয় না, খানিকটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে নিজেকে বোঝাল রানা। কেউ যেন কিছু বলতে চাইছে ওকে। তা না হলে সোনার খনিটা দেখতে পেল কেন? ঈশ্বর বা প্রকৃতির যেন একটা ভূমিকা রয়েছে। ঠিক আছে, মানলাম বাষট্টি মাইল পেরুনো সম্ভব নয়। দরকার নেই, সে চেষ্টা করো না। সামান্য, খানিক দূর এগোও। নদীর একটা বাঁক ঘোরো। তারপর যদি শক্তিতে না কুলায়, আর এগিয়ো না। শুধু যে চিন্তা করছে রানা, তা নয়; ইতিমধ্যে পানিতে নেমে পড়েছে ও। শরীরে এমন শক্তি নেই যে পানির তীব্র আলোড়ন ও স্রোত ঠেলে উজানে যেতে পারবে। ও শুধু স্রোতের গায়ে ছেড়ে দিতে পারে নিজেকে।

খাদ ও গ্যালারির ছাদ বারবার উঁচু-নিচু হলো পরবর্তী দশ মাইল। তারপর তীব্র আলোড়নের আওয়াজ ঢুকল কানে। ভাগ্যটা ভালই বলতে হবে, নদীটা নিচের কোন খাদে লাফ দেয়নি। সিলিং থেকে বিপুল বেগে অসংখ্য পানির ধারা নেমে আসছে। আলোড়নটা পেরিয়ে এল ও, এক সময় কুয়াশাও কেটে গেল। এরকম বাধা আরও কয়েকবার পড়ল সামনে, তবে প্রতিবারই স্রোত ওকে ভাসিয়ে নিয়ে এল শান্ত পানিতে।

লম্বা এক খাদের ভেতর ঢুকল নদী, পানি সম্পূর্ণ শান্ত, প্রায় এক ঘণ্টা স্রোতে গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম নিল রানা। তারপর নিচে নেমে এল ছাদ, এক সময় পানি স্পর্শ করল। একেবারে শেষ মুহূর্তে ফুসফুস ভরে নিল ও, ডুব দিল পানির তলায়। মাত্র একটা হাত ব্যবহার করতে পারছে, সুইম ফিনও নেই, এগোবার গতি খুব মন্থর। চিৎ হলো, টর্চের আলো ফেলল ছাদে। অক্সিজেনের অভাবে প্রতিবাদ করছে ফুসফুস, তবু সাঁতরে যাচ্ছে। অবশেষে আলোয় একটা এয়ার পকেট ধরা পড়ল। পানির ওপর মাথা তুলে নির্ভেজাল, প্রাগৈতিহাসিক বাতাসে ভরে নিল ফুসফুস। এখানে এই বাতাস সম্ভবত কয়েক মিলিয়ন বছর ধরে আটকা পড়ে আছে।

ছোট গুহাটা চওড়া হতে হতে বড় খাদে পরিণত হলো, বাঁক ঘুরে আলোর নাগাল থেকে দূরে সরে গেছে সিলিং। প্রচুর জায়গা নিয়ে বাঁক ঘুরল নদী, একপাশে নুড়ি পাথরের স্তূপ দেখতে পেল রানা। হামাগুড়ি দিয়ে শুকনো জায়গায় উঠে এল বিশ্রাম নেয়ার জন্যে। ব্যাটারির শক্তি বাঁচানোর জন্যে নিভিয়ে দিল টর্চ।

তারপরই ঝট করে আবার সেটা জ্বালল রানা। আলোটা নেভাবার আগে কি যেন একটা দেখতে পেয়েছে ও। পনেরো কি ষোলো ফুট দূরে সোনালি বালির ওপর পড়ে রয়েছে কালো জিনিসটা, দেখেও প্রথমে চিনতে পারল না।

তারপর বুকের ভেতর লাফ দিল হৃৎপিণ্ড। তোবড়ানো ওয়াণ্ডারউইং,

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, জলপ্রপাত থেকে খসে পড়ার পর চল্লিশ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে এসেছে। অবশেষে আশার একটু ক্ষীণ আলো দেখতে পেল রানা। নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে এসে রাবারের খোলটা পরীক্ষা করল।

মাউন্টিং থেকে এঞ্জিন আর ফ্যান অদৃশ্য হয়েছে। ফুটো হয়েছে এক জোড়া এয়ার চেম্বার, চুপসে আছে ওগুলো। তবে বাকি ছ'টা সম্পূর্ণ অক্ষত। কিছু কিছু ইকুইপমেন্ট ভেসে গেছে স্রোতের সঙ্গে, তবে চারটে এয়ার ট্যাংক, ফার্স্ট-এইড কিট, বুকহিলের দেয়া রঙিন ওয়াটার ডাই ট্রেসার ভর্তি প্লাস্টিকের বল, শামিমের একটা বৈঠা, দুটো অতিরিক্ত টর্চ আর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের দেয়া থারমোস ভর্তি কফি ও ছ'টা স্যাণ্ডউইচ রক্ষা পেয়েছে অলৌকিকভাবে।

প্রথমে ফার্স্ট-এইড কিটটা কাজে লাগাল রানা। কাঁধের ক্ষতটায় প্রচুর ডিজইনফেকট্যান্ট লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধল ছেঁড়া ওয়েট সুট দিয়ে। পাঁজরের ফাটা হাড়গুলো বেঁধে কোন লাভ নেই। তবে দাঁতে দাঁত চেপে কব্জিটা ব্যাণ্ডেজ করল।

গরম কফি খেলো, তারপর স্যাণ্ডউইচ। খানিক বিশ্রাম নিতে নতুন শক্তি অনুভব করল রানা। ইকুইপমেন্টগুলো আবার জায়গামত সাজিয়ে রাখল ও, খুলল শুধু বুকহিলের প্লাস্টিক ডাই কন্টেইনারটা। নদীতে ছড়িয়ে দিতেই উজ্জ্বল হলুদ হয়ে উঠল পানি। রঙিন পানিটুকু ভেসে গেল স্রোতের সঙ্গে। 'ওরা জানবে আমি আসছি,' মৃদুকণ্ঠে বলল ও।

ঠেলে পানিতে হোভারক্রাফট নামাল রানা। ওপরে উঠে বৈঠা চালাতে শুরু করল এক হাতে। স্রোত পেয়ে হেলেদুলে ছুটল ওয়াণ্ডারউইং ভাটির দিকে। পিছনে হেলান দিয়ে একটা গান ধরল রানা, 'নাইয়ারে, নায়ের বাদাম তুইলা, কোন্ দূরে যাও চইলা...।'

ক্যালিফোর্নিয়া থেকে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন ও এল পাসো থেকে এজেন্ট ডেল নিকোলাস আর জিমি নক্স সর্বশেষ ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্ট করলেন, সব জানার পর যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অভ স্টেট সিদ্ধান্ত নিলেন প্রটোকল এড়িয়ে সরাসরি মেক্সিকো আর পেরুর সরকার প্রধানের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। প্রথমে তিনি যোগাযোগ করলেন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে, চুরির ব্যাপক পরিকল্পনা ও স্মাগলিং-এর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে একটা ধারণা দিলেন তাঁকে।

'অবিশ্বাস্য একটা গল্প,' মন্তব্য করলেন মেক্সিকান প্রেসিডেন্ট।

'তবে সত্যি,' সেক্রেটারি অভ স্টেট নিশ্চয়তা দিয়ে বললেন।

'এ-ধরনের ঘটনা ঘটায় আমি শুধু দুঃখ প্রকাশ করতে পারি। কথা দিচ্ছি তদন্তে আমার সরকার পূর্ণ সহযোগিতা করবে।'

'আপনি যদি ক্ষমা করেন, মি. প্রেসিডেন্ট, অনুরোধের একটা তালিকা আছে আমার কাছে।'

'বলুন, শোনা যাক।'

'তার আগে আরও দু'একটা কথা। আপনাদের অর্থ মন্ত্রণালয় বলছে উদ্ধার করা ট্রেজার থেকে রানা এজেন্সি যে ভাগ পাবে তার অর্ধেক কিনতে হলে যে টাকা

লাগবে তা ওদের নেই। সেই সঙ্গে অনুরোধ করেছে, যুক্তরাষ্ট্র যেন ওই পরিমাণ টাকা মেক্সিকান অর্থ মন্ত্রণালয়কে ধার দেয়, সুদ ছাড়া, যা বিশ বছরে চল্লিশটা কিস্তিতে পরিশোধ করা হবে। এই মাত্র খবর পেলাম আমাদের অর্থ মন্ত্রণালয় ঋণটা মঞ্জুর করেছে। এই একই অনুরোধ আমরা পেরু সরকারের কাছ থেকেও পেয়েছি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'আমি যে অনুরোধের তালিকা আপনাকে শোনাতে যাচ্ছি তাতে একটা বিষয় নেই,' বললেন সেক্রেটারি অভ স্টেট। 'রানা এজেন্সির ডিরেক্টর এখন পর্যন্ত নিখোঁজ হলেও আমি চাই চেকটা ওরা যেন এখুনি পেয়ে যান। আমাদের কাস্টমস ইতিমধ্যে একটা দাম ধরেছে। চেকটা হবে হাফ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের, রানা এজেন্সির নামে। নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের উপস্থিতিতে ওটা রিসিভ করবেন শামিম আহমেদ। এখানে বলে রাখা ভাল যে আমার এই অনুরোধ সম্পূর্ণ আনঅফিশিয়াল।'

'ঠিক আছে, এদিক থেকে কোন অসুবিধে নেই। ওই চেকের সঙ্গে পুরস্কারের চেকটাও আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি দূতাবাসের মাধ্যমে। ধন্যবাদ...।'

পেরুর সরকার প্রধানের সঙ্গে কথা বলার সময়ও ব্যক্তিগত অনুরোধটা জানাতে ভুললেন না সেক্রেটারি অভ স্টেট।

দু'ঘণ্টার মধ্যে মেক্সিকো ও ক্যালিফোর্নিয়ার মাঝখানে সীমান্ত আবার খুলে দেয়া হলো। ডাফদের লোভের ফাঁদে পা দিয়ে যে-সব মন্ত্রী ও কর্মকর্তারা নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁদেরকে আটক করা হলো। সবার আগে গ্রেফতার হলেন ফার্নান্দেজ ফেজিয়ো আর হোসে মেনান্দেজ। তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মেক্সিকোর জাস্টিস ডিপার্টমেন্টকে।

একই সময়ে সী অভ কোর্টেজে টহলে বেরুল মেক্সিকান নেভি।

পরদিন সন্ধের খানিক আগে মেক্সিকান নেভির একটা পেট্রল বোট ভিড়ল ফেরীবোট প্ল্যাটফর্মের পাশে।

রানা যেমন সন্দেহ করেছিল, ভেলায় চড়ে ফেরীবোটের লুসিয়ো আর তার সঙ্গীরা তীরে পৌঁছে নিজেদের গ্রামে স্ত্রী ও প্রেমিকাদের কাছে ফিরে যায় নতুন জীবন ফিরে পাওয়া উপলক্ষে তিন দিন ফুর্তি করার জন্যে। তারপর কোর্টিনা পুলিসের সতর্ক দৃষ্টির সামনে, লুসিয়ো তার ক্রুদের এক জায়গায় জড়ো করে, একটা ফিশিং বোট নিয়ে ফিরে আসে ফেরীবোটে। ফিরেই বোট থেকে পানি সেঁচে ফেলে দেয় তারা। পলিমাটি থেকে খোল মুক্ত হতেই এঞ্জিন স্টার্ট দেয়া হয়, সান ফিলিপিতে চলে আসে তারা, নোঙর ফেলে ডকে।

পেট্রল বোটের ব্রিজ থেকে নেভির লোকজন তাকিয়ে আছে, প্ল্যাটফর্মের কার ডেকটাকে কোন হাসপাতালের অ্যাক্সিডেন্ট ওয়ার্ড বলে মনে হচ্ছে তাদের।

শর্টস আর শার্ট পরেছে লরেলি, ফলে তার কোমর, পেট আর কাঁধের ছোট ব্যাণ্ডেজগুলো দেখা যাচ্ছে না। শামিম বসে আছে একটা হুইল চেয়ারে, প্লাস্টারে মোড়া পা দুটো সামনে লম্বা করা।

অনুপস্থিত শুধু জর্জ রেডক্লিফ, এল সেন্ট্রোর মেডিকেল সেন্টারে তাঁর অবস্থা এখনও অপরিবর্তিত । ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বলেছেন, তাঁর খুলি ফেটে গেছে, পেট ফুটো না হলেও চওড়া ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, আর সব মিলিয়ে ছ'টা আঙুল ভেঙে গেছে।

ওদের সঙ্গে ফেরীবোটের ডেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন ও হাইড্রোলজিস্ট বুকহিল, সঙ্গে ড. জুলিয়া, ফটোগ্রাফার হপকিন্স, বাজা ক্যালিফোর্নিয়া নর্ট-এর করোনার ও একদল স্থানীয় পুলিস। সবার চেহারা থমথম করছে, নেভির পেট্রল বোট থেকে একটা স্ট্রেচার নামানো দেখছেন। গালফ থেকে উদ্ধার করা একটা লাশ আছে স্ট্রেচারে।

বডি ব্যাগ খোলা হচ্ছে, হুইল চেয়ার নিয়ে এগিয়ে এল শামিম। নেভির একজন অফিসার সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'দৃশ্যটা বীভৎস, সিনর। আপনি অসুস্থ মানুষ...।'

'লাশ সনাক্ত করতে হবে না?' জিজ্ঞেস করল শামিম।

করোনার বললেন, 'আপনি ছাড়া আরও তো মানুষ আছে, যারা তাঁকে চেনেন।'

'আমি তাঁর বন্ধু,' বলল শামিম।

করোনার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, দেখুন তবে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল লরেলির চেহারা, ঘুরে দাঁড়াল সে। তবে শামিমের পাশে দাঁড়াবার জন্যে এগিয়ে এলেন অ্যাডমিরাল। জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কি...?'

মাথা নাড়ল শামিম। 'না, এ লাশ রানার নয়। এ সেই সাইকো–বদমাশ, মোপাক ডেলগাডো।'

'গুড লর্ড!' আঁতকে উঠলেন অ্যাডমিরাল। 'দেখে মনে হচ্ছে সিমেন্ট মিকসার থেকে বেরিয়ে এসেছে।'

বীভৎস দৃশ্যটা দেখে বুকহিলও শিউরে উঠলেন। 'নদীর স্রোত যেন নির্মম ভাবে পাথরে ফেলে আছড়েছে লোকটাকে।'

'পাপ না করলে প্রকৃতি কখনও এরকম প্রতিশোধ নেয় না,' বলল শামিম।

'আরেকটা লাশের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি?' নেভির অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

'না, সিনর। এই একটা লাশই পেয়েছি আমরা। তবে আমাদের ওপর অর্ডার আছে, দ্বিতীয় ভদ্রলোকের জন্যে সার্চ চালিয়ে যেতে হবে।'

ডেলগাডোর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন অ্যাডমিরাল। 'এতক্ষণেও যদি গালফে রানা বেরিয়ে এসে না থাকে, ধরে নিতে হয় এখনও আণ্ডারগ্রাউণ্ডে রয়েছে ও।'

'হয়তো একটা সৈকতে বা স্যাণ্ডব্যাংকে এসে আটকে গেছে,' আশা ছাড়তে রাজি নয় শামিম। 'এখনও হয়তো বেঁচে আছে ও।'

'নদীতে কাউকে নামিয়ে সার্চ করার ব্যবস্থা করা যায় না?' জিজ্ঞেস করল জুলিয়া।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল। 'আমি একটা টিমকে নিশ্চিত মৃত্যুর

মুখে ঠেলে দিতে পারি না।'

'অ্যাডমিরাল ঠিকই বলছেন,' বলল শামিম। 'রানা আর আমি মাত্র একটা জলপ্রপাত পেয়েছি, ওরকম আরও এক ডজন থাকতে পারে। এমনকি হোভারক্রাফট নিয়েও পাথর আর স্রোতের সঙ্গে পারা সম্ভব নয়। ছেলেখেলা ব্যাপার নয়, একশো কিলোমিটার পথ।'

'তার ওপর আছে অসংখ্য ডোবা প্যাসেজ,' বললেন বুকহিল। 'প্রচুর এয়ার সাপ্লাই ছাড়া সলিল সমাধি কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

'আপনার কি ধারণা, কতদূর ভেসে যেতে পারে রানা?' তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

'ট্রেজার চেম্বার থেকে?'

'হ্যাঁ।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন বুকহিল। 'পাঁচশো মিটারের মধ্যে মি. রানা যদি শুকনো তীরে পৌঁছুতে পারেন তাহলে বাঁচার একটা সুযোগ পাবেন। গাইড লাইনে বেঁধে আমরা এক লোককে পাঠাতে পারি ভাটির দিকে, ওই পাঁচশো মিটার পর্যন্ত। তারপর ওদেরকে স্রোতের বিপরীতে টেনে নিতে পারি।'

'কিন্তু যদি পাঁচশো মিটারের মধ্যে রানাকে পাওয়া না যায়?' জিজ্ঞেস করল শামিম।

কাঁধ ঝাঁকালেন বুকহিল। 'তারপরও যদি গালফে তাঁর লাশ ভেসে না ওঠে, কোনদিনই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'তারমানে কি রানার বেঁচে থাকার কোন আশাই নেই?' ব্যাকুল সুরে জিজ্ঞেস করল লরেলি। 'ধরে নিতে হবে সে মারা গেছে?'

প্রথমে অ্যাডমিরাল, তারপর শামিম, সবশেষে লরেলির দিকে তাকালেন বুকহিল। 'আমি আপনাকে মিথ্যে আশ্বাস দেব না, মিস লরেলি।' চেহারা দেখে মনে হলো কথাগুলো বলতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। 'একজন মানুষকে হাত-পা বেঁধে আটলান্টিকের মাঝখানে ফেলে দিয়ে বলা হলো পারলে কারও সাহায্য ছাড়া তীরে পৌঁছাও। ধরে নিন মি. রানাকেও এরকম একটা কঠিন পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। এবার আপনি নিজেই বুঝে দেখুন ভদ্রলোকের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কতটুকু।'

কথাগুলো একটা ঘুসির মত আঘাত করল, টলতে শুরু করল লরেলি। হাত বাড়িয়ে তার বাহু ধরে ফেলল শামিম। মনে হলো, লরেলির হৃৎপিণ্ড থেমে গেছে। বিড়বিড় করে সে বলল, 'অন্তত আমার কাছে রানা কোনদিন মরবে না।'

যত ক্লান্তই হোক, রানার কপালে বিশ্রাম নেই। আরও চারটে জলপ্রপাত পেরিয়ে আসতে হয়েছে ওকে। সুখের কথা, কোনটাই প্রথমটার মত খাড়া নয়, যেটা থেকে খসে পড়ার সময় শামিম আর ও মরতে বসেছিল। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে খাড়াটা মাত্র দশ ফুট। আংশিক চুপসানো হোভারক্রাফট তীক্ষ্ণ কিনারা থেকে সাহসের সঙ্গে লাফ দেয়। শুধু তাই নয়, নিচের পাথর ছড়ানো খরস্রোতা নদীতে পড়ে ফেনা ও পানির ছিটার ভেতর দিয়ে বীর দর্পে এগিয়েছে ওটা।

সিলিং থেকে নেমে আসা অঝোর ধারার বর্ষণই বেশি ভোগাল। পানির মোটা

ধারা কামানের গোলার মত আঘাত করল রানার ক্ষতগুলোয়। তবে ব্যথা পাওয়ায় ওর অনুভূতি আর সচেতনতা তীক্ষ্ণ হলো আরও। নদীটাকে অভিশাপ দিল রানা, জানে, প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ওর এই জুয়া খেলায় সবচেয়ে বড় বাধাটা তুলে রেখেছে নদী একেবারে শেষ মুহূর্তের জন্যে।

ইতিমধ্যে হাত থেকে খসে গেছে বৈঠাটা। ধারাল পাথরের খোঁচা খেয়ে ফেটে গেছে হোভারক্রাফটের আরও দুটো ফ্লোট সেল। আর মাত্র কয়েকটা এয়ার ব্যাগ ফুলে আছে, সেগুলোর ওপর অর্ধেক পানিতে ডুবে শুয়ে আছে রানা। ওর ডান হাতের শক্ত মুঠোয় এখনও রয়েছে টর্চটা। তবে ডোবা কয়েকটা প্যাসেজ পেরুবার পর, অপরপ্রান্তের খোলা পানিতে পৌঁছে হোভারক্রাফটের সেলে নতুন করে বাতাস ভরতে হওয়ায়, তিনটে এয়ার ট্যাংক খালি হয়ে গেছে ওর, চতুর্থটাও খালি হতে আর বেশি বাকি নেই।

এক এক করে তিনটে টর্চের ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে, টর্চগুলো পানিতে ফেলে দিয়েছে রানা। শেষ টর্চের আলো আর হয়তো বিশ মিনিট পাওয়া যাবে।

দিক সম্পর্কে কোন ধারণা নেই রানার। পাথরগুলোয় প্রচুর লোহা থাকায় ওর কম্পাস কোন কাজে আসছে না। ভয় তাড়াবার জন্যে পিছনে ফেলে আসা নদীপথটা স্মরণ করার চেষ্টা করল, কিন্তু বাঁক আর ডোবা প্যাসেজগুলো সংখ্যায় এত বেশি, তার ওপর শরীর এত ক্লান্ত, প্রায় কিছুই মনে করতে পারল না। হিসহিস করে বাতাস ছাড়ার শব্দ ঢুকল কানে। হোভারক্রাফটের আরও একটা সেল ফেটে গেল।

কত দূর এলাম? মাথার ভেতরটা ভোঁতা হয়ে গেছে। প্রশ্নগুলো আসছে অলস ভঙ্গিতে। এর শেষ কোথায়? আশ্চর্য, ওর খিদে পাচ্ছে না কেন? ক্ষুৎ-পিপাসার ঊর্ধ্বে উঠে গেছে ওর শরীর।

বেশিরভাগ সময় চোখ বুজে ঝিমাচ্ছে রানা, যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। তারপরই চমকে মত উঠে চোখ খুলছে। না, এখন ওর অচেতন হওয়া চলবে না। এখনও অনেক দূর যেতে হবে ওকে। বার কয়েক বড় করে শ্বাস টেনে কয়েক ঢোক পানি খেলো। অন্ধকারে হাতড়ে থার্মোসটা খুঁজল। অল্প একটু কফি আছে, ঠাণ্ডাই! তবু ঢোক গেলার পর একটু যেন শক্তি ফিরে পেল রানা।

টর্চটা জ্বালল একবার। আলো এত ম্লান, সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে ফেলল। বিপদের সময় কাজে লাগবে। হোভারক্রাফটের মাঝখানে পানি জমে রয়েছে, তাতেই শুয়ে পড়ল আবার।

শরীরে এখন আর কোন ব্যথা নেই। ওর নার্ভের মুখগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, ফলে শরীরটা হয়ে পড়েছে অসাড়। আন্দাজ করল, অন্তত দুই পাইন্ট রক্ত বেরিয়েছে শরীর থেকে। হেরে যাবে, এই কথাটা ভাবতেই চাইছে না। বিশ্বস্ত ওয়াণ্ডারউইং অনেক দূর নিয়ে এসেছে ওকে, তবে আর একটা সেল ফেটে গেলেই ওটাকে ত্যাগ করতে হবে ওর। তারপর যা করার একা করতে হবে ওকে।

কি যেন একটা মনে পড়তে চাইছে। একটা গন্ধ পাচ্ছে ও। গন্ধ সম্পর্কে কি যেন বলা হয়? গন্ধ তোমাকে অতীতের কথা মনে করিয়ে দিতে পারে, অতীতের তালা খোলার চাবি হতে পারে। বড় করে শ্বাস টানল রানা, কেন পরিচিত মনে

হচ্ছে তা বুঝতে পারার আগেই যেন ঘ্রাণটা হারিয়ে না যায়। জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট চাটল, একটা স্বাদ পেল আগে যা পায়নি। লবণ। তারপরই ব্যাপারটা বুঝতে পারল রানা।

সাগরের গন্ধ।

অবশেষে আণ্ডারগ্রাউণ্ড রিভার সিস্টেমের শেষ মাথায় পৌঁছেছে ও, যে প্রান্তটা মিলিত হয়েছে গালফের সঙ্গে।

চোখ খুলল রানা, পাতালের রাজ্যে আগে চোখে পড়েনি, আবছা মত একটা ছায়া দেখতে পাচ্ছে। পানির দিকে তাকাতে কিসের যেন একটা প্রতিফলন ধরা পড়ল দৃষ্টিতে। প্যাসেজের সামনে থেকে আলোর ক্ষীণ আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

নাগালের মধ্যে দিনের আলো, বাঁচার তীব্র আশা জাগল মনে।

সামনে ডুবে আছে প্যাসেজ। ডুব সাঁতার দিয়ে জাগাটা পেরিয়ে যেতে হবে ওকে। বয়্যান্সি কমপেনসেটর লো-প্রেশার হোস-এর সঙ্গে যুক্ত কিনা দেখে নিল রানা, তারপর পিঠে স্ট্র্যাপ দিয়ে এয়ার ট্যাংক বাঁধল। ডাইভ মাস্ক না থাকায় সবকিছু ঝাপসা দেখতে পাবে ও, তবে ওর কাজ তো হবে শুধু আলোর দিকে এগোনো। রেগুলেটরের মাউথপীস কামড়ে ধরল, শক্ত করল নার্ভ, তারপর ডাইভ দিল।

ওর সামনে খাদের সিলিং ঢাল হয়ে নামছে তো নামছেই। ত্রিশ মিটার ছাড়িয়ে এল রানা, তারপর চল্লিশ মিটার। পঞ্চাশ মিটার ছাড়াবার পর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। কমপ্রেসড এয়ার-এর সাহায্যে ডাইভ দিলে ষাট ও আশি মিটারের মাঝখানে অদৃশ্য একটা ব্যারিয়ার থাকে, সেই ব্যারিয়ার পেরুলে মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাতালের মত আচরণ শুরু করে ডাইভার। ওর ওপর পাথরে এয়ার ট্যাংক ঘষা খাওয়ায় ভৌতিক আওয়াজ তুলল। সঙ্গে ওয়েট বেল্ট না থাকায় পজিটিভ বয়্যান্সিতে রয়েছে ও। সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে আরও গভীরে নেমে যেতে হলো ওকে।

রানার মনে হলো ঢালু হয়ে ছাদের নিচে নামা কোনদিন শেষ হবে না। ডেপথ গজে দেখা যাচ্ছে পঁচাত্তর মিটার, তারমানে দুশো ছেচল্লিশ ফুট। তারপর স্রোত ওকে ওভার হ্যাং-এর ডগা পার করে আনল। এখান থেকে ছাদ ক্রমশ উঁচু হতে শুরু করেছে। তবে আদর্শ পরিস্থিতি বলা যাবে না। রানা আশা করেছিল খাড়া উঠে যাবে ছাদ, সরাসরি পানির সারফেসে।

আলো ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে। টর্চের আলো ফুরিয়ে গেছে। তবু ডাইভ ওয়াচের ডায়ালটা পড়া গেল। পাঁচটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। সময়টা কি ভোর, নাকি বিকেল? নদীতে ডুবে গিয়েছিল কতক্ষণ আগে। দশ মিনিট নাকি পঞ্চাশ মিনিট আগে মনে করতে পারল না।

নদীর পান্না সবুজ পানি এখন নীলচে। স্রোত ঢিলে হয়ে আসছে, সেই সঙ্গে ওর উত্থানও হচ্ছে মন্থর। দূরে ঝলমল করছে কি যেন। তারমানে কি অবশেষে সারফেস দেখতে পাচ্ছে ও?

গালফে বেরিয়ে এসেছে সে। সাঁতার কাটছে সী অভ কোর্টেজ-এ। মুখ তুলল রানা, দূরে একটা ছায়া ঝুলতে দেখল। এয়ার প্রেশার গজের দিকে তাকাল

আবার। শূন্যের ঘরে কাঁপছে কাঁটা।

স্বামী-স্ত্রী, দু'জনের বয়েসই ষাটের ওপর, একটা ইয়ট নিয়ে মাছ ধরছেন সী অভ কোর্টেজ-এ। সারাদিন একটাও মাছ পাননি, বুড়ি ক্লারার মন খুব খারাপ। তাঁর স্বামী রিগান হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, 'পাই না, পাই না, এবার একটা প্রকাণ্ড মাছ ধরেছি!'

'মারলিন নাকি?' স্বামীর ফিশিং পোল প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত বাঁকা হয়ে গেছে দেখে ক্লারার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

'মারলিন হলে ছুটোছুটি করত।' রিগান হাঁপাচ্ছেন, রীল ঘোরাতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। 'বিরাট একটা বোঝা মনে হচ্ছে।'

'টানা-হেঁচড়া করে তুমি হয়তো মেরে ফেলেছ।'

'নেটটা ধরো, প্রায় উঠে এসেছে।'

নেট নিয়ে তৈরি হলেন ক্লারা, তারপর চিৎকার করে উঠলেন, 'দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি! দেখে মনে হচ্ছে কালো আর বিশাল...।' পরমুহূর্তে তাঁর গলা চিরে আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

অক্সিজেনের অভাবে জ্ঞান হারাতে আর এক কি দুই সেকেণ্ড বাকি, এই সময় দুই ঢেউয়ের মাঝখানে পানির ওপর মাথা তুলল রানা। পানি থেকে ওঠা রোদের প্রতিফলন দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিল। প্রায় দু'দিন দিনের আলো থেকে বঞ্চিত রয়েছে চোখ দুটো।

স্বস্তি, বেঁচে থাকার আনন্দ, বিরাট কিছু অর্জন করার উল্লাস, সব একসঙ্গে ভিড় করল মনে। নারী কণ্ঠের একটা চিৎকার শুনে চোখ খুলল। পাশে সাদা ও নীল রঙের একটা ইয়ট ভাসতে দেখে অবাক হয়ে গেল। চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ, একজোড়া মুখ রেইলিং থেকে ঝুঁকে ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে। এতক্ষণে বুঝতে পারল রানা, ওর পায়ের সঙ্গে কি যেন জড়িয়ে আছে। কি যেন একটা বাড়ি মারছে তার পায়ে। হাতড়াতেই লাইনটা পেয়ে গেল ও, টেনে তুলল সেটা। লাইনের সঙ্গে উঠে এল একটা ছোট মাছ, এক ফুট লম্বা, মুখ থেকে বেরিয়ে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা হুক।

বগলের তলায় মাছটাকে হালকাভাবে চেপে ধরে অক্ষত হাত দিয়ে হুকটা সাবধানে খুলল রানা। মাছের চোখে চোখ রেখে বলল, 'ধন্যবাদ, ভাই।'

ইয়টটার নাম 'ফার্স্ট চান্স'। পেট্রল বোট যখন পাশে ভিড়ল রানা তখন ডেকে দাঁড়িয়ে, বৃদ্ধ রিগানের গায়ে আংশিক হেলান দিয়ে। ভদ্রলোক ওর ছেঁড়া ওয়েট সুট খুলে নিয়েছেন। পরতে দিয়েছেন নিজের একটা গলফ শার্ট ও একজোড়া শর্টস। আর ক্লারা ওর কাঁধে নতুন করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন, টেপ দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন কপালের ক্ষতটা।

রিগানের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল রানা। 'জীবনে যত মাছ ধরেছেন তার মধ্যে আমিই সম্ভবত সবচেয়ে বড়, তাই না?'

হেসে উঠে রিগান বললেন, 'নাতি-নাতনীদের শোনাবার জন্যে এরচেয়ে ভাল গল্প কোথায় পাব আর।'

এরপর বৃদ্ধাকে চুমো খেলো রানা। 'আপনার হাতের রান্না আমি কোনদিন ভুলব না। আর আপনাদের ঋণটা তো কোনদিনই শোধ করা সম্ভব নয়। ধন্যবাদ।'

ছোট একটা লঞ্চে চড়ে পেট্রল বোটে চলে এল রানা। সঙ্গে সঙ্গে সিক বে-তে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। দু'জন ডাক্তার পরীক্ষা করলেন।

ডাফদের হাসিয়ান্দা সার্চ করছিলেন রিচার্ড বেনিং, তাঁর ক্যালিক্সিকো অফিস থেকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ফোন এল, মাসুদ রানাকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।

হাসিয়ান্দা সার্চ করে এমন কিছুই পাওয়া গেল না যা ডাফদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে কাজে লাগবে। পরিত্যক্ত প্লেনটা পড়ে আছে এয়ারস্ট্রিপে, পাইলট আগেই পালিয়েছে। তবে প্লেনটা সার্চ করার সময় আনাড়ি হাতে তৈরি কয়েকটা কাঠের পুতুল পেলেন বেনিং। 'কি এগুলো?' তাঁর একজন এজেন্টকে জিজ্ঞেস করলেন।

তাঁর এজেন্ট প্রাচীন সাউথইস্ট আর্টিফ্যাক্ট সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। বললেন, 'দেখে মনে হচ্ছে ইণ্ডিয়ানদের এক ধরনের ধর্মীয় প্রতীক।'

'এগুলো কি কটনউড দিয়ে তৈরি?'

প্রতিমাগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে এজেন্ট বললেন, 'হ্যাঁ, তাই।'

পুতুলগুলোর গায়ে হাত বুলালেন বেনিং। 'আমার ধারণা এগুলোই খুঁজছিলেন মাসুদ রানা।'

নার্সের সঙ্গে বেনিং-এর একজন এজেন্ট ঢুকলেন কেবিনে। বেডে শুয়ে আছেন জর্জ রেডক্লিফ। খবরটা শুনে পরম স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি, বললেন, 'আমি জানতাম, মাসুদ রানা এভাবে হারিয়ে যেতে পারেন না।'

এক ঘণ্টা পর ওষুধ খাওয়াতে এসে নার্স দেখল বেড খালি। গায়ে শুধু বিছানার চাদর জড়িয়ে হাসপাতাল থেকে পালিয়েছেন রেডক্লিফ।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, প্ল্যাটফর্মের লোকজন সবার শেষে খবরটা পেল।

'রানা বেঁচে আছেন!' হাঁপিয়ে উঠল জুলিয়া।

মাথা নাড়লেন বুকহিল, বিশ্বাস করতে পারছেন না। 'কিভাবে সম্ভব? ভদ্রলোক মানুষ না অন্য কিছু? এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে...।'

দু'হাতে মুখ ঢেকে রয়েছে লরেলি, আঙুলের ফাঁক গলে পানি ঝরছে। শামিমের গায়ে হেলান দিল সে, বলল, 'আমি প্রথম থেকেই জানতাম, ও ঠিক ফিরে আসবে।'

হঠাৎ করেই ফেরীবোটের ডেকে মহা হৈ-চৈ আর ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। গাম্ভীর্য খসে পড়েছে, যাকে সামনে পাচ্ছেন তাকেই দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বুকের সঙ্গে পিষছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। ভুল করে দ্বিতীয়বার আলিঙ্গন করা হতে পারে, এই ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হলো জুলিয়াকে। ছোঁ দিয়ে স্যাটেলাইট ফোনের

রিসিভার তুলে মেক্সিকান নেভি ফ্লীট কমাণ্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন অ্যাডমিরাল, আরও তথ্য চান তিনি। দুটো শ্যাম্পেনের বোতল খুলল জুলিয়া আর হপকিন্স, সবাইকে একটা করে গ্লাস ধরিয়ে দিচ্ছে।

'রানা আসলে অচল সিকির মত,' বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে শামিম। 'বারবার ফিরে আসে।' এসব বলে সে আসলে নিজের ভাবাবেগ চেপে রাখার চেষ্টা করছে।

ফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে ডেকে বেরিয়ে এলেন অ্যাডমিরাল, 'রানাকে নিয়ে মেক্সিকান নেভির একটা পেট্রল বোট আসছে। আহত হলেও হাঁটাচলা করতে পারছে ও। ভাল কথা, দু'জন অতিথি আসছেন প্ল্যাটফর্মে। একটা হেলিকপ্টারে থাকবেন মেক্সিকোর অর্থমন্ত্রী, অপরটায় মেক্সিকোয় পেরুর অ্যামব্যাসাডর। দু'জনের সঙ্গেই দু'দল রিপোর্টার আসছেন।'

সান ফিলিপি বন্দরের পরিবেশ উৎসব মুখর হয়ে উঠল। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে ডক। রানাকে নিয়ে পেট্রল বোট হারবারে ঢোকামাত্র চারদিকে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। মেক্সিকান নেভির একজন অফিসার রানার দিকে ফিরে বললেন, 'অভ্যর্থনায় কোন ত্রুটি নেই, কি বলেন?'

রোদ লাগায় চোখ কুঁচকে তাকাল রানা। 'আজ কি এদিকে ছুটির দিন?'

'আরে না! মরুভূমির তলায় আপনি একটা নদী আবিষ্কার করেছেন, এই খবর শুনে দূর দূরান্ত থেকে ছুটে এসেছে মানুষ। বুঝতে পারছেন না, এই নদী গোটা এলাকার চেহারা বদলে দেবে!'

রানার বিস্ময় নির্ভেজাল। 'এত লোকজন আমাকে দেখতে এসেছে...আপনি ঠাট্টা করছেন না তো?'

'না, সিনর। নদীটা আবিষ্কার করে কৃষক আর খামার মালিকদের কাছে হিরো বনে গেছেন আপনি।' দুটো ভ্যানের দিকে হাত তুললেন তিনি, টেকনিশিয়ানরা টেলিভিশন-ক্যামেরা ইকুইপমেন্ট নামাচ্ছে। 'গোটা মেক্সিকোয় এই মুহূর্তে আপনিই একমাত্র খবর।'

'হায় খোদা!' গুঙিয়ে উঠল রানা। 'আসল খবরটা শুনলে মানুষ তো আমাকে পিষেই মেরে ফেলবে।'

পেট্রল বোটের রেডিওতে অ্যাডমিরালের সঙ্গে কথা হয়েছে রানার। লরেলি, শামিম ও রেডক্লিফ বেঁচে আছেন শুনে ওর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। ভিকোর হাতে মারফি হুক কিভাবে মারা গেছে, হুয়াসকারের গুপ্তধন সহ টমাস ডাফ আর মাইকেল ফোম কিভাবে ধরা পড়ল, প্রফেসর ফোর্ট আর তাঁর স্ত্রীর অবদান ইত্যাদিও ওকে জানিয়েছেন অ্যাডমিরাল। ফোর্ট দম্পতিকে ওয়াশিংটনে, রানা এজেন্সির অফিসে ডেকে নেয়া হয়েছে, সরাসরি সোহেল আহমেদের কাছে রিপোর্ট করবেন তাঁরা, সেই সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে কাগজে সই করে যোগ দেবেন রানা এজেন্সিতে।

এক সময় প্ল্যাটফর্মের গায়ে ভিড়ল পেট্রল বোট। আপার প্যাসেঞ্জার ডেকে বিশাল একটা কাগজের ভাঁজ খোলা হলো, তাতে লেখা—ওয়েলকাম ব্যাক ফ্রম দা

ডেড।

অটো ডেকে দুটো হেলিকপ্টার দেখা গেল। পাশেই মেক্সিকান নেভির ব্যাণ্ড পার্টি দেশাত্মবোধক গানের সুর বাজাচ্ছে। পেট্রল বোটের রেইলিং-এর ওপর ঝুঁকে হেসে উঠল রানা। সঙ্গে সঙ্গে ব্যথায় কুঁকড়ে গেল ও, পাঁজরে যেন আগুন ধরে গেছে।

রানার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে প্ল্যাটফর্মের ভিড়ে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন হাত নাড়ছে লরেলি। চোখাচোখি হতে রানাও হাত নাড়ল। তবে সাবধান হয়ে গেছে, হাসছে না। লরেলি দেখল রানার মাথায় ব্যাণ্ডেজ, বাম হাতটা স্লিং-এ ঝুলছে, একটা কব্জিতে প্লাস্টার। ইউনিফর্ম পরা মেক্সিকান নেভির ক্রুদের মাঝখানে শর্টস আর গলফ শার্ট পরা রানাকে বেমানান লাগছে।

রানা দেখল অ্যাডমিরালের পিছনে একটা হুইল চেয়ারে বসে রয়েছে শামিম। ওর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে আরও ধরা পড়ল লুসিয়ো, সঙ্গে স্ত্রী। ওদের সঙ্গে রয়েছে কর্ডোনা, রোজাস আর এঞ্জিনিয়ার, যার নাম ওর মনে থাকে না। তারপর গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক ফেলা হলো, মেক্সিকান নেভির অফিসার ও ক্রুদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল রানা।

পেট্রল বোট থেকে প্ল্যাটফর্মে চলে এল ও, চলে এল হাসিখুশি একটা ভিড়ের ভেতর। সবাইকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল লরেলি, ধীরে ধীরে দু'হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করল রানাকে, মুখ চেপে ধরল ওর বুকে। তারপর, চুমো খাবার সময়, কেঁদে ফেলল সে। বলল, 'ওয়েলকাম হোম, সেইলর।'

লরেলিকে নিয়ে অ্যাডমিরাল ও শামিমের মুখোমুখি হলো রানা। এবার ওদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল রিপোর্টার ও টিভির ক্যামেরাম্যানরা।

শামিম বলল, 'যখন শুনলাম মেক্সিকো সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তোমাকে দেশের সবচেয়ে সম্মানজনক পদকটা দেয়া হবে, বুঝলাম তুমি মরবে না—অন্তত পদকটা নেয়ার লোভে হলেও বেঁচে ফিরে আসবে।'

সাবধানে হাসল রানা। 'ওয়াণ্ডারউইংটা না পেলে এখানে আমাকে দেখতে না।'

অ্যাডমিরাল ফিসফিস করলেন, 'রানা, ওঁরা আসছেন।'

ভিড় ঠেলে প্রথমে এগিয়ে এলেন মেক্সিকোর অর্থমন্ত্রী, তাঁর পিছনেই রয়েছেন মেক্সিকোয় পেরুর অ্যামব্যাসাডর। অর্থমন্ত্রীই প্রথম কথা বললেন, 'কংগ্রাচুলেশন্স, মি. রানা। মেক্সিকো সরকারের তরফ থেকে আপনাকে আমি জানাচ্ছি, পদক দান অনুষ্ঠানটা হবে আগামী বছর মেক্সিকোর জাতীয় দিবসে।' পকেট থেকে একটা চেক বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। 'এটা রাখুন, প্লীজ।'

চেকটা নিয়ে চোখ বুলাল রানা, অংকটা বিশেষ ভাবে লক্ষ করল—হাফ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। হিসাবটা আগেই করা আছে, দুই হাজার কোটি টাকা। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান, সময় খুব কম, রানার সামনে এসে দাঁড়ালেন পেরু সরকারের প্রতিনিধি অ্যামব্যাসাডর টোডি বারকান্দা। অল্প কথায় অভিনন্দন জানালেন তিনি, তারপর চেকটা রানার হাতে ধরিয়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালেন এক পাশে। এটাও হাফ বিলিয়ন ডলারের চেক। ফোর্ট দম্পতিব চেক দুটো একটা খামের ভেতর ভরে

রানাকে দেয়া হলো।

সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই ছোট একটা ভূমিকা করল রানা। ও শুধু একটা ঘোষণা দেবে। কারও কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়। কারণ হিসেবে বলল, ও অসুস্থ। যে বিষয়ে ঘোষণা দেবে সেটা অত্যন্ত নাটকীয় ও নাজুকও বটে। ওর আবিষ্কার সম্পর্কে মেক্সিকো সরকারকে বিশদ রিপোর্ট করবে ও, কাজেই কয়েকদিন অপেক্ষা করলে সমস্ত তথ্য সরকারের কাছ থেকে পেয়ে যাবে নিউজ মিডিয়া।

ও থামতে একযোগে চিৎকার জুড়ে দিল রিপোর্টাররা।

রানা বলল, 'আমি শুধু একটা নদী আবিষ্কার করিনি। ওখানে একটা সোনার খনিও দেখে এসেছি। এ-বিষয়ে আমি বিশেষজ্ঞ নই, তবে আমার ধারণা ওটা বোধহয় দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সোনার খনিই হবে।'

প্ল্যাটফর্মের ডেকে স্থির পাথর হয়ে গেল সবাই। ফেরীবোটের এই অনুষ্ঠান সরাসরি জাতীয় টেলিভিশনে দেখানো হচ্ছে, সারা দেশের লাখ লাখ দর্শক অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল স্ক্রীনে।

রিপোর্টাররা সংবিৎ ফিরে পাবার আগেই অ্যাডমিরালের দিকে তাকিয়ে রানা বলল, 'আমাকে বাঁচান! একটা কেবিনে নিয়ে চলুন। তা না হলে...।' ওর কথার তাৎপর্য বুঝতে পেরে ভিড় লক্ষ্য করে মার মার কাট কাট করে উঠল লরেলি, জুলিয়া ও হপকিন্স। ওদের সঙ্গে যোগ দিল লুসিয়ো, কর্ডোনা, রোজাস আর এঞ্জিনিয়ারও। রানার আশঙ্কাই সত্যি প্রমাণিত হলো। রিপোর্টাররা রানার নাগাল পাবার জন্যে আক্ষরিক অর্থেই বেপরোয়া হয়ে উঠল। এমন কি মেক্সিকোর প্রৌঢ় অর্থমন্ত্রীও রানার পথ আগলে দাঁড়ালেন। 'সত্যি, মরুভূমির নিচে সোনার খনি? কি দেখলেন, কত বড়, কি অবস্থায় আছে...?'

অ্যাডমিরাল তাঁর হাত ধরে টান দিলেন, 'আসুন, আপনিও আসুন।'

রানাকে ঘিরে ফেলল সবাই, রিপোর্টাররা নাগাল পাবার আগেই একটা কেবিনে ঢোকানো হলো ওকে, ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয়া হলো দরজা।

তিন দিন পরের ঘটনা। মেক্সিকান কর্তৃপক্ষকে বিশদভাবে রিপোর্ট করার পর বিদায় নেয়ার জন্যে সান ফিলিপির ডকে জড়ো হয়েছে সবাই। সবার আগে বিদায় নিয়েছেন ড. বুকহিল। খুব ভোরে চলে গেছেন তিনি, আজ সকালে কারও সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি, বিদায় নেয়ার কাজটা কাল রাতেই তিনি সেরে ফেলেছিলেন। সনোরান ওয়াটার প্রজেক্ট নাম দিয়ে সাত তাড়াতাড়ি একটা প্রতিষ্ঠান খাড়া করা হয়েছে, বুকহিলকে করা হয়েছে প্রজেক্টের ডিরেক্টর। একটা বছর অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে তাঁর। খরাপীড়িত সাউথওয়েস্ট-এর জন্যে পাতাল নদীর পানি খোদার একটা নেয়ামত। আর মেক্সিকোর নিচে যখন সোনার খনি আছে, খুবই সম্ভাবনা যুক্তরাষ্ট্রের নিচেও খনিটার বিস্তৃতি ঘটে থাকতে পারে। তা থাক বা না থাক, বুকহিল এরইমধ্যে ভাবছেন মরুভূমির তলায় নদী বরাবর একটা ট্যুরিস্ট সেন্টার গড়ে তুলবেন।

পেরু সরকার ড. জুলিয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, ওখানে সে চাচাপয়ান

শহরগুলো খুঁড়বে। জানা কথা জুলিয়া যেখানেই যাক, হপকিন্সও তার পিছু নেবে।

'আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে,' রানার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করার সময় আন্তরিক সুরে বলল হপকিন্স।

'হতে পারে, শুধু যদি কথা দেন পবিত্র সিঙ্কহোল থেকে দূরে থাকবেন আপনি।'

হেসে উঠে হপকিন্স বলল, 'দিলাম কথা।'

জুলিয়ার চোখের দিকে তাকাল রানা। দৃঢ় ভাব আর উজ্জ্বলতা সেই আগের মতই স্পষ্ট। 'আমি আপনার শুভ কামনা করি।'

রানার ভেতর এমন এক পুরুষকে দেখতে পেয়েছে জুলিয়া যাকে সে পেতে পারে না বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। একাধারে শ্রদ্ধা ও স্নেহ, দুটোই অনুভব করছে সে, যা সে নিজেও ব্যাখ্যা করতে পারছে না। যেন লরেলিকে খেপিয়ে তোলার জন্যেই এগিয়ে এসে রানাকে চুমো খেলো সে-জোরে, দীর্ঘ সময় নিয়ে। 'সো লং, উদ্ধারকর্তা। আমাকে ভুলবেন না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'চেষ্টা করলেও পারব না।'

ভাড়া করা গাড়িতে চড়ে এয়ারপোর্টের উদ্দেশে জুলিয়া আর হপকিন্স চলে যাবার পর নুমার একটা হেলিকপ্টার নামল প্ল্যাটফর্মের ডেকে। ওয়াশিংটনে ফিরে যাচ্ছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, এয়ারপোর্টে নুমার একটা প্যাসেঞ্জার জেট অপেক্ষা করছে তাঁর জন্যে। আগেই কথা হয়েছে, শামিমকে ওয়াশিংটনে পৌঁছে দেবেন তিনি। হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আসার পর রেডক্লিফ এই ক'দিনে প্রায় পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছেন, তিনিও ওয়াশিংটনে ফিরে যাচ্ছেন।

সবাই বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর প্ল্যাটফর্মে রয়ে গেল শুধু রানা ও লরেলি।

'আমার খিদে পেয়েছে,' বলল লরেলি। 'চলো না মেক্সিক্যালিতে যাই, ভাল একটা রেস্তোরাঁ দেখে খাই কিছু। আমিই গাড়ি চালাব।'

একটা হাত উঁচু করল রানা, 'এটা এখনও কাজ করে।'

কিন্তু লরেলি ওর কথা শুনবে না। ট্রেইলার সহ নিজের গাড়িটা অটো ডেক থেকে বের করল সে, র‍্যাম্প হয়ে উঠে এল ডকে। আর ঠিক তখনই পাশে এসে থামল একটা গাড়ি, দরজা খুলে নিচে নামলেন রিচার্ড বেনিং। 'ভাগ্য ভাল আমার, তাই পেলাম আপনাদের! ডেল নিকোলাস পই পই করে বলে দিয়েছেন, এটা আপনার হাতে পৌঁছে দিতে হবে।'

ইণ্ডিয়ান চাদরে মোড়া একটা বড় পোঁটলা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন তিনি। লরেলির দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল রানা, দু'হাতে জিনিসটা ধরতে পারছে না। লরেলিই পোঁটলাটা নিল, নিয়ে খুলে ফেলল।

ভেতর থেকে বেরুল চারটে প্রতিমা।

'মনটোলোদের প্রতিমা,' শান্তসুরে বলল রানা। 'কোত্থেকে পেলেন বলুন তো?'

'টমাস ডাফের প্রাইভেট প্লেনে।'

'ভিকো খুব খুশি হবে,' বলল রানা।

চোখ মটকে বেনিং বললেন, 'আপনাকে বিশ্বাস করা যায়, এগুলো আপনি

ওদের কাছে পৌঁছে দেবেন।'

লরেলির গাড়ির পিছনে ট্রেইলারের দিকে তাকাল রানা। 'ওটার ভেতর আমাকে ব্যক্তিগতভাবে উপহার দেয়া যে সোনা আছে তার পরিমাণ মণখানেকের কম হবে না, ইণ্ডিয়ানদের কাছে এই প্রতিমাগুলোর দাম ওই সোনার চেয়েও বেশি। সীমান্ত পেরুবার আগে ভিকোদের গ্রামে একবার ঢুঁ মেরে যাব আমরা।'

'ডেল নিকোলাসও তাই আন্দাজ করেছেন।'

'ডাফদের খবর কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'জেলে। জামিন নামঞ্জুর করা হয়েছে। চুরি, স্মাগলিং, খুন এরকম ছাব্বিশটা অভিযোগ।'

'আপনার লোকজন দারুণ কাজ করেছে।'

'সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ, মি. রানা। যদি কখনও কাস্টমস সার্ভিসের সাহায্য দরকার হয়, শুধু একটা খবর দেবেন।'

'মনে থাকবে, ধন্যবাদ।'

রোজকার মত গরু-ছাগলগুলোকে দেখার জন্যে একটা চক্কর দিয়ে এই মাত্র ফিরেছে ভিকো। ঘোড়া থেকে নেমে মরুভূমির দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল ধুলোর একটা মেঘ। একটা গাড়ি, সঙ্গে ট্রেইলার, এদিকেই ছুটে আসছে। এক সময় তার বাড়ির সামনে থামল গাড়িটা। দরজা খুলে নিচে নামল রানা।

'তোমার ওপর গরম রোদ বর্ষিত হোক, বন্ধু,' অভ্যর্থনা জানাল ভিকো।

'তোমার কপালে জুটুক পরিষ্কার আকাশ,' ইণ্ডিয়ানদের রীতি অনুসারে জবাব দিল রানা।

রানার হাতটা ধরে সজোরে ঝাঁকাল ভিকো। 'তোমাকে দেখে সত্যিকার খুশি হয়েছি আমি। ওরা আমাকে বলল তুমি নাকি অন্ধকারের ভেতর মারা গেছ।'

'প্রায় মারাই গিয়েছিলাম,' বলে পিঙে আটকানো হাতটা দেখাল রানা। 'পাহাড়ের ভেতর নেমে তুমি আমার বন্ধুদের প্রাণ বাঁচিয়েছ, সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দিতে এসেছি।'

'শয়তান লোকদের উচিত শাস্তি অকাল মৃত্যু,' দর্শন আওড়ানোর সুরে বলল ভিকো। 'সময়মত ওখানে পৌঁছুতে পেরেছিলাম বলে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিই।'

চাদর মোড়া পোঁটলাটা ভিকোর হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'এটা তোমাদের জন্যে।'

যত্নের সঙ্গে পোঁটলাটা সামান্য একটু খুলল ভিকো। প্রতিমাগুলো দেখে অনেকক্ষণ নড়ল না সে, কথাও বলল না। তার দু'চোখ বেয়ে পানি গড়াতে শুরু করল। তারপর সে বলল, 'তুমি বন্ধু আমার গোষ্ঠীর আত্মা, স্বপ্ন আর ধর্ম ফিরিয়ে এনেছ। এখন আমাদের ছেলেমেয়েরা পরিণত বয়েসের স্বীকৃতি পাবে, বিয়ে করতে পারবে।'

'শুনেছি এগুলো যারা চুরি করেছিল তারা নাকি অদ্ভুত একটা কান্না শুনতে পেয়েছে–যেন বাচ্চা মেয়েরা ফোঁপাচ্ছে।'

'ওরা বাড়ি ফেরার জন্যে কাঁদছিল।'

'আমি শুনেছিলাম ইণ্ডিয়ানরা কখনও কাঁদে না।'

চোখে পানি, হেসে ফেলল ভিকো। 'মিথ্যে কথা। আমরা শুধু চাই না কেউ দেখে ফেলুক।'

ভিকোর বউয়ের সঙ্গে লরেলির পরিচয় করিয়ে দিল রানা। স্বামী-স্ত্রী ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলাপ করল তারা, তারপর অদ্ভুত একটা প্রস্তাব দিল। আজ রাতে ওদেরকে থাকতে হবে গ্রামে, ভিকোর বউ নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবে ওদের। কাল সকালে একই প্রস্তাব নতুন করে দেয়া হবে, অর্থাৎ কালকেও সারাটা দিন ভিকোদের অতিথি হতে হবে ওদেরকে। এভাবে সাতবার প্রস্তাব বা আমন্ত্রণ পাবে ওরা, সাতটা দিন ভিকোদের গ্রামে বেড়িয়ে যেতে হবে ওদেরকে। তার আগে বলে নেয়া হয়েছে, এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান যোগ্য নয়।

রাতে খেতে বসে দেখা গেল ভিকো তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আর গ্রামের বয়স্ক লোকদেরও দাওয়াত দিয়েছে। জানা গেল, প্রতিমা ফেরত পাওয়া উপলক্ষে সাতদিন উৎসব চলবে গ্রামে। গ্রামের প্রতিটি পুরুষ রানার সঙ্গে করমর্দন করল। আর মেয়েরা প্রত্যেকে ছোটখাট কিছু না কিছু উপহার দিল লরেলিকে। জীবনে এরকম অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি লরেলির, প্রাণের এই ছোঁয়া তাকে ভাবাবেগে ভাসিয়ে দিল, লজ্জা ভুলে মন খুলে কাঁদল সে।

খাওয়া শেষ হতে রানা ভিকোকে বলল, 'তুমি আমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করায় নিজেকে আমি সম্মানিত মনে করছি, ভিকো।'

'সত্যি যদি বন্ধু বলে মনে করো, দু'এক বছর পর পর হলেও দেখা করে যেয়ো।'

'নদীর পানি যখন সারফেসে তোলার ব্যবস্থা হবে,' বলল রানা, 'আমি দেখব তোমাদের এই গ্রাম যাতে অবশ্যই পানি পায়।'

গলা থেকে নীলকান্তমণির একটা মালা খুলে রানার হাতে গুঁজে দিল ভিকো। 'বন্ধুকে দেয়া আমার উপহার।'

অত্যন্ত দামী জিনিস, নিতে রাজি হলো না রানা। কিন্তু ভিকো নাছোড়বান্দা। সে বলল, 'প্রতিজ্ঞা করেছিলাম প্রতিমাগুলো ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত গলায় পরব এটা। মালাটা সৌভাগ্যের প্রতীক। এখন থেকে এটা তোমার কাছে থাকবে। কেন যেন আমার মনে হয়েছে, সৌভাগ্য জিনিসটা তোমার প্রায়ই দরকার হয়।'

হেসে ফেলে রানা বলল, 'ধরেছ তো ঠিকই। ধন্যবাদ, ভিকো।'

দ্বিতীয় দিন লরেলিকে নিয়ে গ্রাম দেখতে বেরুল রানা। হাঁটতে হাঁটতে কবরস্থানের কাছে চলে এল ওরা। লরেলিকে রানা বিটি ইবসেন মার্টিন-এর কবরটা দেখাল।

হাঁটু গেড়ে নিচু হলো লরেলি, সমাধি ফলকের লেখাটা পড়ল।

'সূর্য তোমার ওপর উষ্ণ করুণা বর্ষণ করুক
অন্ধকার রাতে কিছু তারা তোমাকে আলো দিক
ম্লান সকালে ফুলের কাছ থেকে পাও সুগন্ধ
আর গোধূলিবেলায় ঈশ্বর তোমাকে ভালবাসা দিন।'

'কথাগুলো কি সুন্দর, তাই না?' নরম সুরে বলল লরেলি। 'এর পিছনে কি

কোন গল্প আছে?'

'কেউ জানে না। ইণ্ডিয়ানরা বলে, রাতের অন্ধকারে কারা যেন কবর দিয়ে গেছে মেয়েটাকে।'

'একদম বাচ্চা মেয়ে। মাত্র দশ বছর বয়েস।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ, দশ বছরের একটা বাচ্চা মেয়ের জন্যে জায়গাটা বড় নির্জন।'

- ঃ শেষ ঃ -